মার্কসবাদ লেনিনবাদ

তত্ত্বে ও প্রয়োগে

কালীকান্ত মৈত্র

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৫৭

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
সুশীলকুমার গোস্বামী
মহাপ্রভু প্রেস
১৫, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
জহর দাস

বারো টাকা

ভূমিকা

মার্কসীয় দর্শনে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অনিবার্য্য সংঘর্ষতত্ত্ব একটি মূল তত্ত্ব। তাই কার্ল মার্কস ও লেনিনের আদর্শের আঙ্গিকে শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান তত্ত্ব কতটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বসম্মত, কতটা আদর্শভিত্তিক বা কতটা কৌশলগত পদক্ষেপ সেই বিষয়ে আলোচনা নিয়েই এই পুস্তকের সুরু।

পুঁজিবাদী দেশগুলি যখন মার্কস-লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে কটাক্ষ হাসি হেসে আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধের অনিবার্য্য বহ্ন্যুৎসবে না মেতে আপোষ-সমঝোতা করে এগিয়ে চলেছে,—তখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কস-লেনিনের আদর্শে বিশ্বাসী দেশগুলি আত্মঘাতী সংঘর্ষের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধ যুদ্ধই—বিবদমান যুদ্ধরত দুই পক্ষ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অথবা এক পক্ষ পুঁজিবাদী আর অপর পক্ষ সমাজতান্ত্রিক—তাতে এসে যায় কি? উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি মানব সমাজের কাছে একই—সামগ্রিক ধ্বংস ও পরিকল্পিত গণ-হত্যা। কি পুঁজিবাদী কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যুদ্ধরত পুষ্পকরথ যখন আনবিক ফুলঝুড়ি বর্ষণ করবে তখন শুধু 'বুর্জোয়ারাই' শেষ হবে না—'সর্ব্বহারারাও' হবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা পাঠক সমাজের কাছে উত্থাপন করেছি জিজ্ঞাসুর মন নিয়ে—নূতন করে মুল্যায়নের জন্য। এদেশে সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শে আস্থাবান যাঁরা তাঁদের বিচারের জন্য ভারতীয় রাজনীতির আঙ্গিকে-ও কয়েকটি জিজ্ঞাসা রেখেছি। সমালোচকদের যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ সমালোচনা ও মতামতের জন্য গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করব।

ইতিহাসের পর্য্যালোচনা অনেক ক্ষেত্রে তিক্ত হতে বাধ্য। আন্তরিকতা-বিহীন অসত্য বক্তব্যকে ভোটের লোভে প্রশংসার মোহে কূটনীতির মিষ্টি ভব্য ভাষার পোশাকী মোড়কে পরিবেশন করার চাইতে আন্তরিকতাপূর্ণ, হৃদয়ের উপলব্ধি-সিঞ্চিত তিক্ত সত্য-কথা সরাসরি স্পষ্টভাবে বলা অনেক ভাল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমার কথাগুলো বলেছি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলি তত্ত্ব ও তার প্রয়োগে অসঙ্গতি,—স্লোগান ও আচরণের মধ্যে—কতকগুলি বৈপরীত্য—দেখাবার চেষ্টা করেছি। স[illegible] [illegible]র্কসীয় তত্ত্বের আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা

নিছক বৈপ্লবিক তত্ত্ব হিসাবে যে-সব কথা বলে থাকেন—প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি সেই তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা আদৌ রক্ষিত হয়? যে-আদর্শের উন্মাদনা দিয়ে একসময় জনতা ও বুদ্ধিজীবিদের আকৃষ্ট করা হয়, বিপ্লবোত্তর কালে সেই সব তত্ত্ব ও আদর্শ কতটুকু রূপায়িত হয় তার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন সত্যান্বেষণের জন্য।

সমাজতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ভাবধারার প্রচণ্ড প্রভাব, উন্নত টেকনলজি ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন এনেছে—যেমন পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার আকাঙ্খা, দ্রুত বৈষয়িক উন্নয়নের তাগিদ, উন্নত আধুনিক টেকনলজি ও আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের চাপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকেও বিগত দিনের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা আত্মকেন্দ্রিকতা ও গোঁড়ামির পথ বর্জন করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উৎপাদন-শৈলী থেকে অনেক কিছু অনুকরণ করে অনিবার্যভাবেই তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাকে পরিহার করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দুটি আপাত বিরোধী সমাজব্যবস্থাই পরস্পরের ওপর ক্রমশই যেন বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মস্কো-ওয়াশিংটনের মধ্যে 'হট লাইন' স্থাপন কি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়?

এই পুস্তকের প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদ ধারাবাহিকভাবে "সাপ্তাহিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন উক্ত পত্রিকার পক্ষ থেকে "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন মাধ্যমে মন্তব্য করা হয়েছিল—"রাষ্ট্রনৈতিক নিবন্ধ যা অনুসন্ধিৎসুদের উৎসাহ জাগাবে, তাত্ত্বিকদের চোখ খুলে দেবে।" তাত্ত্বিকদের চোখ কতটা খুলে দিতে সাহায্য করেছিল প্রবন্ধগুলি জানা নেই—জানার কথাও নয়, তবে উক্ত পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হল কেন তা বোঝা গেল না। মৌখিক ভাবে টেলিফোনে সম্পাদিকা এই লেখাটি প্রকাশের রাজনৈতিক অসুবিধার কথা বলে, লিখিতভাবে কোন কিছু না জানিয়েই মাঝপথে লেখাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন—লেখাটির নবম সংখ্যার শেষে—পাঠকদের জ্ঞাতার্থেই—"চলবে" বলে বিজ্ঞপ্তি থাকা সত্ত্বেও। আমি লিখিতভাবে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলাম। কোন সৌজন্যসূচক উত্তরও পাই নি। সামান্য কিছু টাকা চেকে আমাকে লেখাটির জন্য পাঠান হয়েছিল, তা আমি প্রত্যাখ্যান করি।

এদেশে আজও এক-পার্টি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নি। আর "সাপ্তাহিক

বসুমতী" কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপত্র বলেও ঘোষিত বা প্রচারিত-ও নয়। স্বাধীন সাংবাদিকতার ছদ্মবেশ আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল নতুবা ঐ পত্রিকায় লেখাগুলি প্রকাশিত হবে আশাই বা কেন করেছিলাম।

আমার প্রবন্ধের বক্তব্যের সমালোচনা "সাপ্তাহিক বসুমতী"-তে যদি প্রকাশিত হ'ত তাহলে খুসী হতাম। আমার ভুল ধরিয়ে দিতে অথবা যুক্তির ফাঁক দেখিয়ে দিতে সাহায্য করলে তাঁদের কাছে উপকৃত বোধ করতাম—কেননা ভুল মানুষ মাত্রেই করে। এই অমোঘ নিয়মের অনুশাসন থেকে মার্কস লেনিনও রেহাই পান নি, পেতে পারেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এইভাবে কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে প্রগতিবাদী, বামপন্থার ভেক-ধারীদের হাতে।

সাপ্তাহিক "যুগবাণীর" সৌজন্যে লেখাটির পরবর্ত্তী অনেকগুলি অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য 'যুগবাণীর' সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "ফ্যাসিষ্ট আচরণ"—এই শিরোনামায় "যুগবাণী" পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয়তে উক্ত সাপ্তাহিকের এই আচরণের নিন্দাও করা হয়েছিল।

এই পুস্তকের প্রকাশনের ব্যাপারে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—বিশেষ করে বিশিষ্ট লেখক শ্রীশৈলেশ দে, বন্ধু শ্রীঅরুণ দাসগুপ্ত ও পরম স্নেহভাজন শ্রীমান পার্থসারথি বসুকে। শ্রীশৈলেশ দে ও শ্রীমান পার্থসারথি বসু উদ্যোগী না হলে নানা কাজের অবসরে লেখাটা হয়ত সম্পূর্ণ হোত না কোন দিন। আর আজকের দিনে এইরূপ একটি নীরস বিতর্কমূলক বিষয়ে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রকাশককে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ—কেননা তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলার প্রকাশকদের একাংশ অতীতের ন্যায় আজও যে এই ভূমিকা রক্ষা করে চলেছেন—সেটা একটা বড় আশার দিক নিঃসন্দেহে—দেশের কাছে।

পরিশেষে একটা বড় ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। এই পুস্তকের প্রুফ [illegible]ম দিকে আমি নিজে দেখে উঠতে পারি নি। তাই অনেক জায়গায় ছাপার [illegible] রয়ে গেছে। সেজন্য লজ্জিত। পাঠক সমাজ ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবেন [illegible] ত্রুটি—এই বিনীত নিবেদন। জয় হিন্দ।

কলিকাতা, মহালয়া,
৩০শে সেপ্টেম্বর.

কাশীকান্ত মৈত্র
৫৫, এস. আর. দাস রোড
কলিকাতা-২৬

উৎসর্গ

নির্লোভ, নির্ভিক ও জীবন-চঞ্চল
যে-তরুণ সম্প্রদায়ের দেশ সেবা ও আত্মনিবেদনের প্রত্যাশায়
সমগ্র দেশ অপেক্ষমান
তাদেরই উদ্দেশ্যে।

এক

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বহু আলোচিত রাজনৈতিক তত্ত্ব হলেও, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে নতুন করে আলোচনার সুযোগ এনে দেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ—বিশেষ গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে এই নীতির প্রতি সুদৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করে।

ক্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী শক্তিজোটের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিশ্বরাজনীতির এক অতি সঙ্কট মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রসঙ্গ আদৌ নতুন নয়। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের প্রথম ভাগে তদানীন্তন সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনভ সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য এই সহ-অবস্থানের নীতির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি একজন মার্কসবাদী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কূটনীতিবিশারদরূপে যুদ্ধকে সর্বতোভাবে পরিহার করার নীতি গ্রহণের দাবিও জানান বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে। ১৯৩২ সালের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে তিনি বলেন :

Once war is excluded as an instrument of national policy the Soviet government sees no need for maintaining armies and arm forces···The sole aim of the Soviet Union is the building of Socialism in the territory of Soviet Union · The Soviet Union requires neither the increase of territory nor interfearence in the affairs of other nations to achieve its aim and therefore could do without army, navy and military aviation and all other forms of armed forces".

অর্থাৎ যুদ্ধকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ বা সম্প্রসারণের হাতিয়াররূপে ব্যবহার

করার নীতিকে যদি চিরতরে বর্জন করা হয়, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া সেনা-বাহিনী রাখার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। সোভিয়েট সরকারের লক্ষ্য নিজের দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করা (তখন স্তালিনের নীতি : সোস্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি) রাশিয়ার রাজ্য-সীমানা বৃদ্ধির কোন লোভ নেই, অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা নিজের লক্ষ্য সাধনের জন্য হস্তক্ষেপ করার মতলবও তার নেই। তাই তার জল-স্থল-নৌ-বাহিনী রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

এত বড় নীতির কথা অবশ্য স্তালিন-ম্যালেনকভ-ক্রুশ্চেভ কখনও বলেন নি। কিন্তু লিটভিনভের কথা কেই বা আজ স্মরণ করছেন?

তবু শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না এই খ্যাতিমান পররাষ্ট্রনীতিবিদকে স্মরণ না করলে।

পৃথিবীর প্রকৃত শান্তিবাদী পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতিবিশারদদের মধ্যে লিটভিনভের স্থান খুবই উচ্চে। বলা যেতে পারে এই শতাব্দীতে সোভিয়েট রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বিচক্ষণ পররাষ্ট্রনীতিবিশারদ ছিলেন ইনি। সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন আদর্শবাদের ছোঁয়াচ এনে দেন তিনি।

তৎকালীন লীগ অব নেশনস্-এর বৈঠক-সভাগুলিতে 'বিশ্বশান্তি অবিভাজ্য' (Peace is indivisible) বলে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাশিয়ায় তিনি তরুণ, দক্ষ, বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন কূট-নীতিবিদের গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন—মেইস্কীই ছিলেন সেই গোষ্ঠীর শেষ বিচক্ষণ কূটনীতিবিশারদ।

লিটভিনভ অবশ্য ১৯৩৯ সালের পর থেকেই স্তালিনের কুনজরে পড়েন এবং ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরের শেষে পরলোকগমন করেন। সেদেশে তাঁর মৃত্যুতে কোন প্রতিক্রিয়াই জনমানসে সৃষ্টি হয় নি। লিটভিনভের বক্তব্যের দর্পণে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির ব্যাখ্যার বিচার হতে পারে না। কেন না ভল্গা নদী দিয়ে তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

লিটভিনভের উপরোক্ত ঘোষণা লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুং-এর ব্যাখ্যার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার—বিচার করে দেখা দরকার বিশ্বরাজনীতির ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিন-বাদী ব্যাখ্যা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ক্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রতিযোগিতামূলক সহ-অবস্থানের (Competitive Co-existence) কথা জোরের সঙ্গে পুনরুচ্চারিত করেন মাত্র। তিনি বলেছিলেন এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মূল তত্বটা আমরা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করব।

লেনিন এই দুই পরস্পর আদর্শ বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে "অনিবার্য সংঘাতের" (Inevitable Collition) কথা বলেছিলেন।

অবশ্য লেনিনের বহু বক্তৃতা ও রচনাবলী থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যায় এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতটা কি ছিল। যেথানে লিটভিনভ যুদ্ধকে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে নীতিগতভাবে বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন—সেখানে লেনিনের চিন্তাধারা কি ছিল সেটা জানা দরকার।

লেনিন কি যুদ্ধকে নীতিগতভাবে পরিহার করার দাবি জানিয়ে গেছেন?

হিংসা-বলপ্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ পরিহার বা রাজনৈতিক-সাবিক হানাহানির বিরুদ্ধে নৈতিকতা মানবিকতার ভিত্তির ওপর সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট নৈতিকতার কোন বিশেষ বক্তব্য রেখেছিলেন?

এ সব প্রশ্নের বিচার করতে হবে তার বক্তৃতা ও রচনাবলী থেকেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থা বা পদ্ধতি নিয়ে তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে হিংসা, গৃহযুদ্ধ বা ব্যাপক যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষের অনিবার্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিনের মনোভাবের বা মতামতের বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা কি?

যৌক্তিকতা বেশি করে দেখা দিয়েছে এই জন্যে যে, কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় ভাষান্তরে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে দারুণ সংঘাত দেখা দিয়েছে লেনিনের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করেই। তাই মহাবিপ্লবী লেনিনের বক্তব্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

দ্বান্দ্বিক তত্বের সাহায্য নিয়ে লেনিন "ন্যায়ধর্মী যুদ্ধ", "অন্যায় যুদ্ধ", "আত্মরক্ষাধর্মী যুদ্ধ" ও "আক্রমণাত্মক যুদ্ধের" মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কি তা দেখাতে চেয়েছেন:

"The Communist Party emphatically rejects the reactionary illusions of petit bourgeoise democrats about achieving disarmaments under Capitalism. It sets against them...the slogan of crushing the resistence of exploiters, of a fight to victory over the bourgeoise of the whole world both in internal civil war and international wars." (Lenin Collected Works, 3rd Russian Edn. Vol. XXII, 97).

কম্যুনিস্ট পার্টি পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করার প্রতিক্রিয়াশীল ভ্রান্ত ধারণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করে।

কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য হল শোষকগোষ্ঠীকে আঘাতের পর আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া—সে লড়াই আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেও বটে—বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

তাহলে দেখা যাচ্ছে (ক) কম্যুনিস্টরা বিশ্বাস করেন না যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীতে টিকে থাকা কালে কোনরূপ নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব। অতএব পৃথিবীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যতদিন থাকবে—যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাও ততদিন থাকবে। তাই কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে সৈন্যবাহিনী থাকবে—যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকবে।

(খ) পুঁজিবাদী গণতন্ত্রীরাই এই ধরণের ভ্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা আঁকড়ে থাকতে পারেন।

(গ) বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে কম্যুনিজমের যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়ে থাকে তা রূপ নেবে গৃহ-যুদ্ধের মধ্যে দিয়েও এবং বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়েও। অতএব কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য "যুদ্ধ" অনিবার্য।

তাই ১৯২৮ সালের কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার সঙ্গে উপরে উল্লিখিত লিটভিনভের ঘোষিত মূল্যবান নীতির কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এই যে, স্বয়ং স্তালিন লিটভিনভ-তত্ত্বকে স্বীকার করেন নি। রুশ দেশে স্তালিনের হাতে সর্বময় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ১৯২৮ সালের পরই আসে।

১৯২৮ সালের সম্মেলনে স্তালিনের প্রভাব ও দাপট ছিল প্রচণ্ড। ট্রটস্কী

তখন মধ্য এশিয়ায় নির্বাসিত—তাঁর বন্ধু ও সহযোগীদের নির্মূল করার কাজ শুরু হয়েছে রাশিয়ায় তখন। সেই প্রস্তাবে আরও বলা হল:

Soviet Union harbours no illusions as to the possibility of durable peace···wars between proletarian and bourgeoise states necessarily and inevitably arise. Formal indications such as offensive and defensive wars cannot serve as a test to determine the nature of War. Communism has to combat all high sounding phrases like "we shall never permit another war", "no more war" etc. Leninism combats all pacifist theories concerning the abolition of war · wars of proletarian dictatorship against world capitalism are inevitable and revolutionary.

সর্বহারার রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য: 'আর যুদ্ধ করব না' বা 'আর যুদ্ধ নয়' এই ধরণের শান্তিবাদী গালভরা বুলি উচ্চারণের বিরুদ্ধে কম্যুনিজমের লড়াই।

লেনিনের মতবাদে যুদ্ধ পরিহারের শান্তিবাদী নীতির স্থান নেই। আর এই দুই বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে যুদ্ধ শুধু অনিবার্যই নয়—বৈপ্লবিকধর্মীও বটে।

কোন্ দেশ আক্রমণকারী আর কোন্ দেশ আক্রান্ত—কোন্ যুদ্ধ আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষাত্মক অথবা কোন্ দেশ 'মুক্তিযোদ্ধার' বা আক্রমণকারীর উর্দি পরিয়ে—অন্য কোন্ এক আর এক দেশের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে ঘাঁটি করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে—এই সব বাহ্যিক দিক থেকেই যুদ্ধের 'প্রকৃত রূপ' নির্ণয় করা যায় না।

দেখতে হবে এর পেছনে কি রাজনীতি কাজ করছে—আক্রমণকারী ও আক্রান্তের শ্রেণীচরিত্র কি? এই হল মার্কসবাদী ব্যাখ্যা।

প্রকাশ্যে কম্যুনিস্ট চীন ভারতের সীমানা লঙ্ঘন করে এদেশের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড লড়াই বাধিয়ে দিল। কিন্তু সেদিন অভিজ্ঞ কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে এটা 'আক্রমণ' বলে মনে হয় নি—কেন না সর্বহারারা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে যে!

কি তিব্বত, কি হাঙ্গেরী, কি চেকোস্লোভাকিয়া সর্বত্র একই সনাতনী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা আক্রমণের সমর্থনে দেওয়া হয়েছে। তাহলে

লিটভিনভ যে ঘোষণা করেছিলেন সেটা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বধর্মী নয়? না সেটা ছিল নিছক প্রচারধর্মী?

অবশ্য আগেই বলেছি লিটভিনভের ভাবধারার সঙ্গে স্তালিনের ভাবধারার আদৌ মিল ছিল না।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, এত জটিল তত্ত্বকথা সোচ্চারে প্রচার করেও বিশ্বের এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত "সর্বহারার রাষ্ট্র" বিশ্বের বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে কোন দ্বিধাগ্রস্ততার ভাব দেখায় নি।

একথা বুঝতে হবে এই ধরণের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ-ই হল পরস্পর কর্তৃক পরস্পরকে পূর্ণ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান—তাদের স্ব স্ব ভৌগোলিক কৃষ্টি—জাতিগত, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক সত্তারূপে আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শুধু মেনে নেওয়াই নয়, পরস্পরের অস্তিত্ব যাতে কোন প্রকারে বিপন্ন না হয় পরস্পরের আচরণের দ্বারা, সেটা দেখাও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনকারী রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব এবং কর্তব্যও বটে।

কিন্তু এই সহযোগিতার কথা বার বার বললে আবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্টরা অথবা অন্য কম্যুনিস্ট দেশগুলির সঙ্গেও সর্বহারাদের বিশ্ববিপ্লবের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। তাই অনিবার্য সংঘর্ষের কথা—আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম-এর চূড়ান্ত জয়ের কথা সোভিয়েট বা চীনা কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে মধ্যে সোচ্চারে ঘোষণা করতে হয়। আর এর ফলে বঞ্চিত, শোষিত বিশ্ববাসীর মনে রুশ বা চীন দেশ সম্বন্ধে একটা মোহ ও ভক্তির ভাব তৈরি হয়। এই দ্বিবিধ নীতি অনুসরণের ফলে দুটো উদ্দেশ্য আপাতত সাধিত হবে:

প্রথমত, এই ধরণের জঙ্গী গালভরা স্লোগান ও বিপ্লবী তত্ত্বকথা প্রচারের ফলে পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী পর্যায়ের সম্পর্ক তিক্ত হবে—ঠাণ্ডা-যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে—উত্তেজনা বাড়বে।

তার ফলে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ডিক্টেটরশিপ ও একনায়কত্ব আরও জোরদার হবে এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদী করার তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা দেশের অভ্যন্তরে শাসকদল জোরালভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনায়করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকার ভয়াল পরিণতির উল্লেখ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করবেন এবং সেই সব দেশের গণতান্ত্রিক বা আজকের পরিভাষায় "জনগণ-

তান্ত্রিক" আন্দোলন বা তার যে-কোন প্রস্তুতি-পর্বকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখার সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ-সাধনের তত্ত্বও যা মার্কসবাদী দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য—তা ধামাচাপা পড়ে থাকবে। স্তালিন নিজেই ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন :

"The State will die out not as the result of relaxation of State power but as a result of its maximum consolidation which is necessary for the purpose of crushing the remnants of the dying classes and organising the defence against capitalist encirclement, which is far from being annihilated and will not soon be annihilated."

মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে—তাঁরা এ ধরণের অদ্ভুত তত্ত্বের কোন সমর্থন পাবেন না সমগ্র মার্কসীয় দর্শনে। ক্ষমতা ও শাসনের বল্গা শিথিল করে রাষ্ট্রের বিলুপ্তিসাধন ঘটবে না—বরং শক্তি ও শাসনক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত ও দৃঢ় করতে হবে মুমূর্ষু পুঁজিবাদী শ্রেণীর শেষ অবশিষ্টাংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। পুঁজিবাদী শক্তির বেষ্টনী ধ্বংস করতে আরও অনেক সময় লাগবে। অতএব ততদিন একনায়কতন্ত্রকে অটুট রাখলেই শুধু হবে না, তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ক্ষমতা ও শক্তির সর্বাধিক কেন্দ্রীকরণ বা দৃঢ়ীকরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো—ডিক্টেটরী হুকুমতকে আরও নিষ্ঠুর ক্রুর হৃদয়হীন শাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করা।

দ্বিতীয়ত—বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির জনগণকে সেই দেশের প্রচলিত সরকার ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করে সেইসব দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা—রুশমুখী বা চীনামুখী করে গৃহযুদ্ধের পটভূমি রচনা করে অথবা যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সেইসব দেশে অনুপ্রবেশের রাজনীতি প্রয়োগ করা।

তারপর যদি কোন পঙ্গু-মুমূর্ষু (dying) বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির ফলে ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা সাময়িক যুদ্ধ গরম-লড়াই এ পর্যবসিত হয় কোন কারণে—তাহলে তখন :

"Military operations must be transferred to the territory of the enemy ; we must fulfil our international obligations and increase the number of Soviet Republics."

(অষ্টাদশ পার্টি সম্মেলনে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির রিপোর্ট) অর্থাৎ যুদ্ধ বাধলে লড়াইকে নিয়ে যেতে হবে শত্রু-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং পরিশেষে তাকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হবে।

স্তালিন আমলের বহু-প্রচলিত 'ক্যাপিট্যালিস্ট এনসারকুল্‌মেণ্ট' তত্ত্বের নিরিখে যদি আজকের রুশ দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে যদিও পুঁজিবাদী শক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক রাশিয়াকে ঘিরে রাখার কথাটা খোদ রুশ নেতারাও মুখে আর বলেন না ; আর সেকথা বললেও তা কেউ বিশ্বাস করবেন না—তবু সে-দেশে গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধের ব্যবহারিক স্বীকৃতিলাভের এবং উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার ও প্রকাশের নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ সকল প্রয়াসকেই স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কেন ?

শুধু নিজের দেশেই নয়, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পূর্ব ইউরোপের "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির প্রশাসনযন্ত্রকে ধীরে ধীরে স্তালিনী ঢং-এ রূপান্তরিত করার চেষ্টাও চলেছে রুশ নেতাদের নির্দেশে।

রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শের দিক দিয়ে আপাতবিরোধী রাষ্ট্রনেতারা যদি আণবিক অস্ত্র সম্বরণ চুক্তিতে মৈত্রীবন্ধনের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে আর পুঁজিবাদী শক্তিজোট কর্তৃক সমাজবাদী দেশকে ঘিরে রেখে সে-দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উল্টিয়ে দিয়ে অবাধ পুঁজিবাদ কায়েম করার চক্রান্ত তত্ত্বটি নিছক আজগুবি আষাঢ়ে গল্প বলেই মনে হবে যে-কোন যুক্তিবাদী মনের কাছে।

তাছাড়া ক্রুশ্চভের আমলে ১৯৬০ সালের ৮০টি কম্যুনিস্ট দলের সমর্থনপুষ্ট মস্কো ঘোষণায় বলা হয় :

"The foundations of the Capitalist System have decayed so greatly that in many countries the ruling imperialist bourgeosie is no longer able indipendently to oppose the growing forces of democracy and progress. In conditions of peace Socialist System is unfolding more and more extensively its superiority over the Capitalist System in all fields of the economy, culture, science and technology. The superiority of the forces of socialism and peace will become absolute. In these conditions still prior to the

complete victory of socialism on earth while Capitalism is preserved in parts of the world a real opportunity will arise to exclude a world war from the life of Society."...

এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদী শক্তি যে ক্রমশই দুর্বল ও উত্তরোত্তর ক্ষীণ হয়ে আসছে আর সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় পৃথিবীতে সুনিশ্চিত তা বলা হল। সমাজতন্ত্রের গুণগত উৎকর্ষতার ফলে—সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত সম্পূর্ণ বিজয়লাভের পূর্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পুঁজিবাদ কায়েম থাকা সত্বেও সুযোগ আসবে সমাজের বুক থেকে যুদ্ধকে পরিহার করার।

একথা বলার পর সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশে ৫২ বছরের একটানা সমাজ-তান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে-দেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা পুঁজিবাদীব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এই অজুহাতে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ও উদারপন্থী করার দাবিকে কণ্ঠরোধ করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক বিংশতিশত পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের ভাষণটি কি নিছক ধোঁকাবাজি ছিল?

নিজেকে ও দলকে গণতন্ত্রকামী স্বাধীনতালিপ্সু মহান রুশ জাতির কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সাময়িক কৌশলমাত্র?

ক্রুশ্চেভ আমলের এই ঘোষণার সঙ্গে স্তালিন আমলের "maximum consolidation" অথবা হাল আমলের ব্রেজনভ-কোসিগিনের নয়া জবরদস্ত লৌহমুষ্টি নীতির মধ্যে কোন সঙ্গতি আছে কি?

মুখে বিপ্লবী তত্ত্ব মুহুর্মুহু ঘোষণা করলেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাশিয়া অথবা লাল-চীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে আস্থা ঘোষণা করবে তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ ও আত্মরক্ষা অথবা দেশরক্ষাজনিত স্বার্থের তাগিদে। মনে হবে এ যেন স্নায়ুযুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে দম নিয়ে নতুন দেশরক্ষা প্রস্তুতির অবকাশ সৃষ্টির একটা মূল কৌশলমাত্র।

লেনিনের আরও কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা যাক:

"We are not pacifists; we are opposed to imperialist wars for the division of the spoils among Capitalists, but we have always declared it to be absurd for the revolutionary proletariat to renounce revolutionary wars that may prove

necessary in the interest of socialism. (Farewell letter to Swiss workers.)

বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ যদি সমাজতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে 'যুদ্ধ' হবার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা আর টেকে না। আর 'সমাজতন্ত্রবাদের' স্বার্থে যে বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের কথা লেনিন বলেছেন তার বিচার চূড়ান্তভাবে কে বা কারা করবে? চীনের মহান নেতা মাও সে-তুং বিশ্ববিপ্লব ও কম্যুনিজমের স্বার্থে মার্কিন সামাজ্যবাদীকে ধ্বংস করার জন্য আণবিক যুদ্ধের ঝুঁকিও নিতে চেয়েছেন। ক্রুশ্চেভের সঙ্গে চীনা কম্যুনিস্ট নেতাদের এ নিয়ে দারুণ মতভেদ হয়েছিল তা অনেকের জানা আছে। আবার :

"To recognise the defence of one's fatherland means recognising the legitimacy and justice of war. Legitimacy and justice from what point of view ? Only from the point of view of the Socialist proletariat and its struggle for emancipation. We do not recognise any other point of view ...If a war is waged by the proletariat after it has conquered the bourgeoisie in its own country and is waged with the object of strengthening and extending socialism such a war is legitimate and "holy". (Lenin : "Left wing childishness and petty bourgeoise mentally"—S. W. VII—P 357.)

আবার লেনিনের আর একটি উক্তি :

"As soon as we are strong enough to defeat capitalism as a whole we shall immediately take it by the Scuff of the neck." (Vol. VIII—P 282).

লেনিনের বিভিন্ন বক্তৃতার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে গোটা কম্যুনিস্ট দুনিয়ার কম্যুনিস্টরা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

লেনিন বলেছেন, "সোস্যালিস্ট প্রলেটেরিয়েটের" স্বার্থেই এবং তাদের মুক্তির জন্যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে। অথচ আণবিক যুগে যুদ্ধ শুরু হলে সবচেয়ে বেশি আঘাত এসে পড়বে কলকারখানার শ্রেণী-সচেতন

সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর ওপরই। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণের বড় লক্ষ্য হয় কলকারখানা—শিল্পনগরী।

এ ব্যাপারে তো সবচেয়ে নির্মম ভুক্তভোগী সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণীই। নাৎসী সেনাবাহিনীর বীভৎস আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল তো রুশ দেশের শিল্পনগরীগুলি, কলকারখানাগুলি। সেই জন্যেই তো মাও সে-তুং-কে খুশি করার জন্য ও রুশ-চীনের মধ্যে বিভেদের গহ্বরের ওপর ঐক্যের সেতু নির্মাণের লোভেও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'কাগুজে বাঘ' বলে গণ্য করে আণবিক যুদ্ধে উস্কানি দিতে রাশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ অস্বীকার করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের স্বার্থে ও তাদের তথাকথিত মুক্তির স্বার্থে যুদ্ধের পরিণাম যে কি দাঁড়ায়—তা মর্মে মর্মে ক্রুশ্চেভ-জুকভ বুঝেছিলেন। যাদের 'মুক্তির' জন্য 'যুদ্ধ' হবে—ধ্বংসের প্রমত্ত তাণ্ডব জীবন ও মর্ত্যের বন্ধন থেকে তাদের যদি প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিরতরে মুক্তি দেয়, তাহলে সমাজতন্ত্রের আশীর্বাদ সেই সব দেশে কাদের জন্য অপেক্ষা করবে?

দুই

প্রথম কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহান আন্তর্জাতিক-সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেশে দারুণ গৃহযুদ্ধ—ধ্বংসের তাণ্ডবচলে—এই সময়টা—'Period of War Communism' বলে পরিচিত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জাপান ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে।

ব্রিটেন চেষ্টা করেছিল বাকু অঞ্চল নিয়ে নিতে, ফ্রান্স ক্রিমিয়া নিতে উন্মুখ ছিল। আমেরিকা সাইবেরিয়া অঞ্চলে কয়েক সহস্র সৈন্য পাঠিয়েছিল। বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

স্বভাবতই এই সময়ে বলশেভিকদের থিসীসই ছিল—পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক কোন দেশকে বাঁচতে দেবে না।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যদি রাশিয়া সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করত তাহলে স্বাধীনতাকামী আমেরিকান কি বলশেভিকদের মতই বিক্ষুব্ধ মনোভাব বা ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন না ?

এর পরই Kronstadt-এর সোভিয়েট নাবিকদের বিদ্রোহ হল। সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল।

১৯২ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবী লেনিন পিছু হটে এলেন—নতুন অর্থ-নৈতিক কর্মসূচীর নীতি প্রবর্তন করলেন (New Economic Policy)। সেই সঙ্গেই লেনিন আর একটি নতুন তত্ত্ব প্রচার করলেন যার মূল কথা হল—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটা সাময়িক স্থিতাবস্থায় আসা সম্ভব (থিয়োরী অব টেমপোরারী স্টাবিলাইজেশন অব ক্যাপিটালিজম নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে দেশের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের চাপে এই নতুন তত্ত্ব প্রচার করতে হয়েছিল। নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে (NFP) "Strategic retreat" বলে মেনে নিতে হয়। এই সময়কার সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির তিনটি মূল স্তম্ভ ছিল (১) নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রবর্তন, (জঙ্গী কর্মসূচীর পরিবর্তে)।

(২) রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা ও বুনিয়াদ রচনা (Socialism in one Country)।

(৩) যুদ্ধকে সর্বতোভাবে পরিহার করার ঘোষিত লিটভিনভ নীতি।

শুধুমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির দিক থেকেই নয়, সমগ্র বিশ্বের দিক থেকে এই তিনটি নীতিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেদিন। কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় কি অর্থনীতি গৃহীত হল সেটা অন্যান্য রাষ্ট্রের বিবেচনার বিষয় ততটা ছিল না—যতটা ছিল অপর দুটি নীতি সম্পর্কিত ভাবনা।

শেষোক্ত দুটি ঘোষিত নীতি বিশ্বের অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়কদের মনে এই ধারণাই জাগাতে সাহায্য করেছিল যে, রাশিয়া হয়ত বা কম্যুনিজম বা বলশেভিজমের চূড়ান্ত অবশ্যম্ভাবী বিশ্ববিজয়ের সঙ্কল্প প্রকারান্তরে পরিত্যাগ করেছে সাময়িকভাবে অন্তত এবং অন্যান্য দেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা বা তাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সে-রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে সে-দেশ গররাজি।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা সে-যুগে এই নীতিকে মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করেছিলেন কি না সেটা জল্পনা-কল্পনা বা অনুমানের বিষয়মাত্র নিঃসন্দেহে।

নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রবর্তনের পূর্বে লেনিন বলেছিলেন :

,'We live not only in a state but in a system of states and the existence of Soviet Republic next to a number of imperialist states for a long time is unthinkable. In the end either the one or the other must triumph. Until that end comes a series of most terrible conflicts between Soviet Republic and the bourgeoise States in inevitable. This means that the ruling class, the proletariat, if only it wants to and will rule must provide this also by military organisation (Report of the Central Committee, March 18, 1919).

ওপরের এই উদ্ধৃতি থেকে যুদ্ধ ও সহ-অবস্থান নীতি সম্বন্ধে লেনিনের মনোভাব কি তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যাখ্যার দ্বারা এর অন্য কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থ আবিষ্কার করা অসম্ভব।

লেনিনের মতে যে-যুগে আমরা বাস করছি যে-যুগে একাধিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী কতকগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দীর্ঘকাল পর্যন্ত পূর্ণ সহ-অবস্থান অসম্ভব। দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য—একটি অপরটির ওপর চূড়ান্ত বিজয় নিশান ওড়াবে। যতদিন পর্যন্ত না সেই মুহূর্ত আসছে ততদিন দুই রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সাংঘাতিক সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এক-আধটা সংঘর্ষ নয় বহু সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে। আর এর জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে সামরিক সংগঠন সৃষ্টি করতেই হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে লেনিনের মতে :

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব নয়,—আর সেটা ভাবাও যায় না। সংঘর্ষের প্রাক্কালীন বা অন্তর্বর্তীকালীন যে সাময়িক বিরতি এরই নাম 'শান্তি' আর এই পরিস্থিতিকেই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের স্বীকৃতি বলে ধরে নিতে হয়। যেন যাত্রা নাটকের দুই অঙ্কের মাঝখানের মিউজিক্যাল ইণ্টারলিউড হচ্ছে সহঅবস্থানের যুগটি।

ফলে একদিকে যেমন সোভিয়েট রাষ্ট্র সামরিক প্রস্তুতির জন্য পুরোদমে তৈরি হবে—ঠিক তেমনিভাবে 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্রগুলিও অনিবার্য সংঘর্ষের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হবে।

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের থিসীস-এ্যান্টিথিসীসের সংঘর্ষের ফরমূলা দিয়ে কি সহ-অবস্থান তত্ত্বের বিচার করা যাবে ?

এখন পরীক্ষা করে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার এই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক তত্ত্বটি সাত্যি সত্যি যুদ্ধ বা হিংসা-বিরোধী মানবতাধর্মী নৈতিক দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত না এ এক নিচুক ক্লান্ত সৈনিকের দম নিয়ে আবার লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হবার প্রস্তুতি-পর্ব ?

এ ভাবনা পৃথিবীর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের নেতা ও জনসাধারণের ততটা নয় নিশ্চয়ই যতটা ভারতের মত দেশের যারা গণতন্ত্রজাতীয়তাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভ্রাতৃত্ববোধের মৌলিক নীতির ওপর নিজ নিজ দেশকে গড়তে চান —শক্তিশালী করতে চান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্তালিনের নির্দেশে বিশ্বের সকল দেশেই কম্যুনিস্টরা শান্তির ললিতবাণী প্রচারে নেমে পড়েছিলেন—দিকে দিকে—সভা-সমিতি সমাবেশে পায়রা-ঘুঘু ওড়াবার যেন এক মহোৎসবে মেতেছিলেন, যেমন মেতে-ছিলেন চাচা নেহেরুর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দী-চিনি ভাই-ভাই তত্ত্ব প্রচারে।

এই ঘুমপাড়ানি শান্তির গান গেয়ে পৃথিবীর জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন নীতি অনুসরণকারী দেশগুলিকে দুর্বল করে রাখার চেষ্টা করলেন সেই দেশের কম্যুনিষ্ট দলগুলি। যাতে করে ভেতর ও বাইরে থেকে আঘাত এলেই অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে সেই সব দেশের কাঠামো, প্রশাসন ও অর্থনীতি।

এই সব শান্তি, আন্দোলন যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মূলত সোভিয়েট রাশিয়া ও লাল চীনের আন্তর্জাতিক মতলব হাসিল করার জন্যই অনুসৃত হয়েছিল সেটা বুঝতে সচেতন মানুষের বিলম্ব হলেও অসুবিধা হয় নি।

এক দিকে 'শান্তির লড়াই' শুরু করলেন সোভিয়েট অনুগামীরা ভাড়া করা কীর্তনীয়া, লেখক, সাহিত্যিক ভাতাপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে, আর এক দিকে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ভাড়াটে অহিংস শান্তিবাদীদের (Pecifists) দিয়ে প্রচণ্ড প্রচার অভিযান চালাবেন।

ভারতের বরাতে কত সার্টিফিকেট জুটল—"সাচ্চা গান্ধীবাদী অহিংস দেশ —পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র।" সবাই কান্তে ভেঙে কর্তাল গড়ল !

আর ওদিকে তলে তলে রাশিয়া-আমেরিকা-চীন প্রচণ্ড সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। রাশিয়া বিস্ফোরণ ঘটাল পৃথিবীর বৃহত্তম মেগাটন বোমা —ঊর্ধ্বাকাশে পাঠাল প্রথম স্পুটনিক সৃষ্টি করল আমেরিকার সঙ্গে সমান

তাদে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (inter continental ballistic missiles)।

এ এক সুনিপুণ সুচতুর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যার ফলে জোটনিরপেক্ষ ভারতের মত দেশগুলির সাধিত হল অপরিসীম ক্ষতি—এশিয়া-আফ্রিকায় রাজনৈতিক ভারসাম্য দারুণভাবে ব্যাহত হল—ভারত তার স্বাভাবিক নেতৃত্ব ও প্রভাব হারাল। শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে কাজ হাসিল করল আমেরিকা আর রাশিয়া—পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হল দুই ক্ষমতামত্ত শক্তি দানবের (Super Powers)। দ্বৈত প্রভুত্ব (Power duolopy)। আর আমরা?

একদিকে মুষ্টিমেয়ের প্রাচুর্য আর কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্যের সাধনা করলাম; একদিকে চরকার-গরুর গাড়ির রেড়ির তেলের প্রদীপের স্তিমিত আলোর মাহাত্ম্য প্রচার করলাম আর এক দিকে মার্কিন-রুশ-ইংরেজ-ফরাসী জার্মানী-জাপানের কোলাবরেশনে নতুন শোষণের জাঁতাকল,—শিল্পোন্নয়নের নামে,—স্বদেশে বসিয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিলাম, সামন্ততন্ত্রের অক্টোপাশের বাঁধনে বাঁধা সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি অসহায় নিরক্ষর বুভুক্ষু কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গ্রামবাসীদের নিষ্ঠুরতম ক্রূরতম শোষণ ও পেষণের ব্যবস্থা হল-বড় বড় শহরের (metropolitan cities) ওপরতলার ভদ্র-শিক্ষাভিমানী-আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর গোষ্ঠীর স্বার্থে, ভোটের স্বার্থে, একদিকে কোটি কোটি মানুষকে বুভুক্ষার অসহনীয় যন্ত্রণা—ও অশিক্ষার নিঃসীম অন্ধকারে পরিকল্পিত রাজ-নীতির অঙ্গ হিসাবে বন্দী রাখা হল, অন্য দিকে পশ্চিমী সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী কয়েক সহস্র সামাজিক প্রজাপতি-লম্পট উলঙ্গ বন্দীদের স্বার্থে বিদেশী রাজনীতি ও দেশীবিদেশী যৌথ বাণিজ্যিক স্বার্থে গোটা দেশের নির্বীর্যকরণ নীতি ঘোষিত হল (sterilisation, legalisation of abortion, ও vasectomy operation)—পরিবার পরিকল্পনার নামে; একদিকে এই বিশাল অমূল্য মনুষ্য সম্পদের অবমাননা—সুপ্ত জাতীয় প্রতিভা-ক্ষমতা ও শ্রমের অপচয় দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবহেলা আর অন্যদিকে স্বার্থান্ধ রাজশক্তি ও ভ্রষ্টাচারী কপট জাতিদ্রোহী রাজনীতিবিদদের আর তাদের সাকরেদদের ইজমের নামে মিথ্যাচার ও প্রমত্ত উন্মত্ততা।

সত্যি সত্যি দেশজননী আজ যেন অনাথিনী "কোন অন্ধকার মাঝে জর্জর বন্ধনে মাগিছে সহায়"। মিথ্যার মুখোস খুলে দিয়ে বীর্য-পৌরুষ-ন্যায়বিচার সত্য-শৃঙ্খলা-স্বাধীনতা-দেশপ্রেমের প্রকৃত সাধনার দ্বারাই আসবে আমাদের মত

দেশের সত্যিকারের মুক্তি। বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগানগুলিকে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে—সেগুলো কতটা প্রচারধর্মী আর কতটা নীতিধর্মী-কল্যাণধর্মী।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনিবার্য সংঘর্ষতত্ত্বকে সেদিনের রুশ কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। স্তালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট অর্থনীতিবিদ ইউজিন ভার্গাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধের পর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ভার্গা নাকি তখন ফিরে এসে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিও পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ক্রমবিন্যাস ও বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—শিল্পে ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'বুম' ও 'ডিপ্রেশন' নিয়ন্ত্রিত করে পুঁজিবাদ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তাছাড়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনিবার্য-সংঘর্ষ সম্বন্ধেও কোন নিশ্চিত আশ্বাসও দিতে তিনি পারেন নি।

অর্থাৎ ভার্গা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীত। অবশ্য শোনা যায়, এই ধরণের বেসুরো কথা বলার জন্য ভার্গা অসুবিধায় পড়েছিলেন। তিনি তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন আর একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে। পরে তিনি বললেন :

(১) মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সাইক্লিক মুভমেণ্ট শুরু হয়ে যাবে। আবার 'বুম' ও 'ডিপ্রেশন' চক্রাকারে ওঠানামা করবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে তাই সঙ্কট দেখা দেবেই। অবশ্য ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজরা আর এক যুদ্ধের তাণ্ডবে যদি না মেতে ওঠেন।

(২) বেকারী চিরস্থায়ী হবে—এমন কি আরও বেকারী বৃদ্ধি পাবে।

(৩) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়বে আর সেটা সমাজতন্ত্রের অনুকূলেই যাবে।

(৪) শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

(৫) পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে খুব ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটবে না।

যে-কথাগুলি ভার্গা নতুন করে জানালেন তাঁর পরবর্তী রিপোর্টে সেগুলো তো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনীতিবিদরা বহু আগেই বলেছিলেন। সে যাই

হোক, ভার্গার রিপোর্টকে বুঝতে হলে স্তালিনের এই সময়কার বিবৃতিগুলি ও সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশটি বুঝতে হবে।

পুঁজিবাদ ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ সম্বন্ধে মার্কসিস্ট তত্ত্ববিদরা দুটি বিকল্প বক্তব্য রেখে থাকেন :

(১) আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম হবে এবং নিজেকে শক্তিশালী করতে পারবে।

(২) পুঁজিবাদ তার আভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত সংঘাতকে কাটিয়ে উঠতে পারবে না বা কোন সমাধানের পথও আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না। ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ভেতরে যেমন অন্তর্ঘাতী বিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে তেমনি অপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও অনিবার্য নিয়মেই আত্মবিধ্বংসী লড়াই শুরু হয়ে যাবে। এইভাবে পুঁজিবাদই ঐতিহাসিক নিয়মের অনুসরণে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের পথ বেয়ে কম্যুনিজমের চূড়ান্ত সাফল্যের সূচনা করবে। সে নিজেই নিজের সমাধি রচনা করবে।

স্তালিন—"সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক সমস্যা" ("Economic Problems of Socialism in U.S.S.R.") এই রচনায় উপরোক্ত দুটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিকে নাকচ করে দেন। উনবিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্তালিনের উপরোক্ত রচনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর কতিপয় পার্টি কমরেড প্রথমোক্ত সম্ভাবনাটিকে স্বীকার করার অনুকূলে ছিলেন। স্তালিনের মতে :

"These Comrades are mistaken. The inevitability of war among capitalist countries remains."

অর্থাৎ যুদ্ধকে এড়িয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এগিয়ে যেতে পারবে এবং নিজের বুনিয়াদকে শক্তিশালী ও সুসংহত করতে পারবে এ কথা যে-সব সভ্যরা বিশ্বাস করে থাকেন তাঁরা স্তালিনের মতে ভ্রান্ত। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। এটা লক্ষ্যণীয় যে, এই উনবিংশতিতম কম্যুনিস্ট পার্টি সম্মেলনের পূর্বে যখন এই ভবিষ্যবাণী তিনি করেছিলেন তখন স্তালিন কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শিবির ও আন্তর্জাতিক সমাজবাদী শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের অনিবার্যতার কথা বলেন নি।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী—স্তালিনের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুশ্চভের বিবৃতিটা লক্ষণীয়।

১৯৬০ সালে প্যারীস শীর্ষ শান্তি বৈঠক বানচাল করার জন্ত "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী"দের তিনি দায়ী করে বলেন—"আমাদের যুগে যুদ্ধ অপরিহার্য নয় ("war is not inevitable in our time") এটাই হল তার মতে কমিউনিস্ট দলের থিসীস। এই ব্যাপারে তিনি চীনের গোঁড়ামি ও উগ্রনীতির সমালোচনা হিসাবে এই থিসীসটি ব্যবহার করেন। রুমানিয়া পার্টি কংগ্রেসে ভাষণ দান কালে তিনি বলেন :

"But we must not forget that Lenin's theses on imperialism were put forward and developed by him years ago when many phenomena which have become decisive for the development of historical process and the entire international situation were absent. Besides comrades, one can not mechanically repeat now when V. I. Lenin said many decades ago on imperialism and go on asserting that imperialist wars were inevitable until socialism triumphs throughout the world."

লেনিনের থিসীসের পর যে বিপুল পরিবর্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ও বিশ্বরাজনীতিতে সূচিত হয়েছে—তাতে আর পাখি-পড়ার মত সেই সব পুরাতন তত্ত্ব ঘোষণা করে কোন ফল হবে না। ক্রুশ্চভ আরও বলেছেন তাঁর সহ-অবস্থানের নীতির সমর্থনে :

"...The times have gone when imperialism held undivided sway...In our day, the balance of forces in the world has become entirely different. This is why *to hold now that war is inevitable is to show a lack of faith in the forces of socialism.*"

বর্তমান পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদের অনুকূলে বিশ্বশান্তির ভারসাম্য ঝুঁকে আছে—যাদের সমাজতন্ত্রের কার্যকারিতায় আস্থা নেই, তারাই অন্ত কথা ভাববে এবং যুদ্ধ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই অনিবার্য। সুতরাং ক্রুশ্চভ এই তত্ত্বের কথা যখন বলেছিলেন তখন স্পষ্টতই তিনি মার্কস-লেনিনের উপক্রমণিকার স্মরণ নেন নি—তিনি তাঁর থিসীস বা প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে মার্কসীয় শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে তাঁর কল্পিত 'Balance of power'-এর পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন।

এর জন্য নিশ্চয়ই গোঁড়া মার্কসবাদীরা তাঁকে 'শোধনবাদী' বলতে পারেন। ক্রুশ্চভ ঘটনা প্রবাহের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—'আইডিয়লজির' দিকে নয়—ব্যবহারিক দিক বা 'প্র্যাকটিসের' দিকে তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন 'ট্র্যাডিশনের' দিকে নয়, রুশ জাতীয় স্বার্থের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন,—চীনের জাতীয় স্বার্থের দিকে নয়।

বিশ্ব পরিস্থিতিতে শক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে যখন নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করছে—আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদও সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে—আন্তর্জাতিক টালবাহানার মধ্যে নিজের শিবিরকে সামলে নিচ্ছে। বিশেষ করে যখন এই Balance of power-এর রাজনীতি—বিশেষ কোন দ্বিমতবাদ বা আইডিয়লজি নির্ভর নয়—তখন এই ভারসাম্য সব সময়ই একইভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে এমন মনে করার কোন যুক্তি নেই। বিশ্বরাজনীতিতে আণবিকশক্তির মহড়া বা পাশবশক্তির দাপটই ভারসাম্য সব সময় নিয়ন্ত্রিত করে না। এ যুগে প্রভাব বা 'Influence' ও শক্তি বা Power দুটো ভিন্ন বস্তু। নৈতিক শক্তি (moral factor) একটা বড় নিয়ামক নতুন নতুন ভারসাম্য রচনার ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে মার্শাল টিটোর একটি বক্তৃতা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃতি করা যেতে পারে। টিটো এক সময় বলেছিলেন :

"...Since the majority of mankind is outside blocs, we want that majority not to watch passively while someone else tailors its fote, but to participate. And the more these are of us the stronger we shall be not by the number of our guns and atomic bombs, of course, but as a moral factor. And today the moral factor plays a very important role in the World..."

তিন

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ টালবাহানার মধ্যেও সাময়িকভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে সুসংহত করতে সক্ষম হবে এই মার্কসবাদী তত্ত্ব মেনে নিলে কতকগুলি পরিণতির কথা স্বভাবতই মনে আসবে।

প্রথমত, এর একটা পরিণতি হচ্ছে এই যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ পাবে এবং নিজেদের ভেতরকার বিরোধ যদি এড়াতে পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অথবা আর এক ধাপ বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই প্রস্তুত হবার অন্যতম ফল এটাও যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুর্বল স্থানগুলিকে শক্ত করে নেওয়ার সুযোগ মিলবে।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী শিবিরের ওপর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চূড়ান্ত সাফল্য বা বিজয়-সম্ভাবনাকে স্তিমিত করা বা আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া—কেন না ইত্যবসরে 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' বা বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্ষমতায় ভারসাম্য একরকম না-ও থাকতে পারে। আর যে-পরিমাণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব লাভ করে বা দীর্ঘমেয়াদী হবে এবং নিজের ভিত্তিভূমিকে সুসংহত করতে সক্ষম হবে, ঠিক সেই পরিমাণে সেইসব রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন পিছিয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এই "টেম্পোরারী স্ট্যাবিলাইজেশনের" যুগটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুকূল হবে না।

তৃতীয়ত, এর দ্বারা দুটি পৃথক স্থায়ী দুনিয়াকে মেনে নেওয়া হবে আর অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ জোট-নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রগতিশীল দেশগুলির ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি হবে—জোট-নিরপেক্ষতা ('নন-এ্যালাইনমেণ্ট') পরিত্যাগ করার জন্য। দুই শিবির থেকেই প্রচণ্ড চাপ আসবে এইসব দেশের ওপর এবং তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আবার জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিও ('আনকমিটেড নেশন') জোটের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নতুন ভারসাম্য 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' সৃষ্টি করতে পারে—সেটা চাপসৃষ্টিকারী আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপবাদী উগ্রপন্থী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মাতব্বরীর বিরুদ্ধে যেতে পারে। এশিয়া-আফ্রিকার জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সামরিক শক্তি কম সত্যি, কিন্তু বিশ্বরাজনীতিতে এদের প্রভাব ('ইনফ্লুয়েন্স') অনস্বীকার্য। যুগোশ্লাভিয়ার মতে······

"···In fact if the question of appearnce of a qualitatively completely a new force in international relations, introducing a new content in world politics···Time has come for the voice of uncommitted countries to be heard much more strongly than beforc."

অর্থাৎ গুণগতভাবে বিশ্বরাজনীতিতে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি একটি সম্পূর্ণ বিশ্বশক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে বলা যেতে পারে এবং এরা নতুন অবদানও জুগিয়েছে বিশ্বরাজনীতিতে। এই সব দেশের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হওয়ার সময় এসেছে।

আজকের বিশ্বে পররাজ্যলোলুপতা, পররাজ্যে সৈন্য প্রেরণ—বলপ্রয়োগের দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—সামরিক চুক্তি সম্পাদন, এক দেশের বিরুদ্ধে আর এক দেশকে অস্ত্র সাহায্য, অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও মাতব্বরীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খোলার মুখ্য দায়িত্ব এসে পড়ছে এইসব দেশগুলির ওপর।

দুই তথাকথিত আদর্শভিত্তিক পরস্পর-বিরোধী সদা-বিবদমান শিবিরে গোটা পৃথিবীকে দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখার তত্ত্বকে এই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি মানবে কেন? যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ পত্রিকায় সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে:

"The lack until now of a systematic co-ordination of efforts by countries which are not committed to blocs has been well exploited by the bloc powers. By means of various manoeuvres and by using their old methods the colonial, imperialistic, neocolonial and other anti-democratic powers have been succeeding in many situation ..."

জোট-নিরপেক্ষ, স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে সংহতি ও গভীর যোগাযোগ না থাকার ফলে দুটি শক্তিজোটই তার সুযোগ নিচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিশ্বপরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য সাধনে সফলও হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তির অনুকূলে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য ঝুঁকে পড়লেই যে সেটা সোভিয়েট ব্লক-এর অনুকূলে যাবে এমন কোনই কথা নেই। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের জোরাল প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, সময়টা একটা খুব বড় প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্ত পিছিয়ে গেলে যেমন বুর্জোয়া-শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারে—আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তিগুলিকে (কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট

পরিচালিত) সাময়িকভাবেও দাবিয়ে রাখতে পারে—শুধু লাঠি-বন্দুকের জোরেই নয়—ক্ষেত্রবিশেষে, "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী" শ্রমিকশ্রেণীকে কিছু কিছু পাইয়ে দিয়ে আর সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত-শোষিত অসহায় গ্রামের মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রেখে।

আর "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী-জঙ্গী"—শ্রমিকশ্রেণী হালফিলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পরিচালনায়, স্বার্থপর ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে ভারতের মত দেশে মূলত এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে, সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র-বিপ্লব-শ্রেণী সংগ্রাম—এই সব মূল প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নেই,—অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া বা বোনাস আদায় অনাদায়ের ওপরই যেন ঐ সব তত্ত্বগুলি নির্ভরশীল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ দাবি আদায় হলেই হল—গোটা সমাজের কথা অথবা গ্রামের নিরক্ষর ক্ষুধিত যে কোটি কোটি মানুষ এই আণবিক যুগেও ঘুঁটের যুগে পড়ে আছেন, দিনে পঞ্চাশ পয়সাও রোজগার করার ক্ষমতা বা অবস্থা নেই—অস্থি-কঙ্কাল-সার হয়ে নগ্ন দেহে পশুর জীবন যাপন করছে—তাদের শোষণ-মুক্তির কথা, তাদের মৃত্যুহীন অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কথা আগে ভাববার প্রয়োজন নেই!

আর বিপ্লবী শ্রেণীর আর্থিক দাবি-দাওয়া মিটলে সেই "বিপ্লবী শ্রেণীই" শাসকগোষ্ঠীকে যখন "প্রগতিশীলতার" ও "গণতান্ত্রিক আচরণের" সার্টিফিকেট দেবেন, তখন পল্লীর ও শহরতলীর বস্তির ওই কোটি কোটি স্তব্ধ নতশির মূক শোষিত বঞ্চিত মানুষের দলও শাসকশ্রেণীর জয়ধ্বনি ক্ষীণকণ্ঠে দিতে থাকে—পাঁচ বছর অন্তর একদিনের গণতন্ত্রের ঘেঁটুপুজোর দিনে সমারোহ করে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে মেহনতী জনতার বিপ্লবী প্রতিনিধি নির্বাচিত করে আসে।

পথের ধারের মরণোন্মুখ ভিক্ষুক ব্যস্ত পথচারীকেও জিজ্ঞেস করছে: "বাবা ভিক্ষে চাইছি না। চাঁদে লুনা পৌচেছে কি?

'আমেরিকার লোক চাঁদে নেমেছে তো?

তাহলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত হল? বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোরও জাতীয়করণ হবে তো?

ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পাকে ক্ষমতা থেকে হটাতে পেরেছেন কি?"

লক্ষ লক্ষ ম্যয়-ভুখা হুঁ-র দল গগনভেদী চিৎকারে জয়ধ্বনি দিচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরির। ইন্দিরাপন্থীরা যত না আনন্দে আটখানা হয়েছেন তার বহু গুণ বেশি হয়েছেন ভারতের মুমূর্ষু জনগণের প্রতিনিধি বামপন্থীরা !

ভি, ভি, গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হয়ে গেল বোধ হয়।

আবার সার্টিফিকেটের পালা—পরস্পর কর্তৃক পরস্পরের প্রশংসাকীর্তন। নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। তার অনুকূলে নতুন 'ভারসাম্য' তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেক যুগেই নতুন নতুন কায়েমী স্বার্থ তৈরি হচ্ছে।

আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে ও আরও দিতে পারে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতিও পালটাচ্ছে—বুর্জোয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে বাধা থাকবে না।

যেমন ধরা যাক লেনিন "ইকনমিজমের" বিরুদ্ধে নিজের দেশকে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কত পরিবর্তনের স্রোতই না বয়ে গেছে রুশ দেশের ওপর দিয়ে।

এখন আবার মার্কসীয় শাস্ত্র থেকে তোতা পাখীর মতন মার্কসবাদী বুলি কপচানোর বিরুদ্ধে রুশ নেতারা সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন।

এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মার্কেট ইকনমি, লাভ-ভিত্তিক ব্যবসায়িক-ভিত্তিক শিল্পনীতি কৃষিনীতির কথা বলছেন খোদ রুশ কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিশারদরা।

পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়ায় এই সব "পুঁজিবাদী ভাবধারার" ভিত্তিতে সেই সব "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির অর্থনীতি ঢেলে সাজা হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে আদর্শগত বৈপরীত্যের কথা যত ঘটা করে বলা হচ্ছে, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও শিল্পোন্নত কমিউনিস্ট বা স্যোসালিস্ট-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুসৃত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে সাযুজ্য মিলের দিকটা অর্থাৎ কন্‌ভারজেন্ট টেন্‌ডেনসীজ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লাগাম-আল্‌গা আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক বাধাহীন শিল্প-প্রসার ও উৎপাদনবৃদ্ধির হিড়িক ও পরস্পরের ভয়-ভিত্তিক অবিশ্বাস্য সামরিক শক্তিবৃদ্ধির তাগিদের যুগে এই দুটি পরস্পর-আদর্শ-বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে মিলগুলি—কনভারজেন্ট টেন্‌ডেনসীগুলি চোখের

আড়াল করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পুঁজিবাদী মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ গলব্রেথ একেই বলেছেন, "Convergent power of industrialism and technology." আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভূত শিল্প-কারিগরীবিদ্যা বা কারু-বিজ্ঞান, উৎপাদন পদ্ধতি—আধুনিক পরিকল্পনা—অনিবার্যভাবে দুটি ব্যবস্থাকে একই ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য করছে।

যেমন অটোমেশন, কমপিউটারকে বাদ দিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া পারে নি। যদিও স্তালিন এক সময় এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

এ ব্যাপারে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে; উৎপাদনে বৈষয়িক উন্নয়নে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে সে-দেশ এগিয়ে যাবেই এই তার অন্যতম লক্ষ্য (আউট ডিসট্যানসিং ইউ-এস-এ)।

'টেম্পোরারী স্ট্যাবিলাইজেশনের' যুগে এই কন্‌ভারজেণ্ট টেন্‌ডেনসীগুলি যত প্রকট হয়ে উঠবে কমিউনিস্ট-মার্কসবাদী রাষ্ট্রগুলির "কমিউনিস্ট চরিত্র" সম্বন্ধে পৃথিবীর গোঁড়া মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের মনে গভীর সংশয় দ্রুত জাগবে। সংশয় জাগবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের "আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব" সম্বন্ধে, গাল-ভরা মন-ভোলান প্রচার সম্বন্ধে, সংশয় জাগবে মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির সার্থকতা সম্বন্ধে।

আর যাই হোক শুধুমাত্র কতকগুলি গাল-ভরা তাত্ত্বিক স্লোগান দ্বারা বিশ্বের শোষিত বঞ্চিতদের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট মানুষদের এক আন্তর্জাতিক মতবাদের পতাকার নিচে অনির্দিষ্টকাল ধরে জমায়েত রাখা সম্ভব নয়।

যারা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে আবদ্ধ হতে চাইবে—তারা চোখে চোখ রেখেই হাত মেলাতে চাইবে।

বিশ্বশক্তি ভারসাম্যের কথা হচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কথাই ধরা যাক। "সমাজতান্ত্রিক" রুশ দেশ "সমাজতান্ত্রিক" চেকোস্লোভাকিয়ায় "সমাজ-তান্ত্রিক" ওয়ারশ-চুক্তিজোটভুক্ত পূর্ব ইউরোপের "সমাজতান্ত্রিক" কয়েকটি দেশের "সহযোগিতায়" ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট জোরপূর্বক দস্যুর মত প্রবেশ করে হরণ করল সেই স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের স্বাধীনতা।

সোভিয়েট অনুরাগী অধিকাংশ "সমাজতান্ত্রিক" দেশই রুশ আক্রমণের কঠোর সমালোচনা করেছে।

দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও কমিউনিস্ট ফরাসী সাহিত্যিক দার্শনিক জঁ্যা

পল সার্ত্রে এই আক্রমণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভিয়েৎনাম আক্রমণনীতির সঙ্গে তুলনা করে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

লাল চীন এই অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়ে নি। "শোধনবাদী" চেকো-শ্লোভাকিয়ার ওপর রুশ আক্রমণকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে এবং রাশিয়াকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে আখ্যাত করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

রাশিয়ার এই উলঙ্গ আক্রমণাত্মক আচরণ ও একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে হস্তক্ষেপের ঘটনায় পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভক্ত হয়ে পড়ল প্রকাশ্যেই।

যে—কমিউনিস্ট চীন তার আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী আক্রমণাত্মক নীতির জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছ থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল—। ছোট ছোট "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিও হঠাৎ সেই চীনের 'ভক্ত' হয়ে উঠল—রাশিয়ার নীতি না-পছন্দ এটা দেখাবার জন্য। ফলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্য পাল্টাতে সুরু করল।

আবার রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিংশতিতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের ক্রুশ্চভের লোমহর্ষক ভাষণের পর (১৯৫৬) সে দেশে উদারতা মানবিকতা গণতন্ত্রের যে নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছিল ধীরে ধীরে, তাকে নস্যাৎ করার সুযোগ এসে গেল ব্রেজনভ-কোসিগিন নেতৃত্বের কাছে। পুরাতন স্তালিনবাদী নীতি প্রবর্তনের পথ সুগম হতে লাগল ধীরে ধীরে।

একদল সমাজতন্ত্রী যখন সোভিয়েট আক্রমণকে সরাসরি "আক্রমণ" বলে অভিহিত করলেন আর একদল সমাজতন্ত্রী বলতে সুরু করলেন—চেকো-শ্লোভাকিয়ায় রুশ সৈন্য প্রেরণ তো "আক্রমণ নয়"—"no attack but rather necessary international assistance against counter revolution"—"no occupation but prevented a coup and bloodshed." (মস্কো অনুগত রুশ নেতৃত্ব কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া নতুন চেক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জারোমির হারবেক-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে "জাতীয় ছাত্র দিবসের" "ন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস ডে"র ভাষণ ১৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯)। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকা—দায় ও দায়িত্বের এ এক হালফিলের ব্যাখ্যা!

অবশ্য এ ধরণের ব্যাখ্যায় নতুনত্ব কিছু নেই—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

সংগ্রামের যুগে এক শ্রেণীর শিক্ষিত দুধে-ভাতে থাকা রাজনীতিবিদ্ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতে "সিভিলাইজিং মিশন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে গলা ফাটাতে কসুর করেন নি,—মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের অধীনে পরাধীন ভারতবাসী পরম সুখে কালাতিপাত করছেন এ তত্ত্ব প্রচারও তাঁরা করেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুদ্ধ-করা ও সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষকে কামানের তোপের খাদ্য করার ঘৃণ্যতম কাজকে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্ সমর্থন করেছিলেন "জনযুদ্ধের" নামে সেই সনাতনী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা উড়িয়ে, মাহাত্ম্য-কীর্তন করে,—"সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী" ভারতের প্রলেটেরিয়ট শ্রেণী ঐতিহাসিক ১৯৪২ সালের ভারতের অভ্যন্তরে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট করে কোন মদত্ দেন নি—যেমন দেন নি কোন নৈতিক সাড়া নেতাজী পরিচালিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ করা অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে।

কিন্তু ভারতের "প্রতিক্রিয়াশীল" "রক্ষণশীল" কৃষকসমাজ অনুন্নত শোষিত আদিবাসী সাঁওতাল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ ছাত্র-যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামে "সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী" যে সক্রিয় কোন ভূমিকা নেয় নি এবং "All for the successful prosecution of the war" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সাফল্যের জন্য যা-কিছু করণীয় তাই করতে হবে হিংস্র বৃটিশ সরকারের এই নীতিকে মদত দিয়েছিলেন, তার প্রধান কারণও সেদিনের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থবোধে সুড়সুড়ি দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস।

দোষ শ্রমিকশ্রেণীর নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম নিয়ে যে-সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীরা গোটা সমস্যাকে শুধুমাত্র রুটি-মাখনের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক-শ্রেণীকে দেখাতে শিক্ষা ও প্রেরণা দিচ্ছেন—দোষ তাঁদের।

আর আমাদের দেশের কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক নেতা পৃথিবীর অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কি সে কথা বলেন না।

শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব তখনই নিতে সক্ষম হবে কোন দেশে যখন সেই শ্রেণী গোটা সমাজের অবহেলিত শোষিত বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনা-দুঃখ-নিপীড়ণ-শোষণের যন্ত্রণা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে, নিজের সাময়িক গোষ্ঠীস্বার্থকে উপেক্ষা করে সমাজের বৃহত্তম শোষিত অংশের জন্য কঠোর পরিশ্রম-ত্যাগ-সংগ্রাম ও দুঃখ বরণের জন্য দীক্ষিত হতে পারবে। আর সমাজের, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে বৃহত্তম শোষিত-অবহেলিত-বঞ্চিত অংশ তো গ্রামে গ্রামে শহরের উপকণ্ঠে বস্তিতে বস্তিতে যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে মার খাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের মূলভিত্তি স্বরূপ কঠোর শ্রম-আদর্শবাদিতা, জলন্ত দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম, চরিত্র ও আত্মত্যাগের বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন —আর সেই মহাবাণীকে গ্রহণ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তা ছিল মূলত রাজনৈতিক-সামাজিক ও মানবিক। অর্থনৈতিক স্বার্থের চশমা এঁটে তাদের মুক্তির প্রশ্ন তিনি বিচার করেন নি। মহৎ ত্যাগ ও চরিত্র সৃষ্টি ছাড়া পৃথিবীতে কোনদিনই কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

নেতাজী সুভাষও বলেছিলেন জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়—'Blood of the martyr is the seed of the church'!

লেনিনও ত্যাগের কথা বলেছিলেন। ক'জন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকসমাজের কাছে সে কথা তুলে ধরেন?

বর্ধিত বেতন মাগ্‌গীভাতা-বোনাস পাইয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেটের মুখে কৌটা বাজিয়ে, স্বেচ্ছায় খুশি মনে চাঁদা না দিলে ভয় দেখিয়ে পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকের পাওয়া পারিশ্রমিকের কিছু অংশ সংগ্রহ করে দলের কাজ বাড়তে পারে, সঙ্ঘশক্তির মাধ্যমে নির্বাচনে ভোট মিলতে পারে প্রচুর কিন্তু সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না।

গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-সচেতনতা এড়িয়ে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতার বিপদ লেনিন বুঝেছিলেন, তাই তিনি "পেশাদারী বিপ্লবীদের" দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার কথা বলেছিলেন (হোয়াট্ ইজ টু বি ডান—লেনিন)।

১৯২০ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে লেনিনের একটি বক্তব্য স্মরণীয়।

সেই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জার্মান কমিউনিস্ট প্রতিনিধি গ্রীস্‌পিয়েন বক্তৃতা করতে উঠে বলেন যে, জার্মান কমিউনিস্টরা জার্মানীতে বিপ্লব সুরু করতে পারেন, যদি তাঁদের এই ভরসা দেওয়া যায় যে, তাঁদের আর্থিক অবস্থায় এর ফলে খুব অবনতি ঘটবে না। লেনিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন :

"*I should like to ask whether such a tone is acceptable in a Communist party. This is counter revolutionary.* The standard of living here in Russia is certainly lower than in Germany, but when we established our dictatorship the workers began to hunger more and their standard of living fell still further. *The victory of the workers is impossible without sacrifices*...'

লেনিন জার্মান কমিউনিস্ট প্রতিনিধির দৃষ্টিভঙ্গীকে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী বিরোধী এবং এমন কি "প্রতিবিপ্লবী" বলে বর্ণনা করেন।

বিপ্লবের পর রাশিয়ায় শ্রমিকদের জীবিকার মান নিচে নেমে যায়, তাদের বহু কষ্ট করতে হয়েছে একথা স্বীকার করেন এবং বলেন বিনা ত্যাগে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অসম্ভব। নেতৃত্বের ভিত্তি সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখীনতা, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ়সঙ্কল্প।

চতুর্থত, পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থিতাবস্থাতত্ত্ব স্বীকার করে নিলে মার্কস-লেনিনের পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও পরিণতি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আর টেকে না।

এই যে পুঁজিবাদী শিবিরের স্থিতাবস্থার কথা বলা হয়েছে এটা অবশ্য মার্কসিস্ট তত্ত্ববিশারদদের মতে সম্পূর্ণ "সাময়িক" অস্থায়ী। তা তো নিশ্চয়ই নতুবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত বিজয়তত্ত্ব যে-মূল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটা দুর্বল হয়ে পড়ে খানিকটা। তা ভিন্ন ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় কিছুটা ভাঁটা পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

তাহলে এইরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যেখানে ধনতন্ত্রবাদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, বরং সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে নিজের বুনিয়াদকে অপেক্ষাকৃত মজবুত করে নেবার সুযোগ পায়, সেখানে একটি বা একাধিক বিশ্ব বিপ্লববাদী কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের সম্মুখে দুটি সমস্যা বড় হয়ে ওঠে :

(১) ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করা, সামরিক প্রস্তুতি আরও ক্ষিপ্রবেগে চালিয়ে যাওয়া।

(২) ধনতান্ত্রিক শিবিরে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা, তাকে সামগ্রিকভাবে দুর্বল করা বা বিব্রত করা. পুঁজিবাদী শিবির বা জোটভুক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ না দেওয়া ; তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করা। লেনিনের ভাষায় :

"We must know how to dispose our forces in such a way that they [the imperialists] fall out amongst themselves because as is always the case ·····When thieves fall out, honest men come into their own.

The practical task of communist policy is to take advantage of this hostility and to incite one against another. Are we not committing a crime against communism ? No. Because we are doing so as a Socialist State which is carrying on Communist propaganda is obliged to take advantage of every hour granted it by circumstances in order to gain strength as rapidly as possible." [Speech to Moscow Party Nucli Secretaries. S. W. VIII 282-284)

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সংঘাতের সুযোগ নেওয়া। একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কর্তব্য লেনিনের মতে। প্রতিমুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে—একদিকে বিরোধ ভাল করে বাধিয়ে দিতে হবে, অপরদিকে খুব দ্রুত নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা এই হবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কৌশল

সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির হবে এই কৌশল, নিজের দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করা অর্থনীতিকে নড়বড়ে অবস্থায় রাখা—কারণ দেশটা নিজেদের হলেও ওটা যে বুর্জোয়া মার্কা।

অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া অথবা চীনের শক্তি-বৃদ্ধিতে গর্ববোধ করা ও তাকে সাহায্য করা নীতিগতভাবে। ভারতবর্ষ— "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র না "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্র ?

মার্কসীয় নিরিখে বিচার করলে একে "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্রই বলতে হবে। যদিও

ক্রুশ্চভ ও প্রাভদা এক সময় অ-পুঁজিবাদী 'প্রগতিশীল' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নয় এমন সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সম্ভবত নেহেরুজীর দিকে চেয়ে।

মস্কোর অনুগামী তত্ত্ববিশারদ এদেশে যারা আছেন তাঁরা অহর্নিশি এক-চেটিয়া পুঁজিপতিদের বেপরোয়া শোষণ ও লুণ্ঠনের কথা বলেন, যদিও মস্কো তা মনে করে না।

এই ভারতবর্ষের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য কখনও কি এদেশের মার্কস-বাদী-লেনিনবাদীরা,—ডান-বাম-মধ্যমার্গীই হোন না কেন,—দাবি করেছেন?

'ভারতবর্ষ আণবিক বোমা তৈরি করুক' -এ দাবি করা যাবে না, তাহলে দেশ গোল্লায় যাবে—কিন্তু চীন বা রাশিয়া আণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক বাজেটের অর্থ ব্যয়বরাদ্দের অঙ্ক অবিশ্বাস্য পরিমাণে বাড়ালেও কোন সমালোচনার কারণ হবে না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এ কৌশল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যতটা প্রযোজ্য, ঠিক ততটা প্রতিটি বুর্জোয়া বা অ-পুঁজিবাদী প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যেখান থেকে সুরু করা গেছিল—আবার সেখানে ফিরে আসা যাক।

স্তালিনের "ইকনমিক প্রবলেমস্ অফ সোসালিজম্ ইন ইউ-এস-এস-আর" এই প্রবন্ধের কথা বলছিলাম। ঐ প্রবন্ধটিকে লক্ষ্য করে 'প্রাভদা' পত্রিকায় বলা হয়েছিল:

"The greatest event in the ideological life of the Party and the Soviet people—"

সোভিয়েট জনগণের জীবনে ও পার্টির মতবাদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লেনিন কিন্তু এক সময় বলেছিলেন:

"Inspite of the rotting of Capitalism, Capitalism as a whole is growing more rapidly than formerly."

পুঁজিবাদের ভেতর ঘুণ ধরে গেলেও পুঁজিবাদ সামগ্রিকভাবে আগের চাইতে আরও দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে। স্তালিনও বলেছিলেন:

"Relative stability in a general crisis of capitalism."

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সঙ্কটের মধ্যেও তার আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা চলবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো থিয়োরী কি আজও সমভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে বহাল আছে?

যদি সত্যি সত্যি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ সঙ্কটকে এড়িয়ে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়, ঘুণ-ধরা পুঁজিবাদ যদি আরও দ্রুততার সঙ্গে আগের চাইতেও ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলতে পারে নিজেকে, পুঁজিবাদ যদি পরিকল্পনা দ্বারা নিজের বিকাশ ও উন্নয়নকে 'বুম' ও 'ডিপ্রেশন'কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তাহলে পুঁজিবাদ-বিরোধী কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীনের পক্ষে পুঁজিবাদী শিবিরের সঙ্গে এখনই সরাসরি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামাটা হঠকারিতার নামান্তর হবে আর সেটা রণকৌশলের বিরুদ্ধেও হবে।

অতএব আপেক্ষিক স্থিতাবস্থার যুগে রাশিয়া ও চীনকে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের কথা বলতেই হবে যতক্ষণ না পুঁজিবাদী শিবিরের ওপর চরম আঘাত হেনে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করতে পারা যায়। তাই এই অন্তর্বর্তীকালীন শান্তি কূটনৈতিক সত্যতাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট তত্ত্ব-বিরোধী।

স্তালিন বলেছিলেন :

"...In other words we have not only the stabilisation of Capitalism, we have at the same time stabilisation of Soviet system Thus we have two stabilisations. On "one pole we find Capitalism stabilising itself, consolidating the position it has reached and continuing its development. At the other pole we find the Soviet system consolidating the position it has won and marching forward on the road to victory. *Who defeats whom that is the essence of the question.*"

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্তালিন নিজেও বলেছেন দুটো পরস্পর-বিরোধী বিপরীত ব্যবস্থা দুই প্রান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কে কাকে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করবে—সেটাই হল মূল প্রশ্ন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পুঁজিবাদের উন্নয়ন বিবর্তনের আভ্যন্তরীণ অনিবার্য মূল নিয়মে নয়—সংঘর্ষ রচনার মধ্য দিয়েই ধনতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তাই এই সংঘর্ষের জন্য কমিউনিস্ট শিবিরকে যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই মার্কসীয় নীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই বলেন—লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

চার

তাহলে লেনিন ও স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি আমরা :

(১) দুটো পৃথক পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থা আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা লাভ করে এগিয়ে যাবে।

(২) এই দুই পরস্পর-বিধ্বংসী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাশাপাশি থেকে ক্রমোন্নতির সোপান বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যাবে এবং দুটি বিপরীত ব্যবস্থাই নিজেদের সুসংহত করতে পারবে।

(৩) এই দুই-এর মাঝখানে একটা সাময়িক ভারসাম্য থেকে যাবে ; এবং

(৪) পরিশেষে একটি ব্যবস্থা অপরটির ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য স্থাপন করবেই।

("Who defeats whom that is in the ultimate question"—Stalin)

এখন সত্যি সত্যিই যদি পুঁজিবাদ নিজের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি আত্মবিধ্বংসী সংঘর্ষে ধ্বংস হয় তাতে কমিউনিস্ট শিবিরের ভাবনার ও দুশ্চিন্তার কোনই কারণ থাকে না।

'পুঁজিবাদী শিবির যদি ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ইতিহাসের বুক থেকে চিরতরে মিলিয়ে যায় তাহলে তার 'গুণাগুণ' নিয়ে (যেমন লেনিন বা স্তালিনের রচনার মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে) আলোচনা বা মন্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। *

কিন্তু দুনিয়াটাকে শোষণমুক্ত করার জন্য কমিউনিস্ট শিবির পুঁজিবাদী শিবিরকে আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিজয় পতাকা ওড়াতে বদ্ধপরিকর। নতুবা সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট শিবিরের গুণগত উৎকর্ষতা ও বৈপ্লবিক ভূমিকা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে না।

আর তা না হলে বিশ্বের মেহনতী শোষিত মানুষেরা এই শিবিরের ও তার ঘোষিত নীতির প্রতি আকৃষ্ট হবে কি করে ?

যেমন পশ্চিমবাংলা বা কেরলে প্রগতিশীল জনমনের অকুণ্ঠ সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রণ্টের কোয়ালিশন সরকারগুলির শাসনকালে—প্রগতিশীল জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মেই অথবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের ("ইকোনমিক ডিটারমিনিজম") অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ভূমিহীন ও গরীব চাষীরা উদ্বৃত্ত চাষযোগ্য সরকারী জমি পায়—তাহলেই তো কোন বিশেষ শরিকী দলের ঘোষিত বা প্রচারিত আদর্শের বৈপ্লবিক কার্যকারিতা ও গুণগত উৎকর্ষতা প্রমাণিত হবে না সেই অসহায় দুর্গত কৃষকসমাজের কাছে! তাই জমি বণ্টন করতে গেলে বিশেষ দলের ঝাণ্ডা উড়িয়ে—পাশবশক্তির প্যারেড করে বিশেষ রঙের রুমাল গলায় বেঁধে—সেই বিশেষ দলের কর্মীসমর্থকরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে বদ্ধপরিকর। তাই শুধু যুক্তফ্রণ্টের প্রগতিশীলতার জয়জয়কারে তাদের উৎসাহ নেই।

যে কথা হচ্ছিল: তত্ত্বের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবির পুঁজিবাদী শিবিরকে পরাভূত করতে চায়।

এই বিশ্বলক্ষ্য সামনে রাখলে তবেই পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত বুর্জোয়া বা আধা বুর্জোয়া বা অপুঁজিবাদী অথবা মার্কিন জোটবিরোধী অথবা নিরপেক্ষ জঙ্গী অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লবী শক্তিদের দিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে অথবা অনুপ্রবেশের কৌশল ("ইনফিলট্রেশন ট্যাকটিস") মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার তাত্ত্বিক ও মানসিক পটভূমি তৈরি রাখা যাবে।

কিন্তু অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে এই বিপ্লবী আন্দোলন পারিচালিত হতে পারে সম্পূর্ণরূপে অকমিউনিস্ট বিপ্লববাদীদের দ্বারা। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতে যে যাচ্ছে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। লাল চীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে সেই দল বা শক্তিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে ও করতে চাইবে যারা "চীনের চেয়ারম্যান ভারতের চেয়ারম্যান" "চীনের পথ ভারতের পথ" এই ঘোষণার সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে আবদ্ধ থাকবে—যারা ভারতের ওপর চীনের আক্রমণ অনুপ্রবেশকে "মুক্ত অঞ্চল" ঘোষণার নামে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাবে, চীনের সম্প্রসারণবাদী জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বল করে রাখার রাজনীতি করবে।

সোভিয়েট রাশিয়াও ভারতের বিপ্লবী বা প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্বে

রাখবে মস্কো অনুগত রাজনৈতিক দল ও নেতা নেত্রীদের—যাঁদের কাছে রাশিয়ার সকল কাজ-আচরণ সকল সন্দেহের উর্ধ্বে, যারা ভারতবর্ষকে সোভিয়েট রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পিছ্‌ পা হবেন না।

ভারতের 'বিপ্লবী' বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে বিশ্ববিপ্লবপন্থী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাশিয়া কোন ভারতীয় বেনেস-ম্যাসারিক-ডুবচেককে কখনই দেখতে চাইবেন না, চাইবেন ভারতীয় সংস্করণের কোন হুসাক-বিলাক-কে।

কিন্তু পুঁজিবাদী অ-পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিতে পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচার দুর্নীতি—অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক—গোষ্ঠীনিরপেক্ষ শক্তিগুলি—সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মৈত্রী মানবিকতা গণতন্ত্র দেশপ্রেমের আদর্শ সামনে রেখে।

পরিকল্পিত পদ্ধতির পথ বেয়ে বৈষয়িক উন্নয়ন, স্বাচ্ছন্দ্য, দুর্নীতি ও শোষণ-মুক্ত সমাজ তাঁরা গড়তে চান। তাই বুর্জোয়া বা "অ-পুঁজিবাদী" বা জোট-নিরপেক্ষ বা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত অনগ্রসর বা আস্তে আস্তে এগিয়ে-চলা দেশগুলিতে বিপ্লবী অথবা সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের নেতৃত্ব অমার্কসবাদী দলের বা শক্তির হাতে থাকতে পারে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল ব্যতিরেকেই যে পুঁজিবাদকে হটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায় তার একটা বড় দৃষ্টান্ত একালের কিউবা-বিপ্লবের ঘটনাটি।

কিউবার বিপ্লব প্রমাণ করেছে সন্দেহাতীত ভাবে যে অকমিউনিস্টরা 'বিপ্লব' মাধ্যমে পুঁজিবাদকে, সামন্ততন্ত্রকে রুখতে পারে সফলতার সঙ্গে।

একথা কিউবা-বিপ্লবের নেতা ফিডেল কাস্ট্রো নিজেই বলেছেন। কাস্ট্রো নিজেই লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে কে বা কারা বিপ্লব আনবে সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন :

"···who will make the revolution in Latin America? The pople, revolutionaries with or without a party······"

জনগণ কোন্‌ দলের নেতৃত্বে বা দল ব্যতিরেকে বা পেশাদারী বিপ্লবীদের সাহায্য ছাড়াই বিপ্লব আনবে?

এ সম্বন্ধে মার্কসবাদী দুনিয়ায় আলোড়নসৃষ্টিকারী পুস্তক—"রেভোলিউশন

ইন রেভোলিউশন?"—এ লেখক গেরিলাযুদ্ধতত্ত্বে বিশ্বাসী রেজিস ডেব্রে যে মন্তব্য করেছেন সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেব্রে বলছেন:।

"...Fidel Castro says simply that there is no revolution without a Vanguard; that this Vanguard is not necessarily the Marxist-Leninist Party; and that those who want to make the revolution have the right and the duty to constitute themselves a Vanguard indipendently of these parties. It takes courage to state the facts out loud when these facts contradict a tradition..." (P. 98)

এই ব্যক্তিটি কিন্তু এতদিনের প্রচলিত আঁকড়িয়ে-ধরা কমিউনিস্ট চিন্তাধারার পরিপন্থী।

এই মার্কসবাদী লেখক বলেছেন যে, এই সহজ সত্যটি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করার মত সৎ-সাহস থাকা চাই।

কাস্ট্রো সেই সাহসই দেখিয়েছেন, তিনি প্রচলিত লেনিনবাদী ট্রাডিশন-কে নস্যাৎ করে দিয়ে নিজের দেশে বিপ্লব করে দেখিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ছাড়াই বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। এ-চিন্তা মাও সে-তুং-এর ভাবধারারও অনুকূল নয়।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, কিউবায় কাস্ট্রোও গেরিলা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন সেদেশের কমিউনিস্টরা "এ্যাডভেনচারিস্ট" আন্দোলন করে বলে। শেষে কাস্ট্রোর সাফল্য দেখে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

রাশিয়া ভেনিজুয়েলা কলাম্বিয়ার মত কাস্ট্রো-বিদ্বেষী দক্ষিণপন্থী দেশ-গুলিকে আর্থিক সাহায্যও দিয়ে যাচ্ছে। কেন?

রাশিয়া লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সম্ভাবনায় আদৌ আস্থাবান নয়, যেমন ছিলেন না স্তালিন বিভিন্ন অনগ্রসর দেশগুলির কমিউনিস্ট বিপ্লবে বিশ্বাসী। মস্কো ফিডেল কাস্ট্রোকে নিজের "অনুগত" বলে আদৌ মনে করে না আর কাস্ট্রোও চীন বা রাশিয়ার তাঁবেদার নন।

রাশিয়া নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে লাটিন আমেরিকার দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট-বিরোধী দেশগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে। এর সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

পুঁজিবাদের বিনাশনের সাথে সাথে কোন স্বয়ংক্রিয় কায়দায় সোভিয়েট রাশিয়া বা চীনের অনুগত মিত্রশক্তি সেই সব দেশের সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোন কথা নেই।

সুতরাং কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক চিন্তাশয্যা রচিত হলেই কমিউনিস্ট শিবিরের খুশি হবার কোন কারণ নেই—যদি না সেই সঙ্গে সেই সব বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া বা সামন্ততান্ত্রিক সঙ্ঘমুক্ত স্বাধীন অপুঁজিবাদী পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে কমিউনিস্ট দল কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত হয়।

আর ইতিহাসে বহু নজির আছে যে, স্বাধীন বা পরাধীন অনুন্নত দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মোড়লরা উৎসাহ দেখান না, যদি না সেই আন্দোলন পরিচালনা করার লাগাম পরিপূর্ণভাবে তাঁদের হাতে থাকে।

ভারতবর্ষের কথা'ই ধরা যাক। 'মহান' স্তালিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একচ্ছত্র বাদশাহ প্রায় ত্রিশ বছর একাদিক্রমে নিরুপদ্রব থেকেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সক্রিয় সাহায্য তো দূরের কথা, এমন কি কোন সহানুভূতিসূচক কথাও বলেন নি।

গান্ধী-নেহেরু ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে "ল্যাকিস অফ ইম্পিরিয়ালিজম"—'সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য'—। আর সেই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পরম সুহৃদের দোস্তি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক তরীতে সাম্রাজ্যবাদীরাও কমিউনিস্ট বিপর্যয়ের দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছিলেন।

ভারতের মুক্তিকামীরা হলেন সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহী ভৃত্য স্তালিনের কাছে, আর তাঁর সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট সেদিনের মার্কসবাদী-স্তালিনবাদী কর্মী ও নেতারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলে চীৎকার করেছে ভারতের প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের বাংলাকে দেশহিতৈষণার অপরাধে চরম শিক্ষা দেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ইংরেজ পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করেছিল—সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সর্বতোভাবে মদত জুগিয়েছিল—ঐতিহাসিক বিয়াল্লিশের "ইংরেজ ভারত ছাড়" এই আন্দোলনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

ভারতের দুর্বার মুক্তিসংগ্রামকে পঙ্গু করে দেবার জন্য "লীগ-কংগ্রেস এক

হও" স্লোগান তুলে মুসলিম লীগে কমিউনিস্ট দলের মুসলিম কর্মীদের সভ্য হবার পরামর্শ দিয়ে পাকিস্তানের দাবিকে "মুসলমান জাতির" "আত্মনিয়ন্ত্রণের' অধিকার বলে জনপ্রিয় করার জন্ত প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, যাঁরা বহির্ভারতে মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই স্তালিনের দৃষ্টিতে হলেন কিনা—'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' 'বাম' শক্তি!

পরাধীন ভারতের সেদিনের কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র চীনের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন জানিয়ে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু আসে নি কোন সমর্থন চেয়ারম্যান মাওয়ের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি।

লাটিন আমেরিকার পুঁজিবাদ শোষিত অনুন্নত অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য-জর্জর দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে রাশিয়া বা চীনের কোন উৎসাহ তো দেখা যায় না—বরং কিছু কিছু লাটিন আমেরিকার বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্র-জর্জরিত দেশের সঙ্গে ভাল ব্যবসাবাণিজ্য ও কূটনৈতিক সখ্যতার সম্পর্ক রেখে চলেছে রুশ দেশ আজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অবস্থার সুযোগও নিয়েছে। অসহযোগিতার দ্বারা কিউবাকে কোণঠাসা অবস্থায় রাখার ঘৃণ্য চেষ্টা করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু সংগ্রামী কাস্ট্রো নিজের শক্তির ওপর ভর দিয়েই দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার আজও করেন নি।

মস্কো বা পিকিং তাদের অনুগত দলকে দিয়েই এইসব 'বিপ্লব' সংগঠিত হতে দেখতে চাইবে। তাই তো এমন কি রাশিয়াও কুয়োমিনটাঙ-এর বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্টদের দীর্ঘ সংগ্রামে কোন মদত দেয় নি। চীনা কমিউনিস্টদের নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করে দীর্ঘদিনের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। মাও সে-তুং স্তালিনের পরামর্শ উপেক্ষা করেই নিজের দেশে বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন।...

স্তালিন চীনের ভূখণ্ডে কমিউনিজমের কোন ভবিষ্যৎ আছে স্বীকারই করেন নি। চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজের পরামর্শ তিনি মাওকে দেন।

গত যুদ্ধের সময় রাশিয়া কুয়োমিনটাঙকে সামরিক সাহায্য দিয়েছে। যা দিয়ে চিয়াং চীনের কমিউনিস্টদের ধ্বংস করেছেন।

গান্ধী-নেহেরু হলেন সাম্রাজ্যবাদের দোসর! ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 'ঝুটা'।

আবার সেই মহান স্তালিনের আমলেই তাঁরই বিশ্বস্ত ভারতীয় সাকরেদরা হয়ত তাঁরই নির্দেশে সেই নেহেরুজীর কাছে ভারতীয় সংবিধান (১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী) রচিত ও গৃহীত হবার পরই—ভারতের সংবিধানের মধ্যে দিয়ে পরিষদীয় গণতন্ত্র পার্লামেণ্টারী কায়দায় কার্যকরী করার বৈপ্লবিক মুচলেকা দিয়ে—১৯৪৮ সালের এ্যাসিডবাম্ব বিপ্লব-তত্ত্ব বর্জন করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের বৈপ্লবিক কায়াকল্প করেছিলেন।

আবার সেই মহান স্তালিন ১৯৫৩ সালে পরলোকগমন করলে, তাঁরাই এদেশে নকল কফিন বানিয়ে খালি-পায়ে শোক-মিছিল করে কলকাতা মহানগরীর পথে পথে ঘুরেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হল, তখনও আসে নি কোন বৈপ্লবিক মদত—নৈতিক সমর্থন—সেই ঐতিহাসিক নবজাগৃতির প্রতি না রাশিয়া, না চীন থেকে। কেন?

সেই একই কারণ: মস্কো ও পিকিং—আনুগত্য যাচাই করতে চায় সর্বাগ্রে শেখ মুজিবর রহমানের ও তাঁর দলের। তারা আগে হিসাব-নিকাশ করে দেখবে তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ কি পরিমাণে সিদ্ধ হবে।

যদি বিপ্লবী শক্তির আনুগত্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া যায় এবং সেই শক্তিকে সমর্থন করাটা যদি মস্কো বা চীনের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক না হয়, তাহলে "বিপ্লব" "সমাজতন্ত্র", 'শ্রেণী সংগ্রাম", "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা" সবকিছু মুলতুবী থাকুক। মস্কো অথবা পিকিং-এর কাছে সামরিক গোষ্ঠী শাসিত মোল্লাতন্ত্রী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কূটনৈতিক রাজনৈতিক মৈত্রী বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধনের সাথে সাথে বিশ্বে উপনিবেশবাদ-বিরোধী সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী শান্তিবাদী যে নতুন শক্তির উদ্ভব হচ্ছে—সেটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দুনিয়ার কাছে একটা নতুন পরিস্থিতিরূপে উপস্থিত হয়েছে। সামরিকবাহিনীর নেতৃত্বে 'প্রাসাদ বিপ্লব' সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে—নতুন সরকার স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে।

এই তো সেদিন লিবিয়াতে সেদেশের রাজা ইদ্রিসকে হটিয়ে এক জঙ্গী 'বিপ্লবী' সরকার স্থাপিত হয়েছে। এইসব হাল-আমলের রাষ্ট্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 'বিপ্লবের' "সমাজতন্ত্রের" জয়গান গাইতে শুরু করেছেন—অথচ কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে তাঁরা দাবিও করছেন না। নিজেদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র প্রমাণের জন্য কেউ বা রাশিয়ার সঙ্গে রাতারাতি বিশেষ বন্ধুত্বচুক্তি সম্পাদন করছেন—আবার কেউ রাষ্ট্রসঙ্ঘে লাল চীনের অন্তর্ভুক্তির দাবিকে জোরালভাবে সমর্থন করছেন।

মূলত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিবির এইসব রাষ্ট্রগুলির প্রতি কি মনোভাব নেবেন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এইসব রাষ্ট্রে আবার ক্ষমতাসীন সামরিক আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী (ব্যুরোক্রেটিক মিলিটারী জনতা) বিরুদ্ধ কোন রাজনৈতিক দলকে বিরোধিতার রাজনীতি করার অনুমতিই দেবে না।

যেমন মাওবাদী 'বিপ্লবী' চীন—পাকিস্তানে আয়ুব-ইয়াহিয়া খানের শাসন ও শোষণচক্রের বিরুদ্ধে কোন গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করবে না যতদিন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি রয়েছে—অথচ নিজের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আয়ুব বা ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের মার্কসবাদী বা সমাজবাদীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে দমন করতে হবে নির্মমভাবে।

কিন্তু "দুনিয়ার মজদুর এক হও" 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ' এই সব শ্লোগানে দুই দেশের মার্কসবাদী নেতারা কর্মীদের দীক্ষিত, খুড়ি, বোকা বানিয়ে রেখেছেন নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য।

তাই যতদিন সামরিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চলবে—ততদিন সামরিক রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে বিপ্লব প্রস্তুতি বা সংগ্রাম মুলতুবী থাকবে।

এই সব সামরিক জঙ্গী রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধেও কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদীরা বলবেন—"ওদের সঙ্গেও আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয়নিশান ওদের রাজধানীতে উড়বে—অথবা হয় আমরা টিকে থাকবো, না হয় ওরা টিকে থাকবে এবং এর মাঝখানে হবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ?" আর যদি সে-কথা সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে ঘোষণা করা হয়, তখনও কি সামরিক রাষ্ট্রগুলির সামরিক নেতারা-শাসকরা পট্টবস্ত্র পরিধান করে ধূপ-ধুনো

জালিয়ে সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পাঁচালী পাঠ করবেন ? শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের শিন্নী বিলি করবেন ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করার পরও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কয়েক ধরণের নতুন শক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এর শ্লোগান তুলে যাবে। অতএব পুঁজিবাদ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের কাছে লড়াই-এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অনিবার্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পরস্পর-বিধ্বংসী এক বহ্নুৎসবে মেতে ওঠে আর সেই দাবানলের যদি ধনতন্ত্রবাদের চরম অন্ত্যেষ্টি রচিত হয়, আর সেই সঙ্গে সেইসব ধনবাদী রাষ্ট্রে সেইসব দেশের কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট ভাবাপন্নরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারেন, তাহলে বিশ্বের সেইসব অঞ্চলে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিজয়-নিশান শোভা পাবে।

অবশ্য এখানে কয়েকটা জিজ্ঞাসা থেকে যাচ্ছে। এটা ভেবে দেখা দরকার আজকের দুনিয়ায় দুটি বা কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র—আবার তাদের ভৌগোলিক অবস্থান পাশাপাশি নাও হতে পারে, যেমন বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, আত্মবিধ্বংসী লড়াই-এ লিপ্ত হবে—আর সেই লড়াই-এর সময় সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট শিবির নীরব দর্শক হয়ে মজা দেখবে—যুদ্ধের আগুনের একটি ফুলকিও তার গায়ে উড়ে গিয়ে পড়বে না—এটা হবে নিতান্তই কাল্পনিক ব্যাপার।

যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ধুরন্ধর কর্ণধারদের সম্বন্ধে বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ধূর্তামি ও কুটীল বুদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করে এত বিশেষণ বর্ষণ করেছেন সত্যি সত্যি সেইসব ঝুনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা বা সেইসব রাষ্ট্রের শ্রেণী-সচেতন বুর্জোয়া শ্রেণী হঠাৎ এত দেউলিয়া হয়ে যাবে না মার্কস-লেনিন-স্তালিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত করার জন্য নিজেদের মরণোৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ করবে, এটা একটা অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার হতে পারে—যুক্তির ধোপে এ বিশ্লেষণ কখনই টিকবে না।

এই ধরণের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির আত্মবিধ্বংসী লড়াই আর একটা সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে যার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট উদ্ভূত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির আত্মবিনাশকারী যুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম অথবা

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিবির নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। সে সম্ভাবনা হল এই যে, যুদ্ধ 'সমাজতান্ত্রিক' বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে তার সংলগ্ন বা নিকটবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনুপ্রবেশের পথ খুলে দেয়।

সীমান্ত সম্প্রসারণের অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া বা লাল চীন সম-অপরাধী। শুধু সামাজ্যবাদের বাইরের মুখোশটা পাল্টাচ্ছে। সম্প্রসারণবাদ যখন কোন প্রগতিশীল তত্ত্ব বা মতবাদের মুখোশ পরে আসরে নামে তখন সেটা হয় আরও মারাত্মক আরও কুৎসিত।

কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধ জাহাজে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বিদেশী সৈন্য গোলাবারুদ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পররাজ্য আক্রমণ করলে—পররাজ্য বা তার অংশ জোরপূর্বক দখল করলে সেটা যেমন নির্ভেজাল সাম্রাজ্যবাদ বলে গণ্য হয়, তেমনি কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার উর্দি পরে বিপ্লব রপ্তানীর নামে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অন্য দেশে প্রবেশ করে সেই দেশের হাজার হাজার বর্গমাইল দখল করলে সেটাও খাঁটি সামাজ্যবাদ বলে নিন্দিত হবে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ মত্ত, তখন সংলগ্ন দুর্বল বুর্জোয়া রাষ্ট্রে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সীমান্তের নিরাপত্তার অজুহাতে অথবা-ক্যাপিট্যালিস্ট এনসারকলমেণ্ট থেকে মুক্ত হবার নামে লাল ফৌজ বা মুক্তি ফৌজ প্রেরিত হতে পারে, সেই সব রাষ্ট্রের 'বিপন্ন' জনগণকে পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে "মুক্ত" করার জন্যে। ইতিহাসে এমনটি ঘটেছে বহুবার।

পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠিয়েছিল সামাজ্যবাদী নাৎসীদের সঙ্গে প.ল্লা দিয়ে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে। আবার ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়াকে ৬ লক্ষ লাল ফৌজ পাঠিয়ে সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে এক রুশ অনুগত তাঁবেদার সরকার স্থাপন করে।

'সমাজতান্ত্রিক' ইস্রাইল ইঙ্গ-ফরাসী সামাজ্যবাদীদের সাহায্যে মিশর আক্রমণ করেছিল, 'সমাজতান্ত্রিক' চীন স্বাধীন তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ করল বিপুল চীনা বাহিনী প্রেরণ করে।

এশিয়া ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার তাগিদে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে চাচা নেহেরু ও তাঁর ক্লীব দুর্নীতিপরায়ণ পরিষদ ও মন্ত্রণাদাতাদের মোহ ভাঙিয়ে দিয়ে সেই বন্ধু চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বসল। এই সব ঘটনাগুলি ঐ দ্বিতীয় সম্ভাবনার জাজ্বল্য প্রমাণ।

শুধু কোন ব্যাপক যুদ্ধ না লাগতেই যদি কমিউনিস্ট চীন এইভাবে পররাজ্য গ্রাসে উদ্যত হয়—এবং প্রকৃতপক্ষে পররাজ্য গ্রাস করে—তাহলে একটা ব্যাপক বড় রকমের যুদ্ধ লেগে গেলে সমাজতান্ত্রিক 'মেষ' যে সাম্রাজ্যবাদী 'নেকড়ে'তে রূপান্তরিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ?

স্মরণ থাকতে পারে ভারত পাকিস্তানের ২১ দিনের যুদ্ধের শেষ দিকে কমিউনিস্ট চীন ভারতবর্ষকে আবার আক্রমণ করার হুমকী দিয়েছিল পাকিস্তানের অনুকূলে চাপ সৃষ্টি করার জন্য। আর এই আক্রমণের হুমকীর অজুহাত ছিল ভারত কর্তৃক কল্পিত কয়েক শত চীনের মেষ অপহরণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজ্য তা আবার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এক 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (!) ভেড়া চুরির অজুহাতে পররাজ্য আক্রমণের বা যুদ্ধের হুমকী দিয়েছে বলে বিশ্ববাসীর অন্তত জানা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে সেই চীনা আলটিমেটামের প্রতিক্রিয়া ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ওপর হয়েছিল সেকথা অনস্বীকার্য।

বিশ বছরের নাচ-গান পিপে পিপে মদ্য পান—ককটেল পার্টি—রাইফেল—বাজীর খাজনা সেদিন ভারতকে দিতে হয়েছিল। এর পরই রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন শান্তির পায়রা নিয়ে ছুটে এলেন।

ভারতের সেদিনের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন·—"পাকিস্তান আবার আক্রমণ করলে ভারতবর্ষ তার সমুচিত জবাব দেবে।" আর চীন আক্রমণ করলে "আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করব" ("উই স্যাল ডিফাইণ্ড আওয়ার ফ্রীডম")। দুটি রাষ্ট্রের জন্য প্রদত্ত ভাষণের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

পঞ্চাশ কোটি লোকের দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন নি চীন পুনরায় আক্রমণ করলে ভারত সমুচিত শিক্ষা দেবে।

আর বলবেনই বা কি করে? নেহেরুজী ২০ বছরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারতকে গান্ধীবাদ-অহিংসার আফিম্ খাইয়ে নির্বীর্য করে রেখেছিলেন।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আদর্শে বিশ্বাসী ভারতবর্ষকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ও আত্মনির্ভরশীল হয়েই শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাধনা করতে হবে। নান্যঃ পন্থা।

গান্ধীবাদের জপমালা হাতে নিয়ে রামধুন গান গেয়ে অথবা মার্কসবাদী শান্তিবাদীদের শান্তির পায়রা উড়িয়ে দেশকে বাঁচান যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বড় একটা শিক্ষা এই যে, সব কিছু থাকতেও আদর্শ, উন্নত সভ্যতা, কৃষ্টি-দর্শন-পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য,—বহু জাতি তার জাতিত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে নি। নিকৃষ্ট সভ্যতার জাতির কাছে উৎকৃষ্ট সভ্যতার জাতি পরাভূত হয়েছে। চেঙ্গিস খাঁ তো নৈতিক বা ধর্মবলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববিজয়ে বার হন নি। সভ্যতার সম্পদে নিকৃষ্ট হয়েও হূন, তাতার, মঙ্গোলেরা পৃথিবীর বহু সভ্য জাতিকে বিধ্বস্ত করেছে। উন্নত অস্ত্র শক্তির টেকনলজীর জয়ই হয়েছে।

ইতিহাসের অন্যতম এই একটি মহাবাস্তব কঠিন সত্যকে মিথ্যার গোঁজামিল দিয়ে একজন রাজনীবিদ্‌কে ধর্মের অবতারে রূপান্তরিত করার বিকারগ্রস্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াসে, দেশ, দেশের জনগণ দেশের মৌলিক পরিমার্জিত জাতীয় স্বার্থের (এনলাইটেণ্ড ন্যাশন্যাল ইনটারেষ্ট) ওপরে এক রাজনৈতিক নেতার,—হলেন-ই বা মহান নেতা—ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যক্তিগত মতামতকে আধিপত্য দান করে,—উপেক্ষা করার প্রচণ্ড মূঢ়তার খাজনা ভারতবর্ষকে আজ দিতে হচ্ছে। এখনও সময় আছে ঐ মোহজাল ছিঁড়ে দেশকে মুক্ত করার। জাতির ঐক্য, জনতার শৌর্যবীর্য—নেতার চরিত্র-প্রেরণা জনতার দীপ্ত স্বদেশ-প্রেম, এসবই জাতির শক্তির উপাদান। সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র এই সব মৌলিক উপাদানগুলির উৎকর্ষতার ওপরই স্থায়িভাবে নির্ভরশীল—তাদের বিনাশের ওপর নয়।

পাঁচ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আপেক্ষিক স্থিতাবস্থাতত্ত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এক পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখে এনে হাজির করে। সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার

তাগিদে এই সাময়িক আপেক্ষিক স্থিতাবস্থাতত্ত্বের গুরুত্ব ঘোষণা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সামরিক ব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে। আবার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে চরম রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে বিপ্লবের আগুনকে ছড়িয়ে দিতে হবে অথবা বিপ্লব-প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করতে হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী-নির্ভর বা জোটনিরপেক্ষ অকমিউনিষ্ট দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সঙ্গে চরম হিসেবনিকেশের জন্য ও "সমাজতান্ত্রিক শিবিরের" চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত করার মানসে।

পুঁজিবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে তীব্র ও ঘনীভূত করে তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাবার অবস্থা সৃষ্টি করে অথবা সত্যি-সত্যি লড়াই বাধিয়ে দিয়ে, আর সেই সঙ্গে ভিতর থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লব বা গৃহ-যুদ্ধের সূচনা করে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমাধি রচনা করতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মার্কসীয় "দ্বান্দ্বিক জড়বাদী ব্যাখ্যা" অনুযায়ী অনিবার্য চূড়ান্ত বিজয়ের মার্কসবাদী ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতা প্রমাণিত হবে কি করে?

দুটি স্থিতাবস্থার মাঝখানে যে সাময়িক ভারসাম্য বিশ্বরাজনীতিতে দেখা দেবে—সেটা হবে সাময়িকভাবে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার যুগ।

এটা নীতিগতভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কাল নয়, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে। যেখানে যুদ্ধকে নীতিগতভাবে পরিহার করা হয়, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সেখানে নৈতিকতা-ভিত্তিক। আর যুদ্ধকে যেখানে এড়িয়ে চলতে হয় "Temporary equilibrium between two Stabilisations"—এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সেখানে সহ-অবস্থানতত্ত্ব একটি প্রয়োজন-ভিত্তিক, বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রনৈতিক বিকল্প মাত্র, যা মূলত কৌশল-ভিত্তিক।

এই যুগে বিভিন্ন আদর্শধর্মী রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে "mistrustful non-belligerence" বলা চলে—সংঘর্ষ হচ্ছে না—তবে দুটো শিবির কেউই অপরকে বিশ্বাস করছে না, এই যা। দু'পক্ষই গোপনে অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

ধনতন্ত্রবাদের সাময়িক স্থিতাবস্থার কথা স্তালিন ১৯২৫ সালের চতুর্দশ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে জোরালভাবে তুলে ধরেন।

এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রবক্তার ভূমিকায় তাঁকে নামতে হয়েছিল ট্রটস্কীকে

ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্যে। ট্রটস্কী রুশ দেশের বাইরে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে মোটামুটিভাবে সকল রুশ বিপ্লবের নেতাই ধরে নিয়েছিলেন যে, রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত না হলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে। লেনিন নিজেই বলেছিলেন ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ—

"without a revolution in Germany we shall perish..."

আবার ঐ বছরের ২৩শে এপ্রিল বলেছিলেন :

"Our backwardness has thrust us forward and *we shall perish if we are unable to hold out until we meet with mighty support of other Countries.*"

এই সব উক্তির মধ্যে অন্যান্য দেশে বিশেষ করে শিল্পোন্নত জার্মানীতে বিপ্লবের গুরুত্বের কথা এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের ব্যাপক সমর্থনের অপরিহার্যতার কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সুতরাং লেনিনের লোকান্তরের পর ট্রটস্কী সেই বিপ্লবীতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন মনে করার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু স্তালিন ট্রটস্কীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি দেখলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পরও পুঁজিবাদ নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীর বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ভাঁটা পড়েছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কৌশল বদলাতে হবে এবং কর্মসূচীও সেইভাবে সংশোধিত করতে হবে।

তাঁর পরিভাষায় সেই যুগটি ছিল একটি "Strategic period" এবং এই কাল-টি অনির্দিষ্টকাল হতে পারে। স্তালিনের ভাষায় :

The epoch cover a whole *strategic period which* may occupy years or perhaps decades. '*In the course of this period there will occur, may must occur, ebbs and flows in the revolutionary tide.*"

এই অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী স্থিতাবস্থার যুগে বিশ্বপরিস্থিতির মূল্যায়নের নামে

বিপ্লবী আন্দোলনে কৌশল অবলম্বনের নামে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলবে :

আর এটাও বোঝা যায় না বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন পরিস্থিতিতে কখন জোয়ার আসবে কখনই বা ভাঁটা আসবে—সেটা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী ব্যাখ্যা বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা সমর্থিত হবে কি করে? মার্কসীয় ক্রমবিকাশতত্ত্বের সঙ্গে এই স্তালিনবাদী ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য কোথায় ও কতটুকু? শ্রেণীসংগ্রাম ও অর্থনৈতিক শক্তির সংঘর্ষই সমাজের বিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট অব্যর্থ ফরমুলা অনুযায়ী চূড়ান্ত পরিণতির দিকে—সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাবে।

চেতনাহীন জড় অর্থ নৈতিক শক্তি একটি অব্যর্থ অমোঘ নিয়মে ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে হিসেবনিকেশ করে বিচার করতে বসবে কখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে জোয়ার আসবে অথবা কখন ভাঁটা আসবে—কোনো যুক্তিতে বা বৈজ্ঞানিক বিচারে এই তত্ত্ব টিকতে পারে না, আর কেই বা স্থির করবে এই 'Strategic period' কখন শুরু হচ্ছে অথবা কখন শেষ হচ্ছে?

কখন ভাঁটা বা জোয়ার আরম্ভ হবে?

এই সময় নির্ধারণের ব্যাপারটা কি মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ক্ষমতা-যুক্ত অচেতন জড় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই ঘটবে?

যদি ডায়েলেকটিকের অমোঘ ফরমুলা মাফিক উৎপাদনব্যবস্থা বা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অনিবার্য সংঘর্ষ দ্বারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে দল ও ব্যক্তির ভূমিকা থাকে কোথায়?

আর এই জোয়ার-ভাঁটা কি পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে একই ধারায় বইবে?

না ইউরোপে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে জোয়ার দেখা দেবে, এশিয়ায় তখন ভাঁটার টান চলবে?

ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র যখন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত, তখন স্তালিনের পরামর্শে—সেই জার্মানীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব-প্রস্তুতিকে খতম করে প্রতিবিপ্লবী নাৎসীশক্তির উদ্ভবকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়েছে।

আবার ভারতে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনে প্রচণ্ড জোয়ারের যুগ।

তখন আবার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহকের ভূমিকা নিলেন—জনযুদ্ধের জিগীর তুলে।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ইউরোপে—যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীশক্তি সামাজিক ন্যায়বিচার ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার, তখন সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী—স্তালিন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করে গোটা দুনিয়াটাকে বিভিন্ন শিবিরের জমিদারীতে ভাগ করে নিলেন এবং পশ্চিম ইউরোপে মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিলেন—বিনিময়ে বৃটেন ও আমেরিকা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে রাশিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—ডায়েলেকটিকের মৌলিক 'অভ্রান্ত' নিয়ম অনুসারে অথবা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের নীতি অনুসারে পরিস্থিতি নির্ধারিত হচ্ছে না—এর পেছনে কাজ করছে রাজনৈতিক স্বার্থ,—মতবাদ, দল ও মানুষের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত।

যেখান থেকে শুরু করা গেছিল আবার সেখানে ফিরে আসা যাক।

স্তালিন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে 'জোয়ার ভাঁটা' (আজকে ওসব কথা বললেই 'শোধনবাদী' হয়ে যাবে—আর মার্কসবাদী চলন্তিকায় ওটা সবচেয়ে বড় গাল) তত্ত্বের অবতারণা করে নিজের দলের মতকে নিজের অনুকূলে আনতে সমর্থ হন।

স্তালিন ট্রটস্কীর বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুললেন দলের কাছে যে, পুঁজিবাদ যখন সাময়িক স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে পেরেছে এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটার টান চলছে—তখন রুশ দেশ কি নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই নিজের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না?

স্তালিন বললেন, নিশ্চয়ই পারবে, যদি ঠিক ঠিক কৌশল অবলম্বন করে এগুনো যায়। এই সময়ের মধ্যে রুশ দেশের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। স্তালিন অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁর দলকে নিজের সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন।

সাময়িক স্থিতাবস্থা ও বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলনে মন্দা অবস্থা—এই দুটো তত্ত্বকে স্তালিন পাশাপাশি রেখেছিলেন এবং সুবিধামত তার প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র মূল্যায়নটিই ছিল রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত।

ট্রটস্কীর প্রচণ্ড প্রভাব থেকে সমগ্র পার্টিকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'Socialism in on Country' এই তত্ত্বের সারবত্তা ও যথার্থতা দলের কাছে প্রমাণ করলেন।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, যখন বিপ্লবী আন্দোলনে আবার জোয়ার আসবে,—আর সেটা কবে কিভাবে আসবে তাও অনিশ্চিত,—তখনই বা সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা কি হবে?

তখন কি শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সম্ভব হবে সেই সব বুর্জোয়া বা নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে যারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরোধিতায় নামবে?

১৯৪৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মার্কিন-সোভিয়েট বন্ধুত্বের জোরাল সমর্থক হেনরী ওয়ালেসের এক বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে 'সানডে টাইমস' পত্রিকার মস্কোস্থিত প্রতিনিধি আলেকজাণ্ডার বার্থ স্তালিনকে প্রশ্ন করেন :—"সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আদর্শগত সংঘাত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আপনি বিশ্বাস করেন—এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্ভব? উত্তরে স্তালিন বলেছিলেন :

"I believe in it absolutely"

স্তালিনকে আরও প্রশ্ন করা হয় :

"...Question: Do you believe that with the further progress of Soviet Union towards Communism, the possibilities of peaceful co-operation with the outside world will not decrease as far as Soviet Union is concerned? Is *"Communism in one Country" possible?*

Answer: I do not doubt that the *possibilities of peaceful co-operation far from decreasing may even grow. "Communism in one Country" is perfectly possible especially in a Country like Soviet Union."*

অর্থাৎ সোভিয়েট দেশ আরও সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে গেলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব বিঘ্নিত হবে না কিছুমাত্র। দুই বিরোধী সংঘাতশীল ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি কমবে তো নয়ই, বরং বাড়বে এবং

'একদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা' নিশ্চয়ই সম্ভব—বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায়।

অবশ্য পুঁজিবাদী দুনিয়া 'একদেশে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে জিজ্ঞেস করে আশ্বস্ত হতে চায়—যে সোভিয়েট রাশিয়া—নিজের দেশের বাহিরে অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট বিপ্লব রপ্তানী করতে আগ্রহী নয়! এই আশ্বাস পেলেই পরস্পর পরস্পরকে সার্টিফিকেট দেবে।

যেমন এই ভারতবর্ষে কেরালা ও পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বৃটিশ পুঁজিপতিরা, চেম্বারস-এর বড় বড় ব্যারনরা, বিড়লাগোষ্ঠী তাঁদের 'বাস্তববাদী' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য।

এক রাজ্যপাল তো গদগদ হয়ে শপথ নেবার আগেই হোমরাচোমড়াদের এক ভোজসভায়—(আর এ যুগে—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রকৃত চর্চা ও অনুশীলনের স্থানই হল বড় বড় লজ-ক্যালকাটা ক্লাব-ককটেল পার্টি-প্রীতিভোজের আসর।

রক্তাক্ত বিপ্লবের বাণী কত মর্মস্পর্শী হয় যখন তা লাল-পানিকে সাক্ষী করে প্রচার করা হয়!) ঘোষণা করে বসলেন ভারতের বিশুদ্ধ আগ মার্কা মার্কসীয় কমিউনিজম নাকি ইউরোপের শিল্পপতিদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

এরকম প্রশস্তি বিড়লা, পার্সন সাহেবও করছেন। দেশের বুর্জোয়া সোসাইটির ককটেল পার্টিগুলি বিপ্লববাদীদের প্রশংসা কীর্তনে মুখর।

স্তালিনের ওপরের মন্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে "Strategic period" এর ইঙ্গিত স্তালিন দিয়েছিলেন—১৯২৫ সালের পার্টি কংগ্রেসে, সেই দম-নেওয়ার সময়টা কতদিন স্থায়ী হতে পারে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর পরাধীন মুক্তিকামী দেশগুলি নতুন জন্ম-যন্ত্রণায় কাতর—বিভিন্ন দেশে অগ্নিগর্ভ বিপ্লব পরিস্থিতি। যুদ্ধোত্তর যুগের সেই কাল-টিকে কোনমতেই বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার কাল বলা যায় না।

সেইরকম এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে স্তালিন পরস্পর-বিরোধী দুই শিবিরের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব—এই কথা ঘোষণা করলেন। আবার ১৯৫২ সালের ২রা এপ্রিল ৫০ জন মার্কিন সাংবাদিক স্তালিনকে প্রশ্ন করেছিলেন—

"On what basis is the Co-existence of Communism and Capitalism possible ?"

কোন্ ভিত্তিতে এই সহ-অবস্থান সম্ভব ? উত্তরে স্তালিন বললেন—

"The peaceful co-existence of Capitalism and Communism is *fully possible given the mutual desire to co-operate, readiness to perform the obligations which have been assumed, observance of the principles of equality and noninterference in internal affairs of other states.*"

তাহলে পরস্পর-বিরোধী এইটুকুই ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণ সম্ভব, যদি উভয়পক্ষের সদিচ্ছা থাকে, সহযোগিতা করার মন থাকে এবং আন্তঃ-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমতা ও এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার সঙ্কল্প থাকে।

অনুরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন ঊনবিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে জর্জি ম্যালেনকভ তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে (৫ই অক্টোবর, ১৯৫২) স্বয়ং স্তালিনের উপস্থিতিতে।

ছয়

স্তালিনের কথামত যদি সোস্যালিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট-ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব ও সহযোগিতা দুই বিরোধী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের সদিচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল হয়, তাহলে মার্কসীয় ডায়েলেকটিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়। তাহলে যুদ্ধ বা শান্তির মূল প্রশ্নটি মানুষের ইচ্ছানির্ভর (dependent on human will)।

ঊনবিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ম্যালেনকভ বলেন :

"...Peaceful Co-existence and Co-opration of Capitalism and Communism are quite possible provided there is a mutual desire to Co-operate, readiness to carryout the commitments and adherence to principle of equal rights and non-interference in the internal affairs of other States."

স্তালিনের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ম্যালেনকভ আবার ঘোষণা করলেন লেনিন ও স্তালিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্ব।

লেনিন-স্তালিন যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করেছিলেন ক্রুশ্চভ আরও জোরালভাবে, বোধ হয় আরও আন্তরিকতার সঙ্গে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা গোঁসা করলেন ক্রুশ্চভের ওপর, কুৎসা বর্ষণ করলেন. কিন্তু স্তালিনের ও লেনিনের বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলির কথা বেমালুম ভুলে গেলেন কি করে?

কোন্ যুক্তিতে স্তালিন খাঁটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলেন আর ক্রুশ্চভ 'শোধনবাদী' হলেন? হয়ত লেনিন জীবিত থাকলে তাঁকেও উগ্র-মার্কসবাদীরা 'শোধনবাদী' বানিয়ে ছাড়তেন।

চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করেন এবং স্তালিনকে অন্যতম মহান লেনিনবাদী গুরু বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা কি ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে স্তালিন সম্পর্কে লেনিনের শেষ রাজনৈতিক দলিলটি পড়ে দেখবেন?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে ব্যাখ্যা মাওবাদী চীনা কমিউনিস্টরা করেন, সেটা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয় স্তালিন পাকা শোধনবাদী। স্তালিন-ম্যালেনকভ শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাকে পারস্পরিকতা, সদিচ্ছা—পারস্পরিক দায়িত্ব-পালনের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাহলে বিশ্ববিপ্লব তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রাম কি মুলতবি থাকবে? অথচ স্তালিন নিজেই আবার বলেছিলেন:

"Therefore the development and support of revolution in other countries is an essential task of the victorious revolution. *Therefore the revolution in the Victorious Country* must regard itself not as a self-sufficient entity but as an aid, *as a means of hastening the victory of proletariat in other Countries.*" (Problems of Leninism)

এটা কি শুধু মুখের কথা, না অন্তরের অন্তস্তল থেকে নিঃসৃত গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা?

অন্য দেশের বিপ্লবীদের মন ভোলানোর জন্যই এইসব বিপ্লবী তত্ত্বকথার ফাঁকে চুপিসারে নিজের দেশকে সবদিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলার রাজনৈতিক কৌশল কি এটা?

আবার এও সত্যি, শান্তিপূর্ণ বিশ্বপরিস্থিতি থাকলে "নিজের দেশে সমাজতন্ত্র"—শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান যায়—যুদ্ধের টানা-পোড়েনে আটকিয়ে গেলে নিজের দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন বা বৈষয়িক উন্নয়নের কাজগুলি মুলতবি থাকে। এ কথাটা স্তালিনের মত ক্রুশ্চভ ও কসিগিন ভাল করেই বুঝেছেন।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্বন্ধে স্তালিনের ওপরের মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য হল অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিঘ্নিত না করা কোন প্রকারে।

এই মনোভাব অবলম্বন করলে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি ("সোসিয়ালিস্ট ফাদারল্যাণ্ড") কর্তৃক অন্যান্য দেশে সর্বহারার শ্রেণীবিপ্লবকে মদৎ দেওয়া বা তাকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটিও অর্থহীন বাক্য-সমষ্টি বা নিছক ধোঁকাবাজি হয়ে দাঁড়ায়।

সোজা প্রশ্ন: অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সর্বহারাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত ও সফল করতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অথবা কমিউনিস্ট চীনের কোন বিশেষ দায়িত্ব ও ভূমিকা ছিল আছে ও থাকবে কিনা ?

সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি রুশ দেশের (এশিয়া ভূখণ্ডে চীন) যদি এই "ওয়ার্ল্ড মিশন" সত্যি-সত্যিই থাকে, তাহলে দুই বিপরীতধর্মী ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কি করে সম্ভব হবে ? অকমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিই বা স্তালিনবাদী ও মাও সে-তুঙপন্থীদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের স্বপক্ষে প্রচারিত বিবৃতিগুলিকে মৌখিক মূল্যে কি করে গ্রহণ করে নেবে ?

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান যদি শুধুমাত্র পারস্পারিক সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করত অথবা একে অন্যের 'জমিদারীতে' হস্তক্ষেপ করবে না—এই ধরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রতি নৈষ্ঠিক আনুগত্যই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে বিশ্ব-বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা বা স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তত্ত্বের বিচারে সেটাও সম্ভব নয়।

রুশ দেশে স্তালিনের উত্তরসাধকরা নিস্তালিনীকরণের ("ডি-স্তালিনাইজেশন") নীতি গ্রহণ করলেও বহির্বিশ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক মিশন বা ভূমিকার কথাটা অস্বীকার করেন না তত্ত্বের দিক থেকে।

রুশ কমিউনিস্ট নেতারা উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন। বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বললে পশ্চিমী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হবেন, আবার বিশ্ববিপ্লবের কথা ঝাঁঝালো সুরে অবিরাম না বললে চীনা কমিউনিস্ট নেতারা "শোধনবাদী" বা "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর" বলে গালি বর্ষণ করবেন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দেশগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন-বিরোধী করে তুলতে প্রয়াসী হবেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী স্তালিন নিজেও জানতেন ছেলে-ভোলানো গানের মত বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বলে যেতে হবে, যাতে করে অনুন্নত-মুক্তিকামী দেশগুলি চেয়ে থাকে মস্কোর দিকে, কিন্তু নিজের দেশকে অর্থাৎ রাশিয়াকে আরও শক্তিশালী করার জন্য—বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান—বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন পরিস্থিতিতে ভাঁটা-পড়া এবং 'একটি দেশে আগে সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ("সোসিয়ালিজম ইন ওয়ান কাণ্ট্রি") প্রয়োজনীয়তা—এই সব তত্ত্বকথার জাল বুনেছেন।

অন্যান্য দেশে বিপ্লব সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে স্তালিনের কি মনোভাব ছিল সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল খ্যাতনামা লেখক—যুগোশ্লাভ ফ্যাসীবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের অনন্য নায়ক এবং সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়া'র অন্যতম স্রষ্টা মিলোভান জিলাস তাঁর এক পুস্তকে বলেছিলেন :

"His position was only conditional and arose only when the resolution went beyond the interest of Soviet State. He felt instinctively that the creation of revolutionary centres outside Moscow could in danger its supremacy in world Communism and of course that is what actually happened. *That is why he helped revolutions only upto a joint as long as he could control them—but he was always ready to leave them in the lurch when-ever they slipped our of his graps."* (Conversation with Stalin)

বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে মস্কোর হাতের মুঠির মধ্যে। "সোসিয়ালিজম ইন কাণ্ট্রি" এই শ্লোগানের পেছনে রয়েছে সেই জাতীয় মূল আকাঙ্খাটি প্রচ্ছন্নভাবে।

একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের

নেতৃত্ব কোন একটি দেশের মনোপলী বা একচেটিয়া কারবার হবে না—আর বিশেষ করে কমিউনিজম যখন মনোপলীর বিনাশের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

স্পেনের বিপ্লব—চীন বিপ্লব—গ্রীসের বিপ্লব অথবা যুগোস্লাভিয়ার বিপ্লবে মস্কোর ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা কমিউনিস্ট চীন সর্বহারার বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে তখনই যখন সে-দেশ আশ্বস্ত হবে যে, সে-রাষ্ট্রের সকল বিপ্লব রুশ নেতৃত্বের বা পিকিং-এর হাত ধরেই চলবে।

আর শুধু কি সোভিয়েট বা চীনা নেতৃত্বের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর বিশ্ব-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে?

সেটাও ভেবে দেখা দরকার। অন্যান্য বুর্জোয়া বা অকমিউনিস্ট দেশে বিপ্লবী কমিউনিস্টরা অথবা তাঁদের সমর্থকরা নিজ নিজ দেশের পরিস্থিতিতে কি করবেন সে সম্বন্ধে মার্কস-লেনিন-স্তালিন-মাও সে-তুঙ এর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে যেসব উপদেশ-নির্দেশ আছে, তা তাঁরা সাচ্চা মার্কসবাদী হিসাবে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হবেন।

আর সেটাই তো স্বাভাবিক। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে বা জোটনিরপেক্ষ অকমিউনিস্ট দেশগুলির কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা লেনিনের "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" ("ষ্টেট অ্যাণ্ড রিভলিউশন") পুস্তকে লিপিবদ্ধ জ্বালাময়ী উক্তিগুলি হঠাৎ প্রয়োজন বুঝে মস্কো বা পিকিং-এর স্বার্থে বিস্মৃতই বা হবেন কেন? "মুক্তিকামী" দেশগুলির কমিউনিস্টরা—তা তাঁরা যত দল-উপদলেই বিভক্ত হোন না,—যথা মার্কসবাদী-বিপ্লববাদী-শোধনবাদী বা উগ্রপন্থী হঠকারী,—স্মরণ করতে পারেন লেনিনের দু-একটি উক্তি :

"..liberation of the oppressed class is impossible not only without a violent revolution but also without the destruction of the apparatus of the State power which was created by the ruling class."(State and Revolution—Lenin.)

আবার—

The Bourgeoise State does not wither away according to Engels but it is "put an end to" by the proletariat in the course of the revolution It can not be replaced by the Proletariat State—the dictatorship of the proletariat

through withering away but as a general rule through a *violent revolution ··the necessity of systematically fostering among the masses this* ("the inevitability of revolution" and just this point of view about violent revolution lies at the root of the whole of Marx's and Engels teaching." (State and Revolution).

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রশাসনিক কাঠামো-পুলিশ-সেনাবাহিনী সব ভেঙে তছনছ করে তার জায়গায় হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শ্রেণীরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে।

পুরাতন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ, কর্মচারী, বিচারব্যবস্থা—এগুলোকে টিকিয়ে রেখে সর্বহারার একনায়কত্বে সর্বহারাদের রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। এ এক আপোষহীন বিপ্লবী মনোভাবের কথা বলেছিলেন লেনিন। (লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীকে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার ভিত্তিকে উৎপাটিত করতে হবে, চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে—"শ্যাটার", "এক্সটারপেট", আটারলি ডেস্ট্রয়") এই সময়কার যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হবে তার কি ভূমিকা হবে?

এই নতুন রাষ্ট্রের রূপ হবে লেনিনের ভাষায় :

"In reality this period inevitably becomes a period of unprecedentedly violent class war in unprecedentedly acute forms, and therefore the State during this period must inevitably become a State that is democratic in a new way (for the proletariat and the poor in general) and dictatorial in a new way (against the bourgeoisie)."

এই সময়ে হিংসাত্মক শ্রেণীসংগ্রাম তার প্রচণ্ডতা ও তীব্রতায় অতীতের সব নজীরকেই হার মানাবে—সর্বহারার শ্রেণীরাষ্ট্রের এটা হল টেস্ট।

কিন্তু লেনিন নিজেই কি নিজের দেশে অক্টোবর বিপ্লবের পর সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের ও নিজের দলের হাতে পাবার পর নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে পেরেছিলেন?

অবস্থার চাপে তিনি ১৯২১ সালে নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী ("নিউ ইকোনমিক পলিসি") প্রবর্তন করে নিজের নির্দেশকেই নাকচ করেছিলেন।

এই কর্মসূচী "একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার" তত্ত্বকে রূপায়িত হবার পথ

সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু কোন কোন জোট-নিরপেক্ষ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা লেনিনের "বিপ্লবী," বক্তব্যগুলিকে রূপ দেবার জন্যে জঙ্গী মনোভাব অবলম্বন করে যদি বলেন : 'লাগাতার সংগ্রাম চালাও—গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা পার্লামেণ্টারী প্রথায় সমাজতন্ত্র আসবে না,—সর্বস্তরে হিংসাত্মক শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর কর—নির্বাচন বর্জন কর' ইত্যাদি, তাহলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের দিক থেকে কি বলার আছে—সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানা দরকার।

সে ব্যাখ্যা কিন্তু দেওয়া হয় না। গালাগালিই তাত্ত্বিক যৌক্তিক বিশ্লেষণের স্থান দখল করেছে এ-যুগে।

আর এই আক্রমণাত্মক শ্লেষাত্মক কটুবাক্যের কাগজিক লড়াই-এ দু' পক্ষই লেনিনের শব্দকোষের সাহায্য নিচ্ছেন। মার্কস-লেনিনবাদের জঙ্গীনীতি অনুসরণকারীদের কোণঠাসা করার একটা চেষ্টা হয় তাদের "সি আই এ এজেন্ট" অথবা "হঠকারী" আখ্যা দিয়ে।

অপর দল পাণ্টা গালি নিক্ষেপ করে বলছেন : ওরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক নয়া শোধনবাদী।

অবশ্য পৃথিবীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিবির বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হচ্ছে।

কোন কোন অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রে এই জঙ্গী লেনিনবাদীরা সেই দেশের কমিউনিস্ট বা গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাঁরা সব সময় মস্কো বা পিকিং-এর কথা নাও শুনতে পারেন।

তাঁরা যদি সেই সব দেশের সশস্ত্র সংগ্রামে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক গণসংগ্রামে নেমে পড়েন তখন শা স্তপূর্ণ সহ-অবস্থানবাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জাঁদরেল কোন এক সমাজতান্ত্রিক দেশ কি মনোভাব নেবে সেই অকমিউনিস্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবে এবং যদি সেই অকমিউনিস্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র (যমন ধরা যাক রুশ বা চীন রাষ্ট্র) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন তাহলেই বা সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তঃ রাষ্ট্রীক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি মনোভাব নেবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বোঝা বা জানা দরকার।

আন্তর্জাতিক চুক্তির যদি কোন পবিত্রতা থেকে থাকে, তাহলে সেই সংঘর্ষ-

যন্ত্রণা-কাতর অকমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া রাষ্ট্র যদি আভ্যন্তরীণ অন্তর্বিপ্লবকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে তার নিজের পুলিশ-মিলিটারী-আইন দিয়ে—যেমন ১৯৬৪ সালে ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেছিল—তখন কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাশিয়া বা চীন হস্তক্ষেপ করবে সহঅবস্থানের চুক্তি লঙ্ঘন করে ?

অন্তর্বিপ্লবকে কি অর্থ-অস্ত্র-রসদ দিয়ে সাহায্য করবে ?

যদি না করে তাহলে কি সেটা নীতিগত-তাত্ত্বিক কারণে ?

না আন্তর্জাতিক অবস্থার বাস্তববাদী ('প্রাগমেটিক') মূল্যায়ন ও নতুন তথা-কথিত "ব্যালান্স অব ফোর্সেস"-এর নয়া-বিচারের ভিত্তিতে ?

না 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া বা চীনের জাতীয় পার্থিব স্বার্থের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ?

নীতিগতভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে—বিপ্লবের স্বার্থে এই সব অন্তর্বিপ্লবে মদৎ দিতে হবে। লেনিনের ভাষায় যে-দেশে "সর্বহারার বিপ্লব" "সফল" হয়েছে ('ভিক্টোরিয়াস') সে-দেশের কাজ হবে :

" the u'most possible in one country for the develop-ment, support and awakening of the revolution in all countries (Selected Works. Vol, VII)

আবার যদি এই অন্তর্বিপ্লবে কোনরকম সক্রিয় সাহায্য বাইরে থেকে না করা হয়—বিপ্লবের আগুনকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য না করা হয় তাহলে অকমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জঙ্গী লেনিনবাদীরা—"সাচ্চা কমিউনিস্টরা" বলতে পারবেন এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই সেকথা বলতে পারবেন তত্ত্বের বিচারে যে, বিশেষ বিশেষ 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।

লেনিন তাঁর বিখ্যাত রচনা "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" ('স্টেট এ্যাণ্ড রিভলিউশন') গ্রন্থে যে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন তা কি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের কোন 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা কমিউনিস্ট দল কার্যকরী করেছেন ?

১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান ডকট্রীন ঘোষিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ-কাঠামোকে মজবুত করতে সাহায্য করেছিলেন সেইসব দেশের স্তালিনবাদী-মার্কসবাদীরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ইউরোপের কোন্ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী দল বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার প্রশাসন-পুলিশ-মিলিটারী-সরকারী কর্মচারী সব কিছু তছনছ করে সর্বহারার বিপ্লবী শ্রেণীরাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়েছেন ?

খ্যাতনামা মার্কসবাদী পণ্ডিত আইজ্যাক ডয়েটশারের একটা মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত করা যাক্ :

"If you study post-war history of Europe, you will see that in the post-war Conservative Clericalist Governments of France and Italy, the Communists sat as Junior partners. They disarmed their own Communist resistance. *They urged the workers to behave moderately, not to demand high wages, to help capitalism in its reconstruction. There would have been no restoration of Capitalism in Western Europe without Stalin.* And we were told that Communism, that Russia, was planning subversion. *If the Russian Government, if Stalin's Government, was plotting anything, it was plotting the restoration of capitalism in Western Europe* " (Myths of the Cold War—By Isaac Deutscher, from Containment and Revolution—Edited by David Horowitz).

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী ও ইতালীয় কমিউনিস্টরা পুঁজিপতিদের সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তাঁরা শ্রমিকদের জঙ্গী নীতি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন নি, বরং তাদের কিছুটা নম্র আচরণের পরামর্শ দিয়ে এসেছেন—বেশি মজুরীর জন্যও আন্দোলন করতে উৎসাহিত করেন নি পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য।

ডয়েটশারের মতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের পুনরভ্যুত্থান সম্ভবই হতো না স্তালিনের সাহায্য ব্যতিরেকে।

ডয়েটশার বলেছেন, তবু বলা হচ্ছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শিবির থেকে) যে রাশিয়া নাকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থাকে উৎপাটিত করার জন্য নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! রুশ সরকার অথবা স্তালিন যদি ষড়যন্ত্র করে থাকেন তা হোল —পশ্চিম উইরোপে ধনতন্ত্রবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র।

আবার চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের

সোভিয়েট গোষ্ঠীভুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসনক্ষমতায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট বিরোধীরাও অংশীদার ছিলেন।

ট্রুম্যান-নীতি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ও ইতালীয় ধনতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার থেকে কমিউনিস্টরা বহিষ্কৃত হলেন।

পূর্ব ইউরোপের "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতেও বহু দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ('মাল্টি-পার্টি গভর্নমেন্টস', ভেঙে দিয়ে উগ্র স্তালিনবাদীদের ও মস্কোর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল—যেমন পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন পুঁজিপতিদের প্রভুত্ব সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় হল।

এখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে প্রশ্ন তাঁরা কি লেনিনের নির্দেশমত কাজ করেছিলেন?

না করে থাকলে তার কারণ কি?

প্রত্যেক দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁদের প্রয়োজন ও সুবিধামত লেনিনের বক্তব্য ও চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করে নিজেদের সম্পূর্ণ অমার্কসবাদী-অলেনিনবাদী কার্যকলাপ ও আচরণকে সমর্থন করে যাবার চেষ্টা করেন।

সাত

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যখন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলেন, তখন তাঁরা জাতিগত স্বার্থ সংরক্ষণের বা সংবর্জনের হাতিয়াররূপে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না।

আবার যুদ্ধের অপরিহার্যতার কথা যখন বলেন, তখন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্ভাব্যতা বা বাস্তবতা অস্বীকারও করেন না।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও যেমন মুখে অহর্নিশি বকধার্মিকের মত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলে চলেছে, আবার সাথে সাথে পৃথিবীর কোণে কোণে সামরিক ঘাঁটি একের পর এক নির্মাণ করে চলেছে—স্বাধীন দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক-কারিগরি সাহায্য দেবার নামে তাদের কলোনীতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে।

দুটো শিবিরের আচরণ একই প্রকারের। শুধু মতবাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়ে থাকে।

এক পক্ষ সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের প্রসার ও সুপ্রতিষ্ঠার জন্য, অপর পক্ষ গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছেন।

ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে কখন কি রকম সম্পর্ক হবে, সেটা নির্ভর করবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সামরিক শক্তির ওপর, নির্ভর করবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বা কোন বিশেষ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট, সামরিক ক্ষমতার ওপর।

সর্বোপরি রয়েছে "জাতীয় স্বার্থের" (ন্যাশান্যাল ইণ্টারেস্ট) প্রশ্ন। শেষের এই বিষয়টি এত প্রাধান্যলাভ করে যে অন্য সব তর্ক ঢাকা পড়ে যায়।

যেমন ১৯৬০ সালে রাশিয়ার আকাশে মার্কিন বৈমানিক পাওয়ারস্ চালিত একটি U—2 গোয়েন্দা-বিমান অনুপ্রবেশের ঘটনায় উত্তেজিত রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ যে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়েছিলেন, প্যারিস শীর্ষ শান্তি বৈঠক বর্জন করে এবং পুঁজিবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে 'সমুচিত শিক্ষা' দেবার প্রচণ্ড হুমকী দিয়েছিলেন—সেই শক্তিমান ক্রুশ্চভ কিন্তু আবার কিউবার প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির হুমকীর সামনে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের দোহাই দিয়ে সোভিয়েট মিত্র রাষ্ট্র কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিগুলি ভেঙে দিয়ে এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলি (মিসাইলস) সরিয়ে নিয়ে এলেন।

১৯৬০ সালের বহু-প্রতীক্ষিত শীর্ষ শান্তি সম্মেলন বয়কট করে সোভিয়েট রাশিয়া সেদিন যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ১৯৬২ সালে ভ্রাতৃ-প্রতিম 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ কিউবাকে আণবিক আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতির প্রশ্নে সেই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

১৯৬০ সালের শীর্ষ শান্তি সম্মেলন বয়কট করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'যুদ্ধের হুমকী' দেখিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক' সোভিয়েট রাষ্ট্র দেশপ্রেমেরই এক বলিষ্ঠ নজির স্থাপন করেছিলেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

রুশ আকাশে একটি গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশেই যদি সোভিয়েট দেশ, সে-দেশের কমিউনিস্টরা ও জনগণ অতটা উত্তেজিত হয়ে থাকতে পারেন, তা হলে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট চীন কর্তৃক নগ্ন ভারত আক্রমণে হাজার হাজার ভারতীয় জোয়ান হত্যা করে কয়েক সহস্র বর্গ মাইল ভারতীয় জমি জোরপূর্বক দখল করার ঘটনায় নীতিগতভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় জন-

গণের মনে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ ধিক্কার ও ঘৃণা সঞ্চারিত হতে পারে, সেটা অনুমান করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই ক্রুশ্চভের বা রুশ কমিউনিস্টদের চাইতে বহু গুণ বেশি উত্তেজিত হবার কারণ ভারতীয়দের ছিল ও আছে।

যে মার্কসবাদী দল লেনিনের মতে বিপ্লবী প্রগতিশীল জনগণের 'ভ্যানগার্ড'-এর ভূমিকা নিয়ে সব সময় কাজ করবে ভারতে—সেই দুর্যোগের দিনে এ দেশের অবিভক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল জনগণের সেই ঘৃণা, ক্রোধ, ধিক্কার ও বিদেশী আক্রমণ হঠিয়ে দিয়ে পররাজ্য-কবলিত ভারতীয় অঞ্চলকে আক্রমণ-মুক্ত করার ব্যাপারে কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন বা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

রুশ কমিউনিস্টদের কাছে সোভিয়েট দেশকে (সোভিয়েট ফাদারল্যাণ্ড) প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যদি মহত্তম মূল্যবোধরূপে ('ভ্যালু') বিবেচিত হতে পারে—ভারতীয় জনগণের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষকে কতটা গভীরতার সঙ্গে ভালবাসা—মহত্তম মূল্যবোধও অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হবে না কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব কি ?

নিজের 'মা' কে জানতে গেলে কি ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার পড়ে জানতে হবে ?

দেশকে যাঁরা শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি ও উৎপীড়নমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এই দ্বৈত-নৈতিকতা (ডাবল্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব মরালিটি) সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে।

নিজের 'মা' গরীব দীন দুখিনী বলে কি তাঁর অপমানে সন্তান ক্ষুব্ধ ব্যথিত হবে না ?

আবার কিউবা ও U—2 গোয়েন্দা বিমানের প্রশ্নে ফিরে আসছি।

'রুশ আকাশে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের অনুপ্রবেশ যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি এই ঘটনা রুশ জাতির আত্ম-অভিমানের ওপর প্রচণ্ড আঘাতও বটে।

আর রুশ কমিউনিস্টরা রুশ জাতি বহির্ভূত কোন সত্তা তো নন! রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ যুক্তরাষ্ট্রকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর কমিউনিস্ট দেশ জাতীয় আত্মমর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে-কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত—বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও পিছ-পা নয়।

কিন্তু সেই গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে পৃথিবীর

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-পুঁজিবাদবিরোধী রাষ্ট্রগুলির ও সেই সব রাষ্ট্রের কোটি কোটি জনগণের কি পরিণতি হবে, সেকথা ভাববার প্রয়োজন জাতীয়তা-বাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রুশ নেতৃত্বের ছিল না।

যেমন প্রয়োজন ছিল না হিটলার-স্তালিনের ১৯৩৯ সালের মৈত্রী চুক্তি ("রবারস্ প্যাক্ট") সম্পাদনার পূর্বে স্তালিন কর্তৃক ইউরোপের, বিশেষ করে শক্তিশালী সেদিনের জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বা পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির মতামত গ্রহণের অথবা ঐ কুখ্যাত চুক্তির পরিণামস্বরূপ জার্মান কমিউনিস্ট অথবা ইউরোপীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি হবে সে কথা ভাববার।

আর সেই যুদ্ধ সামাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে লাগলে "পুঁজিবাদী" ও "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে অনিবার্য কারণেই (বেসিক ল'জ অব ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম) সংঘর্ষ বাধবার তাত্ত্বিক কারণেই হয়েছে বলে মনে করার অথবা বিশ্বাস করার হেতু নিশ্চয়ই থাকত না।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, আত্মমর্যাদাবোধ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার যুক্তিই সেই দেশের সেদিনের রুশ নেতৃত্বকে ঐ বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করতে সাহস জুগিয়েছিল অথবা ঐ বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবার প্রবণতা জুগিয়েছিল।

ক্রুশ্চভ মনে করেছিলেন ১৯৬০ সালে বিশ্বরাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য অন্য দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে, যদি না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বেপরোয়া রুশ আকাশ-সীমানা লঙ্ঘনের (ওপেন ডিফাইয়্যান্স) ব্যাপারটিকে বিশ্বরাজ-নীতিতে মর্যাদার প্রশ্নে (প্রেষ্টিজ ইস্যু) দাঁড় করান যায়।

আমেরিকাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, রাশিয়ার হাতে এমন মারণ অস্ত্র আছে যে, যুদ্ধে সেগুলি প্রয়োগ করে পশ্চিমী শক্তিজোটকে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে।

তাই ক্রুশ্চভ মনে করেছিলেন U—2 গোয়েন্দা-বিমানের অনুপ্রবেশ একটা আকস্মিক—হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, এটা একটা পরিকল্পিত প্ররোচনামূলক কাজ।

বিশ্বের বিভিন্ন মুলুকের সর্বহারাদের নানাবিধ ভাবনা ভেবেই সেদিন এই বিপদসঙ্কুল পথে সেই বীর নেতা পা বাড়ান নি, একথা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না।

মার্কিন U—2 বিমানের অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলেই বিবেচিত হবে।

মার্কিন ইতিহাসবিশারদ ডি, এফ. ফ্লেমিং বলেছেন :

"As principle of inter-national law was more firmly established than the right of a nation to control plane-flights over its air space. It was fixed in multilateral treaties going back to 1919 and had never been questioned. By *flying more than thirty* U—2 *target mapping flights over Soviet union United States had deliberately struck the principle of national sovereignty as damaging a blow as it could suffer in peace time.*" (The Cold War and its Origins, 2 Vols).

আবার কিউবার প্রশ্নেও সেই জাতীয় স্বার্থের (ন্যাশন্যাল সেলফ্ ইণ্টারেস্ট) প্রশ্ন অন্যরূপে দেখা দিয়েছিল।

সোভিয়েট নেতা সেদিন বুঝেছিলেন তাঁর দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রক্তস্নান সেরে উঠে নতুন উদ্যমে সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে দ্রুতবেগে ওপরের দিকে এগিয়ে চলার সঙ্কল্প নিয়েছে—নতুন স্তালিনোত্তর যুগের জটিল আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে রুশ দেশকে—বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে (ওভারটেকিং ইউ-এস-এ) নিয়ে যাবার মূল প্রশ্নটি ছিল ক্রুশ্চভের কাছে আরও বড় প্রশ্ন।

তাই কিউবার জন্যে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন বলে সেদিন বিবেচিত হয় নি।

কারণ, বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সমস্ত দায়-দায়িত্বের বোঝা এসে পড়বে রাশিয়ার কাঁধে।

রুশ দেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-ব্যুরোক্রাট-সিভিলিয়ানরা আর একটি 'সমাজতান্ত্রিক' ছোট দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রূকুটির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেনই বা একটা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেবে—তা সে যুদ্ধ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের অনিবার্য সংঘাততত্ত্বের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিলেও।

আর রুশ দেশকে তা বোঝানও শক্ত হবে। রুশ-আকাশে গোয়েন্দা-বিমানের অবৈধ অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে রুশ জাতির আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত

দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে রুশ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের মন চাঙ্গা করে তোলাটা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

তা ছাড়া সামরিক বিশেষজ্ঞ ও কূটনীতিবিশারদরা জানেন, কিউবাতে রাশিয়া গোপনে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের (আই সি বি এম) ঘাঁটি স্থাপন করেছিল কমিউনিস্ট ছোট ভাই কিউবাকে আমেরিকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার তাগিদে আদৌ ততটা নয়—যতটা রুশ দেশের সামরিক নিরাপত্তার জন্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তুরস্কের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন ব্যবস্থার পাল্টা জবাব হিসাবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ক্রুশ্চভ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট (মিসাইল ক্রাইসিস) কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথমত আমেরিকাকে তুরস্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে আনার জন্য এবং দ্বিতীয়ত জার্মান সমস্যার (বার্লিন ক্রাইসিস) রুশ সর্তে সমাধানের জন্য।

কিউবার কমিউনিস্ট নেতা ফিডেল কাস্ত্রোর এ রাজনীতি বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তাই তিনি ক্রুশ্চভের কিউবা থেকে পশ্চাদপসরণের তীব্র সমালোচনা করতে ছাড়েন নি সেদিন।

১৯৬২ সালের কিউবা সঙ্কটের মুখে অক্টোবরে "সমাজতান্ত্রিক" চীনের ভারত আক্রমণের সময় নির্বাচনটাও সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হবে কি না, সেটা মূলত নির্ভর করছে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দলের জাতীয় স্বার্থ কিভাবে কতটা পরিপূরণ করা যায় জাগতিক পরিস্থিতি বিচার করে তারই মূল্যায়নের ওপর।

এর সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক কোথায়?

আবার প্রেসিডেণ্ট কেনেডি সেদিন যে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন—কিউবাকে রণতরী দিয়ে আবেষ্টিত করে—১৯শে অক্টোবর ব্লকেড রচনা করে—সেক্ষেত্রেও তিনি বা তাঁর দেশ অন্য কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি।

অথচ যুদ্ধ সুরু হলে গোটা বিশ্ব প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের মাতনে মেতে উঠত—কোন দেশই বাদ পড়ত না।

সেদিন কিউবাকে নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা এক মস্ত 'পাওয়ার পলিটিক্সের' খেলায় মেতেছিলেন। কেন না কিউবা বা তুরস্কের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি—

আণবিক যুদ্ধের যুগে একটা চূড়ান্ত সামরিক কৌশলের সাফল্যের ব্যাপার বলে মনে করার কোনই কারণ নেই।

এ সম্বন্ধে David Horowitz মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"Henry Kissinger, for one had warned the previous summer that the time when all of the Soviet Union's missiles could be destroyed by a counterforce blow was limited, Dispersal, hardening of bases and the development of missile-firing submarins would make it impossible in the future to know where all of an enemy's missiles were, and hexce to be free from a devastating retaliatory blow."

(From 'yalta to vietnam'—a penguin special—P. 383-389)

অর্থাৎ ডুবোজাহাজ থেকে যখন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যাবে, তখন আক্রান্ত কোন দেশ জানতেই পারবে না শত্রুপক্ষের সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র কোথায় সঞ্চিত হয়ে আছে এবং তাই বিধ্বংসী প্রতি-আক্রমণের হাত থেকে আণবিক যুগের যুদ্ধে রেহাই পাওয়া যেতে পারে না।

এটা রুশ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর ভালভাবেই জানতেন।

তবু দুই দেশই স্নায়ুযুদ্ধে চাপের রাজনীতি খেলে জাতীয় প্রেস্টিজ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি বলেছিলেন—

"...this sudden clandestine discision to static strategic weapons for the first time outside of soviet soil—is a deliberately provocative *unjustified change in the statusqua which can not be accepted by this country, if our courage and our Commitments are ever to be trusted again by either friend or foe.*" (*Oct. 22, 1962 T. V. A*ddress to the Nation)

ঠাণ্ডা যুদ্ধে সোভিয়েট সামরিক তৎপরতা প্রতিহত করতে পারলে আমেরিকার "বন্ধু" রাষ্ট্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির দাম থাকে না, ফলে তাদের আস্থা হারাতে হবে, আর শত্রুরাষ্ট্রও তাকে পরোয়া করবে না।

এর মধ্যে আমেরিকার নিজস্ব নিরাপত্তা সম্বন্ধে আতঙ্কিত বোধ করার কোন ইঙ্গিত ছিল না। তবু এই ঝুঁকি নিতে হল। তার ফলে গোটা বিশ্বও যদি ধ্বংস হয়ে যায় যাক।

ক্রুশ্চভও এক ঢিলে একাধিক পাখী মারতে গিয়েছিলেন—নিজের সর্তে জার্মান প্রশ্নের সমাধান, মার্কিন সামরিক ও আণবিক যুদ্ধ প্রস্তুতির পাল্টা জবাব দিয়ে আমেরিকাকে সাবধান করে দেওয়া, কিউবার মত ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া বিপদের দিনে একমাত্র রাশিয়াই সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলার জন্য পাশে এসে দাঁড়াতে পারে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সোভিয়েট জোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করার প্রবণতাকে রুখে দেওয়া।

অবশ্য পাওয়ার পলিটিকসের নীতিবর্জিত লড়াই-এ ক্রুশ্চভ সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে শীর্ষ শান্তি সম্মেলন ভেঙে দিয়ে ক্রুশ্চভ (সামিট্ কোলাপ্স্) যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং যে-কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার যে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন, তা যে-কোন দেশ-প্রেমিকের কাছে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু এখানেও মস্কোপন্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার।

প্রশ্নগুলি তুলতে গিয়ে রুশ-চীন তাত্ত্বিক লড়াই-এর পটভূমির কিছুটা উল্লেখ প্রয়োজন।

চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আচরণের সমালোচনা করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যে ঐতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন, তার একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চিঠির জবাবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি বললেন:

"We would like to ask the Chinese Comrades who offer to build a wonderful future on the ruins gold world destroyed by thermonuclear war if they have consulted this matter with the working class of the countries where imperialism dominates..."

মস্কোর এই জবাব পড়ে স্বভাবতই মনে হবে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ভ্রাতৃপ্রতিম সমচিন্তাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ও এমন

কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট দল বা জনগণের মতামতের চিন্তাভাবনার ওপর। অর্থাৎ কিনা যে-সব দেশের ওপর পুষ্পক রথ থেকে বর্ষিত হবে আণবিক ফুলঝুরি—আণবিক বিশ্বযুদ্ধ বাধান হবে কিনা—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া না-নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই সব দেশের জনগণের মতামত গ্রহণ করা দরকার।

যাঁরা আণবিক যুদ্ধের দ্বারা বর্তমান পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়ে মনুষ্যসমাজের জন্য এক অসামান্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করার কথা বলেন—তাঁদেরই তাই সর্বাগ্রে যে মনুষ্যসমাজের হিতার্থে বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন—তাঁদের মতামত নেওয়া একান্ত দরকার।

নিঃসন্দেহে এ এক খুব মানবতা সিঞ্চিত, উদারপন্থী হৃদয়গ্রাহী বলিষ্ঠ বক্তব্য।

কিন্তু ১৯৮০ সালে প্যারিস শান্তি শীর্ষ সম্মেলন বর্জনের সময় যে ঝুঁকি সেদিন রুশ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছিলেন, তার পরিণতিও বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াতে পারত—যদি না সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পূর্ণ অবৈধ কাজের মুখোস খসে পড়ায় আন্তর্জাতিক মর্যাদা আরও নষ্ট করে রুশ নেতৃত্বের হুমকীতে সংযত হয়ে পশ্চাদ-পসরণ না করতেন।

সেদিন কিন্তু রুশ নেতাদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের "শ্রেণী সচেতন" শোষিত জনগণের মতামত গ্রহণ করার কথা মনে উঁকিও দেয় নি। কেন? এর জবাব রুশ কমিউনিস্ট দলই দিতে পারবেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অক্টোবরে কিউবার অবরোধ ঘোষণা করে যে আণবিক বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রেও অন্য কোন 'মিত্র' পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতামত-পরামর্শ না নেওয়ায় মার্কিন মুলুকে সমালোচনা হয়েছিল।

জেমস্ রেস্টন কেনেডির এই ঝুঁকি নেওয়ার রাজনীতির ঔচিত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

"...many diplomats within the alliance still think it was wrong to confront Kruschev publicly with the choice of fighting or withdrawing, ***especially since the security of many other unconsulted nations was involved.***"

নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ সমালোচক *C. L.* Sulzberger এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন :

" This calculated risk has presumably been taken for the calculated reasons previously analyzed. Washington seems to feel this is the time to check and reverse Kruschev's cold war offensive. ***We have opted to force the issue ourselves without prior approval of our allies and there are going to be uneasy diplomatic moments."***

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের আলোচনায় ১৯৬০ সালের প্যারিস শান্তি শীর্ষ বৈঠকের ব্যর্থতা এবং কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট—এই দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা পররাষ্ট্র নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই হোক অথবা কোন সম আদর্শসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশকে "পুঁজিবাদী আবেষ্টনী" বা আক্রমণের হুমকীর প্রতিরোধ রচনার ক্ষেত্রেই হোক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু, তার ওপর কিছুটা আলোকসম্পাত করবে।

কিউবাকে অথবা যে-কোন গণতান্ত্রিক দেশকে নিজের অধ্যবসায়, সাধনা ও শক্তির ওপরই দাঁড়াতে হবে। পরের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করার মত মূঢ়তা ও নিষ্ফল ভিক্ষুকতা আর কিছুই হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, যাত্রার দলের নকল রাজার চাইতে আসল মানুষের দাম অনেক বেশি।

বিপদের দিনে আণবিক ছাতা খুলে ধরে রাশিয়াও কিউবা বা অন্য দেশকে রক্ষা করতে আসবে না—আসবে না আমেরিকাও আণবিক ছাতা খুলে ভারত-বর্ষকে রক্ষা করতে। পাকিস্তানের চীন-মোহমুক্তি ঘটতেও বেশি দেরী হবে না।

আট

কার্ল মার্কস যখন কমিউনিজমের চূড়ান্ত সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন—তখন তিনি কোন নৈতিক তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে কমিউনিজমের পক্ষে রায় দেন নি। কমিউনিজম নীতিগতভাবে ধনতন্ত্রবাদের চাইতে উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা,

এ-প্রশ্ন তাঁর তত্ত্বের মধ্যে ছিল না। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীতে হবেই, কেন না পুঁজিবাদের গর্ভেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ লুকানো রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনিবার্য গতিতে পুঁজিবাদেরই সমাধি রচনা করবে। ডায়েলেকটিক্স অবলম্বন করে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন 'থিসিস' (স্থিতি) ও এ্যান্টি-থিসিসের (প্রতিস্থিতি) সংঘাতের মধ্যে দিয়েই একটা সিনথিসিস বা সমন্বয় জন্ম নেবে। আর মার্কস তাঁর ডায়লেকটিক্স তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একরৈখিক প্রগতিতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে ব্যাখ্যার দ্বারা দেখাতে চাইলেন—এই দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত সমন্বয়টি অবশ্যই অধিক প্রগতিশীল হবেই। এই একরৈখিক প্রগতিতত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলেই নীতিতত্ত্বের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূল সূত্ররূপে আর সেটা উন্নততর ও অধিক প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থারূপে গণ্য হবেও।

মার্কস আসলে পুঁজিবাদের বিবর্তনের মূল নিয়মটি আবিষ্কার করে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নই তিনি তোলেন নি। সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক সূত্র আবিষ্কার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিতরই তাকে উচ্ছেদ করার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর এই অন্তর্বিরোধের ফলেই অন্যান্য যুগে অন্যান্য সমাজব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনিভাবেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

Socialism *must* come because historical necessity the objective laws of human history, the forces of production are bringing us everyday closer and closer to it.' (Marx).

'অর্থাৎ সমাজতন্ত্র অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। মনুষ্যসমাজের ইতিহাসের জৈবিক নিয়মাবলী—উৎপাদন ব্যবস্থা ও শক্তিগুলি প্রতিদিনই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিকটতর করছে।

একরৈখিক প্রগতিতত্ত্ব মার্কস গ্রহণ করেছিলেন বলেই কোন নীতি-তত্ত্বের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজম যখন অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আসছে—তখন সেটা উচ্চ প্রগতিশীল হবেই, যেমন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে উন্নতধরণের ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থারূপে গণ্য হয়ে এসেছে। সমাজে যে শ্রেণী

সংঘর্ষ চলেছে তাতে যে-পক্ষে সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণী সামিল হবে, সে পক্ষ যে ন্যায়ের পক্ষ বা প্রগতিশীল, এ তর্কেরও এতে কোন স্থান নেই। অবশ্য মার্কসের উত্তরসাধকরা সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম নীতিগতভাবে প্রগতিশীল ও উন্নততর ব্যবস্থা বলেই প্রচার করেছেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, মার্কসের এমন অনেক রচনা আছে—যার উৎস বা প্রেরণা ডায়েলেকটিক্স-এর কচকচি নয়—মানবিক মূল্যবোধ—নিপীড়িত মানবের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি। আবার তাঁর উত্তরসাধকদের কাছে তাঁর মানবিক মূল্যবোধের দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট দুনিয়া বুঝতে পেরেছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিবর্তনের মৌলিক নিয়মের Fundamental Laws in the development of capitalism-এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। তাই কমিউ-নিজম অথবা সমাজতন্ত্রকে উন্নত প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করে তার দ্রুত প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর জন্য প্রস্তুতির কথা বলা হয়ে থাকে। পুঁজিব'দী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ডায়েলেকটিক্স-এর অমোঘ সূত্র অনুযায়ী লড়াই-এর সূত্রপাত অনিবার্যভাবে যে হবেই, এ কথা কমিউনিজম তত্ত্ববিশারদরা মুখে বললেও মনে মনে বিশ্বাস করেন না। লড়াইকে বিপ্লবের থেকে পৃথক করে তাঁরা দেখেন না। এই ধরনের যুদ্ধে তাঁদের একটা বৈপ্লবিক স্বার্থ আছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রদের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হলে শেষে সেনাবাহিনীর পেছনে বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান হবেই—শ্রেণী সংগ্রাম জোরদার হবে।

তা হলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে :—

"সর্বহারার একনায়কত্বের" দেশে সমাজতন্ত্রকে সার্থক রূপ দেবার জন্যে এবং সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্তিশালী করবার জন্যে—সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে ধনতন্ত্রবাদের "আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা" থিয়োরীর আশ্রয়ে ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলতে হচ্ছে। আবার "কমিউনিস্ট বিপ্লবের" আগুনকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দেবার জন্য, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিনাশ ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কাছে, শোষিত জাতির কাছে নিজেদের বৈপ্লবিক চরিত্র, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রেণী-চেতনা, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আদর্শের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা দেখাবার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্ভাব্য

যুদ্ধের জন্য চেয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন না এই সব যুদ্ধ সেই সব বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট-অনুগামীদের "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহবিপ্লব রূপান্তরিত কর"—এই শ্লোগান কার্যকরী করার মাধ্যমে সেই সব দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করতে পারে। এই দুটো মনোভাবের মধ্যে কি সামঞ্জস্য আছে? আর এই দুটো মনোভাবের কোন্‌টা কখন প্রাধান্য পাবে, সেটা নির্ধারণ করবে কে বা কারা?

মার্কস ছিলেন দার্শনিক—কমিউনিস্ট রণকৌশল ট্যাকটিক্স বা স্ট্রাটেজী নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তো তাঁর নয়। তাই তিনি সুবিধা মত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও অনিবার্য যুদ্ধের কথা বলেন নি। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে উপসংহারে তাঁর মন্তব্য ও আহ্বান যে বৈপ্লবিক রোমাঞ্চ না জাগায়, কর্মী ও পাঠকের মনে তা অনস্বীকার্য। তার সঙ্গে সহ-অবস্থান তত্ত্ব খাপ খায় কি? তিনি বলেছিলেন :—

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible over-throw of all existing Social Conditions. Let the ruling classes tremble at communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win"

অর্থাৎ কমিউনিস্টরা তাদের মনোভাব ও লক্ষ্য গোপন করতে ঘৃণাবোধ করে। সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থা বলপূর্বক উৎখাত করেই তাদের লক্ষ্য সফল হতে পারে। শাসক শ্রেণীরা ভয়ে কাঁপুক কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা ভেবে। সর্বহারা শ্রেণীর শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু খোয়া যাবার ভয় নেই—গোটা বিশ্ব তারা জয় করবে পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে।

লেনিনের রচনা "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অন্তিম পর্যায়" প্রকাশিত হবার পর গোটা মানবজাতি একটা প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রক্তস্নাত হয়ে এল। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও পুঁজিবাদ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়ে নূতন কলেবর ধারণ করল,—নূতন শক্তি সঞ্চয় করে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অতীতের উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীন হতে লাগল। বৃটিশ, ফরাসী,

ওলন্দাজ, জাপানের অধীনস্থ কলোনীগুলি স্বাধীন হল। কিন্তু পুঁজিবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ উপনিবেশ হারিয়ে ভেঙে পড়ল না।

যেমন ধরা যাক হল্যাণ্ডের কথা। সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইন্দোনেশিয়াকে খুইয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে তো পড়ল না। সে দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ আসতো তার প্রধান উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে। ভারত-পাকিস্তান, সিংহল-মালয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কামধেনু হারিয়ে পুঁজিবাদী ব্রিটেনের শ্রমিক-শ্রেণীর জীবিকার মান ও আয় কমে তো নি-ই— বরং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপনিবেশগুলি যখন ছিল তখনকার সেই উপনিবেশগুলি হারিয়ে ইংলণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। ফরাসী দেশের অর্থনীতিতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও প্রচণ্ড বৈষয়িক উন্নতি বিশ্বের সকল দেশের, এমন কি পুঁজিবাদী আমেরিকারও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র জার্মানী বিধ্বস্ত হয়েছিল—লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ সেই পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীর উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান এশিয়ায় তার উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য খুইয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি পঙ্গু হয়ে পড়েছে? সমগ্র এশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাপান অসামান্য সাফল্য ও উৎকর্ষতা দেখিয়েছে। মার্কিন পুষ্পক রথ থেকে বর্ষিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রেম ও মানবতার উপহার—আণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বিহ্বল জাপান আজ এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশ। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প-রাষ্ট্র। এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে সে-দেশ আর্থিক সাহায্য ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই অভূতপূর্ব পুনরুজ্জীবনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কি আছে? অন্ধ গোঁড়ামির ঠুলি পরে দেখলে হবে না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতার প্রকৃত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম পদ্ধতি ও অগ্রগতি নির্ভর করবে প্রধানত এই বিরুদ্ধ শক্তির সঠিক মূল্যায়নের ওপর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন-ভাবধারার প্রভাব আজ কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

সমাজবিপ্লবের কথা যাঁরা ভাবেন—নতুন দিনের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের

রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য তো নির্ভর করবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক শক্তির সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে অবজেকটিভ কন্‌ডিশনস, সমাজ ও জাতির ভাবগত মানসিক পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ সিচ্যুয়েশন ও সর্বোপরি বলিষ্ঠ—নিস্পৃহ বিচক্ষণ নির্লোভ আদর্শবাদী নেতৃত্ব, —লিডারশিপ। সামাজিক, অর্থ নৈতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে চাই সুস্পষ্ট আদর্শ—সমাজতন্ত্রের বা আদর্শের ব্যাখ্যা উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নির্দেশ,—কেন না আইডিয়লজি ও স্ট্রাটেজীর মধ্যে চাই সম্পূর্ণ বনিবনা, বোঝাপড়া, কোনরকম বৈপরীত্য থাকলে চলবে না। সর্বোপরি চাই দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। এই সব শক্তির সমন্বয় না ঘটলে বিপ্লব সফল হয় না। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। বিপ্লবের সামনে ছিল না কোন সুস্পষ্ট আদর্শ, ছিল না আইডিয়লজী ও স্ট্রাটেজির মধ্যে আদর্শ ও সংগ্রাম পদ্ধতির মধ্যে আদৌ কোন বোঝাপড়া। সর্বোপরি ছিল না সঠিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

অথচ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ের আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। সেদিনের স্বার্থপর সঙ্কীর্ণতাবাদী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলি কর্ণপাত করে নি বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সাবধানী হুঁশিয়ারীতে। ভারতের অভ্যন্তরে সুরু হল সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী "ভারত ছাড়" আন্দোলন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করতে হবে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' 'প্রগতিশীল' নেহেরুজী (ভারতের একজন কমিউনিস্ট নেতা তো তাঁর স্মরণে Gentle Colossus' বই-ই লিখে ফেললেন। অবশ্য নেহেরুজী দেখে যেতে পারলেন না —এই যা !) ও তাঁর ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতারা সেই লড়াইয়ের দামামা বাজা-বার প্রাক্ মুহূর্তে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে—এখন কি আমাদের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেওয়া উচিত? ইংরেজ বড্ড বিপন্ন ও বিব্রত! এই সময় লড়াই-এর ডাক দেওয়ার অর্থই হল নাকি ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে মদৎ জোগান। নেহেরুজী যে সর্বাগ্রে ফ্যাসি-বিরোধী!

ভারতবর্ষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফ্যাসিস্টদের নাকি সুবিধা হয়ে যাবে! আসলে সুভাষচন্দ্রের ভূত ঘাড়ে চেপেছিল দক্ষিণপন্থী নেতাদের। তাই নেহেরুজী ওদের অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে বিব্রত না করার পক্ষপাতী ছিলেন। আর সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে থেকে বলে চলেছেন: আঘাত হানো সাম্রাজ্যবাদী

বৃটিশ শক্তির ওপর—বিদেশী ডাকাতের দল দেশজননীর বুকে চেপে বসে তার রক্তমোক্ষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদার কর সেইটাই হল প্রকৃত বামপন্থা। বিশ্বযুদ্ধে বিব্রত ইংলণ্ডের পূর্ণ সুযোগ ভারতের দেশভক্তদের নিতে হবে, ওদের অসুবিধা আমাদের সুযোগ। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। Meaning of Leftism,—Netaji]

অবশ্য নেহেরুজী ও আজাদের বক্তব্য সংখ্যাধিক্যের ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্টরা (তখন অবিভক্ত দল) নেহেরুজীকে-আজাদকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে প্রচার করেন এবং তাঁরা যাঁদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করেন সেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-আচার্য কৃপালনী প্রমুখরা আগস্ট বিপ্লবে সেদিনের জাতীয় কংগ্রেসকে সংগ্রামী ভূমিকা নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

নেহেরুজী তখন ভারতের কমিউনিস্ট শিবিরের সবচেয়ে বড় ভারতীয় বামপন্থী নেতা,—সব চেয়ে বড় "ফ্যাসি-বিরোধী" জননেতা কেন না তিনি সুভাষ-বিরোধিতায় একজন প্রথম সারির জেনারেল ছিলেন। ভারতের সেই রক্তঝরার দিনগুলিতে ভারতের সর্বহারার বিপ্লববাদী-মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট দলের মনোভাব সেই সময়কার সেই দলের সরকারী দু'একটি বিবৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। ভারতের বর্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়কে ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস আগে ভাল করে পাঠ করা দরকার—দেশকে জানা দরকার—স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানী সৈনিক শহীদদের জানা দরকার। জানা দরকার গান্ধীবাদীদের বিভিন্ন সময়ের ভূমিকার কথা। বামপন্থার মুখোশ পরে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের জানা দরকার।

১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক করেঙ্গা-ইয়ে-মরেঙ্গা সংগ্রামে তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সি যোশী ২৩শে আগস্টের (১৯৪২) "পিপলস ওয়ার''-এ ("জনযুদ্ধ") এক আবেদন প্রসঙ্গে লেখেন :

ধ্বংসকার্য প্রসঙ্গে

...গভর্নমেণ্টের কাজে উত্তেজিত হইয়া আমাদের দেশপ্রেমিকরা ভারতের স্বাধীনতার নামে জাতির দেশরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী উপকরণগুলি নষ্ট করিতে উদ্যত।...ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া ছেলাফেলা করা, ভারতীয় যানবাহন

ব্যবস্থা অচল করার অর্থ ফ্যাসিস্ট শত্রুর সাহায্য করা, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা নয়।

"উহার অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে" "ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা বসিয়া থাকিতে পারে না" মৌলানা আজাদের এই ওজস্বিনী ভাষণের প্রত্যেকটি কথা ভুলিয়া যাওয়া।...

সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমিকদের কাছে আমাদের আবেদন এই : ধ্বংসকার্য হইতে বিরত হও, উহাতে ভারতের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হইবে এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে ফ্যাসিজমেরই লাভ হইবে। সমস্ত দল ও সংগঠনকে একত্র করিবার কাজে আত্মনিয়োগ কর...... ......ইহাই তোমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য, কারণ তোমরাই দেশের প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী।"

বিবৃতি প্রদানকারী নেতার নামটা উহ্য থাকলে—মনে হবে স্বভাবতই কোন বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের আবেদন যেন। দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সংগ্রামের নির্লজ্জ বিরোধিতারই নামান্তর নয় কি? হঠাৎ ইংরেজ প্রভুদের প্রেমে গদগদ হয়ে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী উগ্র অহিংসবাদী হয়ে গেলেন সেদিনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-বিপ্লবীরা। কবে কোন্ দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত ও সফল হয়েছে পারস্যের গালিচা-মখমল-বেছানো মাঠে-ময়দানে? সিল্কের দস্তানা হাতে, চুনট-করা কোঁচা-লোটান ধুতি—গিলেকরা পাঞ্জাবী—জরীর কাজ-করা নাগরা চটি পরে—মুহুর্মুহু তার ওপর পদচারণা করে বড় বড় বক্তৃতার তুফান ছুটিয়ে?

সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের মাল,—তল্পি-সঞ্চিত পুঁজি রক্ষার জন্য—দু'শ বছরের ইংরেজ শাসিত-শোষিত পরাধীন ভারতবাসীর "আত্মরক্ষা" • "দেশরক্ষা ব্যবস্থার" প্রাধান্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা হল—কেন না জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার "জাতীয় স্বার্থ" যে জড়িত ছিল! অথচ ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের একাংশ গ্রাস করার পর নাৎসী জার্মানী যখন ফরাসী দেশ আক্রমণ করে—কয়েক দিনের লড়াইয়েই সে দেশের স্বাধীনতা হরণ করে গোটা ফরাসী দেশকে দখল করে নিল তখন ফরাসী দেশের শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি—বীভৎস নাৎসী আক্রমণকে রুখবার কোন চেষ্টাই করে নি—বরং প্রকাশ্যে সাহায্য করেছিল। সেদিন তো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ফরাসী জাতির "আত্মরক্ষা" বা "দেশরক্ষা ব্যবস্থা"-কে জোরদার করার জন্য কোন চেষ্টাই করে নি? কেন? তখন নাৎসী জার্মানী ও লেনিনবাদী-

স্টালিনবাদী সর্বহারাদের পরিত্রাতা' রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। তখন এ-যুদ্ধ ছিল "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"। ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা থোরে রাশিয়ায় পলায়ন করলেন। আর ইতিহাসের "নিন্দিত"-"দক্ষিণপন্থী" ফরাসী নেতা জেনারেল দ্য গল্ দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত আপোষহীন সংগ্রাম করে গেলেন। যাঁরা দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাঁরা হলেন দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্রযুবক মেহনতি মানুষের বন্ধু—মুক্তিপথের ভ্যান্‌গার্ড!—আর যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্ত লড়াই চালালেন অমিত বিক্রমে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে—যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ফরাসী দেশকে নতুন মর্যাদা ও শক্তি দানের কাজে নেতৃত্ব নিলেন,—মার্কিন ও ইংরেজদের প্রভুসুলভ মনোভাব ও আচরণের সমুচিত জবাব দিয়ে গেলেন, নাই বা হল তাঁর চিন্তাধারা 'বামপন্থীদের" অনুকূলে, তিনি পুঁজিপতিদের দালাল, 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'দক্ষিণপন্থী' রূপেই পরিচিত হলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—লাল সেলাম,—লাল সেলাম।

পি সি যোশী ও তাঁর সমগ্র দল পরাধীন ভারতের দেশরক্ষার জন্ত নিপীড়িত মুমূর্ষু ভারতবাসীর "আত্মরক্ষার" জন্ত কি অসীম উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ও সেদিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর বিপ্লবী লেনিনবাদী দল জনমত তৈরী করতে লেগে গিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ব্যাপক উলঙ্গ আক্রমণে বিপন্ন হল, তখন স্বাধীন ভারতের "দেশরক্ষা" বা "আত্মরক্ষা ব্যবস্থা" শক্তিশালী করার জন্ত সেদিনের অবিভক্ত কমিউনিস্ট দলই বা কি করেছিলেন? এই আক্রমণকে সরাসরি নিন্দা করতেও তাঁরা পারেন নি। সমাজতান্ত্রিক চীন তো কখনো আক্রমণ করতে পারে না! অথচ "সমাজতান্ত্রিক" রাশিয়া যখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে বসল তখন "সমাজতান্ত্রিক" চীন সেই সময় রাশিয়াকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলে নিন্দা করেছে সরাসরি। এই 'স্বাধীনভাবে' চিন্তা করে মতামত ব্যক্ত করতে যদি 'সমাজতান্ত্রিক' চীনের কোন বাধা না থাকে—তাহলে ১৯৬২ সালে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিই বা কেন চীনকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' বলে ধিক্কার দিতে পারলেন না? আসলে চীনা কমিউনিস্টরা সর্বাগ্রে চীন-পন্থী দেশভক্ত। সব চিন্তার ওপর প্রাধান্ত পায় তাদের স্বদেশ-চিন্তা—চৈনিক জাতীয়তাবাদ।

পি সি যোশী ১৯৪২-সালের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের কয়েক

ঘণ্টা পরই ভারতের কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে প্রসঙ্গত বলেন :—

"...কংগ্রেসসেবী সহকর্মীদের কাছে আমরা নিম্নলিখিত কথার মর্ম অনুধাবন করিতে ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য স্থির করিতে আবেদন জানাইতেছি :

(১) কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায় নাই। নির্বাচিত একমাত্র নেতা কোন নির্দেশ দিবার পূর্বেই গ্রেফ্‌তার হন।

(২) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নেতা গ্রেফ্‌তার হইলে আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই।

(৩) কংগ্রেস বা মহাত্মাজী কেহই বিশৃঙ্খলা বা নিরর্থক হিংসার জন্য আবেদন জানান নাই। এই কাজগুলি কংগ্রেস ও জাতীয়তাবিরোধী।" [কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস—পূরণচন্দ্র যোশী ; পৃষ্ঠা ৩৮, প্রকাশক ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা]

স্বাধীনতা সংগ্রাম বা গণ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে হঠাৎ এরকম সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ? এই ধরনের চিন্তাধারা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ? রণক্ষেত্রে জেনারেল বন্দী হয়ে গেলে—বা আহত হলে সেনাবাহিনী হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, সামরিক নিয়ম-কানুনের কেতাব খুলে প্রেরণা নেবে ? বিপ্লব হবে—কোনরকম বিশৃঙ্খলা হবে না এ কিরকম কথা। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবে বুঝি তাই হয়েছিল ? হিংসাত্মক কাজের প্রতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতি এত ঘোর অরুচির কারণ কি ? বিশেষ করে মার্কস নিজেই যখন বলেছিলেন – বিপ্লব করতে গেলে রক্তপাত ঘটে থাকে এই হিংসা বা ভায়োলেন্স প্রগতির ধাই মা—"মিডওয়াইফ অফ প্রগ্রেস" ? এরই বা কারণ কি। রাশিয়ার স্বার্থে প্রয়োজনমত অনেক শিক্ষা ভুলতে হয়, অনেক ঢোক গিলে কথা বলতে হয়।

আবার গান্ধীজী ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লিন্‌লিথগোকে এক চিঠিতে লেখেন :

"গত ৯ই আগস্টের পর যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে আমি নিশ্চয়ই তাহার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি কি ভারত সরকারকেই উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করি নাই ?...আপনি হয়ত নাও জানিতে পারেন যে কংগ্রেস কর্মীদের যে-কোন হিংসাত্মক কাজের আমি খোলাখুলি ও দ্বিধাহীন সমালোচনা করিয়াছি।"

মৌলানা আজাদ-ও সমস্ত রকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন।

কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের এইসব বিভ্রান্তিকর দ্ব্যর্থবোধক বিবৃতি ও উক্তিগুলি ইস্তাহার করে ছাপিয়ে বিলি করেছেন, নিজেদের দলীয় প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য—জনতাকে স্বাধীনতাসংগ্রাম-বিমুখ করে তোলা। এই গণমুক্তি সংগ্রামের পেছনে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমর্থন যে নেই—সেই তত্ত্ব প্রচার করা হল কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে—এই-সব বিবৃতিগুলির নানা ব্যাখ্যা দিয়ে।

আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি—হিসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেবার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা হুঁশিয়ারী শুনিয়ে-ছিলেন—এবং ঐ সব কাজ "জাতীয়তা বিরোধী" এ কথা তাঁরা প্রচার করে-ছিলেন । স্বাধীন ভারতের যুক্তফ্রণ্ট সরকার শাসিত পশ্চিম বাংলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অরাজকতা হিংসাত্মক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তৃতির বিরুদ্ধে আজ মার্কস-বাদীরা—দক্ষিণ-মধ্য-বাম ও উগ্র—কেউই মুখ খুলছেন না কেন? এর কি মার্কসবাদী ব্যাখ্যা আছে?

আগেই বলেছি সুভাষচন্দ্রের বহির্ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদে নেহেরুজী ও সেদিনের "বিপ্লবী" মার্কসবাদীরা ভীত ত্রস্ত ছিলেন। নেহেরুজীর দু-একটি উক্তি তুলে ধরা যাক।

"বহু বৎসর পূর্বেই সুভাষ বসুর সংস্রব আমরা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বিস্তৃত হইয়াছে এবং আজ আমরা পরস্পর হইতে বহু দূরে। বেদনার সহিত এ কথা আমাকে অনুভব করিতে হইতেছে, যে-পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সে পথ .একেবারেই ভুল ··তাঁহার নীতি কার্যে পরিণত হবার উপক্রম হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার বিরোধিতা করিব। কারণ "বিদেশ হইতে যে-কোন শক্তি আসুক না কেন তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের হাতের পুতুল হইয়াই আসিবে।"

সম্মুখ যুদ্ধ করিবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী [ইংরেজের সৈন্যবাহিনী] আর আমরা গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করিব।" [১২ই এপ্রিল, ১৯৪২]

দেশবাসী নিশ্চয়ই আজও ভুলে যান নি ১৯৬২ সালে চৈনিক আক্রমণের সময় শেরোয়ানীর বুক পকেটে লাল গোলাপফুল গুঁজে হাতে ছড়ি নিয়ে কি অপূর্ব দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন—এবং কি নেফা রণাঙ্গনে, কি সেলা উপত্যকায়, কি বমডিলা—তেজপুরে গেরিলা যুদ্ধের কত আয়োজনই না করে-ছিলেন। বৃটিশ উপনিবেশ শৃঙ্খলিত পরাধীন ভারতের প্রতিরক্ষার যে উদ্যোগ-

আয়োজন চেষ্টা ইংরেজ করেছিল, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী-প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেশের প্রতিরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থাও করেন নি।

১৯৪২ সালের বিপ্লবী আন্দোলনে অন্যতম নেতা সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের সুভাষ-সমর্থনের বিরোধিতা করে সেদিন কমিউনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী যা বলেছিলেন—তা তুলে ধরা যাক একবার। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর "স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতি" পত্রে বলেছিলেন :

"নেহেরু কারামুক্তির পর হয়ত সুন্দর সুন্দর বিবৃতি দিবেন এবং মার্কিন সংবাদদাতারা হয়ত তাহা সোৎসাহে লুফিয়া লইবেন। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য ও সৌন্দর্য থাকিলেও কোন মূল্যই থাকিবে না। মহৎ কথায় পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া এবং প্রধান জাতিগুলির প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করিয়া জওহরলাল যাহা করিতে পারিবেন তাহার চেয়ে কারাগারে থাকিয়া তিনি চার্চিল-রুজভেল্ট-গোষ্ঠীকে অনেক বেশী বেকায়দায় ফেলিতে পারেন…অচল অবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি।" [অক্টোবর ১৯৪৩ —দ্বিতীয় পত্র।

জয়প্রকাশ বললেন :

"রুশ-জার্মান চুক্তি কিংবা জাপ-চীন সন্ধি, বৃটিশ বাহিনীর গুরুতর পরাজয় এবং ভারতের মাটিতেই যুদ্ধের বিস্তার প্রভৃতির ন্যায় আন্তর্জাতিক অবস্থায় বিরাট কোন পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের পক্ষে বড একটা "কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না।" জয়প্রকাশের "এই সব বিবৃতি, চিঠি এবং সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন সেদিনের কমিউনিস্টদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে-ছিল।

সেদিনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এক পুস্তিকায় এইসব কাজের তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন :

"সোজা কথায় তাহাদের (কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের) নীতি ছিল এই : ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইয়া যাও, সুভাষ বসুর নির্দেশ পাইবামাত্র বিপ্লব করিবার জন্য প্রস্তুত হও, বসুর বাহিনীই আমাদের হইয়া কাজ সমাধা করিয়া দিবে।" এবং অতি চতুরতার সহিত সুভাষ বসুর প্রভু তোজোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছে। নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন কংগ্রেস-ভক্তরা একথা জানেন। সেই সুভাষ

বসুকে দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশ পরাইয়া পুনরায় অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসার জন্য জয়প্রকাশ এই বলিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন :

"সুভাষ বসুকে বিভীষণ বলিয়া নিন্দা করা খুবই সহজ কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ তাঁহাকে নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা বলিয়াই জানে। তাঁহার মত লোক দেশকে বিক্রয় করিবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

জয়প্রকাশের এই মন্তব্যে কামডানস্ত পার্টি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যিনি দেশের জন্য সর্বস্ব দিলেন। সেই মহাবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে নাকি জয়প্রকাশ "দেশ-প্রেমিকের ছদ্মবেশ" পরিয়েছিলেন—তাঁকে মুক্তিপথের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করায় আর যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে গোটা দেশকে বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন—শ্রমিক শ্রেণীকে বর্ধিত বেতন ও ভাতার লোভ দেখিয়ে সংগ্রাম-বিমুখী করে রেখে মনপ্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধযন্ত্রকে চালু রাখার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁরাই নাকি স্বাধীন ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থার আজকের ভ্যানগার্ড !

নয়

যুদ্ধ ও বিপ্লব পাশাপাশি হাত ধরে চলে। যুদ্ধ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে তৈরি হয়েছিল এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সে সময় ইউরোপের কমিউনিস্টরা সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ দেশে বিপ্লবী সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—আর সেই সব বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি ছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থন। অক্টোবর বিপ্লবের পর নিজের দেশে গৃহযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত করার কোন সুযোগই নষ্ট হয়ে যেতে দেন নি। যুদ্ধ নতুন সুযোগ এনে দিয়ে থাকে, বিশেষ করে পরাধীন দেশের কাছে। বিপ্লবী দলকে তার সুযোগ নিতেই হবে।

তাই ভারতবর্ষে ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সরকারকে ছয় মাসের চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সে সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউরোপে

আগামী ছয় মাসের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। সেই যুদ্ধে যুক্তরাজ্য জড়িয়ে পড়বেই—তার সুযোগ ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের নিতেই হবে।

কোন্ যুক্তিতে বিশ্ববিপ্লবতত্ত্বে বিশ্বাসী সে-দিনের ভারতের 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণবিপ্লবে অংশ না নিয়ে তার বিরোধিতা করলেন? এত ব্যাপক আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল সুস্পষ্ট আদর্শ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে, কল-কারখানায় নিযুক্ত, বিশেষ করে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত কল-কারখানা শিল্পসংস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও সংগ্রামবিমুখতার জন্য। সর্বোপরি ছিল নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বিপ্লবীদের বীরত্ব, অপরিসীম দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগের তুলনা মিলবে না। তাঁরা হিসেব করে অন্য দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, দিনক্ষণ দেখে নিজের দেশের বিপ্লবের কথা ভাবেন নি।

'বিনা অস্ত্র বিনা সহায় লড়তে হবে—
ধূলির 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে'

এ মহৎ চিন্তা নিয়েই সেই সব মহাপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কেতাবী নিয়ম বা ডায়েলেকটীকের নিয়ম অনুযায়ী বিপ্লব করার কথা তাঁরা ভাবেন নি। আর পৃথিবীর কোন্ দেশেইবা সে ধরণের বিপ্লব হয়েছে আজ পর্যন্ত?

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে, তখন এ দেশের বামপন্থীদের একমাত্র লক্ষ্যই হওয়া উচিত ছিল—সেই লুণ্ঠনকারী বীভৎস সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবার পথ প্রশস্ত করা। নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীদের পক্ষে এককভাবে সারা বিশ্বে বিস্তৃত এই সামাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করা কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইকে জোরদার করে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসকে দুর্দমনীয় করে তোলা। আর সে যুগে সেটাই ছিল সাম্রাজ্যবিরোধী শক্তিগুলির ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কিন্তু তবু 'অনিবার্য সংঘর্ষ তত্ত্বে' বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা সেদিন, সংঘর্ষ শুরু হয়ে প্রকট আকার ধারণ করা সত্ত্বেও, কেন তার চরম পরিণতির জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন না? কেন তাঁরা দেশবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিলেন?

হয়ত বলা হবে—আক্রমণকারী দুর্ধর্ষ নাৎসী শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলায়

জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যস্ত 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি' সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বহারা-প্রলেটারিয়েট-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের জীবনমরণ সংগ্রামে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করাই ছিল সেই সময় ভারতের শোষিত-নিপীড়িত পরাধীন সর্বহারাশ্রেণী-, কৃষক-বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-যুবকদের দায়িত্ব বা কর্তব্য। আর যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা একজোট হয়ে জার্মানী-ইতালীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, সেই কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর,—ভারতের শোষিত প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর নাকি বিদ্রোহ করার অর্থ প্রকারান্তরে, পরোক্ষভাবে—রাশিয়ার অসুবিধা সৃষ্টি করা। সেটা তো হতে পারে না। প্রশ্ন : এটা যদি আদৌ কোন যুক্তি বলে বিবেচিতও হয়, তাহলে সোভিয়েট প্রলেটারিয়েট শ্রেণী-কৃষক-বুদ্ধিজীবী বা সে দেশের রাজ-নৈতিক নেতাদের কি সেই একই যুক্তিতে সেদিন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সে-দিনের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে চাপ দেওয়া উচিত ছিল না—ভারতের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে ঘোষণা করার জন্যে ?

সোভিয়েট রাশিয়ার এই রাজনৈতিক ও সামরিক চাপকে উপেক্ষা করার কোন ক্ষমতাই চার্চিল সরকারের ছিল না সেদিন। কোন মার্কসবাদী দেখাতে পারবেন কোন দলিল উদ্ধৃত করে যে, স্তালিন বা রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে কুটোখড়টি তুলে বা মুখের বচন দিয়েও কোন সাহায্য করেছেন ? স্তালিন ছিলেন বাস্তববাদী কট্টোর লেনিনবাদের 'উত্তরাধিকারী।' নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু তিনি আমলই দিঁতেন না।

সোভিয়েট রাশিয়া বাঁচলে তারপর বিশ্ব-বিপ্লব ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন। তাহলে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার (প্রলেটারিয়ান ইণ্টারন্যাশনালিজম) সাধনা হবে একতরফা ?

স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার "বিপ্লবী", "শ্রেণীসচেতন" প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর স্বার্থে ভারতের ৪০ কোটি মানুষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে দাসত্বের জোয়াল বইতে হবে। বিদ্রোহ করে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে ভারতের বৃটিশ ক্রীতদাসদের যুদ্ধক্ষেত্রের কামানের "তোপের খাদ্য" রূপে ব্যবহারের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে স্বাধীনতার দাবি করার অর্থ—ফ্যাসিবাদের সহায়তা করা! 'সংঘর্ষবাদী' ভারতের কমিউনিস্টরা সে সময় জাপানী ফ্যাসিস্টদের রুখবার জন্য শহরে শহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে রাইফেল ভিক্ষার দাবিতে মিছিল করে বেড়িয়েছিলেন। অথচ জাপানে ১৯৪৫

সালের আগস্ট মাসে আণবিক বোমাবর্ষণের পূর্বমুহূর্ত অবধি সোভিয়েট রাশিয়া অক্ষশক্তির এশীয় বড় শরিক ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল।

রাশিয়া ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী তোজো রাশিয়ায় অবস্থিত জাপ রাষ্ট্রদূতে মারফৎ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটভের কাছে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের গোপন ইঙ্গিত পাঠান—হিরোসিমা-নাগাসাকীতে আণবিক বোমাবর্ষণের প্রায় এক মাস আগেই। স্তালিন সর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবশ্য এ প্রস্তাবকে কোনই আমল দেন নি। অপর দিকে গ্রেট বৃটেন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের জন্য জাপানকে ২৬শে জুলাই (১৯৪৫) এক চরমপত্র দিল। এই চরমপত্রের কথা মলোটভকেও জানিয়ে দেওয়া হল। এদিকে ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া এক অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ তখনও। ২৯শে জুলাই মলোটভ স্তালিনের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর স্বরাষ্ট্র-সচিব বার্নস-এর সঙ্গে জাপান আক্রমণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। ইয়াণ্টা সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল—রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

কি আশু কারণে রাশিয়া জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ-চুক্তি ভঙ্গ করে জাপানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, সে বিষয় আলোচনার জন্য স্তালিন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ ভারতের স্তালিনভক্তরা (১৯৪২-৪৫) বক্তৃতার তুফান তুলে জাপ ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার কাজেই বেশি ব্যস্ত হয়েছিলেন। এই দুই আচরণ কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও পরস্পরবিরোধী নয়? এই দুটো দেশের কমিউনিস্টদের আচরণের কোনটির মধ্যে কি রাজনৈতিক সততা বা আন্তরিকতার বাষ্পমাত্র ছিল?

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে স্তালিন জার্মানীর মতিগতি দেখে নতুন বন্ধু খুঁজছিলেন। তিনি যুগোশ্লাভিয়া ও জাপানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়লেন। ৬ই এপ্রিল ১৯৪১ সালে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, অথচ সেই দিনই জার্মান বিমানবাহিনী বেলগ্রেড শহরে বোমাবর্ষণ করে গেল। স্তালিন তখন জাপানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মাৎসুয়োকাকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করলেন—অনুরূপ অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদনের জন্যে। জাপান

তখন দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ ও আমেরিকার ঘাঁটিগুলি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তাই সাইবেরিয়ায় বিরাট রুশ সেনাবাহিনী বন্ধু দেশের সেনাবাহিনী হিসাবে অবস্থান করলে জাপানের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। স্তালিন মাৎসুয়োকাকে বলেছিলেন—"I am a convinced adherent of the Axis and an opponent of England and America."

অর্থাৎ 'আমি একজন জোরাল অক্ষশক্তির ভক্ত এবং ইংরেজ ও আমেরিকার বিরোধী।'

বিদায় নেবার প্রাক্কালে রেলপথের স্টেশনে এসে মাৎসুয়োকাকে পৌছিয়ে দিযে যান এবং বলেন—"We are both Asiatics."

অর্থাৎ 'আমরা উভয়েই এশিয়াবাসী।'

(Rise and Fall of Stalin—Page 566).

রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের অনাক্রমণ চুক্তি ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল সাক্ষরিত হল। স্তালিন চেয়েছিলেন জাপানের কাছ থেকে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি—জাপানের সঙ্গে কোন তৃতীয় পক্ষ (Third parties) অন্য কোন রাষ্ট্রের যে-চুক্তিই থাকুক না কেন—সেই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী সেই তৃতীয় পক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার কোন যুদ্ধ লাগলে জাপান যেন রাশিয়াকে আক্রমণ না করে বসে। এই অনাক্রমণ চুক্তি দ্বারা রাশিয়াও জাপানকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষ লাগলে—রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেনা। তেমনি জাপানের সহযোগী মিত্ররাষ্ট্র জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করলে জাপান অক্ষশক্তি হিসাবে যেন তার সুযোগ না দিয়ে বসে। রাশিয়া এই ধরণের চুক্তির দ্বারা মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, আর তার প্রতিদানস্বরূপ জাপানও বহির্মঙ্গোলীয়ায় (Outer Mongolia) রাশিয়ার বিশেষ অধিকার মেনে নিয়েছিল। ১৯৪১ সালের ২১শে জুন যখন রুশ-জার্মান যুদ্ধ সুরু হল জাপান তার সুযোগ নেয় নি—নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিল—রাশিয়াকে কোন ভাবেই কিছুমাত্র বিব্রত করেনি। রাশিয়াও জাপান যখন পার্ল হার্বার বন্দর আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে—জাপানকে বিব্রত করেনি—জাপ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দখল করতে উদ্যত হয়নি। সত্যিকারের ভদ্রলোকের চুক্তি। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকা বার্লিন হয়ে সরাসরি মস্কো এসে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। মাৎসুওকাকে

যে ভাবে স্তালিন আপ্যায়িত করেন তাতে সমগ্র দেশ ও কুটনৈতিক মহল হকচকিয়ে গেছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে রুশ অনুরাগী সাংবাদিক ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ইতিহাসবিদ Alexander Werth লিখেছেন :

"On that station platform Stalin was in an unusually exuberant mood, even shaking the hands of railwaymen and travellers as he walked down the platform arm-in-arm with Matsuoka.

True, he also threw his arm round the neck of Colonel Von Krebs, the German Military Attache who had also come to see Matsuka off saying "we are going to remain friends, won't we ?…

(*Russia at war*—Alexander Werth P. 131-32)

চীনের কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাং-পন্থীরা এশিয়াবাসী হয়েও আক্রমণকারী জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রাম করছে সেই সময়। ভারতের কমিউনিস্টরা দেশের "স্বাধীনতা"র দাবিকে মুলতুবী রেখে এশীয় শক্তি জাপানের ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে গেরিলা ঢং-এ যুদ্ধ করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে রাইফেল ভিক্ষা করে ভারতের বিভিন্ন শহরের পথে পথে মিছিল করছেন—আর কমিউনিস্ট দুনিয়ার সর্বহারাদের প্রেরণার উৎস—সোভিয়েট রাশিয়া এশীয় শক্তি হিসাবে অক্ষশক্তির বড় শরিক ফ্যাসিস্ট জাপানের জন্য বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই হল সত্যিকারের চেহারা।

যে রাশিয়া অক্ষশক্তির প্রধান ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করে গেল ১৯৪১ সালের ২১শে জুনের পর থেকে বিশ্বযুদ্ধসমাপ্তি পর্যন্ত, সেই রাশিয়াই সেই অক্ষশক্তিগোষ্ঠীভুক্ত ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি রক্ষা করে চলল ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত। এর পেছনে আদর্শের কোন প্রেরণা নেই, কোন মতবাদ নেই—আছে রুশ জাতীয় স্বার্থের তাগিদ। জাপান যাতে রাশিয়াকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বিপন্ন না করে, এশিয়াবাসী স্তালিন এশিয়াবাসী মাৎসুয়োকার সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, এই যা!

ভারতের বৃহত্তম আগস্ট গণ-বিপ্লবের পটভূমিতে সেদিনের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত "ফ্যাসীবিরোধী" গালভরা বিভ্রান্তিকর শ্লোগান যে কত

অন্তঃসারশূন্য ছিল, গোটা দেশকে ফ্যাসীবাদ-বিরোধিতার অছিলায় সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ভারতবাসীর মনে যে মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল, সেটা বোঝাবার জন্যে ওপরের ঘটনাগুলি তুলে ধরা হল মাত্র।

ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব সফল হলে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হতো না, ৬ লক্ষ নরনারী কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলিও হতো না। স্বাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ বিশ্বরাজনীতিতে নতুন শক্তিরূপে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এশিয়া ভূখণ্ডে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হোত। ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রেখে, একে অপরের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে উস্কানি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র যে নীতিহীন কূটনীতির খেলা খেলেছে, নতুন সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে, তা চিরতরে বন্ধ হোত। সর্বোপরি ভারতের রাজনীতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্টদের ভূমিকা বুঝতে হবে। পররাষ্ট্র-নির্ভর মতবাদ ও রাজনীতি গোটা দেশকে কি বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, ভারতের মত দেশের সচেতন দেশবাসীর সে বিষয়ে সজাগ হবার সময় এসেছে।

স্তালিন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছেন, ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। আবার জার্মানীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হবার পর, ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ রেখেছিলেন ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্তালিন একযোগে জাপান আক্রমণের প্রতিশ্রুতি রুজভেল্ট ও চার্চিলকে দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকলে স্তালিন কি করতেন সেটা অনুমানসাপেক্ষ। এই চুক্তির বিরুদ্ধে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বা স্তালিন-বাদী কি কিছু বলেন?

না। তাহলে ভারতের স্বাধীনতার জন্য দুই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্ব-যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নেতাজী সুভাষ জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলে, সেটা দুনিয়ার মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের কাছে সমালোচনার বস্তু হয়েছিল কি করে? ভারতের কমিউনিস্টরা যখন সুভাষচন্দ্রকে অক্ষশক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে মুক্তি-যুদ্ধের সেই অনন্য সেনানায়ককে 'ফ্যাসিস্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন, তখন 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক সেই ফ্যাসিস্ট জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে অনাক্রমণ-মৈত্রী চুক্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেন না কেন?

স্তালিন যদি হিটলারের সঙ্গে অথবা ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে ফ্যাসিস্ট না বনে গিয়ে থাকেন, সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য দুই সাম্রাজ্যবাদের লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্য স্থাপন করলে তিনি ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন কোন্ যুক্তিতে?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জার্মান ও জাপ সাম্রাজ্যবাদের যেমন সেদিন চরম শত্রু ছিল, তেমনি শত্রু ছিল ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের। সুতরাং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংগ্রাম চালিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনীতি। আবার ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর কমিউনিস্ট রাশিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে উভয় পক্ষের সে সময়ের সাধারণ শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ লেনিনের নির্দেশে ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে। এই চুক্তির সর্ত বলশেভিক রাশিয়া আদৌ মেনে নেবে কিনা এ নিয়ে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দারুণ বিভেদ দেখা দিয়েছিল। লেনিন দেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রথম থেকেই জার্মান সর্তেই সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ট্রটস্কী ছিলেন এর বিরুদ্ধে।

"When the Soviet delegation heard the German terms, General Skalon, one of the Soviet experts, committed suicide on the spot. Another Soviet delegate Prof. Pokrovsky said with tears in his eyes: How can one speak of peace without annexations if Russia is being deprived of territories equal in size to approximately eighteen provinces'!......" (Lenin—by David Shub).

অর্থাৎ এই চুক্তি হলে রাশিয়ার বিপুলায়তন জমি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে—আনুমানিক প্রায় ১৮টি প্রদেশের আয়তনের সমতুল্য সোভিয়েট ভূখণ্ড এই চুক্তির ফলে বলশেভিক রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। জার্মান সরকারের কাছ থেকে চুক্তির সর্তগুলি শুনেই সেনাপতি স্ক্যালন তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করেন। এই আলোচনায় সময় রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ট্রটস্কী ও বুখারীন। এঁরা দু'জনেই এই সর্তভিত্তিক চুক্তির বিরোধী ছিলেন। এই চুক্তির প্রশ্নে সোভিয়েট সরকার দ্বিধাবিভক্ত হবার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

লেনিনের যুক্তি ছিল : জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করার মত ক্ষমতা রাশিয়ার নেই। সেনাবাহিনী রণক্লান্ত। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অর্থই হবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের হাত শক্তিশালী করা। এখনই জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি না হলে আরও বেশি ক্ষতির কারণ ও অপমানজনক সর্তে শেষে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী জার্মান সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হবে। লেনিনের ভাষায় :

"To continue the war under such conditions would be equivalent to strengthening German imperialism. Peace would then have to be signed anyway but its terms would be much worse because we would have no choice in the matter. Undoubtedly the peace which we are now compelled to sign is a rotten one but if war should break out again our government would be wipedout and peace would be made by some other government."

লেনিনের গভীর আশঙ্কা ছিল যে, শান্তি-চুক্তি জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত না হলে, বলশেভিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে। তাই লেনিন নিজেও সেদিন তাঁর মতবাদ মার্কসবাদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন নি—যা করেছিলেন তিনি সেদিন, তা তাঁর দেশেরই স্বার্থে। লেনিনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় তীব্র বিক্ষোভ পার্টির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। লেনিনের পক্ষে ছিলেন স্তালিন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোটাভুটি হয়—ট্রটস্কীর প্রস্তাবের অনুকূলে ৯টি ভোট পড়েছিল আর লেনিনের দিকে পড়েছিল ৭টি ভোট। লেনিন সোজাসুজি ট্রটস্কীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন :

"If the German demand overturn of the Bolshevik government, then, of course, we would have to fight. All other demands can and should be granted. We have heard the statement made that "the German are going to take Livonia and Estonia. We can very well sacrifice these for the sake of the revolution. If they demand the removal of our troops from Finland, well and good. Let them take revolutionary Finland, Livonia, Estonia, we still retain the revolution. I recommend that we sign the peace terms

offered to us by the Germans. If they should demand that we keep out of the affairs of the Ukraine, Livonia and Estonia, we shall have to accept those terms too." (Lenin Collected Works, Vol. XXII, Pp. 198-9, 258, 607).

অর্থাৎ যদি জার্মানরা বলশেভিক সরকারের পতন চায়—সন্ধির সর্ত হিসাবে তাহলে অবশ্যই আমরা লড়াই করব। এ ভিন্ন অন্য সব দাবি মেনে নিতে হবে। জার্মানরা লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া দখল করতে চায়, শোনা যাচ্ছে। বিপ্লবের স্বার্থে এই সব রাজ্যের কর্তৃত্ব আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। তারা যদি ফিনল্যাণ্ড থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অপসারণ দাবি করে, সেও সই। তাদের বিপ্লবী ফিনল্যাণ্ড, লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া নিতে দাও—তবু বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারা যাবে। জার্মানরা যে শান্তি-চুক্তির সর্ত পাঠিয়েছে, তা গ্রহণের অনুকূলে আমি মত দিচ্ছি।

কোন লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী কি এর জন্যে লেনিনের সমালোচনা করেছেন? লেনিন পরে বলেছিলেন :

"We took advantage of the hostility between the two imperialisms in such a way that in the long run both lost."

অর্থাৎ দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াই-এর সুযোগ আমরা নিয়েছিলাম এমনভাবে যে, পরিশেষে দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই পরাজয় ঘটেছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। তিনি লেনিনের মত কোন শান্তি-চুক্তিতে সই করারও ইঙ্গিত দেন নি—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিঃসর্ত আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র স্তালিনবাদীদের মত কোন গোপন চুক্তি হিটলার-তোজোর সঙ্গে করেন নি—যেমন স্তালিন করেছিলেন হিটলারের সঙ্গে। রূঢ়-বাস্তবতাবোধ ও আদর্শবাদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। বাস্তবতাবোধ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে দুই বিবদমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাতের সুযোগ নেবার প্রেরণা জুগিয়েছিল—তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে নাবিকের দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্রের মত অসীম দুর্যোগে কূলহীন সমুদ্রে পথ দেখিয়েছে। তাই অক্ষশক্তির সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক মৈত্রী কোনরকম স্বার্থপর লোলুপতার দ্বারা কলুষিত হয় নি। হিটলার—তোজোর নির্দেশেও তিনি ও

তাঁর মহান কৌজ কোন কাজ করেন নি। তোজোর কোন দাক্ষিণ্যও তিনি নেন নি।

যে-দেশে জন্মেছি—রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-কৃষ্টি সেই জন্মভূমিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠবে। নিজের দেশকে, দেশের সার্বভৌমত্ব, পরিমার্জিত মানবতাবোধপূত উজ্জল জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা-অবহেলা করে তথাকথিত মত-বাদের নামে, কল্পিত আন্তর্জাতিকতার নামে অন্য দেশের দিকে চেয়ে থাকা নিষ্ফল ভিক্ষুকতারই নামান্তর।

দশ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিন প্রকারের সংঘর্ষের ইংগীত আছে। (ক) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পুঁজিপতিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (খ) এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজির মালিক বা মালিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অনুরূপ একচেটিয়া পুঁজিপতি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ-সংঘাত ; (গ) শেষে, এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংঘাত—বিশ্বেব পণ্যের বাজাবে প্রভুত্ব লাভের লোভে। কিন্তু গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতিদের বাণিজ্যিক চিন্তাধারায় যান্ত্রিক-কারিগরী বিপ্লব (Technological Revolution) ও আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারেব ফলে যে-সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে গোঁড়া মার্কসবাদীরা তত্ত্বের দিক থেকে সেগুলো মেনে না নিলেও উপেক্ষা করতে পারছেন না।

ভৌগোলিক সীমানার আকর্ষণ কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বড় বড় পুঁজিবাদী কারবারের মিলন বা একত্রীকরণ সাধিত হচ্ছে। (Inter-national trans-national merger)। একদিকে স্বার্থের সংঘাত যেমন রয়েছে—'ছোট'দের হাত থেকে 'বড়'দের হাতে পুঁজির মালিকানা যেমন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে—আবার নূতন পরিস্থিতিতে স্বার্থের তাগিদেই সেই সংঘাত কাটিয়েও উঠছে পুঁজিপতিরা—নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া করে নিয়ে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যে-কোন অকমিউনিস্ট—দেশপ্রেমিক সৎ দুর্নীতি-মুক্ত প্রগতিশীল সরকার সেই রাষ্ট্রের পরস্পর বিবদমান পুঁজিপতিদের

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংঘাত প্রতিহত করতে পারে বলিষ্ঠ ফিস্ক্যাল্ পলিসির মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী নীতি রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে—ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাঙ্ক প্রদত্ত লগ্নী-আমানতের ও লেন-দেনের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের শুল্কনীতি, শ্রম, কর্মনিয়োগ, বীমা নিয়ন্ত্রণ—পরিকল্পিত কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করে। সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সৎ, সাহসী, নির্লোভ, চরিত্রবান, বিচক্ষণ নেতা ও সেইরূপ একটি পরিচ্ছন্ন টীম্।

ভারতের একচেটিয়া পুঁজির কারবারীদের বিড়লা-ঝুনঝুনওয়ালা-বাজোরীয়া মিছেরাম বাট্পারিয়া-নেব-কেবল-দেবনা-কিছু ঘনঘন গণেশ-ওলটানো-পাল্টানো কারবারীদের ষড়যন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপ স্তব্ধ করতে প্রয়োজন একজন ন্যায়পরায়ণ নির্ভিক আদর্শবাদী সৎ প্রধানমন্ত্রী। অনুগামীরা তো তৈরী হবে নেতাদের দেখে। দেশকে বাঁচাতে কয়েক ডজন শয়তানকে শায়েস্তা করতে বেশী সময়ও লাগে না। "বুর্জোয়া" রাষ্ট্রে ব্যাপক রাষ্ট্রিক-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ সম্ভব। দুই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে স্বার্থের মিলন সংঘটিত হচ্ছে আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং আগের হিংস্র প্রতিযোগিতার রূপ পাল্টাচ্ছে। পুঁজিপতিরাই যে-কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-আভ্যন্তরীণ-সামরিক নীতি পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে—যদি এই মার্কসবাদী ব্যাখ্যা সঠিক হয় তাহলে আমেরিকা ও ব্রিটেন এই দুই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রাঘব বোয়াল পুঁজিপতিরা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যৌথ কারবারে আবদ্ধ হলে—দুই রাষ্ট্রের অনিবার্য সংঘর্ষকে নিশ্চয়ই বন্ধ রাখতে সক্ষম হবে। এক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজির মালিক—বা মালিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন বড় বড় করপোরেশন বা শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বাণিজ্য বা শিল্প সংস্থা বা অর্থনৈতিক কারবারকে কুক্ষিগত করতে পাবে—তাহলে সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গোষ্ঠী—নিশ্চয়ই তাদের সামগ্রিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে দুই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের লড়াই বন্ধ করতে পারবে—দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি-প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ন্ত্রিত করে। আবার একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে একাধিক বুর্জোয়া ও ও "সমাজতান্ত্রিক" দেশের বিপুল পুঁজি লগ্নী হয়ে থাকে। যেমন ভারত বা পাকিস্থানে বিটিশ, মার্কিন, জাপ, জার্মান, ইতালীয় পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকার মূলধন ব্যবসায় নিয়োগ করছেন। যৌথ উদ্যোগে বা কোলাবরেশনে

(Collaboration) বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করা এ যুগে একটা রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ-ও পেছন পড়ে নেই। তারাও আবার এই যৌথ উদ্যোগে কল-কারখানা স্থাপন করতে ব্যগ্র। এক ভারতবর্ষেই শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট আর্থিক সাহায্য বা ঋণের পরিমাণ ৬৫৭০ কোটি টাকা। সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে ৩০২১ কোটি টাকার মত ঋণ বা আর্থিক সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ, অবশ্য রাশিয়ার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ বা অর্থ সাহায্য করা হয়ে গেছে। গোটা ভারতবর্ষ বিদেশীদের ঋণভারে জর্জরিত আজ। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিও এই দৌড় পাল্লায় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সুতরাং এ অবস্থায় দুই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তথাকথিত অনিবার্য সংঘর্ষের বিষয়টি কেবলমাত্র সেই দুই রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের খেয়াল-খুশীর ওপর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আদৌ হবে না। আর সংঘর্ষ যদি বা বাধে তা চাপ সৃষ্টি করে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আছে। কেননা যুদ্ধ বাধলে বা দীর্ঘস্থায়ী হলে সেই ভিন্ন রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের লগ্নী পুঁজি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিপুল কলেবর ঋণ ও আর্থিক সাহায্যের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে সেইসব পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্ণধারদের গভীর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ থাকবে। আর যাই হোক আমেরিকা-ব্রিটেন-রুশ-জাপান-পশ্চিম-জার্মানী বদান্যতা দেখাবার জন্য—আমাদের চরম দুঃখে গলে গিয়ে মানবতার তাগিদে এই বিপুল অর্থ এদেশে ঢালে নি।

এই যেমন তিন সপ্তাহব্যাপী ভারত-পাকিস্থানের যুদ্ধের কথাটাই উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা যাক। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য কি দাপাদাপি—কি নাটুকেপনাই না সুরু করেছিল! এই দুই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ও একটি 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের বৈষয়িক স্বার্থ এতই জড়িত যে যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হলে তাদের সেই স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটত। আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া সাহায্য বন্ধ ক'রে দিলে যুদ্ধ তিন সপ্তাহও চল্‌ত না। সামান্য হুমকি'তেই দুই যুদ্ধরত দেশই সুবোধ বালকের মত ব্যবহার করত। রুশ প্রধানমন্ত্রী কসিগিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ কে তাসখণ্ডে আনিয়ে রুশ মুলুকে শান্তিচুক্তিতে সই করতে বাধ্য করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনেই। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক জড়বাদী তত্ত্বের অমোঘ নিয়মে অনিবার্য সংঘর্ষ (Inevitable

Collision)—তত্ত্ব যুক্তির শক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে কিনা সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর দুই রাষ্ট্রের তিন সপ্তাহের যুদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কারণে অথবা বাজার দখলের রেশারেশির ফলেও আদৌ হয়নি। দুই রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে এক বা একাধিক দেশে ব্যবসা পত্তন সমাজতান্ত্রিক দেশেও ঘটছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় পুঁজিবাদী দেশ জাপানকে অনুন্নত পিছিয়ে-পড়া অথচ অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক-খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সাইবেরিয়া অঞ্চলকে উন্নয়ণের ভার দিয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই পুঁজিবাদী দেশ জাপানই কমিউনিস্ট চীনের—পেট্রো-কেমিক্যাল-শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছে এবং চীন মুলুকে ব্যাপক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। (Investment Campaign) ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জাপানী মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে কমিউনিস্ট চীনের ৬০ কোটি ডলার বা আনুমানিক ৪৮০ কোটি টাকার বাণিজ্য-চুক্তি কার্য্যকরী হয়। এ বছরও এই বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হচ্ছে। একটি জাপ বাণিজ্য প্রতিনিধিদল শীঘ্রই চীনে যাবে স্থির হয়েছে। মনে রাখতে হবে এই জাপানের সঙ্গে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তা চুক্তি বলবৎ রয়েছে এবং ২২শে জুন পুনরায় এই সমরিক চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে (Renewal of Jap. U.S. security Agreement—) [Statesman 4. 1. 70] ইতালীর বিখ্যাত মোটর কোম্পানীর সঙ্গে সমাজ-তান্ত্রিক রুশ দেশের চুক্তি হয়েছে রুশ ভূখণ্ডে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংযোগীতায় ও উদ্যোগে একটি বড় মোটর গাড়ী তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য। পুঁজিবাদী ফরাসী দেশের সঙ্গে এই ধরণের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। 'সমাজতান্ত্রিক' যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে (Investment of foreign Capital) ব্যবসা চালু করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাময়িক স্থিতাবস্থাতত্ত্ব (theory of temporary stabilisation) বা লেনিনের অনিবার্য সংঘর্ষতত্ত্ব (Inevitable collision of two systems) কি এই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনার গতি প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যময়? এর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা কি আছে?

সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তির পরও কেন সমাজতান্ত্রিক দেশকে ক্ষয়িষ্ণু পতনোন্মুখ পুঁজিবাদী অর্থনীতির উৎপাদন পদ্ধতি (technique of production) কারিগরী জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক কারুশিল্প

(technology) পরিচালন—কুশলতার (managerial skill) সাহায্য নিতে হচ্ছে কেন? প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনীতির (competitive economy) ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে উৎপাদন পদ্ধতিতে—বৈজ্ঞানিক কারুশিল্প ও পরিচালন কুশলতায় যে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে—তা কোন প্রতিযোগিতামুক্ত পরিপূর্ণ সরকারী আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট অর্থনীতিতে সম্ভব নয়। একথা মুখে স্বীকার না করলেও "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলির আচরণেই তার পরোক্ষ স্বীকৃতি মিলছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রীয়করণ (Statisation) ও সামাজিকিকরণ (socialisation) কখনই একবস্তু নয়। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয়করণেই সন্তুষ্ট থাকার ফলে শ্রমিক-কর্মচারী-ক্রেতা-ভোক্তাদের (Consumers) মধ্যে নৈরাশ্য আসে। এক দায়িত্বহীন হৃদয়হীন বিশাল আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম কায়েম হয়। আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব দেশের বৈষয়িক উন্নয়ণের উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে—নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার প্রয়াসকে স্বাগত সে জানায় না। এই প্রশাসনিক আমলাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বর সোচ্চার হয়েছে যুগোস্লাভিয়ার রুমানিয়া—চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতে। চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতনামা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ্ ওটা সিক্ (ota sik) আমলাতন্ত্রের বজ্রমুষ্ঠী থেকে গোটা দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে গিয়ে রাশিয়ার নয়া লেনিনবাদী স্তালিনবাদীর বিষনজরে পড়েন। কলকারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এমন কি রাশিয়াতেও কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র-নিরপেক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার অধিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা—উদ্যোগ বিকেন্দ্রীকরণের দাবীর সমর্থনে গুঞ্জন উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটিশ অর্থনীতি তার উপনিবেশগুলির বদৌলতে একটা বিশেষ সুযোগ পক্ষপাতিত্ব লাভ করে অল্প আয়াসে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে স্ফীত করেছিল। Imperial preference নামে একটা বিশেষ সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতা ভোগ করে এসেছিল; তাকে অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করতে হয়নি। ফলে ব্রিটেনে উন্নত কারুশিল্পে (improved technology) ও যন্ত্রশিল্পের আধুনিকিকরণ, নব নব শিল্প শৈলীর প্রবর্তন বা উদ্ভাবন (innovations) আদৌ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের উপনিবেশগুলি স্বাধীন হবার পর এবং "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স" ব্যবস্থা,—যার মাধ্যমে ব্রিটেন অর্থনীতি প্রতিযোগিতা-মুক্ত একটা চাপিয়ে-

দেওয়া বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করে এসেছিল,—বিলুপ্ত হবার পর উন্নত শ্বেতাঙ্গ বণিক বাছাধনরা বুঝতে পেরেছিলেন কত ধানে কত চাল হয়। ব্রিটেনের যন্ত্রশিল্প—কারিগরী জ্ঞান—কারুশিল্প যে কত পেছিয়ে ছিল তা সে দেশের কর্ণধাররা ও পুঁজিপতিরা উপলব্ধি করেছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশের এই যৌথ উদ্যোগে (Collaboration) কলকারখানা ব্যবসাবাণিজ্য করার আসল কারণটা সমাজতন্ত্রীদের বিশেষ করে বোঝা দরকার। কেননা বৈষয়িক উন্নয়ণের চাবিকাঠি সমাজতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যেই নিহিত নয়। চাই কঠোর শ্রম, শৃঙ্খলা, দেশকে গড়বার, সমৃদ্ধ করার সুদৃঢ় সঙ্কল্প, বিজ্ঞান ও উন্নত কারিগরি জ্ঞান, উন্নত কারুশিল্পের প্রয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের জাতীয় গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় কর্তৃত্ব দান, আমলাতন্ত্রের অক্টোপাশ-বন্ধন থেকে মুক্তি সর্বোপরি প্রয়োজন নির্মম ভাবে দুর্নীতি দমন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক দেশপ্রেমিক শাসন।

অনিবার্য্য সংঘর্ষ তত্ত্বের কথা হচ্ছিল। এই প্রশ্নটিকে আর একটি দিক থেকে উত্থাপন করা যাক। আনবিক যুদ্ধের যুগে এই ধরণের তত্ত্বকথা মেনে নেওয়া যায়না। মার্কস-লেনিন-স্তালিন আনবিক যুগ ও আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবতেই পারেন নি। আমেরিকা ও রাশিয়া সমান তালে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে চলেছে আনবিক মারণাস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। দুটি অতিকায় বিশ্বশক্তির (Super powers) মধ্যে আনবিক আঘাত বা প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোন একটি শক্তির চরম আধিপত্য বা 'সুপ্রীমেসি' (Supremacy) আছে বলা যায়না—হয়ত বা কখনও রাশিয়ার কখনও বা আমেরিকার সাময়িক উৎকর্ষতা বা 'সুপিরিয়রিটি'র (Superiority) প্রমাণ মেলে। আনবিক যুদ্ধের ভয়াল বিভীষিকার কথা চিন্তা করেই রাশিয়া ও আমেরিকা আনবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। হেলসিঙ্কি শহরে রুশ নেতারা মার্কিন নেতাদের সঙ্গে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এই ধরণের সভ্যতা-বিধ্বংশী ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য মারণাস্ত্র (যেমন 'Space bomb', liquid fuelled I C B M. Giant 559 I C B M. Minuteman III ; M I R V mulitple indipendently targeted re-entry Vehicles) নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য (SALT)। এরূপ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ

জড়িত সংঘাত বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে থাকা সত্বেও—আণবিক যুদ্ধের পরিণতির কথা চিন্তা করে নিজেদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার তাগিদেই তাদের যুদ্ধ এড়িয়ে চলাটাই তো স্বাভাবিক ও বাস্তবগ্রাহ্য। তা ভিন্ন ফরাসী দেশ ছাড়া সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রই মার্কিন আনবিক শক্তির ওপরই নির্ভরশীল এবং মার্কিন আনবিক ছত্রতলে আশ্রয় নেবার নীতিতে আস্থাবান। সে ক্ষেত্রে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র আর একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করতে উদ্যত হবে কেন—যখন মার্কিন 'বড়দাদা' আণবিক অস্ত্র ও ডলার নিয়ে পেছনে দণ্ডায়মান? আর রাশিয়াও আগ বাড়িয়ে আর একটি বুর্জোয়া দেশকে বিশ্ব যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে আসবে তাও মনে করার কারণ নেই—সেটা কিউবার ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তো আছেই। যেমন ফরাসী দেশের কথাই ধরা যাক্। কি আনবিক অস্ত্র-সম্প্রসারণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রশ্নে,—কি ইউরোপের সাধারণ বাজারের প্রশ্নে বুর্জোয়া ফরাসী দেশ তার বিগতদিনের লুপ্ত রাজনৈতিক প্রাধান্য—দ্য গলের প্রেরণায় অবশ্য—ও কৌলিন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এ ক্ষেত্রে ফরাসী দেশ যে-নীতি নিচ্ছে তার পেছনে 'Fundamental laws in the development of Capitalism'-এর সূত্র আদৌ কাজ করছেনা,—কাজ করছে সেই দেশের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা—জাতীয় মর্য্যাদা ও স্বার্থ। প্রাক্তন ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের বক্তব্য ছিল আমেরিকা, ব্রিটেন ইউরোপে মাতব্বরি করবে কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব নেবার আধিকারীই নয়। তাই উত্তর আতলান্টিক চুক্তিতে (Nato) তিনি আস্থাবান ছিলেন না। পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলিতেও তেমনি রাশিয়ার 'বড়দাদা'র (Big brother) ভূমিকা নেওয়া জেনারেল দ্য গলের মনঃপুত ছিলনা। দ্য গল্ চেয়েছিলেন—European Europ"—খাঁটি "ইউরোপীয় ইউরোপ" গড়ে তুলতে—আর সেই ইউরোপীয় ইউরোপে ফরাসী দেশ প্রকৃত ইউরোপীয় শক্তি রূপে (power) খুব জাঁদরেল "বড় দাদার" ভূমিকা নেবে। ফরাসী মন্ত্রী Alain Peyrefille বেশ কিছু কাল আগে 'সমাজতান্ত্রিক' পোল্যাণ্ড পরিদর্শনের সময় বলেছিলেন:

"Europe in the craddle of modern civilisation, everything that changed the world was born in Europe…It is impermi-

ssible that it should be permanently divided. This must be over come. *It is necessary to set aside the division which was carried out by the Great powers at Yalta. A "European Europe" should depend on no one. The European countries should alone take care of their own security."*

এ কোন কট্টর লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রীর ভাষণ নয়। দ্যগলের আস্থা-ভাজন শিষ্যের কথন। ইয়াল্টাতে বসে বৃহৎ শক্তিত্রয় [রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন] যে ইউরোপের ভাগ বাটোয়ারা ক'রে বিভাজনের প্রাচীর তুলেছিলেন তা ভেঙে দিতে হবে। ইউরোপের নিরাপত্তার দায়িত্ব ইউরোপীয় দেশগুলিই নেবে। সভ্যতার আঁতুর ঘড় ইউরোপকে স্থায়ীভাবে ভাগাভাগি করে রাখার নীতি ফরাসী দেশে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু এটা শুধু ফরাসী দেশের নেতাদের কথাই নয়। এই শ্লোগান পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়েছে—পোল্যাণ্ডে তো বিশেষ করে। অবশ্য দ্যগল পন্থীদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধ শক্তিও জোরদার। তাদের মতে আবার :

..."Europes ties with both *Anglo Saxon America and Russian Asia* are permanent or at least are there to story for a long time to come" অর্থাৎ ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকা বা রাশিয়ার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং চিরস্থায়ী।

দ্যগল পন্থী "দক্ষিণপন্থীরা" খাঁটি ইউরোপীয় ইউরোপের প্রশ্ন তুলে একটি বড় রাজনৈতিক প্রশ্নের ইংগীত দিযেছিলেন : ইউরোপের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ কি নির্দ্ধারিত হবে ওয়াশিংটন বা মস্কো থেকে? এই প্রশ্ন পশ্চিম জার্মানী, ফরাসী প্রভৃতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতই সমান ভাবে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। এই মূল প্রশ্নটি প্রতিটি ইউরোপীয় জাতির স্বাজাত্যাভিমানকে সুড়সুড়ি দিয়ে চাঙ্গা করে তুলেছে। এটি একটি মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন—এর পেছনে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের (Economic determinism) বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের কোন প্রভাব বিন্দুমাত্র কাজ করেনি। দ্যগল-পন্থীরা একটিলে একাধিক পাখী মারতে চেয়েছিলেন। খাটি "ইউরোপীয় ইউরোপ"—গঠনের প্রস্তাব না মস্কো না ওয়াশীংটন খুশীমনে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন ইউরোপের সমাজ-

তান্ত্রিক ও বুর্জোয়া দেশগুলি মিলনের একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র খুঁজে পেয়েছিল-অপর দিকে তেমনি বর্তমান বিশ্বের দুটি অতিকায় বিশ্বশক্তি (Global powers) কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়েছে—ইয়াল্টা সম্মেলনে ভাগকরা পরস্পরের প্রভাবাধীন এলাকায় (Zones of influence) পরস্পরের কর্তৃত্ব জাহির করার অধিকারটুকু রক্ষা করার তাগিদে। এক পক্ষের শিকলের বেড়ির বন্ধন খোয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু হারাবার ভয় নেই ("nothing to lose except chains"),—কিন্তু অন্য পক্ষের যে আবার রাজনৈতিক প্রভুত্ব খোয়াবার ভয় আছে। এ-ভয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যেমন পুঁজিবাদী শিবিরেরও ঠিক তেমনি। পুঁজিবাদী 'প্রতিবিপ্লবীদের' ভয় দেখিয়ে সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভুত্ব কায়েম রাখতে হবে—আবার কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে পুঁজিবাদী শিবিরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুরুব্বীয়ানা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা চাই।

ইউরোপের সাধারণ বাজারের (ECM) প্রশ্নে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য যথেষ্ট ছিল। প্রাক্তন ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্যগল্ গ্রেট্ ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রের চাপে বর্তমানের ফরাসী সরকারের মনোভাব বেশ কিছুটা পালটিয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট পঁপিদ্যু (M. Pompidou অন্য সুরে কথা বলতে সুরু করেছেন। ফরাসী দেশে এই প্রশ্নের ওপর জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা হয় এবং একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সে দেশের শতকরা ৫২ জন নাগরিক ইউরোপের সাধারণ বাজারে ব্রিটেন ও অন্যান্য যোগদান ইচ্ছুক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূলে মত দিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর নূতন চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট্ (Willy Brandt) ব্রিটেনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ চাপ দিয়েছেন ফরাসী সরকারের ওপর। সুতরাং নিজেদের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করার পরিবর্তে সমঝোতার পথ 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্রগুলি খুঁজে বার করছে ধীরে ধীরে। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে পূর্ব ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা—COMECON ("কমিকন") যাকে ECM-এর পাল্টা কমিউনিস্ট সংস্করণ বলা চলে—তার অন্তর্ভুক্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি বিশেষ করে দাম নীতির (Price policy) বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা কি? আসলে COME-

CON সংস্থাভুক্ত সদস্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ও সেই সব "সমাজতান্ত্রিক" দেশের "সর্বহারা শ্রেণীর" অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাশিয়ার সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের (Global mission) সংঘাত ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। পূর্ব ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ও উদার-তন্ত্রী ভাবধারা যতই প্রভাব বিস্তার করবে -সমাজতন্ত্রবাদ যতই মানবতাধর্মী ও সহিষ্ণুতাবাদী হয়ে উঠবে—এই দুয়ের সংঘাত তত বেশী করে ফুটে উঠবেই। প্রচারের কুয়াশা রচনা ক'রে তাকে ঢেকে রাখা যাবেনা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-মন্ত্রী 'European Europe'—গঠনের প্রস্তাব ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে বেকায়দায় যেমন ফেলেছিলেন তেমনি আবার 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' লাল চীনের প্রতিনিধিরাও 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' সোভিয়েট রাশিয়াকে-ও নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন সে-দেশ প্রকৃত 'এশীয়' (Asian) দেশ কিনা সেই প্রশ্ন তুলে। ১৯৬৫ সালের ২৯শে জুন আলজিরীয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির (Afro-Asian Conference) শীর্ষ সম্মেলনে রুশ দেশকে যোগ দিতে দেওয়া হবে না বলে লাল চীনের প্রতিনিধিরা চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এই বলে যে সে-দেশকে "এশীয়" (Asian) দেশ বলে মেনে নেওয়া যায় না। ইউরোপেও যেমন আজকের এই আনবিক যুগেও কোন্ দেশ কতটা ইউরোপীয় মনে-প্রাণে এবং ইউরোপের কত ভিতরে, কত সন্নিকটে কোন্ দেশের ভৌগলিক অবস্থান এই সব জোরাল তর্ক উঠেছে—যা পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও নাড়া দিয়েছে ভীষণ ভাবে। আবার এশিয়াতেও 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী' দেশকে কোণঠাসা করতে চেয়েছে—যে-তর্কের কোন স্থানই থাকতে পারেনা মার্কসবাদী দর্শন বা তত্ত্বে। এসব তো মার্কসবাদীদের মতে সম্পূর্ণ "জাতীয়তা" মার্কা বুর্জোয়া-গন্ধী।

লাল চীনের বক্তব্য ছিল রাশিয়া একটি ইউরোপীয় শক্তি ("not an Asian or an African country")। মার্কসবাদী রাষ্ট্র রাশিয়া মার্কসবাদী চীনের এই বক্তব্যের যে-একটা কড়া জবাব দিয়েছিল তার মূল কথা ছিল—: সোভিয়েট রাশিয়ার ভূখণ্ডের মোট আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ; রাশিয়া সর্ববৃহৎ এশীয় শক্তি ("the biggest Asian Power") এশিয়ার মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত, সোভিয়েট রাশিয়ার এশিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ অংশের আয়তন চীনের আয়তনের দ্বিগুণ

("the Asian part of the U. S. S. R. in almost twice as big as the territory of whole of China") ।

লাল চীন এর জবাবে এক সরকারী প্রত্যুত্তরে জানায় : ১

"......These statements sound frightening. But what is the sense of talking 'like that ? Does the fact that all the large Asian states could fit into the Asian part of the U.S.S.R. give it more say than all the Asian and African Countries put together ?

Size can not frighten anybody......Nobody denies that Soviet territory spreads over Europe and Asia and consists of two parts lying respectively in Europe and Asia. *But in international relations each state is a single entity and can have only one political centre and it can not be said that the Soviet Union has two political centres simply because its territory extends over Europe and Asia*......Two thirds of the Soviet territory lies in Asia, but "*equally important is the fact that nearly threefourths of the Soviet population live in Europe.* What is more decisive, *the political centre of the Soviet Union as a single entity has always been in Europe and therefore it has traditionally been acknowledged as a European Country*"......

[The Unquiet Frontier—By George Patterson]

অর্থাৎ রাশিয়ার এই বিবৃতিগুলি দ্বারা রাশিয়া যেন অন্যদের ভয় দেখাতে চাইছে। এসব কথার অর্থ কি? এশিয়ার অভ্যন্তরে রাশিয়ার যে এলাকাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে তার মোট আয়তন বেশ কয়েকটি এশিয়ার স্বাধীন দেশের ভৌগলিক আয়তনের সমতুল্য হলেও সেই সব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সম্মিলিত মতামতের চেয়েও কি একক রাশিয়ার মতামত প্রাধান্য পেতে পারে? স্ফীতকায় আয়তন দেখিয়ে কাউকে ভয় দেখান যাবেনা। হ্যাঁ ঠিকই—রাশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা মোট আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ ছড়িয়ে রয়েছে মূল এশিয়া ভুখণ্ডে কিন্তু এটাও রাশিয়ার ভুলে গেলে চলবেনা যে তার মোট জন;

সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ বাস ক'রে রাশিয়ার ইউরোপীয় অঞ্চলে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিটি দেশই একটি একক সত্বারূপে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। তাই রাশিয়ার ভৌগলিক অবস্থিতি ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও সে-দেশ দুটো পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্বারূপে কখনই স্বীকৃতি পেতে পারে না। প্রতি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সত্বার একটিই কেন্দ্র-বিন্দু আছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীক সত্বার সেই কেন্দ্র-বিন্দু স্মরণাতীত কাল থেকেই ইউরোপে অবস্থিত—তাই সোভিয়েট রাশিয়া একটি ইউরোপীয় শক্তি রাষ্ট্র।

কমিউনিস্ট চীনের এই বক্তব্যের মধ্যে—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোন ছোঁয়াচই মিলবেনা। যে স্থগল পন্থীরা ইউরোপীয় রাজনীতিতে মস্কো-ওয়াশিংটনের কর্তৃত্বপনার বিরোধিতা করার চেষ্টা ক'রে "ইউরোপীয় ইউরোপ" গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন সেই সোভিয়েট দেশকে খাঁটি ও ট্রাডিশন্যাল ইউ-রোপীয় রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করে চীনের নেতারা প্রকারান্তরে যেমন মস্কোর সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন তেমনি এ্যাংলো স্যাকশন আমেরিকাকে ইউরোপীয় রাজ-নীতিতে সোভিয়েট রাশিয়ার আরও কাছে এনে দিতে সাহায্য করেছিলেন। চীনের এই বক্তব্যের মধ্যে 'প্রলেটারিয়ান্ ইণ্টারন্যাশন্যালিজমের' বাষ্পমাত্রও ছিল? "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের" আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে—কোন্ দেশের ভূখণ্ড কোন্ মহাদেশের মধ্যে কতটা ছড়িয়ে আছে, কোন্ দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্র বিন্দু কোন্‌খানে অবস্থিত এশিয়া না ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, কোন্ দেশের কি পরিমাণ লোক সেই বিশেষ দেশের কোন্ বিশেষ অংশে বসবাস করে, কোন্ দেশের ভৌগলিক আয়তন কত স্ফীতকায়—এসব প্রশ্নের তাত্বিক প্রাসঙ্গিকতা কোথায় ও কতটুকু? রাশিয়া এশীয় শক্তি না হলে এশিয়ার বিপন্ন সর্বহারাদের হয়ে কি কথা বলার নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে? ল্যাটিন আমেরিকার শোষিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আদায়ের সমর্থনে সোভিয়েট রাশিয়া তার বক্তব্য রাখার অধিকার কি আদৌ নির্ভর করে সেই দেশের "পলিটি-ক্যাল্ সেণ্টার" কোথায় অবস্থিত তার ওপর? আবার, রাশিয়ার এশিয়ার শোষিত দারিদ্র্যজর্জ্জর মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলার বা আন্দোলন করার নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার কি আদৌ নির্ভর করে সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে-থাকা বিশাল ভৌগলিক আয়তনের স্ফীতকায় চিত্রটি এশিয়াবাসীদের সামনে সদম্ভে তুলে ধরার ওপর? রাশিয়ার এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের মোট আয়তন

"মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" চীনের আয়তনের দ্বিগুণ কি তিনগুণ এ কথার তাত্ত্বিক তাৎপর্য্যই বা কি? চীন একশত ভাগ এশীয় রাষ্ট্র ও শক্তি হয়েও—এশিয়ার শান্তিপ্রিয় নিরীহ রাষ্ট্র তিব্বত আক্রমণ করে, তার স্বাধীনতা হরণ করে সেই দেশকে চীনের অঞ্চল (Region of China) বলে ঘোষণা করেছে,' ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সেই সব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলিয়ে তাদের বিব্রত করেছে। এশীয় শক্তি হিসাবে এশিয়ার সেই সব দেশ তো প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্বমূলক ব্যবহার পায় নি? অতএব দেখা যাচ্ছে—রাশিয়া বা চীন যে তর্ক সৃষ্টি করেছিল তা জাতীয় সঙ্কীর্ণতাবাদ দোষেই দুষ্ট। দু-পক্ষ গোটা বিশ্বকে বোকা বানাবার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আশ্রয় নিয়েছে মাত্র।

চীনের মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্র চীনের প্রাক্তন ভাইস চেয়্যারম্যান লিউ শাও চি (Liu-shao-chi) তাঁর বহুল প্রচারিত পুস্তকে বলেছিলেন:

…"*Communists will be betraying the proletariat and communism and playing the game of the imperialists all over the world and will make themselves pawns of the imperialists, if, after their own nation has been freed from imperialist oppression, the communists descend to a position of bourgeois nationalism, carrying out a policy of national selfishness and sacrificing the common international interests of the working people and the proletarian masses of all the nations throughout the world to the interests of the upper stracture of their own nation"*…(Internationalism and Nationalism—By Liu Shao-chi, Foreign Language Press Peking, China.)

লিউ শাও চি যে-জাতীয়তাবাদকে "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ" ও জাতীয় স্বার্থপরতা বলে নিন্দা করেছেন রাশিয়া ও চীন মুখে "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের" কথা বলেও দেখা যাচ্ছে সেই জাতীয় স্বার্থপরতা বোধের দ্বারা নিজেদের পররাষ্ট্র বা বিদেশ সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে চালিত হচ্ছেন। লিউ শাও চি বলেছেন এর দ্বারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণী ও কমিউনিজমের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে পড়তে হবে। সাম্রাজ্য-

বাদী অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার পর কমিউনিস্টদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাদের রাজনীতি "বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের" দ্বারা প্রভাবিত না হয়। কে কার কথা শুনছে? তাছাড়া লিউ শাও চি-ও তো বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত!

রাশিয়া বা চীন কে কতখানি মনেপ্রাণে "এশীয়" বা আফ্রোএশীয় এ তর্ক সত্যি সত্যি হাস্যকর। কেননা লিউ শাও চি-র বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন:

"Only the Communists and international Proletariat, only the Soviet Union and the New Democracies led by the Communist Partis are the most reliable friends of all oppressed nations fighting for their liberation and national indipendence." (Internationalism and Nationalism)

অর্থাৎ কিনা একমাত্র কমিউনিস্টরাই একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রলেটেরিয়েট শ্রেণীই এবং একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক চীন পৃথিবার সকল অত্যাচারিত জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু। তাহলে একথা একদিন বলার পর পরে সেই সোভিয়েট রাশিয়া আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে এশীয় রাষ্ট্র হিসাবে আদৌ যোগদানের অধিকারী কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপনের কি অর্থ ছিল বা আছে? লিউ শাও চি-র এই বক্তব্যের সঙ্গে মাও সে-তুঙ, লিন পিয়াও, চু এন লে কি একমত আজ আর নন? হয়ত বা চীনের সমর্থকরা বলবেন ডিজরেইলীর সেই স্মরণীয় উক্তির জাবর কেটে—

: Finality is not the language of politics! (Disraili)

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছুই নেই, কোন কিছুকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া চলেনা! রাজনীতির ভাষা হ'ল: যখন-যেমন-তখন-তেমন! প্রিন্সিপ্‌ল্ (Principle) বলে কিছু নেই, একস্‌পিডিয়েন্সী-ই (expediency) সব, কনভিক্‌শন্ (Conviction) বলে কিছু নেই, কম্‌ভিনিয়েন্স-ই (Convenience) প্রধান বিবেচ্য। তবু আমরা যেন বিস্মৃত না হই আত্ম-বিস্মৃত জাতির এই মহান দেশে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শুনিয়ে গেছেন—: 'সত্যের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করা যায়, কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।''

নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন সেই মহৎ স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের দীক্ষা যাঁরা নেবেন তাঁরা কি রাজনীতিতে সেই

"একস্‌পিডিয়েন্সির" ওপর প্রিন্সিপ্‌ল-এর, কৌশলের ওপর নীতির কনভিনিয়েন্সের (Convenience) ওপর কন্‌ভিক্‌শন-এর, কেরিয়ারের (Career) ওপর "ক্যারেকটারের" প্রাধান্য চাইবেন না?

এগারো

ব্রেষ্ট লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধি চুক্তির কথা হচ্ছিল। নিজের দলের মধ্যেও বেশীর ভাগ সভ্যই সাম্রাজ্যবাদী জার্মান সরকারের এই প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে সই করার বিরুদ্ধে ছিলেন—বিশেষ করে ট্রট্‌স্কী, বুখারীন, মার্টভ। ট্রট্‌স্কী প্রস্তাব করেছিলেন 'যুদ্ধ-ও করবনা, শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধও হবনা' ("No peace no war")। বুখারীন প্রস্তাব করেছিলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে 'বৈপ্লবিক যুদ্ধ' সুরু করা হোক (Revolutionary war)। তত্ত্বের দিক দিয়ে বুখারীন ও বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদীদের (Left Socialist Revolutionaries) 'বিপ্লবী যুদ্ধ' ঘোষণার প্রস্তাবটি ছিল পুরোপুরি মার্কস-লেনিনের ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ভোট নেওয়া হ'ল: লেনিনের পক্ষে পড়ল ১৫টি ভোট, ট্রট্‌স্কীর প্রস্তাবের অনুকূলে ছিল ১৬টি আর বুখারীনের প্রস্তাবের পক্ষে মিলল ৩২টি ভোট। পরের দিনই আবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা হল। বিপ্লবী যুদ্ধে লিপ্ত হবার প্রস্তাব পরাজিত হ'ল এবং শান্তি-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ১২টি ভোট পড়েছিল। দেশবাসীর কাছে পার্টির সাধারণ কর্মীদের কাছে লেনিনের এই মনোভাব ভাল লাগেনি। লেনিন বিশ্বাস করেছিলেন—শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রণক্লান্ত ও হতাশ সৈনিকরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে লাল-ঝাণ্ডা—সফল বিপ্লবের প্রতীক রূপে শোভা পাবে। লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি কিন্তু। ট্রট্‌স্কী চেয়েছিলেন শান্তি আলোচনার অছিলায় কাল হরণ করতে। জার্মান সেনাবাহিনীও বসে থাকে নি। জার্মানী আক্রমণের হুমকি দিল এবং পরিশেষে জার্মানী আক্রমণ করে বসল। লেনিন অধীর হয়ে উঠলেন শান্তি চুক্তি যে-কোন সর্তে সম্পাদন করতে। লেনিন সেদিনের সঙ্কট মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাছে সাহায্য নিয়ে কি ভাবে জার্মান আক্রমণকে প্রতিহত করা যায় তার জন্যেও কম চেষ্টা করেন নি। ব্রিটিশ ও ফরাসী দূতদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগও করেছিলেন। মস্কোর

অবস্থিত ব্রিটিশ এজেন্ট ব্রুস লকহার্টের কাছে তিনি জানতে চান সামরিক সরবরাহ ও সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য নেবার প্রশ্নেও সেদিন বলশেভিক নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত ছিল। একদল নেতা নীতিগত কারণে ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অস্ত্র বা যে-কোন প্রকার সাহায্য নেবার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। ট্রটস্কী-লেনিন সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে সাহায্য নেবার পক্ষে মত দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ভোটাভুটির সময় লেনিন উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে তিনি মন্তব্যসহ সভ্যদের জ্ঞাতার্থে একটি নোট রেখে যান :

"Please add my vote in favour of taking potatoes and arms from the Anglo-French imperialist bandits" (Lenin—By David Shub) অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী বোম্বেটেদের কাছ থেকে খাদ্য ও অস্ত্র দুই-ই সাহায্য হিসাবে নেবার প্রস্তাবের অনুকূলেই যেন তাঁর নিজের ভোটটি যোগ করা হয়।

লেনিন যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অপমানজনক সর্তেও নিজের দেশের 'বিপ্লব'-কে রক্ষা করার জন্য সন্ধি করেন এবং 'সাম্রাজ্যবাদী বোম্বেটে'দের কাছ থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করার মনোভাবকে পৃথিবীর তথা ভারতের কোন লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী বা মার্কসবাদী নিন্দা করেছেন? নেতাজী সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের কাছে ভারতেব এক ইঞ্চি জমির বিনিময়ে বা কোন প্রকার অপমানকর সর্তের বিনিময়ে কোন প্রস্তাবও করেন নি, চুক্তি তো নয়-ই। স্তালিন ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে দুনিয়াটা ভাগ বাটোয়ারা করার ঘৃণ্যতম চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। তিনি হলেন বিশ্বের শোষিত-অপমাণিত লাঞ্ছিতদের কাছে নাকি 'মহান'! আর সুভাষচন্দ্র হলেন 'বিভীষণ' কুইস্‌লিং ('a traitor among traitors')! ভারতের কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছেন সুভাষ দেশের শত্রু কেন না তিনি ফ্যাসিষ্টদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে-ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তিনি দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন আপোষ বা সন্ধি করেন নি কোনদিনই; এই কি তাঁর মহা অপরাধ ছিল? যাঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের প্রচার করলেন তাঁরা 'বিপ্লবের' বিরোধিতা করলেন কেন? মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা

নীতি ও তত্ত্বের দিক থেকে সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবেন। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের কোনটিতেই কেন ভারতের কমিউনিস্টরা সামিল হন নি? তার মার্কসবাদী লেনিনবাদী কোনই ব্যাখ্যা নেই। তবে অন্য ব্যাখ্যা আছে। যারা ফ্যাসীবাদ বিরোধী (Anti Fascists) বলে দাবী করেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী-ও নিশ্চয়ই হবেন, এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। সাম্রাজ্যবাদই তো ফ্যাসীবাদের জনক। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঝাঁঝাল মন্তব্য না করে—যাঁরা কোন রাজনৈতিক বক্তব্যই রাখতে অভ্যস্ত নন—তাঁরা ১৯৪১-৪৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ করতে এগিয়ে না এসে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থনে অবতীর্ণ হলেন কেন? আগষ্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করে কমিউনিস্টরা সভা-সমিতি শোভাযাত্রা করে প্রচার করতে লাগলেন: জাপ-ফ্যাসিষ্টরা ভারতের দ্বারে উপস্থিত। জাপানকে রুখতে হবে। তাঁরা কিন্তু বেমালুম ভুলে গেলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ভারতের ঘাড়ের ওপর বসে তখন। কৌশলের দিক দিয়েও কি ঘাড়ের ওপর এক দস্যুকে বসিয়ে—দ্বারের দস্যুকে রোখা যায়? সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনকে অব্যাহত রাখার জন্য দেশের জাতীয় 'বিপ্লব'কে কেন টুঁটি টিপে হত্যার ষড়যন্ত্র সমর্থন করা হল? সুভাষচন্দ্র তো জাপানের সঙ্গে অথবা জার্মানীর সঙ্গে কোন চুক্তি করেন নি—কোন "shameful treaty" "লজ্জাজনক চুক্তি" তো নয়ই। ভারতের বৃহত্তম গণ বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক ভারতের দ্বিধাবিভক্তকরণ (Partition) রুখবার জন্য সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতমুখী বিপ্লব অভিযানকে স্বাগত জানাবার জন্য কমিউনিস্টরা তো লেনিনের ব্রেষ্ট লিটভস্ক চুক্তির কৌশল অবলম্বন করতে পারতেন। Left Socialist Revolutionary-দের বিরোধিতা করে লেনিন বলেছিলেন:

"They tell you I will make a shameful peace. Yes, I will make a shameful peace. They tell you I will surrender Petrograd, the Imperial City. They tell you, I will surrender Moscow, the Holy City. I will. I will go back to the Volga and I will go behind the Volga to Ekaterin burg; *but I will save the soldiers of the revolution and I will save the revolution.*

Comrades, what is your will ?" (Life and Death of Lenin—By Robert Payne)

"ওরা বলছে আমি অপমানজনক শান্তি চুক্তি চাইছি। হ্যাঁ তাই। ওরা বলছে আমি রাজকীয় নগরী পেট্রোগ্রাড-কে সমর্পণ করছি (জার্মানীর কাছে। হ্যাঁ আমি তাই করব। ওরা বলছে আমি পবিত্র মহানগর মস্কো-ও সমর্পণ করছি। আমি তাই করব। আমি ভলগা নদীর তীরে পিছিয়ে যাবো—দরকার হ'লে ভলগা নদীর অপর পারে আমি চলে যাব—কিন্তু তবু আমি বিপ্লবকে বাঁচাতে পারব—বিপ্লবের সৈনিকদের রক্ষা করতে পারব।" লেনিনের বিপ্লবী মনের পূর্ণ প্রস্ফুটন হয়েছিল রাশিয়ার মাটিতেই। নিজের দেশের ওপর উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন—দেশহিতৈষণা। যে মাটিতে জন্মেছিলেন সেই মাটি থেকেই প্রেরণার রস সংগ্রহ করেছিলেন। নিজের দেশের বিপ্লবকে বাদ দিয়ে অন্য দেশে যেমন—জার্মানীতে,—বিপ্লব করার কথা তিনি ভাবেন নি।

রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের মূল আধার হচ্ছে স্বদেশ—প্রেরণার উৎসও হ'ল মাতৃভূমি। রাজনৈতিক চিন্তার যন্ত্রটি (Thinking appratus) যদি স্বদেশের বাইরে বসান থাকে,—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মযজ্ঞের প্রেরণা স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজের দেশ ও দেশের জনগণের কাছ থেকে না আসে,—মনে-প্রাণে-আচারে-আচরণে যদি স্বদেশী না হওয়া যায়,—নিজের দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে—তাহলে সেই রাজনীতি—মুক্তিও বাঁচার পথ রচনা ক'রেনা—দেশের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে ঘণীভূত ক'রে বিপর্যয়-কে ত্বরান্বিত ক'রে নতুন দাসত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য ক'রে মাত্র। সময় থাকতে সাবধান না হ'লে—পরিণাম হয় ভয়াবহ।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের অংশ হিসাবে মস্কোর পরিচালনা ও নির্দেশেই চালিত হয়ে এসেছে। এই দলের সৃষ্টির প্রেরণা দেশের মাটি থেকে আসে নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম ভাগে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় মস্কো ও জার্মান কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মানবেন্দ্র নাথ রায়ের রচনা ও পুস্তক গোপন-পথে এদেশে আসে। প্রেরণা নিয়েই এদেশে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'সোস্যালিষ্ট' পত্রিকা বম্বে থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে 'জনবাণী' কাগজ প্রকাশিত হয়।

সেই সময় শ্রীরায় ভারতের ভাবী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মস্কোর মধ্যে যোগসূত্র রচনা ক'রে কাজ শুরু করেন। তাঁর পরামর্শেই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের শাখা হিসাবে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। মস্কো ক্রমে ক্রমে শ্রীরায়ের প্রতি 'আস্থা' হারিয়ে ফেলতে থাকে। শেষে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (comintern) সরাসরি ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি মারফৎ যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশিষ্ট ব্রিটিশ কমিউনিস্ট যথা পার্সী গ্লেডিং, জর্জ এ্যালিসন্, ফিলিপ স্প্র্যাট্, ব্যাডলী এঁদের ভারতে পাঠান হল। নিয়তির নির্মম পরিহাস যে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লণ্ডনে বসে ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করছিল সেই যুক্তরাজ্যের রাজধানী থেকে রজনী পামী দত্তের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে লাগল। ১৯২৮ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট দল মানবেন্দ্র নাথ রায়ের পরামর্শ মত জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর থেকেই কাজ করে যায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদেও তাদের নেতারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" ষষ্ঠ অধিবেশনে একটি 'জঙ্গী' থিসীস গৃহীত হয়—উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ গুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে (A Revolutionary movement for the colonies and semi-colonies)। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন —কেননা কংগ্রেস "সংস্কারপন্থী" "বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান"। সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাবের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"..... it is necessary by means of correct communist tacties, adapted to the conditions of the present age to help the toiling masses in India, Egypt, Indonesia and such colonies to emancipate themselves from the influence of bourgeois parties .....it is necessary to reject the formation of any kind of blocs between the Communist Party and the Nationalist Reformist Opposition ....."

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সেদিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রীদের প্রতি ভারতের কমিউনিস্টদের কি ভূমিকা হবে সে

সম্বন্ধে ১৯৩০ সালে মস্কোর—'প্রাভদা' পত্রিকায় "Platform of Action of the Communist Party of India"—শিরোনামায় এক প্রবন্ধে বলা হয় :

"The greatest threat to the victory of the Indian revolution is the fact that great masses of our people still harbour illusions about the National Congress and have not realised that it represents a class organisation of the capitalists working against the fundamental interests of the toiling masses of the country······*The most harmful and dangerous obstacle to the victory of Indian Revolution is the agitation carried on by the left elements of the National Congress led by Jawaharlal Nehru, Subhas Bose, Joyprakash Narayan, Ginwalla and others.*" অর্থাৎ—

জাতীয় কংগ্রেস একটি শ্রেণীরই অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগঠন যা দেশের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করে যাচ্ছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে যে মোহ রয়েছে—ভারতের বিপ্লবের সাফল্যের পথে সেটা সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বিপ্লবী অন্দোলনের সফলতার পথে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হলেন নেহেরু, সুভাষ বসু, জয়প্রকাশ, জিনওয়ালা প্রভৃতি।

"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" ষষ্ঠ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পরই ভারতের কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেস থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এলেন। শুধু তাই নয়, একটি সঙ্কীর্ণ তথাকথিত অতি বাম নীতি গ্রহণ করে ১৯৩০, ১৯৩২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন বয়কট করলেন (Left sectarian line)। তাঁদের এই নীতির ফলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাঙন ধরল। ১৯৩৪ সালে যখন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতিয়ার ও 'সোশ্যাল ফ্যাসিষ্ট' বলে তাকে সমালোচনা করাও হল। অতি বাম নীতি গ্রহণ করে দেশের শিক্ষিত যুব-সমাজ ও বুদ্ধিজীবিদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হল মাত্র। কিন্তু এই নীতিও বেশী দিন টিকলনা। ১৯৩৫ সালে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে—আবার নীতি পরিবর্তিত হল। চীনের কমিউনিস্ট নেতা ওয়াং মিং (Wang Ming) ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে ভারতের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে বললেন :

"Our comrades in India have suffered for a long time from "Left sectarian errors" ; *They did not participate in all the mass demonstrations organised by National Congress or organisations affiliated with it. At the same time the Indian Communists did not possess sufficient force indipendently to organise a powerful mass anti-imperialist movement. Therefore the Indian Communists were to a considerable extent isolated from the mass of the people.*"

অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টদের রাজনীতি বাম সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট। তাঁরা কোন গণ আন্দোলনেই অংশ নেন নি—জাতীয় কংগ্রেসই এই সব আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আবার কমিউনিস্টদের নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতাও নেই। ফলে জনগণ থেকে কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন।

"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" এই সপ্তম অধিবেশনে—নতুন থিসীস গৃহীত হল **পপুলার ফ্রন্ট গঠনের রাজনীতি**। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পামী দত্ত ও ব্রাডলী ভারতের কমিউনিস্টদের জন্য পাঠালেন নয়া প্রস্তাব The Anti-Imperialist People's Front in India"—এই মোড়কে। এতে প্রসঙ্গত বলা হল যে প্রতিটি দেশভক্ত ভারতবাসী উপলব্ধি করবেন যে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সংযুক্ত মোর্চ্চা। এর জন্য উদারপন্থীদেরও এই পপুলার ফ্রণ্টের মধ্যে আনা দরকার। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম সম্মেলনে ঘোষণা করা হল :

...The seventh Congress of the Communist International declares that the present historic stage it is the main and immediate task of the international labour movement to establish the united fighting front of the working class...

In the colonial and semi colonial countries the most important faching the Communist *Consists in working to creat an anti-imperialist peoples front.*"

(Marxism and Asia—p. 243)

এই পপুলার ফ্রণ্টের নীতি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন—ই. এম. এস. নামবুদ্রিপাদ, সাজ্জাত জহীর, এ. কে. গোপালন, পি, রামমূর্ত্তি—মাদ্রাজ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করলেন। কমিণ্টার্ণের এই 'পপুলার ফ্রণ্ট' নীতিকে অভিনন্দন জানানো হল ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সম্মেলন থেকে। এর পরই কমিউনিস্টরা ভেতর থেকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি CSP কে ভাঙবার চেষ্টা করেন ব'লে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আসে। "পপুলার ফ্রণ্টের"নামে কমিউনিস্টরা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলিতে অনুপ্রবেশের নীতি গ্রহণ করেছিলেন যথা, নিখিল ভারত কিষাণ সভা, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন—জাতীয় কংগ্রেস (A.I.C.C.) কমিটি ইত্যাদি।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ভারতের বড়লাট ভারতবর্ষকে-ও যুদ্ধরত (Belligerent) বলে ঘোষণা করলেন। জাতীয় কংগ্রেস এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করলেন। কমিউনিস্টরা তখনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পপুলার ফ্রণ্টনীতিতে বিশ্বাসী। আর বিশেষ ক'রে পামী দত্ত যখন বলেছেন "The key need of the present situation, is the unity of all the anti-imperialist forces in the Common Struggle." ("The Anti-Imperialist peoples' Front in India")

কিন্তু বিপদ হল যখন ১৯৪১ সালে ২১শে জুন জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ক'রে বসল। রাতারাতি "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" "জনযুদ্ধে" পরিণত হ'ল। রাশিয়া আক্রান্ত হবার পূর্ব-মুহূর্ত অবধি ভারতের কমিউনিস্টরা বলে এসেছেন: এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক পাই-ও নয়, এক ভাই-ও নয়" (not a man, not a pie, in this imperialist war)। হঠাৎ সেই যুদ্ধকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য কমিউনিস্টরা সামনে এগিয়ে এলেন। পি. সি. যোশী তাঁর দলের পক্ষ থেকে ভারতের ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব রেজিন্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে তাঁর দলের পক্ষ এই যুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ["কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" সপ্তম অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পপুলার ফ্রণ্ট গ'ড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল:

"For this purpose it is necessary to draw the widest

masses into the national liberation movement against growing imperialist exploitation aganist cruel enslavement, for the driving out of the imperialists, for the indipendence of the country ; to take an active part in the mass anti-imperialist movements headed by the national reformists and strive to bring about joint action with the national revolutionary and national reformist organisations on the basis of a definite anti-imperialist platform" (Marxism and Asia—)

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-সংগ্রামে জাতীয় বিপ্লবী ও জাতীয় সংস্কারপন্থীদের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগের এই বিপ্লবাত্মক আহ্বানের তাত্ত্বিক ভিত্তি কি নস্যাৎ হয়ে গেল জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়াতেই ? সেদিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সর্ববৃহৎ প্লাটফর্ম ছিল জাতীয় কংগ্রেস। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান আগষ্ট বিপ্লবের ("ভারত ছাড়" আন্দোলন) মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু কেন সেদিন বিপ্লবের 'ভ্যানগার্ড' কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে কাজ সুরু করেছিলেন ? কারণ দলের প্রেরণা ও নির্দ্দেশ আসত মস্কো থেকে—ভারতীয় কমিউনিস্টদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের কোন ক্ষমতাই কোনদিন ছিলনা। ব্রিটিশ টমিদের গুলির মুখে সহস্র সহস্র প্রাণ বলি দিয়েছে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই ধ্বনি দিতে দিতে। কৃষক ছাত্র যুবক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, উপেক্ষা করেছে সাম্রাজ্যবাদীদের বীভৎস প্রতিহিংসা পরায়ণতা। ভারতের 'প্রলেটেরিয়েট' তখন বর্দ্ধিত মজুরী পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কল-কারখানায় কাজ ক'রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উপকরণ জুগিয়েছে, তাদের পপারাইজেশন্ (pauperization) তো হয়নি বরং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল ; কেননা ভাল মাইনে—ওভারটাইম—মাগগীভাতা তো মিলছিল। মরুক গে ৫০ লক্ষ বাঙালী মনুষ্য-সৃষ্ট (man mad) পরিকল্পিত পঞ্চাশের (১৯৪৩) মন্বন্তরে। এই অবিশ্বাস্য গণহত্যার প্রতিবাদে হয়েছিল কি কোন কল-কারখানা বন্ধ ? কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা তখন ব্রিটিশ প্রভুদের সহযোগিতায় ঘোড়দৌড়খানা গ্রুয়েল কিচেন খুলে বসেছিলেন। যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ গোটা দেশকে প্লাবিত করেছে তখন

এই মার্কসবাদী দলই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ফাটল ধরাবার জন্য শ্লোগান তুললেন :

"কংগ্রেস-মুসলীম লীগ এক হও—হিন্দু-মুসলমান এক হও।"

অর্থাৎ কংগ্রেসকে প্রমাণ করার চেষ্টা হল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান এবং মুসলীম লীগকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা হ'ল। তাই কংগ্রেস-লীগ এক হলেই—হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সাধিত হবে! তবেই ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থানের অবসান নাকি ঘটবে। এটাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত। যেটা তারা বলতে সাহস পাচ্ছিল না সেটাই প্রকাশ্যে প্রচার করে তার অনুকূলে জনমত তৈরীর চেষ্টা ক'রে কমিউনিস্টরা—সাম্রাজ্যবাদীদেরই মদত যোগালেন।

জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতারা তখন কারান্তরালে। এদিকে মুসলীম লীগের পাকিস্থান দাবীর অনুকূলে প্রচার অব্যাহত রইল। পাকিস্থান গঠনের দাবীকে "ন্যায়সঙ্গত দাবী" (Just demand of the muslims) বলে ঘোষণা করা হ'ল কেননা এ-দাবী নাকি জাতির "আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের" স্বীকৃতি মাত্র (*Right of self determination*)। ডক্টর জি. অধিকারী কমিউনিস্ট তত্ত্ববিশারদ তাঁর মূল্যবান (!) থিসীস উপস্থিত করলেন। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলীম সমস্যা একটা "জাতীয় সমস্যা" ("National problem")। এবং "জাতীয় সমস্যার" সমাধান কি? উত্তরে অধিকারী বললেন :

.. "The demand for Pakistan, if we look at its progressive essence, is in reality the demand for the self-determination of the areas of muslim nationalities of the Punjab, Pathans, Sind, Beluchisthan and of the eastern provinces of Bengal."

ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়কেই এক একটি 'জাতি' বা 'নেশন' বানিয়ে ভারতের জন্য অসংখ্য 'জাতীয় সমস্যা' সৃষ্টি করার নামান্তর। পাকিস্থানের দাবীর মধ্যেও "প্রগতিশীলতার" গন্ধ পেলেন অধিকারী সাহেব? কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় মুসলীম নেতা সজ্জাত জাহীর একটি প্রবন্ধ লিখলেন—"পাকিস্থান—এ জাষ্ট ডিম্যাণ্ড" এই শিরোনামায় ('জনযুদ্ধ' ১৯৪৫) (Peoples war march 19, 1944) লেখক সেই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস

থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন—এবং বলেন জাতির যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার নাকি রাশিয়ায় বিভিন্ন "জাতির' রয়েছে (Right to Secede)। জাহীর সাহেবের মতে :

—"It is *precisely such a right to sovereign existence which is demanded in the Pakisthan resolution."*

মার্কসবাদী জাহীর সাহেব আরও আবিষ্কার করলেন :

The League objective aims of complete elimination of British imperialism, as complete indipendence—*exactly the same are the objective of congress."*

অর্থাৎ নাকি জাতীয় কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্ত স্বাধীনতার যে লক্ষ্য মুসলীম লীগেরও সেই একই লক্ষ্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ অপসারণ ও পূর্ণ স্বাধীনতা! অর্থাৎ অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ মুক্ত ভারত-ও যা দ্বিখণ্ডিত ভারত-পাকিস্থান ও তাই—একই দাবীর এপিট ওপিট। ডায়েলে-কটীকেরই ভেলকী বটে! অথচ ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী জিন্না সাহেব লণ্ডন নিউজ ক্রনিকল্ পত্রিকার সাংবাদিককে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সাধের পাকিস্থানের দাবী বাস্তবে রূপায়িত হবে তার একটা নক্সা উপস্থিত করেন :—

(ক) প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান এই দুই খণ্ডে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে।

(খ) অন্তর্বর্ত্তীসময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থা নর মধ্যে শান্তি রক্ষা করতে হবে।

(গ) এই অন্তর্বর্ত্তীকাল অতিক্রান্ত হ'লে দুই দেশকেই গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে—যেমন ইজিপ্ট স্বাধীন হবার পর ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

(ঘ) যদি অন্তর্বর্ত্তীকাল পার হয়ে গেলে ব্রিটিশ শক্তি এই উপমহাদেশ পরিত্যাগ না করে—ভারত ও পাকিস্থান বন্ধুভাবে সহ-অবস্থান করতে পারছে না এই অজুহাতে তাহলে তাতে জিন্নার আপত্তি নেই। কেননা—"As a separate nation and a dominion we should at least be in a better position to deal with and possibly reach an agreement with the British government which we are not able to do

during present dead lock.” তবু জাফীর সাহেবের মতে কংগ্রেস ও লীগের দাবীর মূল বক্তব্য নাকি মূলত একই।

পি. সি. যোশী বললেন:

“গান্ধী-জিন্না আলোচনার বেদনাদায়ক পরিণাম হ'ল এই যে, গান্ধীজী জিন্না সাহেবের দাবির পশ্চাতে স্বাধীনতার আকাঙ্খা দেখতে পান নি। জিন্না সাহেবও গান্ধীজীর শর্তের পিছনে গণতন্ত্রের আগ্রহ বুঝতে পারেন নি। **অথচ দুজনেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী”** (“কংগ্রেস লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও”—পূরণ চন্দ্র জোশী; ২১ পৃষ্ঠা)

“স্বাধীনতার যে-সকল নীতি আমরা স্বীকার করি এবং লীগও মুসলমানদের জন্য স্বীকার করিবে বলিয়া ঘোষণা করে সেই সকল নীতি অনুযায়ী আমরা লীগকে পাকিস্থান না দিয়া পারি না। লীগকে যখন পাকিস্থান পাইবার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিব, তখন অবশ্যই আমাদের দেখিতে হইবে যে, লীগ যেন গণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে, তাহার অধিকারকে ন্যায়ত ব্যবহার করে এবং পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। যেহেতু আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে সাহায্য করিতেছি সেই হেতু আমরাও প্রতিশ্রুতি চাহিব তাহারা যেন আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী হয়।

ভারতের স্বাধীনতা দাবীর মধ্যে যেমন পাকিস্থান দাবী প্রচ্ছন্ন আছে, তেমনিই পাকিস্থান দাবীর মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ নিহিত রহিয়াছে · (পি. সি. জোশী) আরও

“পাকিস্থান স্বীকারের অর্থ হইল অখণ্ড ভারত সম্পর্কে আমাদের যে-ধরণা ছিল তাহা একেবারে বদলাইয়া ফেলা। কিন্তু তাহাতে ভারত দুর্ব্বল না হইয়া সবলই হইবে।” (জোশী)

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার বিপ্লবী আন্দোলনে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কেমন করে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী প্রতি বিপ্লবের খাতে বইতে দিলেন। এত বড় কুৎসিৎ কৃতঘ্নতা পৃথিবীর কোন দেশে কোন মার্কসবাদীদল করেছেন বলে ইতিহাসে জানা

নেই। ডঃ অধিকারী ও জাহীর সাহেব রাশিয়ার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার কথা বলেছিলেন। সত্যি সত্যি, রাশিয়া-চীনের ইতিহাস কি বলছে সেটা দেখার জন্য ঐ দুই "সমাজতান্ত্রিক" দেশের ইতিহাস চো'খ মেলে পড়-লেই বোঝা যেত। সেই কালে রাশিয়ায় ৩ কোটি মুসলমান অধিবাসী ছিলেন মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ ভাগ। তাঁদের পৃথক জাতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তো স্তালিন মেনে নেন নি। জারের আমলেও তো রাশিয়ার মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম-কৃষ্টি-আচার-প্রথা রক্ষা ক'রে চলেছিলেন। সেদেশেও তো 'পাকিস্থানের' দাবী 'ন্যায় সঙ্গত' দাবী বলে অথবা "জাতীয় সমস্যা" বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল? সোভিয়েট রাশিয়ায় Uzbeks, Tadjeks, Kirghizs, Turks—এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই, তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে মধ্য এশিয়ায়ও একটা পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনের দাবী উঠতে পারত। আর বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের কথা? স্তালিন নিজেই বলেছিলেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ ধরণের দাবী 'প্রতি বিপ্লবী' (Counter revolutionary)। তিনি লিখেছিলেন ১৯২০ সালে:

"We are against the separation of the border regions from Russia since separation would here involve imperialist servitude for the border regions thus undermining the revolutionary power of Russia and strengthening the position of imperialism.

রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়ে যাবার দাবীকে মেনে নেওয়া যায় না কেননা তাতে বিপ্লবের ক্ষতি হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্টদের মতে এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে পৃথক হয়ে দেশকে টুকরো টুকরো করার নীতির মধ্যে নাকি গণতন্ত্রের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। খণ্ডিত ভারত আবিভক্ত ভারতের চাইতেও শক্তিশালী হবে! মার্কসবাদী-স্তালিনবাদীরা স্তালিনের "Marxism and the National and colonial question"—এই মূল্যবান রচনাটির পাতাগুলি উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন তাঁদের থিসীস কত ভ্রান্ত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সহায়ক ছিল।

বারো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার প্রাক্‌মুহূর্তে সুভাষচন্দ্রের একটি ভাষণের অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"আজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ সালে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব ? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হ'য়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব ?

এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি শুরু করবনা—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবেনা। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্য লাভ করবে ব'লে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা তুচ্ছ আপোষ ক'রে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবেনা।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৯)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব সুরু হ'ল ৩রা সেপ্টেম্বর। সুভাষচন্দ্র ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাবার জন্য দেশভক্তদের আহ্বান জানালেন। আপোষমুখী রক্ষণশীল কংগেস নেতৃত্বে—রামগড় ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ এক প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'ল। সুভাষচন্দ্র পাল্টা আপোষ বিরোধী সম্মেলনের পৌরহিত্য করেন (Anti Compromise Conference)। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের মাঝখানে থেমে জিজ্ঞেস করলেন বিপুল প্রতিনিধি ও শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে : "আসন্ন সংগ্রামে কে কে অংশ নিতে চান, হাত তুলুন।" বিরাট জনতা সাথে সাথে হাত তুলে জানালেন যে তাঁরা সংগ্রামে সামিল হ'তে প্রস্তুত। ওদিকে দক্ষিণ-পন্থী—গান্ধী-পন্থী আপোষবাদী কংগ্রেসীরা তাঁদের সম্মেলনে (সে-ও রামগড়ে একই সময়) ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন—এই সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন।

"The working committee will continue to explore all means of arriving at an honourable settlement, even though the British government has banged the door in the face of the congress." মেরেছিস্ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেবনা! ইংরেজের কাছে অপমানিত হয়েও—তাদেরই সঙ্গে মীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করবেন ওঁরা। গান্ধীজী বললেন: "বড়লাটের কাছে দরকার হ'লে ৫০ বার যাব, লর্ড রিডিং-এর কাছে যেতেও আমার লজ্জা ছিলনা, জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে আপোষে পৌঁছাতেও আমার লজ্জা ছিল না।" এদিকে সুভাষচন্দ্র বাংলা দেশে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবীতে সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। ১৯৪০ সালে ২৯শে জুন এ্যালবার্ট হলের জনসভায় তিনি নতুন সংগ্রামের ইংগীত দিলেন এবং আরও ঘোষণা করলেন সেই আন্দোলনের প্রথম দিনে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত বোধ করল—কেননা বিভিন্ন রণাঙ্গনে অক্ষশক্তির আক্রমণে 'মিত্রপক্ষ' খুবই বিপন্ন ও বিব্রত। তারা তাই আর সময় না দিয়েই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল। আবার গান্ধীজীও ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এই দুটো লড়াই থেকেই প্রমাণ মিলল গোটা ভারত গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র ক'রে দেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। সুভাষচন্দ্র কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে চরম পত্র দিলেন গভর্ণরকে যে তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন। ব্রিটিশ সরকার জনমতের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল—সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ছাড়া পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সাজানো মামলাগুলি কিন্তু তুলে নেওয়া হ'ল না। এর পরই ১৯৪১ এর জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্রের নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর অন্তর্ধানের ঘটনা ঘটে। ভারতের বাইরে গিয়ে সৃষ্টি করলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহাকাব্য—যার তুলনা সমগ্র ইতিহাসেও মিলবেনা। আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁর অসামান্য মণীষা-সৃজনী প্রতিভা-বৈপ্লবিক সংগঠন শক্তির অনবদ্য প্রকাশ। সেই মুক্তি ফৌজ নিয়ে যখন ভারতের মুক্তি যুদ্ধের সশস্ত্র বীর সেনানীরা, শিশুসেনা ('বাল-সেনা') ইম্ফল-কোহিমার প্রান্তে মৃত্যুর ডালি নিয়ে উপস্থিত তখন ভারতের বিপ্লবীরা কারান্তরালে—ব্রিটিশ রাজভক্ত কেতাবী-

বিপ্লবীর দল তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-যন্ত্রকে পূর্ণ উদ্যমে চালু রাখতে প্রাণ-মাতানো আহ্বান জানাচ্ছিলেন দেশবাসীকে। নেতাজীর মুক্তি ফৌজের তপ্তরক্তে কোহিমা-ইম্ফলের প্রান্তর লাল হ'ল—তাঁদের ডাকে দেশ সাড়া দিল না সেদিন। প্রগতীশীলতার ধ্বজাধারীরা, বেদেশী প্রভুদের পোষমানান বিপ্লবীরা সেই মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান যাতে আমাদের কানে না পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মুখে একটি দারুণ দুঃসংবাদ ইংরেজ প্রচার করল :—নেতাজী তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। দেশবাসী সে কাহিনী বিশ্বাস করে নি—করেনা। কিন্তু গোটা দেশের মানুষ এই দুঃসংবাদে যখন বিমূঢ় বিহ্বল অভিভূত তখন ব্রিটিশ প্রভুভক্তরা এই মৃত্যু সংবাদটিকে ' Indian Quisling dead'' 'ভারতের বিভীষণ মৃত' এই কুৎসিৎ শিরোনামায় 'Peoples war' বা 'জনযুদ্ধ' কাগজে ছাপিয়েছিলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যাদের স্বার্থে এই সুভাষ বিরোধী ভূমিকা নেওয়া হয়েছিল—সেই সোভিয়েট রাশিয়ার কোন নেতাই কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কুইস্‌লিং বা ফ্যাসিষ্ট ব'লে অভিহিত করেছেন একথা আমাদের জানা নেই। ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা বুঝেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়াকে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে অনেকটা। ব্রিটিশের বিস্তীর্ণ জমিদারী যদি প্রজাদের বিদ্রোহে রসাতলে যায় তাহলে রাশিয়ার বিপদ দেখা দেবে। তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেই ভারতের কমিউনিস্টরা স'মিল হন নি। ফলে তাঁরাই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ,—যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণে ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। আজাদহিন্দ ফৌজের শৌর্য্য বীর্য্য—আত্মবলিদান জাতির মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করে দিল—সেনাবাহিনী ও পুলিশের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যে প্রচণ্ড ফাটল ধরল। ইংরেজ বুঝল ভারতবর্ষ তা'কে ছেড়ে যেতেই হবে—কিন্তু যাবার আগে মরণ কামড় দিয়ে যেতে হ'বে ;—দেশটাকে টুটুকরো করে দিয়ে যেতে হবে। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালে এই আশঙ্কা ব্যক্ত ক'রে দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বর্ণে বর্ণে তা সত্যি হ'ল শেষে। বিপ্লবী শক্তির পাশে পাশেই প্রতিবিপ্লবী শক্তি চলে। একদিকে তাই ভারতে ১৯৪৫-৪৬ সালে যখন অগ্নিগর্ভ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি—

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশ বিভাগের দাবীতে ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চলেছে। একদিকে রসিদ আলি দিবস—রামেশ্বর দিবসের বৈপ্লবিক উচ্ছাসে কলকাতা মহানগরী উদ্বেলিত,—অন্যদিকে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর নেতৃত্বে—আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎস চক্রান্ত।

মহম্মদ আলি জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকী দিলেন। ঠিক সেই রকম এক যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতের সেদিনের সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. জোশী সকল কমিউনিস্ট সদস্যকে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করে বললেন :

The Congress stands for freedom of India, the league demands freedom for Muslim homelands. ***To demand the right of self determination from British but to deny it to a section of our own countrymen is a plain injustice. In the name of Indian freedom the Congress leadership is denying freedom to Muslim Homelands.*** In the name of unity of India it is keeping divided India's two main political organisation·· we ***do not consider it good sense to fight out brother Muslims in the name of Indian unity*** অর্থাৎ "কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চায়—লীগ চায় মুসলীমদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। ব্রিটেনের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করা, আর, আমাদেরই স্বদেশবাসীদের তা থেকে বঞ্চিত রাখা পরিস্কার অবিচার। ভারতের স্বাধীনতার নামে কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলীম স্বদেশের স্বাধীনতা দিতে চাইছেনা। ভারতের ঐক্যের অজুহাতে কংগ্রেস দুটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে দ্বিধা বিভক্ত করে রাখছে·· ভারতের ঐক্যের নামে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে লড়াই করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়" ["হে অতীত কথা কও" —পৃঃ ৪৮৫]

এদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই আচরণের কি কৈফিয়ৎ দেবেন? পৃথিবীর মানচিত্রে, দুটো চীন, দুটো কোরিয়া, দুটো ভিয়েৎনাম,—থাকতে পারবে না। কেননা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ঐ সব দেশ দু টুকরো হয়েছিল। কিন্তু ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বলতে পারবেন—ভারতবর্ষকে ভেঙে দু

টুক্‌রো ক'রা ভারত-পাকিস্থান-কে এক করতে হবে? কোরিয়া—ভিয়েৎনামের মত এই দুই রাষ্ট্রের একত্রীকরণ চাই-ই। যদি মার্কসবাদীরা বা লেনিনবাদীরা কোরিয়া-ভিয়েৎনাম-চীনের বেলায় খণ্ডিত দেশকে এক করার দাবী তুলতে পারেন তাহলে ভারত-পাকিস্থানের বেলায় সেকথা বলতে পারবেন না কেন? পূর্ব জার্মানী পশ্চিম জার্মানীকে এক করে দাও এ দাবীইর বা পূর্ব জার্মানীর মার্কসিস্টরা তুলছেন না কেন? রাশিয়া-ই বা সেই দাবী সমর্থন করছেন না কেন? ভারতের কমিউনিস্টদের বার বার এই রকম ভূমিকা নেবার একটা সবচেয়ে বড় কারণ—মস্কো থেকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মস্কোর স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতি-কের" অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বড় কারণ হ'ল "একটি দেশে—সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব (socialism in one country)। এর অনিবার্য্য পরিণতি হ'ল স্তালিন যুগের Ideological authoritarianism" মার্কসীয় মতবাদ প্রচার-প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' বরাবরই ইউরোপীয় কমিউনিস্ট নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। ইউরোপের স্বাধীন "বুর্জোয়া" রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরস্থ কমিউনিস্ট দলগুলির সঙ্গে সেই সব বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অধিনত ও শাসিত এশিয়া আফ্রি-কার উপনিবেশ ও অত্যাচারিত পরাধীন দেশগুলির "মুক্তিকামী" কমিউনিস্ট দলগুলির সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি ধরণের সম্পর্ক হবে—এই প্রশ্নটিকে নানা মার্কসীয় তত্ত্বের ধূম্রজাল সৃষ্টি ক'রে "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' এক অদ্ভুৎ খসড়া প্রস্তাব ষষ্ঠ অধিবেশনে রেখেছিলেন। উক্ত ষষ্ঠ সম্মেলনে বিবেচনার জন্য যে 'খসড়া কর্মসূচী' ('Draft Programme') পরিবেশিত হয়েছিল তাতে একজায়গায় বলা হয়েছিল :

…"*that the Colonial movements of the proletariat should march under the leadership of the revolutionary proletarian movement in the imperialist home Countries.*" অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদ শোষিত পরাধীন দেশগুলির সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম সেই সব অত্যাচারী শোষক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী আন্দোলনের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে।

এই অদ্ভুৎ বৈপ্লবিক মার্কসীয় যুক্তি অনুযায়ী ভারতের 'সর্বহারা শ্রেণীর' মুক্তি সংগ্রাম বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম (war of national liberation) ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির "বৈপ্লবিক" "সংগ্রামী" নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে ! ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের গণমুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা জোগাবে—নেতৃত্ব দেবে এ রকম হাস্যকর কথা কেউ কোন দিন শুনেছেন ? ভারতের সকল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতি-কে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি তো বাধা দিয়ে এসেছে। সেই "হোম্ কানট্রি"-র কমিউনিস্ট "বিপ্লবী" নেতৃত্বের দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হবার ফলেই না ভারতের স্তালিনবাদীদের এই মর্মান্তিক ও অমার্জ্জনীয় আচরণের সঙ্কটে বার বার পড়তে হয়েছে ?

ষষ্ঠ সম্মেলনে (sixth conference) ভারতের এক প্রতিনিধি (তাঁর ছদ্মনাম নারায়ণ) এই খসড়া প্রস্তাবের মূল নীতির বিরোধিতা করে বলেন :

This means that the proletarian movement in India should march under the leadership of the British Communist party or that the Javanese Communist movement should march under the leadership of the Dutch Communist party. Nobody will deny that in the organic structure of British imperialism India and England are closely connected with each other and for the same reason the Communist parties of India and Britain are organically linked up with each other for carrying out the proletarian revolution in these two countris, but *this on account means the subordination of the Colonial party to the leadership of the party of the imperialist home Country.*" এর অর্থ ভারতের সর্বহারা আন্দোলন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হবে অথবা জাভার (ইন্দোনেসীয়া) কমিউনিস্ট পার্টি ডাচ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হ'বে। ভারতের প্রতিনিধি নারায়ণ (ছদ্মনাম) স্বীকার করেন যে ভারত ও ইংলণ্ডের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং দুই দেশের বিপ্লবকে সার্থকতার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গেলে এই দুই দেশের দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কোন অবস্থাতেই বা কোন মতেই পরাধীন সাম্রাজ্যবাদ শাষিত দেশগুলির বিপ্লববাদী দল সাম্রাজ্যবাদী দেশের

অভ্যান্তরস্থ বিপ্লবী দলের (কমিউনিস্ট) কর্তৃত্বাধীনে আজ্ঞাবাহী অনুগত দল হিসাবে চলতে পারেনা। [Marxism and Asia]

খসড় কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত এই নীতির মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে লুক্কায়িত ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের অনিবার্য্য সঙ্কটের বীজ। কমিউনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার সময় এবং তার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়-[illegible]দপ্তর মস্কো-তে প্রতিষ্ঠিত করার বিরুদ্ধে নীতিগত কারণে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের জন্ম-লগ্নে জার্মান কমিউনিস্ট নেতৃ রোজালুক্সেমবুর্গ গভীর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। ভারতীয় প্রতিনিধি নারায়ণের সংশয় বর্ণে বর্ণে পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের রাজনীতির ছাত্রদের সে-বিষয় গভীর ভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের এক সমাবেশ হয়—তা'তে সোভিয়েট রাশিয়ার স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট নেতা ঝানভ (A zhdanab) পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে একটা জঙ্গী মারমুখী নীতি গ্রহণের প্রযোজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন "পশ্চিমী গণতান্ত্রিক" দেশগুলির সঙ্গে যে ভদ্রলোকের চুক্তিমাফিক সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা পরিত্যক্ত হ'ল—রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড এই সব দেশগুলিই যে একমাত্র গণতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপাসক রাষ্ট্র সেকথা প্রচার করা হ'ল।

দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কি ধরণের নীতি প্রযুক্ত হবে সেটাই ছিল ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে। এর পর ঝানভ নীতিকে ১৯৪৮ সালে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অনুসরণ ক'রে এক ভারতব্যাপী "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের" নামে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ উগ্রপন্থা ও বৈপ্লবিক খোকামী সুরু করলেন। বলা হ'ল—"এ-স্বাধীনতা" "ঝুঠা" মিথ্যা,—বুর্জোয়া নেতৃত্ব জনগণের পশ্চাতে ছুরি মেরে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ দেশ বিভাগের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রে নিজের দলের ভূমিকার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা ময়দানে মুসলীম লীগের পতাকা ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার রাখিবন্ধন হয়েছিল—মুসলীম লীগের পাকিস্থানের দাবী আদায়ের সমর্থনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

(Direct Action Day) উদযাপন উপলক্ষে। তারপরই সুরু হল বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলীম ভাইদের রক্তের হোলিখেলা (Great-calcutta killing)। [বি. টি. রনদিভের নেতৃত্বে পার্টি এক জঙ্গী পথ বেছে নিল—তৈরী হল 'শক ব্রিগেড' "গেরিলা বাহিনী"—। এই অতিবাম খোকামীর ফলে ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হল : গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের ওপর নেমে এল প্রচণ্ড আঘাত। এই ধরণের হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের পেছনে না ছিল জনতার সমর্থন, না ছিল আদৌ সেই অভ্যুত্থানের অনুকুল মানসিকতা। তাছাড়া ভারতের মত বিশাল দেশে অন্ধ্র (তেলেঙ্গানা) পশ্চিম বাংলার কতকগুলি অঞ্চলে সীমিত, চাপিয়ে-দেওয়া জঙ্গী অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশে যে বিপ্লব হতে পারেনা সেকি দলের নেতৃত্ব বোঝেন নি? যেহেতু রুশ নেতৃত্ব ট্রুম্যান নীতির (containment of communism) বদলা হিসাবে "পুঁজিবাদী" দুনিয়া বা তার 'সমর্থন পুষ্ট' দেশগুলিতে সংঘর্ষের (confrontation) নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝে ইউরোপ ও এশিয়ার কমিউনিস্ট দেশগুলিতে 'রণং দেহী'-কার্যসূচী গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন—সেই হেতু-ই এদেশের মস্কো অনুগামীরা ফরমাস্ মাফিক লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঝানভ নীতিই ঐ যুগে ভারতে রনদীভের নীতি রূপে অন্ধ্র ও পশ্চিমবঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছিল। 'বিপ্লবে'র নামে এই খোকামী (Infantile disorder) ও 'Left Sectarianism' এর রাজনীতি ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মতলব হাসিলের হাতিয়ার মাত্র। দলের বহু অমূল্যজীবন বলি হ'ল, প্রচণ্ড নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—দলের কর্মীদের—অনুরাগীদের।

১৯৪৮ সালে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মসূচী গৃহীত হয়। সেই কর্মসূচীর পেছনেও ছিলনা কোন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রেরণা। প্রেরণা জুগিয়েছিল সে-যুগের কট্টর স্তালিনবাদী-যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতা মার্শাল টিটোর "বৈপ্লবিক" ভাবধারা। পি. সি. জোশী ও তাঁর সমর্থকরা চেয়েছিলেন মার্কসবাদী দলকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের জোরাল সমর্থক ও সেই ভাবধারার বাহক হিসাবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে। কিন্তু দলের বেশীর ভাগ সদস্য অন্য এক বিকল্প জঙ্গী কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। জোশীর "গণতান্ত্রিক বিরোধী' দল রূপে নিজের দলকে গড়ে তোলার নীতি অগ্রাহ্য হল।

রনদীভ্ গোষ্ঠী বললেন: ভারত এখনও স্বাধীন-ই হয়নি—ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন উপনিবেশ মাত্র। রণদীভ্ গোষ্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টিটো-কার্ডেল্‌জ (Tito-Kardelj) যে নয়া বিপ্লব-কৌশলতত্ত্ব উচ্চারণ করেছিলেন সেই তত্ত্বের নকল অনুকরণে ভারতের মাটিতে এ্যাসিড বাল্‌ব-বিপ্লব ঘোষণা করলেন। টিটো-কার্ডেলজ-এর কৌশলতত্ত্ব রাজনীতিতে "Theory of Intertwined Revolution" বলে পরিচিত। এর অর্থ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব (national democratic revolution) এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দুই স্তরের বিপ্লবকেই একটি বিপ্লবী সংগ্রামী ধারার মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ করা সম্ভব। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দুটি বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে আর এই ধরণের বিপ্লব-কৌশল অবলম্বনের ফলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলই সোজা ক্ষমতার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হবে একাধারে দেশের 'স্বরাজ' ও সমাজতন্ত্র। পূর্ব ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া অন্য কোন 'সমাজতান্ত্রিক' দেশেই টিটো-কার্ডেলজ প্রস্তাবিত 'থিয়োরী অব ইণ্টারটোয়াইণ্ড রেভোলিউশন' অনুসৃত হয়নি। কোন নির্দ্ধারিত ফরমূলা অনুযায়ী-ই পৃথিবীর কোন দেশেই কোন বিপ্লব সংগঠিত ও সফল হয়নি। প্রত্যেক দেশের অভিজ্ঞতা স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। ১৯৪৭ সালের 'কমিন ফর্মের' (Communist Information Bureau) প্রতিষ্ঠা বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রেরণা জোগাল (Political thesis of the Communist Party of India)। শ্রীরনদীভ্ ভারতের শহরাঞ্চলের কল-কারখানার সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর (Industrial urban proletariat) বৈপ্লবিক প্রেরণা, 'শ্রেণীচেতনা' কার্য্যক্ষমতা ও সংগ্রামমুখীনতার ওপর যে মূল আস্থাকে তাঁর বিপ্লবতত্ত্বের ভিত্তি করেছিলেন তা' সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে নি। অথচ পিছিয়ে-পড়া তেলেঙ্গানার কৃষক-সমাজ দলের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল—দুই হাজারের বেশী গ্রাম নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে দলের মধ্যে বিরোধী শক্তি জেগে উঠল। তাঁরা অন্ধভাবে যুগোশ্লাভিয়ার কৌশল প্রয়োগের সমালোচনাও করতে ছাড়েন নি। এই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে নূতন পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। স্তালিন ও টিটোর মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের চীনের প্রাচীর গ'ড়ে উঠল। সোভিয়েট প্রভাবিত কমিউনিস্ট দুনিয়া টিটো ও যুগোশ্লাভিয়ার নিন্দায় মুখর তখন। কমিউনিস্ট দলগুলি থেকে টিটোপন্থীদের

বিতাড়ণ যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। আবার এশিয়া ভূখণ্ডে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীন সফলবিপ্লব সংঘটিত করার গৌরব অর্জ্জন করল। এই চৈনিক বিপ্লবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কৃষিতে নিযুক্ত কৃষক সমাজ (Agrarian masses, —not urban industrial proletariat)। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন চীনের প্রভাবাধীনে এসে যায়। রাজেশ্বর রাও চীনের নীতি অনুকরণের পক্ষে ছিলেন। কেউ বা কখন মস্কোর পক্ষে কেউবা কখন টিটোর পক্ষে কেউবা কখন চীনের পক্ষে কেউবা কখন কাস্ট্রো-চে-গুয়েভারার পক্ষে। হায়! ভারতের তথা ভারতীয় ভাবধারার পক্ষে কে বা কারা?

টিটো ও যুগোস্লাভিয়া রুশ-চীন জোট থেকে বহিষ্কৃত হবার পর রাজেশ্বর রাও প্রমুখ নেতারা দলের কার্য্যসূচী ও সংগ্রাম কৌশলকে রুশ-চীন জোটের দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তর্জাতিক কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন। তেলেঙ্গানার চীনা-কৌশলমাফিক বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে এবার এলেন রাজেশ্বর রাও। সে-আন্দোলনও পরিশেষে চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। ভারত সরকারের সর্বাত্মক দমন নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের এই আন্দোলনও টিকলোনা। জনতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল। বিভিন্ন প্রদেশে দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হ'ল। দল এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হ'ল। ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতিতে কমিউনিস্টদের দমন করার ব্যবস্থা হ'ল।—আবার নেহেরু অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি দলের পুনরুজ্জীবনের পথ খুলে দিল। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি ধীরে ধীরে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করতে সাহায্য করল। ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা দলের বিপ্লবী খোলস পরিত্যাগ করলেন। শ্রীজোশী সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন নেহেরুজীর পররাষ্ট্রনীতির অনবদ্য প্রগতিশীল চেহারা। পরবর্তী কালে এই নেহেরুজীই Gentle colossus' রূপে আবিষ্কৃত হলেন। জোশী আবার রণদীভ্-রাও নীতিকে হঠকারী "এ্যাভ্ভেঞ্চারিস্ট" "টিটোপন্থী" 'ট্রট্স্কীপন্থী' বলে নিন্দা করলেন—তাঁর বহুবিধ পুস্তিকা ও রচনায়। তিনি দলের জন্য নতুন নীতির পরামর্শ দিলেন [("Letters to Comrade Abroad' "Are we only stupid ?"

Far a Mass policy—part I. P.C. Joshi) , Also :—"Peaceful transition to Communism in India"—Victor M. Fic)]

নেহেরুজীর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ মার্কসবাদীরা পরিশোধ না ক'রে কি

পারেন ? ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি থেকে থেকে "বিপ্লবী" জনতাকে বুঝি মানাবার জন্য মাঝে-মাঝে লোক দেখান শানান-বানান বৈপ্লবিক বিষোদ্গার করলেও— তাঁকে তুষ্ট করলেই মুসকিল আসান—এই সার কথাটা ভুলতে পারেন নি ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা। ইন্দিরা গান্ধীর বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে বিশেষ 'সমাজতান্ত্রিক'-বন্ধুত্বের ভান দেখাতে ডান-বাম দুই মার্কসবাদীই সমধিক ব্যগ্র। ইন্দিরা চ্যবনের সঙ্গে বিশেষ রাজনৈতিক মোলাকাৎ ক'রে যাচাই ক'রে নিতে চান—বোঝাপড়াটা ঠিক আছে তো ? বন্ধুত্বটা কি মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হয়না ? "শ্রেণী সংগ্রাম" তীব্রতর করার লেনিনবাদী' তত্ত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবনের সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক বৈঠক কি আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ?

১৯৫৯ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত ক'রে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার ব্যাপক গণ আন্দোলনে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভানেতৃ রূপে নেতৃত্ব দেন শ্রীমতী গান্ধী। তাঁর পিতা তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। তিনি নামবুদ্রিপাদ সরকারের প্রশাসন নীতি ও ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন কেরালায় রাজনৈতিক হত্যার বিবিধ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে—মানুষের মধ্যে কোন নিরাপত্তা বোধ নেই "Political murders had taken place and atmosphere had been created where people were afraid and had no sense of security" · "there are large sections of the community who feel unhappy and insecure·· ·· not getting the fair deal that every citizen is entitled to"· অর্থাৎ কেরালায় বিরাট সংখ্যক মানুষ বিচার পাচ্ছেনা, নাগরিকের মর্য্যাদা পাচ্ছেনা এই ছিল নেহেরুজীর অভিযোগ।

চৈনিক আক্রমণের পর নেহেরু সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দা 'শ্বেত পত্র' (white paper) প্রকাশ করেছিলেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সম্বন্ধে। তাঁর কন্যা শ্রীমতী গান্ধী অক্টোবরে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দিয়ে মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে নতুন যুক্তফ্রণ্ট গঠনের উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সরকারের অধুনা "প্রগতিশীল" "সমাজতান্ত্রিক" (কেননা তিনি ইন্দিরাপন্থী) মানবতাবাদী "রায় পন্থী" (follower of M. N. Roy) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বরখাস্ত করার মূল প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বাংলার রাজ্যপাল-কে। এ গুলোর কোনটাই তো আঘাত নয় !

কি ক'রেই বা ভোলা যায় যে সেই নেহেরুজী-ই তো ভারতের মার্কসবাদী-লেনিন-বাদীদের আত্মার অন্ন জুগিয়েছিলেন? কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচার ক'রে অজস্র প্রশংসা ও স্তুতির খই কুড়িয়েছিলেন? ১৯৫০ সালে যখন সমগ্র দল হটকারী রাজনীতির প্রকোপে অবলুপ্তির মুখে তখন তো নেহেরুজীই দলের নূতন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন। এমনিই কি 'জেন্ট্যল্ কলোসাস্' ('Gentle Colossus') আখ্যা দেওয়া হয়েছিল? কলোসাসের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়েছে ভারতের বিপ্লবী দেশপ্রেমিকাদের, দেশের জনগণের বহু বলিষ্ঠ মহান স্বপ্ন, শ্রেয়সী চিন্তা—আকাঙ্খা,—নিষ্পেষিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-ঋষি শ্রীঅরবিন্দ-নেতাজী সুভাষের ভারতের মহাজাতির ধ্যান গম্ভীর শাশ্বত মূর্তি। হ'ল-ই বা? তবু তো বিদেশী, আমদানী-করা ভাবধারার জোয়াল লোশন জলে ডায়েলেকটীকের সম্মর্জ্জনী দিয়ে ভারতের মগজ ধোলাই ক'রে, ভারতের মাটিতে মনে-প্রাণে একটি অ-ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবধারার প্রসারতা লাভের পথ তো তৈরী করে দিয়ে গেছেন। সেলাম সেই মহাপুরুষকে।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে এল ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের জন্য নয়া ফতোয়া। পামী দত্ত আবির্ভূত হলেন পরিত্রাতারূপে। যে-দল গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত ক'রে পাঠাতে পারেনা সেই দলের নেতা আর পামী দত্ত ঋত্বিকের ভূমিকা নিয়ে পরামর্শ দিলেন এদেশে "শান্তি আন্দোলন "(Peace movement') জোরদার করার জন্য: নেহেরুজীর পররাষ্ট্রনীতি নাকি বিশ্বে শান্তির শিবিরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। এই আন্দো-লনের নামে সমাজের সর্বস্তরে দলের কর্মীরা প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাবেন। নেহেরুর হাত শক্তিশালী করার নামে জনতার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ মিল্‌বে। রাশিয়া-চীন নেহেরুজীর নীতিতে বিশেষ লাভবান। তাছাড়া প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। তা'তে দলের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে যে। পামী দত্ত বললেন:

......"It is clear that the *peace movement presents the party with one of the most important weapons for building a broad united front from all sections of the Indian people* .....the broad united front which will emerge out of the peace

movement may by the basis for the formation of that national front for national liberation." (R. Palme Dutt)

এই শান্তি আন্দোলন বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সবচেয়ে বড় সুযোগ এনে দেবে দলের কাছে। এই শান্তি আন্দোলনের ভিতর থেকে যে ব্যাপক যুক্তফ্রণ্ট উদ্ভূত হবে—সেটাই পরিশেষে জাতীয় ফ্রণ্টের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করবে। আর সেই "জাতীয় ফ্রণ্ট" জাতীয় মুক্তির পথ প্রস্তুত করবে। মস্কো-তে প্রথম এই শান্তির লড়াই শুরু করা হয়। সেই মস্কোর নির্দ্দেশেই পশ্চিম ইউরোপে, স্বাধীন অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে এশিয়া আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে 'শান্তি আন্দোলন' শুরু করার কর্মসূচী প্রণীত হল। কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীন দেশে শান্তির নামে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হ'ল —শান্তির নামে উদারপন্থী শান্তিবাদীদের দল থেকে বহিষ্কার ও বিলুপ্ত করার কাজ চালু হল। পশ্চিমী "বুর্জোয়া" দেশগুলিতে সেনাবাহিনীতে দেশরক্ষার মানসিকতা সম্পূর্ণ ভেঙে-দেওয়া অস্ত্র নির্মাণের কাজ বন্ধ করা—সেই সব দেশে নিরস্ত্রীকরণের দাবীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অচল ও পঙ্গু করে দেওয়া ও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘর্ষকে জাগিয়ে তোলাই ছিল এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। গোটা ভারতবর্ষকে রক্ষা করার মত পর্য্যাপ্ত সেনা বাহিনী-বিমান বাহিনী-নৌবাহিনী ১৯৫০-৫১ সালে আদৌ ছিল না। দেশের চৌহদ্দীর পরিচয়-ও নেতাদের আমলাদের জানা ছিল না। তার ওপর গান্ধীজীর এক মন্ত্রশিষ্য দেশের তখন প্রধান মন্ত্রী আর এক অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্য ভারতের রাষ্ট্রপতি। অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দেশ প্লাবিত। সবে কুৎসীৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৬ লক্ষ নিহত হিন্দু-মুসলমান ভায়ের রক্তে স্নান সেরে 'অহিংস' 'প্রজাতন্ত্রী' ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। মোট ভারতের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা তখন দু লাখের বেশী নয়। আধুনিক কোন অস্ত্র তার ছিল না। তার ওপর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি শান্তির অগ্রদূত হিসাবে ১৯৫১ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হ্রাসের কথা ঘোষণা করে বিশ্বের কপট শান্তিবাদীদের বাহবা কুড়োলেন। সেই সময় এদেশে মার্কসবাদীরা শান্তির আন্দোলন শুরু করলেন! এর চাইতে রাজনৈতিক কপটতা ও জাতিস্বার্থ বিরোধিতার কাজ আর কি হ'তে পারত সেদিন? ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫) পরাধীন দেশের আত্মরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাধীনতার অধিকারকে বিসর্জন দেওয়া হল, ইংরেজের

গোলামীকে কুর্নিশ করাই উচ্চতম জাতীয় মূল্যবোধ রূপে পরিগণিত হল ; আবার দেশ যখন খণ্ডিত হ'য়ে ইংরেজের শাসন থেকে মুক্ত হ'ল তখন সেই স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (National Defence) তার সেনাবাহিনী-নৌবাহিনী-বিমানবাহিনাকে আধুনিকতম অস্ত্রে ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় দুর্ভেদ্য ও অপ্রতিরোধ্য করার নীতি জলাঞ্জলি দেবার অর্থই হল সদ্য-স্বাধীন মাতৃভূমির পররাজ্য কবলিত হবার পথ তৈরীর অমার্জনীয় ষড়যন্ত্র। শান্তির অভিযান চালিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবির বরাতে অনেক ভেট জুটেছিল মিলেছিল হরেক রকমের পুরস্কার। নেহেরুজীর কোন ক্ষতি তো হয়নি। তাঁর যশ মিলেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে প্রচুর।

তের

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়াতে এক রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সেই সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি থেকে মস্কোর প্রভাব মুক্ত হয়ে 'স্বাধীন' হবার চাপও আসছিল রাশিয়ার তদানীন্তন নেতৃত্বের ওপর। ১৯৫৩ সালের মে মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে ও জুন মাসে পূর্ব জার্মানীতে রাজনৈতিক চাপা বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ও দূর প্রাচ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যথেষ্ট পরিমাণে সেই সময়। এই সময় SEATO সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। আনবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোর পাল্লা দিয়ে চলেছে। এখন এই অবস্থায় মস্কো নেতৃত্বে নূতন দৃষ্টিতে নেহেরু সরকারকে দেখলেন। নেহেরুজীকে আব তাঁরা "Stooge of imperialism" সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রিত জীব বলা বন্ধ হল। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী গুটি পোকা সমাজতান্ত্রিক প্রজাপতিতে রূপান্তরিত। মার্কসীয় ডায়েলেকটীক। রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ সোভিয়েট শক্তি জোটের আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী তো ভারতের রাজনৈতিক মূল্যায়ন হবে! ভারতের নেহেরু অনুসৃত পঃ নীতির প্রগতিশীল ঝিলিকে দিশাহারা হয়েছিলেন ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা। নেহেরুজীর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিকতায় ভারতের আদর্শভ্রষ্ট সমাজতন্ত্রীরা সম্মোহিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও

ভাবধারার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। ভারতের সমাজতন্ত্রী-নেতাদের এই ক্ষমাহীন দৌর্বল্য ভারতের রাজনীতিতে এক দারুণ সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় রাজনৈতিক স্বার্থ সব সময় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের রাজনীতি ও রণনীতি। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমূর্ত্তির নয়া থিসীস—দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নাকচ করে দিল। রামমূর্ত্তি তাঁর থিসীসে কংগ্রেসে দলের সঙ্গে একটি জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের ও ভারতীয় বাহ্যঃরাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একথা ঘোষণার প্রস্তাব করেছিলেন। রামমূর্ত্তির থিসীস সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের সহায়ক হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় দল কর্তৃক উক্ত থিসীস অগ্রাহ্য হওয়ায় নতুন আদর্শের ও সংগঠনের সঙ্কট দেখা দিল। নেতারা পররাষ্ট্রনীতিতে নেহেরু সরকারকে পুরা সমর্থনের পক্ষে ছিলেন কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে লড়াই-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই দুমুখো নীতিই টেনে আনল নতুন সংকট। কিন্তু এই মতবাদ ও কৌশল জনিত সঙ্কট বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এ. কে. ঘোষ মস্কো থেকে রুশ নেতাদের সাথে আলোচনা সেরে নতুন সমাধানের সূত্র নিয়ে ভারতে ফিরে এলেন—দলের মধ্যে একটা মীমাংসাও হয়ে গেল। এদিকে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু চীন সফর শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন। চীনে অবস্থানকালে চীনের কমিউনিস্টদের নেতাদের সমর্থনে অনেক ভাল ভাল বৈপ্লবিক প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে এসেছেন। মার্কস-বাদীদের প্রগতিশীলতার মূল্যায়ণের মই বেয়ে নেহেরুজী তরতর করে ওপরে উঠে চলেছেন। তিনি ও তাঁর প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি এশিয়ায় শান্তির অঞ্চল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে 'মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে (Peace zone)। নেহেরুজী অধুনা-বিলুপ্ত "তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক" (Third International) নিয়ন্ত্রিত ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক ভাবধারার স্রোতের অঙ্গীভূত ক'রে তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়বার মানসে আরও বেশী ক'রে রুশ-চীন ভাই-ভাই কীর্ত্তন সুরু করে দিলেন। প্রতিদানে তেমনি মস্কো-পিকীং-এর ভুরি ভুরি নেহেরু-বন্দনা। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বড় বড় জনসমাবেশে নেহেরুজী মার্কসবাদীদের তাঁর সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি ও

কার্যসূচীর (Domestic Policies) জবাবে ছুঁড়ে মারতেন চোখা চোখা মস্কো-পিকীং-এর বিপ্লবী রাংতা মোড়ানো নেহেরু-প্রশংসামুখর বিবৃতিগুলি। পররাষ্ট্র-নীতিতে নেহেরুনীতি মার্কসবাদ মার্কা বিশ্বশান্তি ও প্রগতির হাতিয়ার আর আভ্যন্তরীণ নীতি সে সরকার গণতন্ত্র ও জনস্বার্থ বিরোধী—এই আজব রাজনীতি দেশের জনগণ বুঝতে পারে নি। লাভটা নেহেরুজীর এক তরফা অবশ্য হয় নি। দেশের সাধারণ জনমানসে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের প্রতি অনুরাগ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল—দেশের বুদ্ধিজীবি ছাত্র যুবকদের মধ্যে নেহেরু সরকারের পররাষ্ট্র নীতি রাশিয়া ও চীনের প্রভাব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে দুই "সমাজতান্ত্রিক"-দেশই নানা প্রকারে তাদের দূতাবাস-কনসাল-মৈত্রী-সংসদ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের নামে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব সুপরিকল্পিত উপায়ে বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হ'ল।

কমিউনিস্ট দুনিয়ায় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম সম্মেলনে (XXnd. Party Congress) ক্রুশ্চভের ঐতিহাসিক ভাষণ এক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। যেন এক রাজনৈতিক ভূমিকম্প ঘটে গেল। ক্রুশ্চভ প্রসঙ্গত বললেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব :—

The winning of a *State parliamentary majority* backed by a mass revolutionary movement of the proletariat and all the working people could create "for the working class of a *number of capitalist and former colonial countries* the conditions needed to secure fundamental social changes.

In the countries where capitalism is still strong and has a huge military and police apparatus at its disposal the reactionary forces will of course inevitably offer serious resistence. There the transition to socialism will be attended by a sharp class struggle."

নির্বাচনে পার্লামেন্টে স্থায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন ও সাথে সাথে সর্বহারা শ্রেণী ও মেহনতী মানুষের ব্যাপক বিপ্লবী গণ আন্দোলন বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ও প্রাক্তন পরাধীন দেশগুলিতে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উপযোগী প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবে। তাহ'লে সশস্ত্র সংগ্রামের (Armed revolution) প্রয়োজনীয়তা থাকছে না। তবে যেখানে পুঁজিবাদী

ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আছে শক্তিশালী পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সেখানে অবশ্য মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনে বাধা রচনা করছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। সেখানে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুতে তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষ এড়ান যাবে না।

ক্রুশ্চভের এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করলেন ভারতীয় দলের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীঅজয় ঘোষ। কেরালা রাজ্যের পালঘাটে ১৯৫৬ সালে (১৯শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল) পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল। গৃহ যুদ্ধকে এড়িয়েই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানর সম্ভাব্যতার ওপর তিনিও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন…"Communist party in every country must strive to turn this possibility (i. e. peaceful transition) into reality"…… "today when masses of the people desire socialist transition but do not desire civil war, this is an imperative duty of the Communist party" (Report of Comrade Ajoy Ghosh to the Fourth Congress of CPI on the XX Congress of the CPSU) অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে তখন সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দলকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। জনগণ যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চায় এবং গৃহযুদ্ধ চায়না তখন সেইটাই হওয়া উচিত কমিউনিস্ট পার্টির আবশ্যিক কর্তব্য।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—নিজেদের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাই ভারতের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নামধারীদের কোনদিনই ছিলনা। রাশিয়া ও চীনের নেতাদের সুরে সুর মিলিয়েই এঁরা কথা বলেছেন। এই ভাবে পশ্চিমের কাছে বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও দল নায়কদের কাছে মগজ বন্ধক রাখা আছে। চিন্তার ক্ষেত্রে চীন, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, কিউবা, যে-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছে ভারতের মার্কসবাদীরা তা কেন পারেন নি? ঐ এক প্রধান কারণ ভারতের মাটি থেকে, ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি-ঐতিহ্য থেকে ভারতের জাতীয় স্বকীয় মনীষা থেকে কোন প্রেরণা সংগ্রহ করে নি এই রাজনৈতিক শক্তি। এই চতুর্থ কংগ্রেসে "জনগণতন্ত্রের" প্রতিষ্ঠাই (Peoples' democracy) দলের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষিত হ'ল। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যৌথ ফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হ'ল।

কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগিতায়। সেই কোয়ালিশন সরকারের উদ্দেশ্য হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করা এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে পথ রচনা করা। মনে রাখতে হবে "জনগণতন্ত্র" (People's democracy), যার মধ্যে গণতন্ত্রের বাষ্পমাত্রও নেই, এই তত্ত্বটি-ও চীন থেকে আমদানী করা বস্তু।

পালঘাট থিসীস গৃহীত হবার পর দল আর এক আদর্শগত সঙ্কটের সম্মুখীন হ'ল। নেহেরু ও তাঁর সরকারের অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক গুণাবলির মূল্যায়ণ দিয়ে রাশিয়া প্রচণ্ড গবেষণা সুরু করে দিয়েছিল। মস্কো ভেবেছিল নেহেরু ও তাঁর সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বেশী দ্রুত কাজ হাসিল হ'বে। এই সময় মস্কো থেকে ভারতে আমদানী হ'ল রুবিনষ্টীনের থিসীস (A non-capitalist path for under-developed countries. By Modeste Rubinstein) রুবিনষ্টীনের ধারণা যে ভারতবর্ষে—

....."there existed *objective possibilities* for obviating the continued growth of monopoly capital and, *by peaceful methods,* in conformity with the will of the overwhelning majority of people of taking the Socialist path of development" অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভবকে এড়িয়ে দেশ গঠনের ও উন্নয়নের বাস্তব সম্ভাবনা ভারতে বিদ্যমান এবং দেশের জনগণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ণের পথ ধ'রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (state capitalism) সমাজতন্ত্রবাদে রূপান্তরিত হবে এও ছিল রুবিনষ্টীনের প্রবন্ধের অন্যতম প্রত্যয়। তিনি ভারতের 'State capitalist enterprises"—সরকার প্রতিষ্ঠিত ও চালিত শিল্প সংস্থা-গুলি পুঁজিবাদী পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'state monopoly capitalism" রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে সমান করে দেখাও ভুল তাঁর মতে। ভারতে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের' অন্যতম বড় কাজ হ'বে দেশে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ণ ত্বরান্বিত করা এবং 'সাম্রাজ্যবাদীদের' শক্তিকে খর্ব করা। রুবিনষ্টীন্ তার থিসীসের সমর্থনে লেনিনের বিভিন্ন উক্তির সাহায্যও নিয়েছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (state capitalism) অপুঁজিবাদী (non capitalist path) পথ ধরে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছুতে সক্ষম—এই বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। মস্কোর

নিজের স্বার্থে এই তত্ব প্রচার করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে সংঘাত সুরু হ'ল আবার। ১৯৫৪ সালে রামমূর্ত্তির সে-থিসীস অগ্রাহ্য হয়ে যায়—অন্ত আকারে সেই থিসীসের সমর্থকরা পালঘাটের কার্য্যসূচী পরিবর্তনের জন্ত চাপ সৃষ্টি করলেন—খোদ রাশিয়া থেকে এবার সুস্পষ্ট ইংগীত এসেছে। কিন্তু পালঘাটের জনগণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কালো সংগ্রাম তত্ব পরিহার ক'রে সরাসরি রুবিনষ্টীনের টোপ গিলে ফেললে ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভরাডুবি হবার ভয়-ও ছিল। তাছাড়া কংগ্রেসের দলের তথাকথিত বাম-অংশটিও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রী স্থাপন করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলনা। তাই দলের নেতৃত্বে রুবিনষ্টীনের থিসীসের পরিপ্রেক্ষিতে দলের সমগ্র কাঠামো ও কার্য্যক্রম ঢেলে সাজার ঝুঁকি নেন নি। ক্রুশ্চভের বিংশতিতম রুশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই দলের সেক্রেটারী জেনারেল নেহেরুর সমালোচনার উত্তরে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি দলের পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করলেন দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের আগেই। তিনি বললেন :

"*Parliamentary form of Government will be retained in the Socialist India of our conception* together with all *legitimate* rights of parties that *prefer* to remain in opposition and *conduct their activities in a peaceful and constructive manner*". (Two Systems : A Balance Sheet—A Ghosh)

অর্থাৎ আমরা যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবি সেই ভাবী সমাজতান্ত্রিক ভারতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র রক্ষা করা হ'বে। যে সব দল বিরোধি ভুমিকায় থাকতে চাইবে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার অধিকার মেনে নেওয়া হবে অবশ্যই তাদের আচরণ 'শান্তিপুর্ণ' ও 'গঠনমুলক' হওয়া চাই। অর্থাৎ নিজেদের বেলায় হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক—পরের বেলায় শান্তিপুর্ণ ও রচনাত্মক ! এরই আর এক নাম ডায়েলেকটীক্ !

এর পর এল অমৃতসরে পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন (5th congress)। ১৯৫৮ সালে পঞ্চম কংগ্রেসে 'অমৃতসর থিসীস' গৃহীত হল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরের মস্কো-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে ভারতের মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে বড় প্রতিনিধি দল যোগদান করতে যান। সেখানেই প্রথম মস্কো-পিকীং-এর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যেই আত্মপ্রকাশ ক'রে। সেই বিশ্ব সম্মেলনের আলো-

চলা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই পঞ্চম কংগ্রেস ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আহুত হয়। পালঘাট থিসীসের মূল বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা হল :

"The Communist Party of India strives to achieve full democracy and Socialism by peaceful means. It considers that by developing a powerful mass movement, by winning a majority in Parliament and backing it with mass actions, the working class and its allies can overcome the resistence of the forces of reaction *and ensure that Parliament becomes an instrument of peoples' will for effecting fundamental changes in the economic social and state structures*……

Shall strive to build a socialist society which ensures rapid advance in all spheres and guarantees the widest possible extension of individual liberty, freedom of speech, press, association and the *right of political organisation to all, including those in opposition to* the government *as long as they abide by the constitution of the country.*"

কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে আস্থাবান, দল মনে করে যে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং পার্লামেন্টকে দেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যম করতে সক্ষম হবে। কমিউনিস্টরা যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছে সেখানে ব্যাপক ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক ও সংবাদপত্রের ও মত প্রকাশের দল গঠনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে। রাজনৈতিক বিরোধী দলের বিরোধিতার অধিকার স্বীকার করা হবে তবে প্রধান বিচার্য্য সংবিধান সম্মত উপায়ে বিরোধী দল কাজ করছে কিনা। আর যদি বিরোধী দল বা দলগুলি সংবিধান সম্মত উপায়ে সংবিধান-কে মান্য করে না চলে তাহলে অবশ্য এই সব অধিকার তারা দাবী করতে পারবেনা। সংবিধানের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা! সংবিধান যে বুর্জোয়া মার্কা অথবা কায়েমী স্বার্থের সহায়ক সে কথা তো একবারও বলা হয় নি। আজ তো এই সংবিধানের প্রতি এই অটুট শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন ওঁরা

করছেন না। কেন? সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থেই সংবিধান-কে ও শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন: সমগ্র দলের নেতৃত্ব ও শ্রেণীসচেতন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কমরেডরা অনিবার্য সংঘর্ষ তত্ত্বের কথা ভুলে গেলেন কি ক'রে? লেনিনের বুর্জোয়া রাষ্ট্র—তা'র সমগ্র কাঠামো ভেঙে তছনচ্, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যে জায়গায় তার ধ্বংসের ওপর সর্বহারার শ্রেণী রাষ্ট্রীয় কাঠামো স্থাপনের আবশ্যকতার কথাই বা তাঁরা ভুলে গেলেন কি ক'রে? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর সমাজতন্ত্রের পথে যাবার সময় শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার তথাকথিত লেনিনবাদী তত্ত্ব-ই বা তখন আবিষ্কার করা হল না কেন? লেনিনের রচনাবলি, বক্তৃতাবলি পড়লেই তো সেই সব চোথা-চোথা 'বিপ্লবী' উক্তিগুলি খুঁজে পাওয়া যেত। অমৃতসর থিসীস গৃহীত হবার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার আলোতে পরবর্তীকালের ভারতের মার্কসবাদীদের ঘণীভূত সঙ্কট বুঝতে হবে। প্রথমতঃ, ভারত ও চীনের সম্পর্ক কতকগুলি কারণে তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠতে থাকে। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চীনের মানচিত্রে দেখান হয়—সিকিম-ভুটানকে তিব্বতের অংশ বলেও মানচিত্রে দেখান হয় (Cartographic annexation)। ভারতের প্রধানমন্ত্রী-কে প্রকাশ্যে চীনের এই আচরণের প্রতিবাদ করতে হয়। দালাই লামা ও তিব্বতের ভবিষ্যৎ নিয়েও স্নায়ু-যুদ্ধ চলতে থাকে ভারত ও চীনের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার ঘাটতি দূরীকরণের কাছে ব্যাপক মার্কিন অর্থ সাহায্য—ঋণ দান নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত হয়। এই বিপুল মার্কিন আর্থিক লেন-দেন ও সহযোগিতার তুলনায় রাশিয়ার সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল। মার্কিণ সাহায্য ও ঋণ দানের ফলে ভারত নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছিল। নেহেরুজীর পরাষ্ট্রনীতির এত প্রশস্তি যখন করা হয়েছিল তখন তো এটা তাঁদের হিসাবের মধ্যে ছিল না যে নেহেরুজী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অর্থের জন্য—পরিকল্পনার টাকার জন্য আমেরিকার দুয়ারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যাবেন। এতে চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তৃতীয়তঃ, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল সেটা বেশ প্রকট-ই হয়ে উঠছিল। এই "তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব" দলের মধ্যে একটা অভিরাম প্রবণতা

সৃষ্টি করেছিল। দলের ভিতরকার দ্বন্দ্ব যখন থেমে আসছে—ঠিক সেই সময় এ্যাকাডেমিসিয়াল ইয়ুদিনের (Academicial P. yadin) নামে নেহেরুর তীব্র সমালোচনাপূর্ণ এক প্রবন্ধ মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। ইয়ুদিন চীনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ছিলেন। নেহেরু সম্বন্ধে রাশিয়ার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পিকীংএর নেতাদের ভাবধারার বেশ গরমিল ছিল। তাছাড়া চীনের সঙ্গে ভারতের যেমন প্রত্যক্ষ মনকষাকষির কারণ ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সেরূপ তিক্ত সম্পর্ক হবার কোনই কারণ বা অবকাশ ছিল না। ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা তখন চীন জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। ৭০০ মাইল দীর্ঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক চীন নির্মাণ করে সিংকিয়াং প্রদেশের ইয়েচেং এর সঙ্গে তিব্বতের গার্টক-কে সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করে। এই রাস্তার মধ্যে ১০০ মাইল ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে পড়েছিল এবং ১৯৫৮ সালেই প্রথম ভারত সংবাদটি পায়। কেমন চমৎকার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন। গোপনে ধীরে ধীরে নিজের দেশের সার্বভৌমত্বকে পররাজ্যের লোলুপতার কাছে প্রশংসার মোহে জলাঞ্জলি দেবার কি কুৎসিৎ কৃতঘ্নতা! তিব্বতেও তখন খাম্পাদের বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। বিপুল চীনা ফৌজ তখন স্বাধীনতাকামী নিষ্পাপ তিব্বতীদের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে পাশব শক্তি প্রয়োগে স্তব্ধ করতে ব্যস্ত। ভারতের মার্কসবাদীদের ওপর চৈনিক প্রভাব তখন বিলক্ষণ। রাশিয়া থেকে একজন বিশিষ্ট কুটনীতিবিদকে দিয়ে এইরূপ তীব্র সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে চীনের সঙ্গে সমঝোতার একটা পথ খুঁজেছিল। ভারতীয় মার্কসবাদীদের ওপর চীনা প্রভাবকে রুখবার বাসনাও এর পেছনে লুকানো ছিল নিঃসন্দেহে। কেরালায় নামবুদ্রিপাদ সরকার বেশ বিরোধিতার সম্মুখীন। নেহেরুজীও কেরালার মার্কসবাদী সরকারের কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। অতএব ইয়ুদিনের প্রবন্ধ অনেক দিক লক্ষ্য করেই লেখা ও প্রচার করা হয়েছিল। কংগ্রেস দলের মতবাদ সম্বন্ধে "মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী" বা "The Basic Approach" এই শিরোনামায় শ্রীনেহেরু একটি প্রবন্ধ লেখেন (Economic Review; Journal of A. I. C. C.; New Delhi Aug. 19, 1958)। এই প্রবন্ধে কমিউনিজমের সমালোচনা ছিল। অবশ্য শ্রীনেহেরু প্রধানমন্ত্রীরূপে নয়, দলের নেতারূপেই এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ্যাকাডেমিসিয়্যান ইয়ুদিন তীব্র ভাষায় সেই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছিলেন।

তার প্রবন্ধের এক জায়গায় ইয়ুদিন বলেছিলেন যে যদিও ভারতবর্ষ তার "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" অর্জন করেছে তথাপি:

"She is still faced with the task of winning full freedom from the economic felters of colonialism."......

অর্থাৎ ভারতকে এখনও ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন হবার জন্য লড়তে হবে। কি দম্ভ! ইয়ুদিন সাহেব কি ভুলে গেলেন ভারতকে স্বাধীন করার ব্যাপারে তাঁর দেশ বা চীন দেশ কোন সাহায্যই কোন পর্য্যায়েই করে নি—এমন কি মুখের সহানুভূতিসূচক কথা বলেও নয়। আর ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও শাসনের শৃঙ্খল বহাল রাখার জন্য তাঁদের অনুগামী ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। তাই ও কথা আর যাই হোক ওঁর মুখে শোভা পায় নি। ইয়ুদিনের বক্তব্যের সঙ্গে অমৃতসর পার্টি থিসীসের একটা সংঘাত বিদ্যমান ছিল। মস্কোর প্রবন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল হয়ত বুঝি শেষ পর্য্যন্ত ভারতে অপুঁজিবাদী উন্নয়নের পথে (non-capitalist path of development) শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। হিংসাত্মক সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে পড়বে—আর তার জন্য নেহেরুই দায়ী হবেন। ভারতের মার্কসবাদীদের বাম মার্গীরা ইয়ুদিনের এই সমালোচনায় খুশীই হলেন। ভারতে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে পড়বে কিনা সেটা নাকি নেহেরুর নীতির ওপরই নির্ভর করবে। আদর্শের দিক থেকে এবং ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির দিক থেকে অমৃতসর থিসীস গৃহীত হবার পর কয়েক মাসের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটেছিল যার জন্য শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে পৌছান অসম্ভব হবে অথবা non-capitalist path of development—ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য হবেনা? মূলত দুটি প্রভাব কাজ করেছে (১) চীন-রুশ সম্পর্কেব অবনতিতে চীনকে তোয়াজের প্রয়াস, (২) ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান মার্কিন ঋণ ও আর্থিক সাহায্যের রাজনৈতিক প্রভাব। আর এরই ফলে ভারতের মার্কসবাদী রাজনীতিতে চিন্তার সঙ্কট দেখা দিয়েছিল।

হঠাৎ পরিবর্তনের স্রোত অন্য খাতে বইতে সুরু করল কিছুকাল বাদেই। ১৯৫৯ সালে চীন-রুশ মত বৈপরীত্য আরও তীব্র হল। রাশিয়া ভারতকে চটাতে রাজী নয় আর। এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে তার "বন্ধু" হিসাবে পাওয়া একান্ত দরকার। তাই ভারতে মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য

প্রেরণের নতুন মূল্যায়ন মস্কোর দিক থেকে প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মত বদলাতে লাগল। চীন-ও মস্কোকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলার জন্ত আরও বেশী করে ভারত বিরোধী ভূমিকা নিতে সুরু ক'রে দিল—যার চরম পরিণতি অক্টোবর মাসে ভারত-আক্রমণে।

ভারত আক্রমণের পর ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। রুশ-চীনের আদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই ভারতে মার্কসবাদীদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তীব্র হয়ে উঠল। একপক্ষ সোভিয়েট রাশিয়া অনুগামী সকল অবস্থাতেই—একপক্ষ চীন অনুগামী ছিলেন। কিন্তু পরে ঘটনার চাপে চীনের বর্তমান নেতৃত্বে কুনজরে তাঁরা পড়লেন। তাঁরা তখন মধ্যবর্তী পথ নিলেন। তাঁরা চীনেরও সমালোচনা করলেন রাশিয়ারও করলেন। মধ্যে থেকে আর একটি শক্তি গড়ে উঠল যারা সকল অবস্থাতেই চীনা পন্থী—মাও সে-তুঙ পন্থী। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন পরে নিজেদের অস্বাভাবিক পরনির্ভরতা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন। এই বহু নিন্দিত সমালোচিত পররাজ্য নির্ভরতাকে আর বুর্জোয়াদের অপপ্রচার—বা "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের" চক্রান্ত বা মন-গড়া কুৎসা বলে উপেক্ষা করা যাবেনা। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি CPI M) এতদিনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চিন্তা-ভাবনা সব কিছুর ওপর সর্দারি ও মাতব্বরি করে এসেছে—হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টি—না হয় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রকাশিত এক দলিলে একথা স্বীকার করা হয়েছে। ভারতের মার্কসবাদী আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি—সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে এসেছে 'জাতীয়তাবাদী' রাশিয়া ও 'জাতীয়তাবাদী' এ যুগের চীনের 'জাতীয়' ও আন্তর্জাতিক স্বার্থে। ভারতের মাটি তার আশা-আকাঙ্খা নিজস্ব ভাবধারা ঐতিহ্য-মনীষা তার স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় প্রয়োজন সবসময়ই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এই স্বীকারোক্তিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

চৌদ্দ

১৯২১ সালের শেষাশেষি লেনিন ও বলশেভিক নেতারা বুঝেছিলেন সমগ্র পরিস্থিতির নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ বহিঃরাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। ১৯২১ সালের ২১শে মার্চ জার্মানী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানের মাধ্যমে সে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ সে-সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিই ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল বলে গণ্য হয়েছিল—বলশেভিক নেতারা জার্মান কমিউনিস্ট বিপ্লবের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন। ইউরোপের বিপ্লব পরিস্থিতি অনুকূল নয় এই উপলব্ধি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ট্রট্স্কী সম্মেলনে তাঁর ভাষণে স্বীকার করেন যে ১৯১৮-১৯১৯ সালে মনে হয়েছিল :

……"Working class would in year or two achieve state power. It was a historical possibility, but it did not happen. *History has given the bourgeoisie a fairly long breathing spell……The revolution is not so obedient, so tame that it can be led on a leash, as we imagined.*"……শ্রমিক শ্রেণী দু একবছরের ভিতর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করতে সক্ষম হবে। এর ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সত্বেও—বাস্তবতার স্বীকৃতি লাভ করেনি। ইতিহাস বুর্জোয়া শ্রেণীকে যথেষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী দম নিয়ে আবার দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে। বিপ্লব এমন কোন অনুগত পোষ-মানা জীব নয় যে সে আমাদের নির্দেশ বা হুকুম মাফিক চলবে। এ ধরণের চিন্তা ভ্রান্ত।

ইতিহাস 'বুর্জোয়া' শ্রেণীকে যথেষ্ট লম্বা সময় দিল একথা স্বীকার করার অর্থই হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কৌশল পুনর্বিবেচনার ও পুনর্বিন্যাসের তাত্বিক ক্ষেত্র-প্রস্তুতি। বিপ্লব যখন কোন দলের পোষমানা অনুগত জীব নয় তখন কবে বিপ্লবের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে সে সম্বন্ধেও সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাবেনা। সুতরাং এই সময়টা দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তুতির কাল। রুশ নেতারাও খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কেননা বহিঃরাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় সক্রিয় সাহায্য করে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ার

দায়-দায়িত্ব থেকে তাঁরা রেহাই পেলেন। আর রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তখন খুবই সঙ্কটজনক। গৃহযুদ্ধ ও বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও ধ্বংসের তাণ্ডবে গোটা দেশের অর্থনীতি ও কাঠামো পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল—। তার ওপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হার্বার্টহুভারের নেতৃত্বে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও সাহায্য পাঠিয়ে রুশদেশকে এককোটি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল—যদিও সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুশ বলশেভিক সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় নি এবং কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল। রাশিয়ায় এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা একটি হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ২ কোটি ১০ লক্ষ লোকের জীবনে এসেছিল। "পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য নেবনা" এই ধরণের মনোভাবকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে পারেন নি লেনিন নিজেও। লেনিন ১৯২১ সালের ৬ই তারিখে প্রকাশিত 'প্রাভদা' পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধে লিখেছিলেন—

......Help is demanded. The Soviet Republic of workers and peasants expects this help from the working people, those who live by their labour and the small farmers......

The capitalists of all countries are taking revenge on the Soviet Republic. They are making new plans for further incursions, interventions and counter-revolutionary cons-piracies. We are convinced that the workers and small farmers from all over the world, who live by their labour will come to our rescue with still greater energy and self-sacrifice."

অর্থাৎ সাহায্য দাবী করছি আমরা। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপন্ন শ্রমিক কৃষক মেহনতী-মানুষ বিশ্বের শ্রমিজীবিদের কাছ থেকে—ছোট ছোট খামারের মালিকদের কাছ থেকে সাহায্য আশা ক'রে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা—নতুন চক্রান্ত-আক্রমণাত্মক অভিযান ও প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ফাঁদছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্বের মেহনতী সমাজ খেটে-খাওয়া মানুষ ও ছোট খাঁমারীরা আমাদের ত্রান কার্য্যে আত্মত্যাগ ও আরও উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই।

লেনিনের এই আবেদনের চাইতে অনেক বেশী কার্য্যকরী হয়েছিল বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক মাক্সীম্ গর্কীর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট হুভারের নিকট প্রেরিত আবেদন। গর্কী একটি জরুরী টেলিগ্রামে আবেদন করেন ইউরোপ ও আমেরিকার সকল সৎ বিবেকসম্পন্ন নরনারীর কাছে খাদ্য—ঔষধ পাঠিয়ে বিপন্ন রুশবাসীদের সাহায্য করার জন্য। যেদিন এই জরুরী বার্তা পাঠান হয় সেই দিনই সম্মতিসূচক উত্তর এল প্রেসিডেণ্ট হুভারের কাছ থেকে। প্রেসিডেণ্ট হুভারের তত্বাবধানে আমেরিক্যান্ রিলীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও রেডক্রস সংস্থা রুশ সরকারী আইনের কড়া পাহাড়ায় ব্যাপক ত্রাণ কার্য্য সুরু করেছিল। এই বিপুল সাহায্য ও ত্রাণকার্য্যে সহযোগিতা যদি না থাকৃত তাহলে এই নিদারুণ সঙ্কটকে রুশ নেতৃত্ব কি করে কাটিয়ে উঠত বলা শক্ত। এই সাহায্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রাশিয়ার দিক থেকে। লেনিন প্রথমে এই ধরণের বুর্জোয়ারাষ্ট্রের বিপুল সাহায্য গ্রহণে খুব সঙ্কোচ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রথম দিকে নির্দেশ দেন যে কেবলমাত্র শিশুদেরই এই ব্যাপক আমেরিকার রিলীফ ব্যবস্থার আওতায় আনা চলবে—তাদের পিতা-মাতা বা বয়স্ক ব্যক্তিরা এই সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন না, কেননা আশঙ্কা ছিল এই ধরণের সাহায্য নিলে তাদের মধ্যে ভাবগত বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে—বুর্জোয়া মানসিকতা তাদের আচ্ছন্ন করতে পারে। পরে এই নির্দেশের অবাস্তবতাও পরিস্ফুট হয়ে উঠল: ছেলে-মেয়েরা দুর্ভিক্ষের সময় আহার্য— ঔষধপথ্য সাহায্য নেবে—অথচ তাদেরই সামনে তাদের পিতা-মাতারা অনাহারে থাকবেন—এ সম্ভব নয়। শোনা যায় আমেরিক্যান রিলীফ পরিচালক সংস্থা (A. R. A) লেনিনের নির্দেশ অমান্য করেই কাজ করেছিলেন। রিলীফের কাজ শেষ হবার পর যে সব রুশ নাগরিক এই রিলীফসংস্থার অধীনে কাজ করেছিলেন তাদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল 'প্রতিবিপ্লবী' বলে যাওয়ার অভিযোগে। [Life and Death of Lenin—By R. Payne, P 528-29]

কথায় বলে বিপর্যায় যখন আসে তখন একা আসেনা। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব যখন চলেছে—তখন বড় রকমের রাজনৈতিক ভূমিকম্পে বলশেভিক রাষ্ট্র কেঁপে উঠেছিল: সেটা হল লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে-ক্রন্‌দস্তাদের নৌ-ঘাঁটির নাবিকদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ (Kronstadt Sailors mutiny)। ১৬০০০ নাবিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল লেনিনের সরকারের বিরুদ্ধে। এই নাবিকের দলই ১৯১৭ বিপ্লবে বৈপ্লবিক সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক

সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। কোন কারণেই তাদের "শ্রেণীশত্রু" (class enemy) ব'লে অভিহিত করা যায় না। সামরিক বাহিনীকে দিয়েই এই নৌবিদ্রোহ-কে স্তব্ধ করে দিলেন লেনিন, ট্রট্স্কী, জিনোভিং, টুখাচেভ্স্কী।

১৯২১ সালের প্রারম্ভে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে রোগে মহামারীতে প্রাণ হারাল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম খুবই উর্দ্ধমুখী—শ্রমিকদের জীবিকার মান প্রথম যুদ্ধের আগের চাইতেও নেমে গেছিল। কল-কারখানায় উৎপাদন ১৯১৩ সালের উৎপাদনের চাইতেও অনেক কমে যায়,—শিল্পাঞ্চলের মানুষকে খাওয়াবার জন্য জোরপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের তৎকালীন নীতির ফলে কৃষকদের ওপর যেমন উৎপীড় চল—কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা তেমনি ব্যাহত হয়েছিল প্রাক-যুদ্ধ যুগের মোট কৃষি অধীন জমির মধ্যে মাত্র শতকরা ৬২ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছিল ১৯২১ সালে আর ফসলের উৎপাদন কমে শতকরা ৩৭ ভাগে দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে দলে দলে গ্রামে গিয়ে ভীড় জমাচ্ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংঘর্ষ হচ্ছিল বিশেষ করে জোরপূর্বক শস্যসংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে। সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় এই সব সংঘর্ষ শুদ্ধ করা হচ্ছিল সেদিন। কারখানার শ্রমিকও বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল—বিক্ষিপ্ত ভাবে ধর্মঘট-ও হচ্ছিল। শ্রমিকরা বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—সমবেত ও সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা দাবী করছিল। ১৯২১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটীদের শ্রমিকদের এক ঘোষণায় বলা হয়েছিল :

"A Complete change is necessary in the policies of the government. First of all the workers and peasants need *freedom*. They don't want to live by the decrees of the Bolsheviks ; they want to control their own destinies. *Comrades, preserve revolutionory order* ! Determinedly and in an organised manner demand : *Liberation of all arrested Socialists and non-partisan working men* ; *abolition of martial law* ; *freedom of speech, prees and assembly for all who labour*."

[Lenin—by David Shub, P407]

"সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তন চাই। প্রথমত, শ্রমিক ও কৃষকেরা চায় স্বাধীনতা। বল্‌শেভিকদের অনুশাসন মাফিক তারা চলতে চায়না,—তারা

নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কমরেড, বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা চাই। দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাবী কর: সকল ধৃত, বন্দী সমাজতন্ত্রী ও নির্দল শ্রমিকদের মুক্তি চাই, সামরিক আইনের অবসান চাই, চাই বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা।

এ শিক্ষা তো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই একদিন রাশিয়ার সচেতন শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়েছিলেন। বিপ্লবের পর তাদের দাবী তারা জানাতে ছাড়ে নি। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় উল্লিখিত দাবীগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। এর মধ্যে ইকনমিজম্-এর কোন গন্ধ ছিলনা। এ এক রাজনৈতিক সচেতনতার দৃপ্ত প্রকাশ। তারা দাবী করেছিল: গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা, নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। কোটি কোটি মানুষকে দুঃসহ বেকারী, অপরিসীম দারিদ্র্য ও নিরক্ষতার শ্বাস রোধকারী অন্ধকারে রেখে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থপর আচরণের মধ্যে দিয়ে নতুন বেতন হার—মাগগীভাতা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের "সংগ্রাম চল্‌ছে—চলবে" ধ্বনি-সর্বস্ব হুঙ্কারেব কোন রেশ এতে ছিল না কিন্তু।

পেট্রোগ্রাড এর বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ক্রনষ্টাদ্-দ্বীপের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছিল, নতুন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। লেনিন—মিখাইল কালিনিন-কে পাঠালেন নাবিকদের শান্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। এর পর ট্রট্‌স্কী নিজের নাম স্বাক্ষর করে এক জরুরী নির্দেশনামা জারী করে ঘোষণা করলেন যে নিঃসর্তে আত্মসমর্পণ না করলে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করা হবে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ("Suppression of the rebellion and the destruction of the rebels by Armed forces")। বিদ্রোহী নাবিকরা পেট্রোগ্রাডি-এর ওপর কোন আক্রমণ চালাল না। ট্রট্‌স্কী যদি তাঁর নির্দেশ কার্য্যকরী ক'রে জনগণের রক্ত ঝরাতে উদ্যত হন তবেই তারা পাল্টা আঘাত করবে নচেৎ নয়,—এই ছিল তাদের বক্তব্য। ক্রনষ্টাদ্‌ দ্বীপের চতুর্দিক বরফে তখনও আচ্ছাদিত। ট্রট্‌স্কী ও টুখাচেভ্‌স্কী কামানের গোলাবর্ষণের হুকুম দিলেন নাবিকদের দখলীকৃত দুর্গকে বিধ্বস্ত করার জন্য (৭ই মার্চ)। নাবিকরা নিজেদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি "বিপ্লবী সমিতি" গঠন করেছিলেন। বিশ্ববাসীর জ্ঞাতার্থে বিদ্রোহী নাবিকরা তাঁদের বক্তব্য বেতার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন:

"The first shot has thundered. But the entire world

knows of it. The bloody field marshall Trotsky who stands up to the waist in the fraternal blood of the workers was the first to open the fire against revolutionary kronstadt, which rebelled against the government of the Communists in order to re-establish the real power of the Soviets. We will rise or fall under the ruins of kronstadt, fighting for the blood-stained cause of the labouring people. Long live the power of the Soviets ! Long live the world socialist revolution."

: প্রথম গোলার গর্জন ধ্বনিত হ'ল। সমগ্র বিশ্ব তার খবর রাখে। রক্ত পিশাচ ট্রট্স্কী ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রমিকদের রক্তে অবগাহন করেছেন এবং তিনি-ই বিপ্লবী ক্রনষ্টাদ এর বিরুদ্ধে প্রথম গোলা নিক্ষেপ করেছেন। বিপ্লবী ক্রনষ্টাদ প্রকৃত জনগণের পঞ্চায়েতী রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হয় আমরা দাঁড়িয়ে থাকব মাথা উঁচু ক'রে, না হয় ক্রনষ্টাদ-এর ধ্বংসস্তূপের তলায় বিলীন হয়ে যাব চিরতরে। আমরা মেহনতী মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম করছি। সোভিয়েট-পঞ্চায়েতের শক্তি দীর্ঘজীবি হোক, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

প্রায় ৬০,০০০ সৈনিক-ক্যাডেট ও বল্‌শেভিকদের নির্ভরযোগ্য লোকেদের নিয়ে টুখাচভস্কী ও ট্রট্স্কী অবরোধ রচনা করেছিলেন। বিদ্রোহী নাবিকরা যখন আত্মসমর্পণ করল না—তখন সুরু হল প্রচণ্ড লড়াই দুই পক্ষে। বিদ্রোহী নাবিকরা অমিত বিক্রমে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগল,—রুশ সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশার ভাব দেখা দিল। জেনারেল টুখাচভস্কী বলশেভিক নেতাদের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানালেন। তখন দশম পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। ৩০০ জন পদস্থ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ এতই তীব্র হয়েছিল যে শেষে রুশ সেনা বাহিনীর সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার করে। হাজার হাজার নাবিক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হল। টুখাচভস্কী নিজেই বলেছিলেন "আমি ৫ বছর যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম আমি এ রকম ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অতীতে দেখেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনা ['I was in the war for five years, but I can not remember such a slaughter'] রুশ সামরিক

বাহিনীর সৈন্যরা যখন বিদ্রোহী নাবিকদের গুলি করে হত্যা করতে অসম্মত হয় তখন সেই সব অমান্যকারী সৈন্যদের যুদ্ধ ক্ষেত্রেই গুলি ক'রে হত্যা করা হয়। শেষে ক্রনষ্টাদ বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়—অধিকাংশ বিদ্রোহী প্রাণ দিল কিছু বিদ্রোহী ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচালেন। লেনিন ও ট্রট্স্কীর নির্দেশেই এই বিদ্রোহ দমন করা হল। এই বিদ্রোহীদের স্বভাবসুলভ মার্কসীয় রীতি অনুযায়ী কমিউনিস্ট দুনিয়ার কাছে কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করা হলেও—লেনিন বুঝেছিলেন রুশ জনমানসে কি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এই বিদ্রোহ বিস্তার করেছিল। বিদ্রোহী-সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, ফরাসী গুপ্তচরদের অথবা মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভল্যুশনারীদের চক্রান্ত ব'লে এই বিদ্রোহকে লেনিন ও বলশেভিক নেতারা বর্ণনা করলেও—একথা অনস্বীকার্য্য যে ক্রনষ্টাদের নাবিকদের বিদ্রোহ (১লা মার্চ ১৯২১) প্রচলিত অবস্থা—অরাজকতা ও গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

Kronstadt-এর ১লা মার্চের প্রস্তাবের মুখবন্ধে ঘোষণা করেছিল :

"Whereas the present Soviets do not represent the will of the workers and peasants, *new elections* should be held *immediately by secret ballot, and before the elections a free campaign should be conducted among all workers and peasants.*"

যেহেতু বর্তমান পঞ্চায়েৎগুলি দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়—সেই হেতু **অনতিবিলম্ব নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে—গোপন-ভোট-ব্যবস্থার মাধ্যমে আর সেই নির্বাচনের পূর্বে বাধাহীন সুযোগ দিতে হবে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাবার।**

বিদ্রোহীদের প্রস্তাবে একটি মূল দাবীর উল্লেখ ছিল। বিভিন্ন ধরণের মৌল স্বাধীনতার সাথে সাথে তারা দাবী জানিয়েছিল এক-দলীয় শাসন ব্যবস্থা রদ করতে হবে, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হবে, সেনাবাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্ট দলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—"প্রতিবিপ্লবী"-দের ঠাণ্ডা করার নামে সরকার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট চেকা-সংস্থার [Cheka—এক প্রকার বৈপ্লবিক ঠ্যাঙারে বাহিনী] ও ঝটিকা বাহিনী বা Shock

Brigades-এর বিলোপ সাধন দাবী করেছিল। এক কথায় সমাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক ও মানবিক রূপ দেবার দাবী তারা তুলেছিল প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের হাত থেকে মতবাদের অন্ধ গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও উন্মত্ততার হাত থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। যুগে যুগে শাসক শ্রেণী প্রত্যেক সমাজেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে ভয় পেয়ে এসেছে,—বিভিন্ন অছিলায় বিদ্রোহ-বিক্ষোভকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে শক্তির জোরেই। কোন "বিপ্লবী" সরকারই-বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে অথবা চক্রান্তমূলক "প্রাসাদ বিপ্লবের" মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত "বিপ্লবী" বা "প্রতিবিপ্লবী" সরকার নন্-কন্ফরমিজম্ গণতান্ত্রিক মতপার্থক্য প্রদর্শন-কে বরদাস্ত করে না। তারা চায় নিরঙ্কুশ আনুগত্য, প্রতিবাদহীন সৈনিকসুলভ সমর্থন, অনুসরণ। 'নেতা ও শাসকগোষ্ঠী অভ্রান্ত'—সকল প্রকার সমালোচনার উর্দ্ধে ; বিপ্লবী সমাজে মতামত তৈরী হবে রক্ত দিয়ে, বুদ্ধিদীপ্ত মন, সংবেদনশীল বিবেচক দিয়ে নয়, বিশ্বাস ও অন্ধ আবেগ যুক্তির স্থান দখল করবে। দলের কর্মী নাগরিক ও বুদ্ধিজীবিদের মনে "প্রশ্ন" থাকবেনা—কোন "জিজ্ঞাসা" থাকবেনা, কম্পাল্শান্ বাধ্যবাধকতা—পারস্-য়েশান বোঝাপড়ার স্থান নেবে। 'বিপ্লবী' হবে সে-ই যে নাকি খাঁটি কন্ফরমিষ্ট। লেনিন কি কোনদিনই কন্ফরমিষ্ঠ ছিলেন? স্তালিন, ট্রট্স্কী, মাও সে-তুঙ,-ক্যাস্ট্রো, টিটো কি কন্ফরমিষ্ট ছিলেন? এঁদের প্রত্যেকেই তো নন্-কনফর-মিজম্-এর বিজয় নিশান উড়িয়েছেন? প্রকৃত বিপ্লবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার-ই হল তাই। আর নন্-কনফরমিজম্-এর পতাকা তুলে ধরার অধিকার কি ইতিহাস শুধু লেনিন, স্তালিন, মাউ সে-তুঙ, ক্যাস্ট্রো, গুয়েভারা, টিটো, ট্রটস্কীকেই দিয়েছিল? যেটা নেতার পক্ষে দোষনীয় হবে না সেটা সাধারণ কর্মী-শ্রমিক-কৃষক-নাগরিক-বুদ্ধিজীবিদের কাছে দোষনীয় হবে কোন যুক্তিতে?

আমি কারুর ছায়া নই কারুর কায়া নই, কোন ধ্বনির প্রতিধ্বনি নই—একথা বলার অধিকার আমার জন্মগত অধিকার। কোন মহানায়কের, মহা বিপ্লবীর নির্দ্দেশ ও হুকুম তামিল করতে সেই অধিকারবোধকে খর্ব করে খর্বতার অপমানে চিরবন্দী হয়ে থাকতে রাজী নই। সত্যের সন্ধানে বিবেক মানব প্রেম—ন্যায় বোধের নির্দেশে চলার দাবী জানবার অপরাধে যদি অনন্ত নির্যাতন ও গ্লানির প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে থাকতে হয়—তবু সই।

ক্রনষ্টাদ্ নাবিকরা বীর যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু তারা বিপ্লবের কৌশল রপ্ত

করতে পারেন নি। তারা চেয়েছিলেন যাতে রক্তক্ষয় না হয়—সকলে নিজ নিজ কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে করে যাবে—নিরলস ভাবে যা'তে দেশে সততা ও ন্যায় ভিত্তিক নির্বাচন সর্বস্তরে হয়। এই ছিল এদের শান্তিবাদী প্রত্যাশা। বিদ্রোহীরা ভাবতেও পারেন নি লেনিন ও ট্রট্স্কী নির্মম ভাবে তাদের বিদ্রোহ-দমনের প্রয়োজনীয় সব নির্দেশই দেবেন। লেনিন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে এদের কোন স্বচ্ছ—সুগঠিত সুনির্দিষ্ট ভাবধারা বা কর্মসূচী ছিলনা, কতকগুলো অস্পষ্ট ধোঁয়াটে শ্লোগান শোনা গিয়েছিল যেমন 'স্বাধীনতা', 'দাসত্ব থেকে মুক্তি', 'প্রতি সোভিয়েটের জন্য নতুন নির্বাচন', 'পার্টি ডিক্টেটরশিপ-এর নিপীড়ন থেকে মুক্তি' 'বলশেভিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা' ইত্যাদি। এই বিদ্রোহের মধ্যে লেনিনেব মতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল 'পাতি-বুর্জোয়া'—দোদুল্যমান মানসিকতা।

স্মরণ রাখা দরকার এই বিদ্রোহের সময় রুশ বলশেভিক পার্টির দশম অধিবেশন চলছিল। এই বিদ্রোহ যে সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ মিলেছিল পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে। ১৯১৭ সালেব নভেম্বব মাসে লেনিন বলেছিলেন স্বাধীন সমালোচনা বিপ্লবীর কর্তব্য ("*The duty of the revolutionary*")—তিনি গণতন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছিলেন সে সময়। কিন্তু দশম পার্টি অধিবেশনে দলেব সভ্যদের কাছে চরম ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবী করা হ'ল। পূর্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবাব পরও সিদ্ধান্তগুলিকে কেন্দ্র ক'রে দলেব মধ্যে আলোচনা চল্‌ত —তাতে লেনিন বাধা দিতেন না। কিন্তু দশম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলিই শেষ ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হল—'স্বাধীন সমালোচনা' মত-পার্থক্য প্রদর্শন—নিষিদ্ধ হল। এখন থেকে নির্বিচারে চোখ বুঁজে পার্টির হুকুম—নির্দেশ মান্য করাই বিপ্লবীর কর্তব্য বলে গণ্য হল। অথচ লেনিন নিজেই ১৯০৫ সালে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'কে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে—নৈরাজ্যবাদীদের (Anarchists) এই অভিযোগ দিতে গিয়ে বলেছিলেন':

"......We say: we are not delaying it but are taking the first steps in its direction, using the only means that are possible along ***the only right pa*** 'ı namely, the path of a democratic republic. ***Whoever wants to approach socialism by any other path than that of political democracy will inevita-***

bly arrive at absurd and reactionary conclusions both economic and political."

"আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আদৌ পিছিয়ে দিচ্ছিনা। সেই লক্ষ্যের দিকে পৌঁছুবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছি **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পথেই সেই লক্ষ্যের দিকে যাবার একমাত্র সঠিক পথ। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পথ ব্যতিরেকে অন্য পথ ধরে ঐ লক্ষ্যে যাবার চেষ্টা যারা করবেন তারা তাদের সেই কাজের দ্বারা অবাস্তব ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতির দিকেই অনিবার্যভাবেই ধাবিত হবেন।**" কিন্তু ১৯২১ সালের দশম পার্টি কংগ্রেসের মুল সিদ্ধান্ত সেই গণতান্ত্রিক আচরণ ও ভাবধারার মুলে কুঠারাঘাত করেছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট নেতা ডুবচেক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে নতুন 'ম্যাগ্‌না কার্টা' কমিউনিস্ট দুনিয়ার স্বীকৃতির জন্য পেশ করেছিলেন—সমাজতন্ত্রকে মানবিক-গণতান্ত্রিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন—তা নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হলো ৬ লক্ষ রুশ ও ওয়ারশ জোটভুক্ত 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলির উদ্ধত লালফৌজের ভয়াল ভ্রূকুটি দিয়ে, রুশ সাঁজোয়া গাড়ীর টহলের সামনে স্তব্ধ হ'ল গণতন্ত্রীকরণের দাবী। তবু বলব চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির বসন্তোৎসব ব্যর্থ হয় নি—হতে পারেনা—যেমন হয়নি ব্যর্থ ক্রনস্টাদ্-এর বিদ্রোহী নাবিকদের গণতন্ত্রীকরণের—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্য-মৈত্রী-গণতন্ত্র-স্বাধীনতা পরিব্যপ্ত করার আবেদন। সমাজতন্ত্র অর্থহীন হবে যদি তা গণতন্ত্রের মৌল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, আবার গণতন্ত্রও অলীক বস্তু হয়ে রইবে যদি না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমতা, ন্যায় বিচার সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের শাশ্বত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রট্স্কী রেভোলিউশনারী মিলিটারী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রূপে কড়া নির্দেশ দিয়ে যে-ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন—তাতে সাময়িক সাফল্যের গৌরব তিনি নিঃসন্দেহে লাভ করেছিলেন—বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক লেনিনের কাছে নিজের অসামান্য দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নিজের অপরিহার্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন—সত্যি, কিন্তু পরিণামে সেই নিষ্ঠুর যন্ত্রকেও প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করলেন—বিপ্লবী নেতা লেনিনের লোকান্তরিত হবার পর—যা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে স্তালিন নিজেই দখল করে ট্রট্স্কী সমেত সকল নেতাকেই সমুলে

উৎপাটিত করার ঘৃণ্যতম কাজে ব্যবহৃত হল বিপ্লবের নামে, লেনিনবাদের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে। লেনিন যখন নৈরাজ্যবাদীদের প্রত্যুত্তরে গণতান্ত্রিক পথ ধরে চলার অপরিহার্য্যতার কথা ১৯০৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন—তখন তাঁর মনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীশক্তি কর্তৃক গোটা সমাজ শাসিত হবার যে গভীর আশংকা জেগেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। এই যন্ত্রটিকে তৈরী করার জন্য কি স্তালিনই একা দায়ী ছিলেন? নির্বাসিত হবার পর ট্রট্স্কী স্তালিনের সমালোচনা করেছিলেন নির্মম ভাবে তাঁর অসমাপ্ত শেষ পুস্তকে কিন্তু তিনি যে-যন্ত্র Political apparatus) ও সংগঠন-তত্ত্ব লেনিন তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন (*Organisation doctrine*) তার কোন সমালোচনা করেন নি। (*Stalin*—by Trotsky) ঝাঁক ঝাঁক সরকারী বাহিনীর গুলির সামনে ক্রন্‌ষ্টাদ-এর বিদ্রোহী নাবিকদের দেহ লুটিয়ে পড়েছিল ("Killed like ducks in a pond")—পরবর্তী কালে স্তালিন-বেরিয়ার গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর বুলেটের মুখে হাজার হাজার পার্টি কম্‌রেড-নেতা-লেখক-সাহিত্যিক প্রাণ দিয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী বিদ্রোহী নাবিকরা মনে মনে হয়ত বলে গেল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে—যেমন রব্‌স্‌পিয়্যারে দাঁ্যাতো-কে বলেছিলেন: বন্ধু, আজ আমার পালা বটে, আগামী কাল কিন্তু তোমার পালা। তৈরী থেকো। স্তালিনের ভাড়াটিয়া জহ্লাদ নির্বাসিত ট্রট্স্কীকে রেহাই দেয়নি।

পনেরো

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় 'War Communism'-এর যুগের শোচনীয় পরিস্থিতি, তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট—মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী, কৃষক নিপীড়ন, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং সর্বোপরি ক্রনষ্টাদ বিদ্রোহ—সামগ্রিকভাবে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তা থেকে দেশকে কি ভাবে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তা সামনে রেখে লেনিন-কে সমগ্র পরিস্থিতির নূতন ক'রে মূল্যায়ন করতে হল। বাস্তব পরিবেশের চাপে তাঁকে পিছু হটে আসতে হল। *Militant Communism*-এর পরিবর্তে লেনিন নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী (New Economic Policy) গ্রহণ করলেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিন অবিসম্বাদী নেতা হলেও

ক্রনস্তাদের নাবিকদের বিদ্রোহ, কল-কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ লেনিনকে বুঝিয়ে দিল যে তাঁর নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনার গুঞ্জন উঠেছে তিনি অভ্রান্ত নন যে—প্রজাতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক আদর্শের, যে সাম্যবাদী আদর্শের বাণী একদিন তিনি শুনিয়েছিলেন—তারই প্রেরণায় দলীয় সঙ্কীর্ণতা উন্মত্ততা-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সচেতন মানুষ 'স্বাধীনতা', 'শিল্প-কল-কারখানায় গণতন্ত্র', 'স্বাধীন নির্বাচন' 'বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' 'দলীয় শাসনের কড়াকড়ি হ্রাস' দাবী করে বসেছিল। সুনিপুণ কৌশলতত্ত্বই এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কৌশলের সঠিক প্রয়োগতত্ত্বই লেনিনবাদের অপর নাম। ক্রনস্তাদ-বিদ্রোহের বেলায় নিষ্ঠুর দমননীতির প্রয়োগের পাশাপাশি অনুসৃত হল, পিছু-হটে-আসা নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী (NEP) এই দুই-এর বৈপরীত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। একদিকের নিষ্ঠুরতা যেমন চাপা বিক্ষোভ-হতাশা সৃষ্টি করেছিল—অপর দিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির প্রচণ্ড চাপের কাছে নতি স্বীকার করে 'সাময়িক' উদারনৈতিক কর্মসূচীর প্রবর্তন দ্বারা তা'কে প্রশমিত করা হল। লেনিনের এই কৌশল রাশিয়ার বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট নেতারা অবলম্বন করেছেন। যেমন এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে স্তালিনের আমলে যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক বিরোধিতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক মামলা রুজু করে (treason trials, Purges) অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার ক্রুর নীতি চালু হয়েছিল সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য ও জনগণের চাপা বিক্ষোভ ও হতাশাকে ঢাকা দেবার জন্য স্তালিন গণতান্ত্রিক সংবিধানের নামে ১৯৩৬ সালের সোভিয়েট শাসনতন্ত্র চালু করার ঘোষণা করলেন ('stalion constitution')। হাজার হাজার নাগরিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, মিথ্যা কল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে দলের সেরা সেরা নেতাদের হত্যা করে স্তালিন নিজের ব্যক্তিগত একনায়কত্বকে নিরুপদ্রব, নিষ্কণ্টক করেছেন—, ৭০ লক্ষ মানুষকে যখন বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে ঠিক সেই সময়—১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে "স্তালিন সংবিধানে" স্বাধীনতার কথা মহাসমারোহে ঘোষণা করা হল। সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদে বলা হ'ল :

"Citizens are guaranted by law :

(a) freedom of speech, (বাক স্বাধীনতা)

(b) freedom of the press, (সংবাদপত্রের স্বাধীনতা)

(c) freedom of assembly including the holding of mass meetings, (সঙ্ঘবদ্ধ হবার ও জনসমাবেশের স্বাধীনতা)

(d) freedom of street Processions and demonstration,

(পথে শোভাযাত্রা ও মিছিল পরিচালনার স্বাধীনতা)

সংবিধানের ১২৭ ধারায় বলা হ'ল :

"Citizens of the U.S.S.R. are guaranted ***inviolebility of the person.*** No person may be placed under arrest except by decision of Court or with the sanction of a procurator.

সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে বলা হ'ল :

The ***inviolebility of the homes*** of *citixen* and *privacy* of correspondence are protected by law."

আর এই সংবিধানকেই পৃথিবীর "সেরা গণতান্ত্রিক সংবিধান" বলে প্রচার করা হল। একদিকে গণতন্ত্র, 'স্বাধীনতা,' ব্যক্তিগত জীবনের "গোপনীয়তা" 'অলঙ্ঘনীয়তা' সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত—অন্যদিকে সেই সংবিধানকেই "শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র" বলে একই সঙ্গে প্রচার করা হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার স্বীকৃত হল। সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার কাগজিক অধিকারই থেকে যায়—বাস্তবতার মর্য্যাদা পায়না যদি বা সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি কার্য্যকরী করার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো যদি না থাকে (machinery for enforcement of such rights)। স্তালিন সংবিধানে এরূপ কোন কাঠামোর কোন আভাস মাত্রও নেই।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম সম্মেলনে ক্রুশ্চভের ঐতিহাসিক ভাষণ—স্তালিনের "শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের" প্রহসনের মুখোস খুলে দিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান হয়েছিল সোভিয়েট লাল ফৌজ দিয়ে তাকে দমন করার নীতির বিরুদ্ধে রুশ দেশে নতুন বিক্ষোভ চাঞ্চল্য অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরের সংঘর্ষে প্রায় ২৫ হাজার হাঙ্গেরীয়ার মুক্তিকামী কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট সমর্থক প্রাণ দিয়েছিল। রুশ দেশে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একটি 'প্রাসাদ বিপ্লব' ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মার্শাল জুকভের সমর্থন নিয়ে ক্রুশ্চভ সে-যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেলেন। নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি সোভিয়েট জনগণের উন্নত জীবনের মানের জন্য কর্মসূচীর কথা বললেন (more meat and butter)—

জীবনের অধিক স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম বিলাসের ওপর গুরুত্ব দেবার জন্য তিনি মাও সে-তুঙ-এর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন পরে। আবার ১৯৬৮ সালের ২০শে আগস্ট চেকোশ্লোভাকিয়া বিশাল লাল ফৌজ পাঠিয়ে দিয়ে সে দেশের গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর উলঙ্গ আক্রমণের পর রাশিয়াতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে স্তালিনবাদী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা সে দেশে সুরু হল যেমন একদিকে তেমনি আবার নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং আনবিক মারণাস্ত্র নির্মাণের নিয়ন্ত্রণের [Strategic Arms limitation Talks—(SALT) at Helsinki] ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে বিক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা হ'ল—, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী-কে রুখবার চেষ্টা হয়েছে—লেনিন শতবার্ষিকী বৎসরে বৈষয়িক উন্নতি—উন্নত মানের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনা রূপাযণের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে।

'রেভলিউশন্' ও 'রিফর্ম' বিপ্লব অথবা বিদ্রোহ ও সংস্কার পাশাপাশি চলে। বিদ্রোহীদের বা সংগ্রাম পন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে নেবার জন্য সংস্কার বা কিছু কিছু অন্তত দাবী মেনে নেওয়ার অনিবার্যতা দেখা দেয়। লেনিন সেটা জানতেন তাই ক্রন্স্তাদ্ বিদ্রোহের পরে-পরেই এসেছিল নতুন অর্থ নৈতিক সংস্কার (NEP)। ক্রনস্তাদ্ বিদ্রোহকে বিদ্রূপ করলেও তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা লেনিন সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। এই পটভূমিতেই নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর (NEP) গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা বুঝে নিতে হবে।

মার্কসবাদী বিপ্লবী তত্ত্বকথা এক জিনিষ আর বাস্তব পরিস্থিতির চাপ আর এক। বাস্তববাদী লেনিন মর্মে-মর্মে তা অনুভব করেছিলেন। প্রথমত, রাশিয়ার প্রয়োজন ছিল দেশ পুনর্গঠনের ও পরিকল্পনার জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ—বিদেশী ঋণ, শিল্পোন্নয়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিশেষ করে বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade) রাশিয়ায় উৎপন্ন কাঁচা মাল অন্য দেশে রপ্তানী করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে শিল্পোন্নয়ণের জন্য যন্ত্রাংশ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার ফলাও ব্যবসা বাণিজ্য চালু হয়েছিল যদিও ১৯৩৩ সালের পূর্বঅবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে নি। তৃতীয়ত, প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়া দেশগুলির কাছ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করার। কেননা সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে এবং কূটনৈতিক

সম্পর্ক স্থাপিত হলে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র গোষ্ঠী কর্তৃক "সমাজ-তান্ত্রিক" রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলাও বন্ধ হবে—আর সেই অবসরে রাশিয়া নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবে। এই সময়ের লক্ষ্যই ছিল নিজের দেশে সমাজতন্ত্রকে কায়েম ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা (Socialism in one country)। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লেনিনের জীবদ্দশাতেও রাশিয়া পুরোমাত্রায় নিয়েছে—কিন্তু একই সঙ্গে বুর্জোয়া দেশগুলির কঠোর একটানা সমালোচনাও করে গিয়েছে। পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট অনুগামীদের সব সময় এই ধারণাই দৃঢ় হয়েছে যে "সমাজতান্ত্রিক" রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক" মাধ্যমে (কমিন্‌টার্ণ)। যেমন আমাদের দেশের যুক্তফ্রন্ট শাসিত কেরালা ও পশ্চিম বাংলায় একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজির মালিক বিড়লা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের শোষিত সর্বহারাদের আপোষ বিহীন সংগ্রামের কথা বলে দল ভারী ও বাজার গরম করছেন মার্কসবাদীরা অপরদিকে বিড়ল-বাজোরিয়াগোষ্ঠী বিশেষ সুযোগ সুবিধা খাতির ভোগ করছেন। আর প্রতিদানে বিড়লারা তাদের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসাও করছেন। ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও সমালোচিত বিড়লা-গোষ্ঠীকে যে-ভাবে আদর করে সর্বপ্রকার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ ভোগের আশ্বাস দিয়ে কেরালা রাজ্যে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী ই. এম. এস. নামবুদ্রীপাদ কল-কারখানা খোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন সেটা সত্যি-সত্যিই অভিনব। পশ্চিম বাংলায়ও যুক্তফ্রন্টের আমলে বিড়লারা যে-বিশেষ খাতির মার্কসবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ভোগ করেন তাও চোখে লাগারই মত। কিছুকাল আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা কলকাতার সমস্যা পর্য্যালোচনার জন্য কলকাতায় এলে মার্কসবাদীরা কলকাতা নগরীতে এক তাণ্ডবের আয়োজন করেছিলেন—অথচ আমেরিকার সর্ববৃহৎ মোটরগাড়ী নির্মাণকারী কোম্পানী জেনারেল মোটর্স্‌-এব (General motors Ltd) প্রধান রোচি সাহেব যখন এই কলকাতাতেই বিড়লাদের সঙ্গে সহযোগিতায়—কোলাবরেশন-এ হিন্দুস্থান মোটরস্‌ লিমিটেড (বিড়লার) কোম্পানীর কারবার ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তোলার জন্য এসেছিলেন, খোদ হিন্দুস্থান মোটরস্‌-এ সামান্যতম শ্রমিক বিক্ষোভ-ও হয়নি—ভিয়েৎনাম যুদ্ধে উস্কানিদাতা প্ররোচক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীদের শিরোমণির সঙ্গে মিলে-

মিশে সাহায্য নিয়ে—যে বাংলার আর এক নাম নাকি ভিয়েৎনাম—সেই বঙ্গীয় ভিয়েৎনামে কারবার বাড়াবার 'ষড়যন্ত্রে'র বিরুদ্ধে, কারখানার আশে পাশে কোন গেট মিটিং-ও হয়নি। "মার্কিন কুত্তা ভারত ছাড়ো—জল্‌দি ছাড়ো" স্লোগানে আকাশ বাতাস কম্পিত হয় নি—ট্রাম বাস-ও পোড়ে নি—রাস্তায় বিপ্লবও হয় নি। আর হিন্দ মোটর্‌স্ এর ইউনিয়নও সেই সাচ্চা মার্কসবাদী বিপ্লবীদের দখলেই ছিল। প্রয়োজন কি আইন মানে—মার্কসবাদের অনুশাসন মানে? লাল চীনও ১৯৬৮-৬৯ সালে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ক্যানেডা থেকে ২০ কোটি ডলার মূল্যের গম খরিদ করেছে, —৯ লক্ষ টন গম অস্ট্রেলিয়া থেকে খরিদ করে খাদ্য ভাণ্ডার তৈরী করছে ইউরোপে ওয়ারশ নগরীতে "ঘৃণ্যতম" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এশিয়ায় বিপ্লবের বাজার গরম রাখার জন্য লাল চীন অহর্নিশি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বাচনিক ও মসি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লবী লেনিনের যদি নিজের দেশের উন্নয়ণের জন্য মার্কিন ডলার—যন্ত্র-শিল্প—রুশ-মার্কিন-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও স্ফীতি একান্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে—বর্তমান রাশিয়ার সঙ্গে যদি ফরোমোজায় অধিষ্ঠিত কমিউনিস্ট বিদ্বেষী বিশেষকরে কমিউনিস্ট চীন বিদ্বেষী চিয়াং কাইশেক সরকারের পারস্পরিক আলোচনা চলতে পারে, ওয়ারশ-নগরীতে পিকিং-এর কূটনীতিবিদদের সঙ্গে মার্কিন কূটনীতিবিদদের গোপন বৈঠক দিনের পর দিন নিজেদের বৈষয়িক ও জাতীয় স্বার্থের তাগিদে চলতে পারে, রবার্ট ম্যাক্‌নামারা যদি মস্কোতে ভারতে আসার পথে রুশ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায়—প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব রূপে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিজের সরকারকে সামরিক পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও, তাহলে ভারতবর্ষ তার নিজের বৈষয়িক স্বার্থে যদি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান রূপে (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) রবার্ট ম্যাকনামারাকে এদেশে আমন্ত্রণ করে থাকেন আর সেই বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যদি তিনি কলকাতার উন্নয়ণ সমস্যা নিয়ে পর্য্যালোচনার জন্য কলকাতায় অতিথি রূপে এসে থাকেন তাহলে তুলকালাম কাণ্ড হবে কোন যুক্তিতে? আবার এই মার্কসবাদী বেশী লাল—ফিকে লাল—মাঝারী লাল—বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লীতেও আছেন। কেনই বা সেই সব ভারতের বড় বড় নগরীতে কোন বিক্ষোভের আয়োজন তারা করলেন না রবার্ট ম্যাকনামারা যখন সেইসব নগরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন?

লেনিন "নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর" যুগে বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেই রুশ দেশে সফল বিপ্লবের পর পঞ্চাশ বৎসর একটানা সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিজের দেশে উৎপাদন বাড়াবার জন্য 'বুর্জোয়া' দেশ জাপানী বিশেষজ্ঞ ও জাপানী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি রুশ-জাপ কারিগরী সহায়তা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ৩০ কোটি ডলার ব্যয়ে সুদূর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা চালাবার জন্য নীখোড়কা নামক স্থানে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি নতুন বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বন্দর নির্মাণের এক তৃতীয়াংশ খরচের টাকাও যাতে জাপানের কাছ থেকে পাওয়া যায় তার জন্য রাশিয়া জাপানের কাছে আবেদন জানিয়েছে। (মস্কো থেকে প্রচারিত সংবাদ ১৯শে জানুয়ারী, যুগান্তর ২০শে ফেব্রুয়ারী)।

১৯১৮ সালেও লেনিন শিল্প-কৃষি ও ব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথাকে (Private enterprise) ধিক্কার জানিয়েছেন। দলের ভিতর বা বাইরে কেউ ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে কোন কথাই বলার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ ১৯২১ সালে সেই মহানায়ক লেনিন স্বীকার করে বসলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা মালিকানা মেনে নেওয়া প্রয়োজন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে। শ্রমিকদের জন্য মজুরী প্রথা (wage system) কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ওপর মালিকানার অধিকার মেনে নেওয়া হল—গ্রামে গ্রামে গৃহযুদ্ধের যবনিকা পতন ঘটল। ১৯২১ সালের ১৫ই মার্চ লেনিন বলশেভিক পার্টির দশম অধিবেশনে ঘোষণা করলেন :

"We must try to *satisfy* the demands of the peasants who are dissatisfied discontended, and *legitimately discontented.*

......In essence the small farmer can be satisfied with *two things.* First of all there must be a *certain amount of freedom of turnover, of the freedom for the small private proprietor*; and secondly, commodities and products must be provided."

"যে সকল কৃষকরা বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত কারণেই অসন্তুষ্ট তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।.....মূলতঃ, ছোট খামারীরা দুটো জিনিষের প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রথমত, উৎপন্ন খাদ্যশস্যের

বেচাকেনার ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা ছোট ব্যক্তিগত মালিকের স্বাধীনতা থাকা দরকার এবং দ্বিতীয়ত, ভোগ্যপণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহের ব্যবস্থাও তাদের জন্য করা দরকার।”

'নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী' (NEP) প্রবর্তন করে লেনিন খাদ্যশস্য ব্যবসায় রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব—যেটা এতদিন সমাজতন্ত্রবাদের লেনিনবাদী স্তম্ভ বলে গণ্য ছিল—সেই মৌলিক নীতি থেকে সড়ে আসা হল। 'লেভী' ক'রে কৃষকদের খামার থেকে সম্পূর্ণ শস্য আদায় করার নীতির জায়গায় একটি নির্দিষ্ট কর বসাবার ব্যবস্থা হল। আর সেই কর বা খাজনা (Rent) শস্যের বিনিময়েও পরিশোধ করা চলবে (In kind) ঘোষণা করা হ'ল। লেনিন বুঝেছিলেন এই নীতি গ্রহণ করে সংশোধিত আকারে পুঁজিবাদকে মেনে নেওয়া হচ্ছে নীতিগতভাবে, অন্তত। কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত শস্যপণ্য খোলাবাজারে বিক্রয়ের সুযোগ পেল মূল্যের বিনিময়ে। লাভ (Profit) করার সুযোগও অর্জন করল। অথচ মার্কসবাদী চিন্তাধারায়—এই ধরণের অধিকার স্বীকার করে নেবার অর্থই হল তার মূলে কুঠারাঘাত করা।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে সমগ্র দেশে যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা সমকালীন রুশ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী'-কে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' (State Capitalism) বলে অভিহিত করেছিলেন লেনিন। তিনি বলেছিলেন :

..."A succession of transition periods such as state capitalism and socialism was required to prepare, *through many years of preliminary work,* the transition to Communism. Not upon the foundation of this enthusiasm born of the revolution, upon the basis of *personal interest personal participation,* upon the basis of economic purposefulness you must attempt *first* to build small bridges which shall lead a land of small peasant holdings through state capitalism to socialism. Otherwise you will never lead tens of millions of people to Communism".

(Lenin, *Collected works* Vol XVIII P. 369, 1922 Edition)

কয়েকটি উপর্যুপরি বিবর্তনের যুগ—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনার যুগ উত্তীর্ণ হয়েই দীর্ঘদিন ব্যাপী প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে তবেই কমিউনিজম্-এর স্তরে পৌছুন যাবে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে উন্মাদনা ও উৎসাহ জন্ম নিয়েছে—সেই উন্মাদনা-উৎসাহকে ভিত্তি করে নয়—তার সাহায্যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণ এবং উদ্দেশ্য-ব্যঞ্জক অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌছুবার উপযোগী ছোট ছোট সেতু নির্মাণের কাজে হাত দিতে হবে। এই ভাবেই অসংখ্য ছোট ছোট জোত-খামারে ভরা এই বিশাল কৃষিপ্রধান দেশ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কমিউনিজম্-এর লক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে যাবার অন্য কোনই পথ নেই।

মার্কসবাদের মৌলিক ভাবধারায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে লেনিনের এই বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিছক প্রয়োজনের চাপে নৈষ্ঠিক তত্ত্বকথা (Pure Polemies) থেকে পিছু হটে এসে বাস্তবতার শক্ত মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কৌশল যদি লেনিনের বেলায় বিপ্লবী বাস্তবতাবোধ বা রেভো-লিউশনারী রিয়্যালিজম্ বলে গণ্য হয়—অন্য অমার্কসবাদীদেব ক্ষেত্রে সেই রকম পিছু হটে আমাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ অথবা অন্য মার্কসবাদীদের ক্ষেত্রেই বা অনুরূপ কৌশলগত পিছু হটে আসা সংশোধনবাদ রিভিশনিজম্ বলে ধিকৃত হবে কেন? মার্কসবাদী তত্ত্বের বিচারে লেনিনের এই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী—'সংশোধনবাদ' ছাড়া অন্য কি হতে পারে? নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সমর্থনে লেনিন যা বলেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মর্শাল টিটো অথবা তাঁর দল লীগ অব কমিউনিস্টস্ অব যুগোশ্লাভিয়া—তার রাজনৈতিক থিসীসে তা বলেন নি। নৈষ্ঠিক মার্কসবাদ থেকে টিটো সড়ে এসেছেন এই অভিযোগে তিনি 'শোধনবাদী' বলে নিন্দিত হয়েছেন—সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সাহায্য নেবার অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক-দোসর বলে তথাকথিত সারা মার্কসবাদী দুনিয়ার ধিক্কার কুড়িয়েছেন। কিন্তু লেনিন ব্রেষ্ট লিটভস্ক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার ভৌগলিক আয়তনের বিশাল অংশ ও জনসংখ্যা সাময়িক-ভাবে খুইয়ে, কিংবা নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কালে বুর্জোয়া আমেরিকার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে কোন মার্কসবাদী নিন্দার সম্মুখীন হন নি কিন্তু।

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডুব্‌চেক দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্যে নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক মার্কসীয় গোঁড়ামি (Communist or th: doxy) থেকে পিছু হটে এসে অধিক বাস্তবতা (Pragmatism), উদারতা গণতন্ত্রের কথা বলার অপরাধে প্রতিক্রিয়াপন্থী-প্রতিবিপ্লবী, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবকদের সহায়ক বলে ধিকৃত হলেন কেন মস্কো-পন্থীদের কাছে ?

লেনিনের "নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী"-কে ইংলণ্ডের সোস্যালিস্টরা অনেকটা তাঁদের কর্মসূচী বলে মনে করেছিলেন। লেনিন একাধিক একের-পর-এক ট্রানজিশন্-এর যুগ কাটিয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের স্তর পেড়িয়ে কমিউনিজম-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবার কথা বলেছিলেন। এ-ও তো সেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার তত্ত্বকথা বা মার্কসবাদীরা "গ্র্যাজুয়া-লিজম্" বলে নিন্দা করে থাকেন। লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণ তত্ত্ব—ধীরে ধীরে বুঝে-সুঝে ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলারই তত্ত্বকথা।

স্তালিনবাদীরা মার্কসীয় ডায়েলেকটীক্ প্রয়োগ ক'রে বলতেন জঙ্গী কমিউনিজম (War Communism) হচ্ছে স্থিতি বা থিসীস আর নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী তার প্রতিস্থিতি বা এ্যান্টিথিসীস। এই দুয়ের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যে স্তালিনবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্তালিনের নেতৃত্বে সেটাই হল প্রগতিশীল উচ্চতর সমন্বয় (সিনথিসীস)। এ কথা মেনে নিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে কমিউনিজম-এর নীতিগত পরাজয়কেই সাফল্যরূপে প্রমাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া জঙ্গী কমিউনিজম-এর যুগ সুরু হয়েছিল বিপ্লবী লেনিনের নেতৃত্বের যুগেই—নিশ্চয়ই তাঁর বা তাঁর দলের নির্দেশ অমান্য করে সেই জঙ্গী-নীতি নিশ্চয়ই কেউ চালু করে নি। আবার "নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী"-ও (NEP) লেনিন নিজেই প্রবর্তন করলেন। তাহলে লেনিন নিজেই নিজের ঘোষিত ও প্রচারিত তত্ত্বকে নাকচ করে—আর একটা প্রগতিশীল সমন্বয়-এর (Synthesis) সূচনা করছেন এটা যুক্তির ধোপে টিকবে কি ? আর স্তালিনবাদী সমাধান—যা স্তালিনোত্তর যুগে রাশিয়াতেই সব চেয়ে বেশী ঘৃণিত ধিকৃত হয়েছে—তাকে বিবর্তনের পথে উচ্চতর প্রগতিশীল স্তর (Higher Stage) বলে স্বীকার করা চরম যুক্তিবাদ বিরোধী তত্ত্ব নয় কি ?

তাত্ত্বিক পরিভাষায় জঙ্গী কমিউনিজম-এর যুগটি (১৯১৮-১৯২১, মার্চ) তীব্রতর শ্রেণী সংগ্রামের (Class war) যুগ। আর নতুন অর্থনৈতিক

কর্মসূচীর (NEP) যুগটি শ্রেণী-শান্তির যুগ (class peace)। এই দুইয়ের সংঘাতকে যদি ডায়েলেকটীক্ অনুযায়ী থিসীস, এ্যান্টি-থিসীসের সংঘাত বলা হয় তাহলে একই নেতার মধ্যে দিয়ে (লেনিন) একাধারে শ্রেণী সংঘর্ষ ও শ্রেণী শান্তির প্রতিফলন হয়েছে স্বীকার করতে হয়। যুক্তির বিচারে এ এক অদ্ভুত অবাস্তব পরিস্থিতি নয় কি? আর লেনিনোত্তর যুগে স্তালিনের কার্য্যসূচীকে যদি এই থিসীস্ এ্যান্টি-থিসীস-এর সংঘর্ষউদ্ভূত সমন্বয়কেই (Synthesis) মেনে নেওয়া হয়, তর্কের খাতিরে, 'নতুন সমন্বয়' ব'লে—তাহলে সেই সমাজে তো আর কোনই সংঘর্ষ আদৌ থাকতে পারে না—ডায়েলেকটীক অনুযায়ী। কিন্তু উনবিংশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে প্রকাশিত "সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সমস্যা" সম্পর্কিত (Economic Problems of Socialism in U.S S R") স্তালিনের বহু-প্রচারিত রচনা এই স্বীকৃতি বহন করছে যে সে-দেশে সেই সময়েও উৎপাদন সম্পর্ক ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদন শক্তির সংঘাত বিদ্যমান ('A contradiction between production forces and productive relations') ছিল।

এই সম্পর্কে ডয়েটশার বলেছেন :

.. "Under capitalism there is the constant, latent or open conflict between private property in means of production and the social inter-dependence of the producers, or, more generally, the social character of the productive process. Only social ownership of the means of production can, in Marxist view, resolve the conflict between productive forces and productive relationships. *In so far as private (or 'group') ownership predominates over a vast sector of the Soviet economy (farming) the conflict persists, albeit in new form*" (*Heretics and Renegades*; By Issac Deutscher; Pp. 160-161.)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎপাদন—ব্যবস্থা ও উৎপাদক শ্রেণীর সামাজিক পারস্পরিক নির্ভরতা অথবা আরও বৃহৎ অর্থে উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক রূপটির মধ্যে হয় প্রকাশ্য অথবা সুপ্ত সংঘাত বিদ্যমান। মার্কসীয় দৃষ্টিতে কেবল মাত্র উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা উৎপাদক

শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-জনিত সম্পর্কের সেই সংঘর্ষের চির অবসান ঘটাতে পারে। সোভিয়েট অর্থনীতিতে কৃষিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী-মালিকানার ব্যাপক অস্তিত্ব সেই অন্তর্নিহিত সংঘর্ষের সাক্ষ্যই বহন ক'রে নতুন আকারে; তাহলে হয় স্বীকার করতে হবে সোভিয়েট ব্যবস্থা পুরো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, আর না হয় স্বীকার করতে হবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়-ও সংঘর্ষ থেকে যায়। মাও সে-তুঙ একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি antagonistic contradictions ও non-antagonistic contradictions-এর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজের মত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে, তবে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক (Antagonistic) আর সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ব non-antagonistic। মাও সে-তুঙের এই তত্ত্ব সোভিয়েট অর্থনীতিতে এই বৈরিতার ব্যাখ্যায় আদৌ প্রয়োগ করা চলেনা। কেননা এই বৈরিতা-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা—পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অন্তিম অধ্যায়।

লেনিনের 'নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচী' পৃথিবীর সকল দেশের সংঘর্ষবাদী জঙ্গী কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদীদের চোখ খুলে দিয়েছিল, শুধু ভারতবর্ষই ব্যতিক্রম। স্বয়ং লেনিনের চেয়েও বেশী জাঁদরেল লেনিনবাদী, আসল রাজার চাইতেও বেশী উগ্র রাজতন্ত্রী রাজভক্ত ভারতের মার্কসবাদীরা। আজও তাঁরা মোহান্ধ কর্মীদের, রোমাঞ্চ-অনুরাগী তরুণদের বৈপ্লবিক রোমাঞ্চনার (Revolutionary romanticism) খোরাক জোগান লেনিনের প্রাক্-বিপ্লব যুগের এবং "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" (State and Revolution ;—Lenin) গ্রন্থ থেকে টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি দিয়ে। "নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচী"—যুগের (NEP period) লেনিনের বক্তৃতা ও মতামতগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থের লেখক বাস্তবপরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য-কে জোরাল ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। "শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করা"র তত্ত্ব আর প্রচার করতে তাঁকে শোনা যায় নি। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পুস্তকে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হিংসাত্মক পর্যায়ে আসতে পারে এই সম্ভাবনার কথা লেনিন বলেছিলেন—"*a period of unusually violent class struggles in their sharpest possible forms*···"। এই ধরণের উক্তি তাত্ত্বিক পোষাকে সাজিয়ে রুশ বিপ্লবের পর-ও তিনি করেছিলেন। হাঙ্গেরীর

কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুন-কে (Bela Kun) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন শ্রেণী সংগ্রাম বিপ্লবের পর বিলুপ্ত হয় না—বরং অন্য আকারে আরও তীব্র হয়। অবশ্য এ সব উক্তিগুলি খাপ-ছাড়া সাধারণ উক্তি। মৌলিক তত্ব হিসাবে—সমাজতান্ত্রিক সমাজ অথবা সমাজ ব্যবস্থা যত কমিউনিজম্-এর নিকটবর্তী হবে—শ্রেণী সংঘর্ষ ততই তীব্রতর হবে—একথা প্রবন্ধাকারে লেনিন প্রচার করেন নি। বরং লেনিনের এই উক্তিগুলিকে পরবর্তী কালে স্তালিন ব্যবহার করেছেন ঐ তত্বের সমর্থনে নিজের একনায়কত্বকে আরও চরম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও রক্তাক্ত করার জন্য, দেশের অভ্যন্তরে স্তালিন-বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য, যেমন লেনিনের আমলে ক্রনস্তাদ বিদ্রোহের পর মেনশেভিক্ ও সোস্যালিষ্ট রেভলুশনারীদের নির্মূল করা হয়েছিল।

সে যাই হোক নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর যুগে এই শ্রেণী সংগ্রামের পথ পরিহার করা হল কেন? লেনিন রুশ বিপ্লবের পর জঙ্গী কমিউনিজম্-এর যুগে (War Communism) বলেছিলেন :

"The transition from capitalism to communism takes an entire historical epoch. Until this epoch is over, the exploiters inevitably cherish the hope of restoration and this hope turns into attempts at restoration······After their first serious defeat, the overthrown exploiters throw themselves with energy grown tenfold with furious passion and hatred grown a hundred-fold, into the battle for the recovery of the paradise of which they were deprived". (V.I. Lenin : Collected Works ; 4th Ed. Moscow Progress Publishers, Vol 28 P. 254)

পুঁজিবাদের স্তর থেকে কমিউনিজম-এর স্তরে পৌছুবার মধ্যে যে কালান্তর ঘটে সেটা একটা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ। এই সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ-টি সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যান্ত শোষক শ্রেণী বুর্জোয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের আশা পোষণ ক'রে চলে আর এই আকাঙ্খা নিছক আকাঙ্খার পর্য্যায়েই থাকেনা—তা'কে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় তা'রা লিপ্ত হয় অনিবার্য ভাবে। সফল বিপ্লবের ফলে যে পুঁজিবাদী স্বর্গ থেকে শোষক শ্রেণী নির্বাসিত হয়ে থাকে "প্রথম পরাজয়ের পর" সেই শ্রেণী হৃত-স্বর্গসুখ পুনরুদ্ধারের জন্য শত

সহস্রগুণ উত্তম, সঙ্কল্প ও জিঘাংসা নিয়ে প্রত্যাঘাত হানতে উদ্যত হবেই হ.ে,ব
এ লেনিনের কথা।

কিন্তু নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর যুগে (NEP period) লেনিন-কে আর এই ধরণের কথা বলতে শোনা যায় নি। কেন? তাহলে কি বুঝতে হবে যে যে-লেনিন পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র, জিঘাংসাবৃত্তি ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের চূড়ান্ত বেপরোয়া মতলব সম্বন্ধে এত সুনিশ্চিত ছিলেন শেষে নিজেই "নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী" প্রবর্তন ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণী-শাসন পুনঃপ্রবর্তনের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন? তা নিশ্চয়ই নয়। তাহলে বিপ্লবোত্তর কালে কমিউনিজম-এর চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছুতে উদ্যত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর ও আরও রক্তাক্ত হবার তত্ত্ব কোন ডায়েলেকটিক নীতির অমোঘ নিয়মে অথবা কোন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক নিয়মের ('Absolute economic law') শাসনে কি নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণের যুগে হঠাৎ মুলতুবী থাকল? সে সময় লেনিন ও তাঁর দলের হাতে ছিল অপরিসীম ক্ষমতা—তাঁর নিজের প্রভাব ও প্রেষ্টিজ ছিল অসীম। তিনি তো কখনও পশ্চিমবাংলা বা কেরালার যুক্তফ্রণ্টের মার্কসবাদী নেতাদের মত নিজেদের চরম ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য অহর্নিশি "সংবিধানের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার" দোহাই পাড়েন নি?

এই যুগে রুশদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যেমন 'শ্রেণী-শান্তি'র (class peace) নীতি চালু হয়েছিল দেশের স্বার্থে, তেমনি আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। 'থিওরী'-কে পেছনে ফেলে "প্র্যাকটীস্"—সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থবোধ ও প্রয়োজনের তাগিদে নিজের পথ বেছে নিয়েছিল। সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত রয়েছে।

বিরুদ্ধ অথবা ভিন্ন মত বা ভাবধারা-কে ও সেই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী শক্তি বা গোষ্ঠীকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে একদলীয় একনায়কত্ব-কে আরও শক্তিশালী নির্মম ও দীর্ঘস্থায়ী করার হাতিয়ার হ'ল—সমাজতান্ত্রিক-সমাজে-শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর-করার-তত্ত্ব। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গণতন্ত্র-কে চিরতরে নির্বাসনে রাখার এটা একটা তাত্ত্বিক কৌশল। সরকারী পর্য্যায়ে ব্যাপক হত্যা, লোক-দেখান মেকী বিচারের নামে (treason trials) রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের

উৎখাত করা, বাধ্যতামূলক দাসশিবিরে (Slave labour camps) লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিক্ষেপ করার এ হল তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা। স্তালিন এই নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন—কেননা তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্খা চরিতার্থতার মোক্ষম অস্ত্র এই তত্ত্বের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি কৃষককে তিনি দাস শিবিরে নির্বাসিত করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেছিলেন তাঁর গুপ্ত পুলিশ ও N.K.V.D-এজেন্সী মাধ্যমে। এই ব্যাপক নিষ্ঠুর হত্যালীলাকে 'শ্রেণী সংগ্রাম' বলেই চালান হয়েছে। ট্রট্স্কী, বুখারীন, জিনোভিভ, ক্যামেনেভ, রাইকভ, র‍্যাডেক এঁরাও স্তালিনের বিচারে "শ্রেণীশত্রু" বিবেচিত হয়েছিলেন। সমস্ত জীবন বিপ্লবের সাধনা করে শেষে এঁরাও "জনগণের শত্রু" ("enemy of the people") বলে ধিকৃত হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম সম্মেলনে (20th. Party Congress) ক্রুশ্চভ বলেছিলেন যে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে (17 th. Party Congress) গঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে "নির্বাচিত" ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৯৮ জনকে স্তালিন-যুগে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ মোট নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সদস্যের শতকরা ৭০ জনকে এই ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ১৯৩৪ সালের সেই সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে যোগদানকারী ১৯৬৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১০৮ জনকে পরবর্ত্তীকালে স্তালিন গ্রেপ্তার করিয়ে ছিলেন, অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও বেশী দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি "জনগণের শত্রু' বলে গণ্য হলেন। যখন ক্রুশ্চভ এই সব রোমহর্ষক তথ্য সম্মেলনে পরিবেশন করছিলেন তখন প্রতিনিধিদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল। সপ্তদশ রুশ পার্টি সম্মেলনে মোট যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ২২.৬ জন ছিলেন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই পার্টি সদস্য। ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে এই ধরণের পার্টি সদস্যের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২.৪ ভাগ। প্রায় দশ ভাগ প্রতিনিধির মধ্যে ৯ ভাগই 'পার্জের' সম্মার্জ্জনীর আঘাতে বিলুপ্ত হন। Mandatory Commission-এর তথ্যভিত্তিক রিপোর্টের ভিত্তিতেই একথা বলা যেতে পারে। রাশিয়া সরকারী ভাবে এসব তথ্য অস্বীকার করেনি আজও অবধি।

দেশ যতই কমিউনিজম-এর লক্ষ্যে এগুবে শ্রেণী সংগ্রাম ততই তীব্রতর হবে

এই আজগুবি তত্ত্বের এই হল ফলশ্রুতি। এই কশাইখানার বীভৎসতার তত্ত্ব-কে শিখণ্ডি রূপে খাড়া করে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নাগরিক ও দেশভক্তকে বলি দেওয়া হয়েছে। দেশ যত শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের বাধাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কমিউনিজম—অর্থাৎ 'শ্রেণীহীন, শোষনহীন, মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার কাছাকাছি হবে—দেশে শ্রেণীশত্রুদের সংখ্যা ও দৌরাত্ম্য ততই বাড়বে—এ রকম বিকৃত উদ্ভট তত্ত্ব বেয়নেট-রাইফেল পুলিশের ভয়াল ভ্রূকুটি দিয়ে গোটা দেশের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে। ক্রুশ্চভ বিংশতিতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে তাঁর রুদ্ধ-কক্ষ গোপন রিপোর্টে স্তালিনের এই তত্ত্বকথার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। স্তালিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি প্রতিনিধিদের বলেছিলেন যে স্তালিন বিশ্বাস করতেন :

The closer to socialism we are, the more enemies we will have.

কোন যুক্তি দিয়ে এই তত্ত্ব সমর্থন করা যায় কি? অথচ মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজ যতই সমাজতন্ত্রের স্তর ছুঁয়ে কমিউনিজম্-এর উচ্চতর স্তরের দিকে এগিয়ে যাবে—রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও শাসনের বল্গা ততই আলগা হয়ে আসবে, ডিক্টেটরশিপ-এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে,—মুক্ত হবে মানুষ চিরতরে সমস্ত শৃঙ্খল হবে ছিন্ন—জেগে উঠবে আলোর প্রাণ। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে (State will wither away)। কিন্তু স্তালিনের এই তত্ত্ব ঠিক বিপরীত কথাটাই সদম্ভে ঘোষণা করে। সমাজ যতই সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম-এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের কাছাকাছি হবে ততই শত্রুর সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই সব ক্রমবর্দ্ধমান শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য রাষ্ট্রকে আরও জবরদস্ত, আরও শক্তিশালী করতে হবে—পার্টি তথা দল-নেতার একনায়কত্বকে আরও নিষ্ঠুর, অপ্রতিরোধ্য ও নিষ্করুণ ক'রে তোলা আবশ্যিক হয়ে উঠবে।

১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ সম্মেলনে স্তালিন খোলাখুলি ভাবেই বলেছিলেন :

"We stand for the withering away of the State. At the same time we stand for the strengthening of the dictatorship of the proletariat, which is the mightiest and strongest state power that has existed. The highest development of state power with the object of preparing the conditions

for the withering away of state power—such is the Marxist formula. *Is this "contradictory" ? Yes, it is "contradictory". But this contradiction is bound up with life and it fully reflects Marx's dialectics*" (Stalin)

স্তালিনের জিঘাংসাতত্ব-র পরিণতি কি ভয়াবহ হতে চলেছে—সে সম্বন্ধে রুশবাসী ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল। তাই তাদের শান্ত করার জন্য খোলাখুলিই তাঁকে একথা বলতে হয়েছে। ডিক্টেটরের ইচ্ছা ও বাণীই সবকিছুর উৎস—মার্কসীয় ডায়েলেকটীক-এর-ও! সমাজতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সত্য সবকিছুই ডিক্টেটারী হুকুমত-এ ডিক্টেটারের-ই দাস্যবৃত্তি করতে বাধ্য।

পশ্চিম বাংলা ও কেরালায় যারা শরীকি সংঘর্ষকে শ্রেণী সংগ্রাম বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রগতিশীল সমাজে বা শাসন ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে এই লেনিনবাদী ও স্তালিনবাদী তত্বের একটানা প্রচার করে চলেছেন তাদের আসল রাজনীতির লক্ষ্যটা ওপরের আলোচনার আঙ্গিকেই ধরা পড়বে :

এখানে একটা মজার বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্তালিন এত বিপ্লবী কথা বলেও ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে নিজের দেশে ও দলের মধ্যে এই বিপ্লবী" তত্বের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন—কেননা বিশ্বরাজনীতির বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। তখন থেকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শ্রেণী-শত্রুদের সঙ্গে কমরেডশিপ-এর অচ্ছেদ্য বন্ধন—বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জাতীয়তা-বাদী দর্শনের রক্তমাতানো উন্মাদনা।

মার্কস ও লেনিন সমাজতন্ত্রের দুটি স্তরের কথা বলে গেছেন—নিম্নতর পর্য্যায় (lower phase) ও উচ্চতর পর্য্যায় (higher phase)। নিম্নতর পর্য্যায় হল 'Dictatorship of the proletariat'-এর যুগ, আর উচ্চতর পর্য্যায় হল 'withering away of the state"-এর (রাষ্ট্রের বিলুপ্তির স্তর) কাল। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির অর্থই তো 'নিম্নতর স্তর' থেকে বিবর্তনের ধাপ বেয়ে 'উচ্চতর স্তরের' দিকে এগিয়ে যাওয়া। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মার্কসবাদী তত্ব অনুযায়ী সংখ্যালঘু পুঁজিপতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণীকে জোর পূর্বক দমিত করে রাখে। কিন্তু যখন কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন জোরপূর্বক কাউকে বা কোন শ্রেণীকে আর দাবিয়ে (suppress) রাখার দরকারই হবেনা —রাষ্ট্রই তখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

"...*Absolutely unnecessary*, for there is *no one* to be suppressed no-one in the sense of a class, in the sense of systematic struggle against a definite section of the population."

তাহলে 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমাজ যতই এগিয়ে যাবে—শ্রেণী সংগ্রাম ততই তীব্রতর হবে—এই অদ্ভুৎ তত্ত্বকথা—কি ভাবে মেনে নেওয়া যায় ? সর্বহারার একনায়কত্বের পর্য্যায় থেকে যতই সমাজ এগিয়ে যাবে রাষ্ট্র বিলুপ্তির পর্য্যায়ের দিকে—ততই স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে সকল প্রকার সংঘাত—(conflict) বিলুপ্ত হয়ে আসবে। তাই যদি হয়, তাহলেও তো শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর ও আরও রক্তাক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও আদৌ থাকেনা। জবরদস্তি জঙ্গী শাসনকে বলপূর্বক চাপিয়ে রাখার তাত্বিক অজুহাত সর্বহারার একনায়কত্বের যুগে থাকৃতে পারে—কিন্তু বিবর্তনের সাথে সাথে ডায়েলেকটীকের অমোঘ নিয়মে—একরৈখিক মার্কসবাদী প্রগতিতত্বের ভিত্তিতে একথা মেনে নিতেই হবে যে কমিউনিজম-এর নিম্ন পর্য্যায়ের একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটতে বাধ্য। নতুবা মার্কসীয় প্রগতিতত্ত্ব নাকচ হয়ে যাবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির অন্যতম অনিবার্য্য পরিণতিই হল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্তরোত্তর গণতন্ত্রীকরণ, শাসন ক্ষমতার অবক্ষয় ও উত্তরোত্তর বিলোপ সাধন। কিন্তু কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্রে কি সেই সম্ভাবনার কোন ইংগীত পাওয়া যাচ্ছে ? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিন দিনই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে (centralisation of power), রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রের দাবী সমাজতান্ত্রিক—মার্কসবাদী রাষ্ট্রে নিছক অরণ্যে রোদনেরই সামিল আজ। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আচরণবাদের প্রচণ্ড বৈপরীত্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে—সমকালীন রাজনৈতিক তত্বকথার ধুম্রজাল সৃষ্টি ক'রে—তা'কে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছেনা।

সমাজতান্ত্রিক মার্কসবাদী রাষ্ট্রে নতুন কুলীন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে (new class) যাঁরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগী—"More equal than others"। এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের ও বিশেষ ক্ষমতা (power) ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ভিত্তি—সম্পত্তি—জমি কল-কারখানা বা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা (ownership) নয়। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি তত্বে (withering away of the state) এই শ্রেণীর কোন রুচি নেই। এই শ্রেণীই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে প'ড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছে—বিশেষ ক'রে সামরিক বিভাগেও।

শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেই নয়া কুলীন 'ব্রাহ্মণ' ও 'সৈয়দ' শ্রেণীর স্বার্থে। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করবে কে বা কারা—আর সেই বিরোধিতা করার সুযোগই বা শাসক শ্রেণী দেবে কেন? লেনিন রাষ্ট্রবিলুপ্তি সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"The state will be able to wither away completely when society can apply the rule: "*From each according to his ability, to each according to his needs.* that is when people have become so accustomed to observing the fundamental rules of social life and when their labour is so productive that they will voluntarily work *according to their ability.*"

যে-সব নীতি কথার উল্লেখ লেনিনের বিবৃতিতে রয়েছে—৫০ বছরেরও বেশী কাল ধরে লেনিন-প্রতিষ্ঠিত 'সাম্যবাদী' রুশ রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র চালু থাকার পরও সেই নীতির রূপায়ণ ঘটেনি। 'নতুন শ্রেণীর' (new class) সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের আয়ের বৈষম্য ও উচ্চ-নীচ ভেদ ক্রমশই বাড়ছে। রাষ্ট্রীর ক্ষমতার বা শাসনকারী কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতার অবক্ষয় বিন্দুমাত্র ঘটেনি—ডিক্টেটারশিপ-এর প্রয়োজনীয়তা আজও পর্য্যন্ত ফুরাল না। সুদীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশীকাল অতিক্রান্ত হবার পরও—সমাজতন্ত্রের "সেই নিম্নতর পর্য্যায়েই" (lower phase of communism) সমাজব্যবস্থা আটকিয়ে পড়ে রইল। তাহলে মার্কসবাদী প্রগতিতত্ত্ব কি ভিত্তিহীন? পঞ্চাশ বছরের পরীক্ষা কি একটি জাতির জীবনে একটি তত্ত্বের (Ideology) পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ সময়সাপেক্ষ নয়? রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতত্ত্ব কি তাহলে একটা মার্কসবাদী 'ইউটোপিয়া'—অলীক স্বপ্ন? একি একটা মরিচিকা মাত্র?

স্তালিন একমুখে বলেছেন যতই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে দেশ এগিয়ে যাবে ততই শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে। আবার ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট সংবিধানের খসড়া (Stalin Constitution) পেশ করার সময় তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে রুশ দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানায় সম্পূর্ণ সাফল্যের (complete victory) কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং আরও বলেছিলেন যে সে-দেশে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে। তাহলে সেই যুগে সেই দেশে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে কোন্ যুক্তিতে? শ্রেণী শত্রু যদি বিলুপ্তই হয়ে থাকে তাহলে শ্রেণী সংঘর্ষ 'তীব্রতর' হবার তো কোনই কারণ

থাকেনা। আবার ১৯৩৯ সালের অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে সেই স্তালিনই ডিক্টেটারশিপকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন—কেননা রাষ্ট্র নাকি বহিঃশত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ যেমন আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে "শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর" করার নামে বিরোধী শক্তিগুলিকে ঝাড়ে বংশে বিলোপ করতে হবে দলীয় শাসন ও শোষণ দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্কণ্টক করার জন্য, তেমনি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে বহিঃশত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকার তত্ত্ব প্রচার ক'রে গণতন্ত্রীকরণের দাবীকে স্তব্ধ করতে হবে—রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী (consolidation of state power), পার্টি-ডিক্টেটারশিপকে আরও দীর্ঘমেয়াদী করার অজুহাত সৃষ্টি করতে হবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতি বিশারদের ধমনিতেও ম্যাকিয়াভেলীর কুটিল রাজনীতির বিষ মিশে গেছে—এ ব্যাপারে বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই।

ষোল

শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান তত্ত্ব সম্বন্ধে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে ধনতন্ত্রবাদের মৌলিক গলদ কোথায়, কেন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিপর্যয় অনিবার্য সে সম্বন্ধে মার্কসের বিশ্লেষণ জানা প্রয়োজন। কার্ল মার্কস-এর কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশিত হবার পর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভব, বিকাশ, ও চূড়ান্ত অনিবার্য বিনাশ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ রেখে গেছেন—সেই নির্দিষ্ট পথ বেয়ে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস-প্রাপ্ত আজও হয়নি বরং নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে (Social scientist) মার্কস অবলোকন-নিরীক্ষণ (observation) এবং দীর্ঘকাল ধরে ঘটে-আসা ঘটনা-পরম্পরার ধারাবাহিকতার যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে কতকগুলি অনুমাণের (Inference) ভিত্তিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও তার চরম বিনাশ সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক থিসীস বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপিত করেন। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত গলদ ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি তুলে ধরে তার চরম বিনষ্টির ভবিষ্যবাণী তিনি করেন। তাঁর 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত মূল গলদগুলি (Defects) তুলে ধরেন :

(ক) শিল্প-বাণিজ্যে উন্নয়ন-স্ফীতি (Boom) ও মন্দার (Depression)

ওঠা-নামা, (খ) পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমজীবিদের নিরন্তর শোষণ; (গ) বিশ্বে পণ্যের বাজারে প্রাধান্ত স্থাপনের তাগিদে যুদ্ধের দিকে অনিবার্যভাবে দেশকে নিয়ে যাওয়া; (ঘ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশ জাতিভিত্তিক (Division into nation-states) হ'য়ে গড়ে ওঠে এবং এই জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলি জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হয়। যতদিন না পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে ততদিন জাতিতে জাতিতে স্বার্থের সংঘাত বৈরিতা থেকেই যাবে, ফলে যুদ্ধও রোধ করা যাবে না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে চিরতরে। পণ্যের বাজার দখলের লোভে অথবা অধিকৃত বাজার রক্ষার তাগিদে এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অন্য এলাকায় তার সেনাবাহিনী পাঠায়—বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয় একদিন। (ঙ) পুঁদিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি (Capital) ক্রমেই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে স্বল্পতম সংখ্যক পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত হয় (Law of centralisation and accumulation of Capital)। মার্কস বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে ধনতন্ত্রবাদ নিজের বিকাশের তাগিদে অনিবার্যভাবেই অসংখ্য পুঁজিপতি সৃষ্টি করবে (Capitalism breeds capitalists)। কিন্তু শেষে অধিক লাভের লোভে এবং বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে শিল্প প্রসারের মাধ্যমে বাজার দখলের তাগিদে বড় পুঁজিপতিরা ছোট ছোট পুঁজির মালিকদের গ্রাস করে ফেলবে। উৎপাদনের ব্যয় কমাবার জন্যে পুঁজিপতিদের বৃহৎ আকারে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প প্রসারের কাজে অবতীর্ণ হতে হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অল্প পুঁজির মালিকরা মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারা সর্বস্ব খুইয়ে সর্বহারাদের দলের স্ফীতি ঘটাবে। (চ) অতি উৎপাদন জনিত (Over production) সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য। অথচ বাড়তি ভোগ্যপণ্য বা বিনিয়োগ যোগ্য শিল্প পণ্য ক্রয়ের মত অবস্থা ক্রেতা-সাধারণেরও থাকবে না। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাদের অবস্থা তো ক্রমশই শোচনীয় ও অসহনীয় হয়ে উঠবে। (ছ) বেকারী, অসন্তোষ বাড়বে। শ্রমিক শ্রেণী দুর্গতির সর্বনিম্নস্তরে নামবে। পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের অন্যতম অনিবার্য পরিণতি হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর দুর্গতি-দারিদ্র্য বৃদ্ধি (Law of increasing misery of the working class)। আবার এদের দুর্গতিও যত বাড়বে এরাও তত মারমুখী বিপ্লবী হয়ে উঠবে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। (জ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দক্ষতা (Efficiency) বৃদ্ধি পেতে পারে না কেন না শ্রেণী সংঘর্ষ-জর্জর সমাজে উৎপাদন ব্যাহত হতে বাধ্য

এবং দক্ষতা, কর্মকুশলতা এই ব্যবস্থার অন্যতম শিকার। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী দক্ষ ও কুশলী ব্যবস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যান্ত্রিক উদ্ভাবন (Technological innovations and development) রুদ্ধ হবে কারণ পুঁজিপতিরা উন্নত, বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিকতম যন্ত্রশিল্প প্রবর্তন করতে পারবে না। তার জন্যে যে পরিমাণ পুঁজি লগ্নী করা বা বিনিয়োগ করা দরকার (Investment) তা আবার তাদের আয়ত্বেরও বাইরে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত ব্যবস্থায় এই ধরণের আকাঙ্খিত নব নব যন্ত্র-শিল্প উদ্ভাবনের বা যন্ত্রশিল্প-কুশলতা বা কারুশিল্পের প্রসার ও প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম। আর সেটা সম্ভব কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই। (ঝ) পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রাণবায়ু হ'ল লাভের স্পৃহা (Profit motive)। তবে ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পুঁজির পরিমাণের তুলনায় লাভের হার কমে যাবে। এর ফলে শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণী সংগ্রাম আরও তীব্র হবে—বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হবার পথও প্রশস্ত হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি সরবরাহ ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। যে-অর্থনীতি এই চাহিদার পরিমাণ ও পণ্য সরবরাহের জোগানের পারস্পরিকতার ওপর নির্ভর ক'রে তার মধ্যে অপচয়, অনিশ্চয়তা থাকবেই। সরবরাহের জোগানের পরিমাণের চাইতে কোন ভোগ্য পণ্যের চাহিদার পরিমাণ যখন বেশী—পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে তখন সেই জিনিষের দাম বেড়ে যায়। চাহিদা (Demand) পরিমাপের মাপকাঠি হ'ল টাকা (Money)। যাদের টাকা আছে তারা টাকার বিনিময়ে নিজেদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম,— যাদের হাতে টাকা নেই তাদের চাহিদা (বিত্তবানদের মত পুরো থাকা সত্ত্বেও) তারা মেটাতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাহিদার সঙ্গে প্রয়োজনের (Needs) কোন সম্পর্কই থাকে না। সমাজের একটা বড় অংশের 'চাহিদা' যদি দিনের পর দিন অতৃপ্তই থেকে যায় তাহলে তার অন্যতম পরিণতি স্বরূপ উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বড় অংশও অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে। এ অর্থনীতি অপচয়ের অন্যায়ের দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কাঁচা মাল-পুঁজি-যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও তার উপযুক্ত ব্যবহার হবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমকে বস্তু (Commodity) রূপে গণ্য করা হয়। সরবরাহ-চাহিদা-তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকেরও মজুরী নির্দ্ধারিত হয় কেন না অন্যান্য জিনিষের মত শ্রমিকের মূল্যও নির্দ্ধারিত হবে তার পারিশ্রমিকের পরিমাণের দ্বারা।

মার্কস সমাজ বিবর্তনের পথে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প প্রসারের পথে প্রয়োজনীয় (Necessary) বলে মনে করেছিলেন; সেটা তাঁর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির বিকাশ ঘটবে, শিল্পোন্নয়ন ঘটবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন বিপুল সংখ্যক সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটবে। সেই শ্রেণী আরও সঙ্ঘবদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'বে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই যেতে হ'বে। এই অবস্থাকে ডিঙিয়ে এক লাফে সমাজতান্ত্রিক স্তরে কখনই পৌছান যায় না। সর্বোপরি মার্কস দেখিয়েছেন যে (এ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সমাজ থেকে। একে সমাজ বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরিভাষায় (Alienation) বলে বর্ণনা করে থাকেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অন্তর্নিহিত গলদের জন্যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য সমাজের জাতি-ভিত্তিক বিভাজন শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। অথচ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার শক্তি অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠবেই। যেমন বড় বড় পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তাগিদে—মুনাফা সঞ্চয়ের তাড়নায় সংঘর্ষে লিপ্ত হ'য়ে ছোটদের গ্রাস ক'রে, তেমনি জাতি-রাষ্ট্রগুলিও (Nation -States) মিলতে পারবে না প্রবল স্বার্থ-সংঘাতের ফলে। তাই যুদ্ধ অনিবার্য।

মার্কসীয় বিশ্লেষণের সারাংশ সংক্ষেপে এই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে শিল্প-বাণিজ্যে স্ফীতি ও মন্দার টানা পোড়েনের প্রকট অভিজ্ঞতার সঙ্গে মার্কসীয় ব্যাখ্যার মিল রয়েছে সত্যি। কিন্তু : ছবি সেই যুগে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার ঝাপ্‌সা হ'য়ে পড়ল। কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিদ্ ভার্গাও সেই নতুন অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্তালিনকে জানিয়েছিলেন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ক্রেতা-ভোক্তা সাধারণের চাহিদায় ঘাটতি দেখা দেবে এই মার্কসীয় ব্যাখ্যা বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে। পুঁজিবাদী আমেরিকায় চাহিদায় ঘাটতি (Deficiency in demand) বা অতি উৎপাদনের সঙ্কট (Crisis of over-production) লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি অতি বৃহৎ আকার শিল্প

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ব্যবসার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৎসর ব'লে পরিগণিত হয়েছে। বিপুল মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) অত্যধিক চড়া হারের সুদ (High rate of interest) চালু ছিল গত ৪০ বছরের মধ্যে এত বেশী চড়া হারের সুদ লক্ষ্য করা যায়নি। শতকরা দশ ভাগ আয়কর সারচার্জ, শ্রমিক সরবরাহের একটানা ঘাটতি, আমানত ও পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদার ঘাটতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কি পরিমাণ বেড়েছে তা পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ প্রতি বছর কি রূপ দাঁড়িয়েছে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেই ধরা পড়বে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক গোঁড়ামি পরস্পর বিরোধী। আমেরিকায় কয়েকটি জিনিষের বিক্রয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা একটা বিবরণ থেকে লক্ষ্য করা যাবে :

......"Sales hit a new high of 405·3 thousand million and 104 Companies (Vs 83 in) had sales over 1,000,000,000. Profit margins though trimmed by the Sur tax dropped less than in and return on investment capital rose slightly. Only 133 of the 500 showed a decline in profits last year and only 13 actually lost money." (Life—Magazine, Oct. 27,)

আমেরিকার এই সব শিল্প সংস্থা ফার্ম বা কর্পোরেশনের ব্যবসায় মন্দার কোন লক্ষণ তো নেই-ই বরং ব্যবসা অনেক স্ফীত হয়েছে। আমেরিকার কোম্পানী **জেনারেল মোটরস্** বৃহত্তম মোটর গাড়ী নির্মাণ সংস্থা,—উপর্যুপরি বিগত ১৫ বছর ধরে মোটর গাড়ী উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আসছে। গাড়ী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে **জেনারেল মোটরস্** একটা রেকর্ড স্থাপন করেছে। উক্ত কোম্পানী গাড়ী বিক্রী করেছে ২,২৪,০০০,০০০,০০ কোটি ডলার মূল্যের। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী যদি দিন দিন শোচনীয়ই হ'তে থাকে—সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য যদি ক্রমশই বাড়তে থাকে তাহলে এই সব মোটর গাড়ী ক্রয় করছেন কারা? আমেরিকার গাড়ী অঢেল রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানীতে বিক্রী হচ্ছে না নিশ্চয়ই। কেননা সেই সব দেশে নিজেদের

মোটর গাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে—আর সে সব গাড়ীও বেশ উচ্চমানের। সেই সব দেশ নিজেদের কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য গোল্লায় পাঠিয়ে আমেরিকায় নির্মিত গাড়ী নির্বিচারে খরিদের ব্যবস্থা নিজেদের দেশে কখনই করবে না বা সেই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবে না। নিজেদের দেশের শিল্পকে তারা নিজেদের দেশে প্রোটেক্‌শন্ দেবে। ভারত-বর্ষেও তো বিড়লার টিনের রথকে "রাষ্ট্রদূতের" মর্য্যাদা দিয়ে পূর্ণ প্রটেক্‌শন্ দিয়েছে সরকার। আর ভারতের রাষ্ট্রদূতেরাও ঐ টিনের রথের মতই তো বিশ্বরাজনীতির রাজপথে চলাচলের ক্ষেত্রে সমধিক নির্ভরযোগ্য রোডওয়ার্দি বা ট্রাষ্টওয়ার্দি! সার্থক নামাকরণ বটে! এ না হলে বিড়লা!

আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচণ্ড গাড়ীর চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতা সাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের ফলেই এই চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এ বকমটি ঘটছে পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ইংলণ্ড, ইতালী ও ফরাসী দেশে। মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পে ও ব্যবসায় যে 'বুম' এতদিন ধরে সেদেশে চলছে—সেই অবস্থার একটা শেষ সীমা কল্পনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে তারপর কি হবে? আজকাল অর্থনীতিতে ক্রেতা সাধারণ বা ভোক্তা সাধারণের ইচ্ছা-পছন্দ-অভিরুচির প্রভাব অনস্বীকার্য্য। আগেকার তৈরী গাড়ী ও আজকের গাড়ীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আবার আজকের অতি আধুনিক ধরণের সুদৃশ্য গাড়ীর সঙ্গে ১৫ বছর পরের তৈরী গাড়ীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে। চাহিদা পড়ে যাবে—মানুষ মোটর গাড়ী ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী ধরবে মনে করার কি কারণ আছে? নতুন নতুন পরিবর্তন ও উদ্ভাবনার (Innovations) জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রস্তুতির অভাব তো দেখা যাচ্ছে না। আজকের 'ইনোভেশন্' আগামী দিনে 'কনভেন্‌শনে' দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার সেই কনভেন্‌শন্ বা প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে নতুন চ্যালেঞ্জ আসে—সৃষ্টি হয় নতুনের—জন্ম নেয় আর এক ইনোভেশন্।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনসের (Keynes) অর্থনৈতিক চিন্তাধারা যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার ক'রে সেটা আজকের অর্থনীতির ছাত্রদের অজানা নেই। কোন সামাজতন্ত্রীও কীন্‌সীয় অর্থনীতির প্রভাবের কথা উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর চিন্তাধারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিপূরক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কীন্‌স্-এর অর্থনৈতিক থিয়োরীর

মূল প্রতিপাদ্যই হ'ল রাষ্ট্রকে একটি সুদূর-প্রসারী ও ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'বে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। কীন্‌স্ কতকগুলি মৌলিক ইংগীত দিয়েছিলেন (Broad hints) তাঁর মূল্যবান থিয়োরীর মধ্যে দিয়ে। সামাজিক ন্যায় বিচার, বিপুল কর্মযজ্ঞ মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ওপর মূল গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন (Full employment, social justice and stability) সমস্ত শিল্প কল-কারখানার আর্থিক কর্মসূচীর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাষ্ট্র না নিয়েও রাষ্ট্র সমস্ত বিষয়টিই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ; দেশের পুঁজি কি ভাবে লগ্নী বা বিনিয়োগ করা হ'বে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে মোট জাতীয় চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে—সেটা স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। অর্থ-নীতিবিদ **লার্ণার** (Lerner) "নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির" (Controlled economy) কথা বলেছিলেন। তিনি অর্থনীতিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী গোঁড়ামি পরিহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কীন্‌স্ ও লার্ণারের অর্থনৈতিক ভাবধারার মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয়ের ইংগীত রয়েছে। 'লার্ণারও কীনসের মত **তিনটি মূল লক্ষ্যের** কথা বলেছিলেন : (১) পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment) ; দেশের মোট পুঁজির যা জোগান আছে তার পূর্ণ ব্যবহার (full utilisation) ও যারা কর্মপ্রার্থী তাদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। (২) দেশের চরম দারিদ্র্য ও ধন-বৈষম্য দূর করতে হবে, (৩) সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে একচেটিয়া পুঁজির (monopoly) বিনাশ সাধন করতে হবে অর্থনীতিবিশারদ **লার্ণার** বলেছেন :

"The fundamental point of controlled economy is that it denies both collectivism and private enterprise as principles for the organisation of soceity but recognises both of them as perfectly legitimate means. Its fundamental principle of organisation is that in any particular instance the means that serves society best should be the one that prevails." (Economics of Control ; Lerner)

লার্ণার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই দুইয়েরই সমন্বিত প্রয়োগের পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হ'বে সেইটাই হবে কোন বিশেষ সমাজে বিশেষ কালের উপযোগী ব্যবস্থা। লার্ণার তাঁর

চিন্তাধারাকে (Service economy) বা 'সেবা মূলক অর্থনীতি' আখ্যা দিতে চেয়েছেন।

কীন্‌স্ বলেছেন, পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যেমন সুনিশ্চিত করা চাই তেমনি অর্থ নৈতিক মন্দাও (depression) পরিহার করতেই হবে। আর এটা কি ক'রে সম্ভব? দেশে মোট সক্রিয় চাহিদার স্তর (level of effective demand) ও পূর্ণ কর্ম সংস্থানের মধ্যে একটা অদ্ভুৎ পারস্পরিকতা আছে। এই 'effective demand' নির্ভর ক'রে দুটো জিনিষের ওপর: (ক) ভোগ বা কন্‌জাম্‌শন্ (খ) বিনিয়োগ বা ইন্‌ভেস্টমেন্ট। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী প্রথায় (Laissez-faire) কার্য্যকরী চাহিদার স্তর সৃষ্টিও হয়না বা সেই স্তর রক্ষা করার সুযোগ-ও থাকেনা। তাই অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি প্রথায় পূর্ণ কর্মসংস্থান অসম্ভব। উৎপাদন বাড়লে আয়ও স্বভাবতই বাড়বে। এই বর্দ্ধিত আয় যদি বর্দ্ধিত ভোগ্য পণ্যের (consumer goods) ও নতুন উৎপাদনের কাজে নিয়োগ-যোগ্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশিল্পের (Investment goods) চাহিদায় রূপান্তরিত না হয় তাহলে অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দেবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়বে। আয় ও পুঁজি বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হ'লে রাষ্ট্রকে এগিয়ে এসে সেই ব্যবধান ঘোচাতে হ'বে। কীন্‌সীয় অর্থনীতিতে (Keynesian economics) এটি একটি মৌল নীতির ইংগিত। সুতরাং গোঁড়া মার্কসবাদীরা যে-ভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণ ক'রে তার অনিবার্য্য সঙ্কটের ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে থাকেন—সেই বিশ্লেষণে ফাঁক রয়ে গেছে যথেষ্ট। তাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী আজও রূপ নেয় নি।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও ভাবধারার প্রভাব, সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল শ্রমিক আন্দোলন, বিজ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞান-লব্ধ আধুনিকতম শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ, নব নব কলা-কৌশল, কারুশিল্প বা টেক্‌নলজীর উদ্ভাবন—মানবিক মূল্যবোধ ও গণশিক্ষার প্রসার, সর্বোপরি বাস্তব পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাত, মানুষের সৃজনী প্রতিভা ও আত্মরক্ষার তাগিদ—সব কিছু মিলে মিশে তাদের সম্মিলিত প্রভাব বিস্তার করেছে। কয়েক বছর আগে ক্রুশ্চেভ যখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে বিশ্বের ভবিষ্যৎ অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন প্রখ্যাত মার্কিন সমালোচক ও সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান সেই অর্থনীতি সম্পর্কিত মন্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

…"There is no reason to think that we have reached the end of evolution of American capitalism. On the contrary there is every reason to think that we are on the verge of that progressive change and that the present mood of the country is only a pause while the new generation gathers its force and takes over. 'One can, I believe, predict with confidence that a period of change is in the making. It will be moved by the accelerated tempo of technological change on the one hand and by the explosive increase of the population on the other. There is nothing in the Marxist doctrine to account for all this, that is because Marxist doctrine was formulated before the evolution of modern capitalism began……

The deep fallacy is to ignore the fact that capitalism is not a static society, as speaking roughly and broadly, was feudalism but is an evolving order. Why capitalism is an evolving order ? *Because at the heart of it is the greatest of all human inventions, the invention of the art of invention*… This is the reason why evolution of capitalism has confounded the predictions of orthodox and antiquated Marxists." (Hindusthan Standard, Sept. 24, 1959)

লিপ্‌ম্যান বলেছেন একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে মার্কিন পুঁজিবাদী সমাজ ক্রমবিকাশের ও বিবর্তনের শেষ পর্য্যায়ে এসে গেছে। বর্তমান অবস্থাটা বিবর্তনের পথে বিরতি মাত্র। নতুন প্রগতিশীল পরিবর্তনের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াবে আগামী যুগের মানুষ। নতুন শক্তি সংগ্রহ ক'রে নতুন চলা সুরু করার প্রাক্‌কালীন একটা সাময়িক বিরতির মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এগুচ্ছে মাত্র। জনসংখ্যার স্ফীতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে যে নব নব যান্ত্রিক পদ্ধতির ও কারু-বিজ্ঞানের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তার ফলেই এই প্রত্যাসন্ন পরিবর্তন সম্ভব হ'বে। মার্কসীয় তত্ত্বে এ-সব বিষয়ের উল্লেখ নেই। আধুনিক পুঁজিবাদী

অর্থনীতির বিবর্তন সুরু হবার অনেক আগেই মার্কসবাদী তত্ত্ব রচিত হয়। সেই জন্যই এই সব বিবর্তনের হিসাব মার্কসবাদী তত্ত্বের মধ্যে ধরা পড়েনা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটা বিবর্তনশীল ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মত একটা থেমে-থাকা গতিহীন ব্যবস্থা এটা নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন গতিশীল ও পরিবর্তন-ধর্মী? কারণ, লিপ্‌ম্যান বলছেন, এর অন্তরে রয়েছে মানুষের সকল যুগের সকল কালের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার "ইন্‌ভেন্‌শন্‌ অব দি আর্ট অব ইন্‌ভেনশন্‌" অর্থাৎ আবিষ্কার বা নব নব উদ্ভাবনের কলা-শিল্প। এটা গোঁড়া মার্কসবাদীরা তাঁদের হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। তাই তাঁদের ভবিষ্যবাণীর যথার্থতা আজও প্রমাণিত হয় নি। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির নব বিকাশ ও পুনরুজ্জীবনের শক্তি দেখে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের একটা বড় দিক এই যে এই ব্যবস্থা অসংখ্য পুঁজিপতি সৃষ্টি করে, পরিশেষে বড় পুঁজির মালিক ছোট পুঁজির মালিককে গ্রাস করে ফেলে।

"One capitalist always kills many···Along with the constantly diminishing number of magnates of capital, who usurp and monopolise all advantages of this process of transformation, *grows the mass of misery, oppression, slavery, degradation, exploitation*; *but with this too grows the revolt of the working class* a class, always increasing in numbers and *disciplined, united, organised* by the very mechanism of the process of capitalist production itself. The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production which has sprung up and flourished along with and under it ······The knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated." (Karl Marx; Capital—Vol, I Ch 32)

পুঁজিবাদের বিবর্তনের শেষে একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব হয় বা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি ক'রে। উন্নয়নের পথ বন্ধ হয়—নেমে আসে সমাজ-জীবনে চরম দারিদ্র্য, শোষণ, উৎপীড়ন, দাসত্ব—শ্রমজীবিদের

অধঃপতন। পুঁজিহীনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে—এবং দুঃখ বঞ্চনার বোঝা শ্রমিক শ্রেণীকে বিদ্রোহের পথে টেনে আনতে সাহায্য করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার 'মৃত্যু' ঘণ্টা বেজে ওঠে—মালিক শ্রেণীকেই শেষে সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অসম প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে খুব সীমাবদ্ধ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে সমগ্র পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয় (The law of capitalist accumulation and centralisation)। এটা অনস্বীকার্য্য। ব্যক্তির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বড বড় ফার্ম বা করপোরেশন। আমেরিকার অর্থনীতির দিকে চাইলেই এর সত্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তবে এটাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের—বিবর্তন বা বিকাশ—সেই সমাজের বড় বড় পুঁজির মালিকদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা বা খেয়াল-খুশী-নির্ভর নয়। বড় বড় ফার্ম, কর্পোরেশন বা শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থার বিশেষজ্ঞদের যৌথ নীতি নির্দ্ধারণ ও সেগুলি কার্য্যকরী করার ওপরই—পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শুধু পুঁজির মালিকানা পুঁজির মালিককে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় ক্ষমতা দেয় না। মার্কস যে মনে করেছিলেন পুঁজি এই ভাবে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে—আরও শিল্পোৎপাদন ও শিল্প বিস্তার ব্যাহত হবে—সেটা আজও সত্য প্রমাণিত হয় নি। কেননা এই সব বড় বড় শিল্পসংস্থা—ফার্ম করপোরেশন প্রয়োজনীয় শিল্পোৎপাদন শৈলী (Production technique) উন্নত যন্ত্রপাতি, পরিবর্তনশীল যান্ত্রিক কারুশিল্প, দক্ষ-কর্মকুশলী কারিগর,—পরিচালক ও প্রয়োজনীয় পর্য্যাপ্ত পুঁজি নিয়োগ ক'রে উৎপাদন ও শিল্পপ্রসার অব্যাহত রেখেছে। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি উন্নত টেক্‌নলজী (technology) ও উচ্চ কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পেছনে প'ড়ে আছে। যুদ্ধের বা প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম উদ্ভাবন ও নির্মাণের ব্যাপারে (weapons technology) সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া পুঁজিবাদী আমেরিকার পেছনে প'ড়ে আছে মনে করার কারণ নেই। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পেছিয়ে আছে। সোভিয়েট রাশিয়া মোটরযান নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ইতালী ও ফরাসী দেশের পুঁজিবাদী শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা Fiat ও Renault-র (রেঁনোল্ট) সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত টেকনলজি রপ্ত করার ও নতুন জ্ঞান ও

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রুশ দেশের মোটর-যান শিল্পে (Automobile industry) নতুন পরিবর্তন আনার সুযোগ মিলবে। এ ছাড়া আধুনিক কালের পশ্চিম ইউরোপের দু'একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে দু-একটি বাণিজ্য চুক্তি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে জানুয়ারী মাসে তার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে তাৎপর্য্যপূর্ণ হবে। **ইতালীর** ENI সংস্থা ও **পশ্চিম জার্মানীর** MANNES MANN-সংস্থার সঙ্গে দুটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য চুক্তির জন্য আলোচনা চলছে রাশিয়ার। ইতালীর উক্ত সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সাক্ষরিত হলে রাশিয়া—চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ভূগর্ভস্থ পাইপ মাধ্যমে ইতালীকে গ্যাস্ (Natural gas) সরবরাহ করবে—বিনিময়ে ENI রাশিয়াকে পাইপ, কম্‌প্রেসর, সড়ক-নির্মাণের যন্ত্রপাতি, ও মাটির নীচে পাতবার মোটা তার সরবরাহ করবে। এই লেন-দেনের আর্থিক পরিমাণ ৩ বিলিয়ান ডলার হবে হিসাব করা হয়েছে (এক বিলিয়ান = ১০০০,০০০.০০০ ০০০)। ২০ বছর ধরে এই চুক্তির মেয়াদ চলবে। আর পশ্চিম জার্মানীর শিল্প সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হ'লে উক্ত সংস্থাকে রাশিয়ায় ১২ লক্ষ টন ষ্টীল পাইপ সরবরাহ করতে হবে –যার দ্বারা খনিজ তেল ও গ্যাস সরবরাহ করার ব্যবস্থা হ'বে। রূঢ় **লৌহ শিল্প** সংস্থার কাছে বাইরে থেকে এত বড় অর্ডার নাকি অতীতে আসেনি ("the biggest ever put out to the Ruhr steel industry")। এ ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য করার মন নিয়ে রাশিয়ার বর্তমান মার্কসবাদী নেতারা এগিয়ে চলেছেন।

পুঁজিবাদ যদি বিবর্তনের "শেষ" স্তরেই এসে পৌঁছে থাকে এবং তার মৃত্যু-ঘণ্টা ধ্বনিত হবার উপক্রম হয়েই থাকে তাহ'লে তার সহযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বী উন্নত-অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা-সম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া একান্ত ভাবে আজ চাইছে কেন? অথবা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৃত্যু-ঘণ্টা বাজার মুহূর্ত যখন সমুপস্থিত তখন কি **'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভুমি'** তাকে নতুন দম ও স্বস্তি নিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য, দুঃখ অর্থনৈতিক অধঃপতন, শোষণ ও দাসত্বের অনিবার্য্যতা মার্কসকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এই সব বড় বড় চুক্তির ফলে সেই কল্পিত দাসত্বের ও অবর্ণনীয় দৈন্যের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে কি তাহলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সাহায্য করছে—যখন এই সব চুক্তির মূল লক্ষ্য হ'ল সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত করা? সোভিয়েট রাশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির জন্ত কি ইতালীর ও পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের, পুঁজিবাদী দাসত্বের (Increasing misery) মধ্যে শৃঙ্খলিত রাখার আর এক নাম তাহলে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ? আর একথা মেনে নেবার কি কারণ থাকতে পারে যে একদিকে সেই সব ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রম-জীবিরা যতই ধাপে ধাপে দারিদ্র্যের সিঁড়ি বেয়ে নীচে ক্রীতদাসত্বের নরকে নেমে যা'বে ততো দ্রুত গতিতে সেই সব দেশের শিল্পোন্নয়ন ও বৈষয়িক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে? তাহ'লে মার্কসের আর একটি তত্ব যথা,—যত-দারিদ্র্য-দুঃখ বাড়বে ততই-শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহী-হয়ে উঠবে—কি নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে? ইতালীর ও পশ্চিম জার্মানীর ENI ও MANNES MANN-সংস্থার সঙ্গে রাশিয়ার যে-চুক্তি হতে চলেছে সে চুক্তি কি তাহলে একদিকে ঐ দুই পুঁজিবাদী শিল্প-সংস্থায় ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও নির্ভর অন্যান্য শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর "misery, oppression, slavery, degradation, exploitation" (Marx; Capital Vol 1 ch. 32) বহাল রাখার ও রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর উন্নত আথিক স্তর ও জীবিকার মান-কে আরও উন্নত সমৃদ্ধতর করার চুক্তি? এক পুঁজিবাদী দেশের অধঃপতিত—শোষিত শ্রমিকশ্রেণীকে অন্য এক সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকদের দু বেলা রুটির দু-পিঠে পুরু ক'রে মাখন-জেলী মাখিয়ে খাবার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য কি আরও দীর্ঘকাল ধরে শোষিত রাখার চুক্তি এটা? দুই সমাজব্যবস্থার সর্বহারা শ্রেণীর সহ-অবস্থানের এই ব্যবস্থাই কি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আর এক নাম? পশ্চিম জার্মানী ও ইতালীর সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী—কি তাহলে স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী বিশ্বস্ততার সঙ্গে কল-কারখানায় চুক্তি-উল্লিখিত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে যাবে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে—নিজেরা আরও দরিদ্র, বিত্তহীন, পাকাপোক্ত ক্রীতদাস হয়ে থাকার জন্য? আর জেনে-শুনে সজ্ঞানে সেই বুর্জোয়া দেশের শ্রমিক শ্রেণী যদি মুখ-বুঁজে নতমস্তকে এই ক্রীতদাসত্বের বোঝা বহন ক'রে কলে-কারখানায় কাজ ক'রে যেতে স্বীকৃতই হয় রুশ শ্রমিকদের স্বার্থে তাহলে সেই শ্রেণীকে সর্বাপেক্ষা 'বিপ্লবী' বলার-ই বা কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? অথবা রাশিয়ার শ্রেণীসচেতন শ্রমিক শ্রেণীই বা কি ক'রে জার্মানী ও ইতালীর শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর চুক্তি-মাফিক ইতালীয় ও জার্মান পুঁজিবাদ কর্তৃক রক্ত মোক্ষনের প্রস্তাবে রাজী হয়? প্রশ্নগুলোর জবাব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই হয়ত দিতে পারেন।

সতেরো

শ্রমিক শ্রেণীর উত্তরোত্তর দারিদ্র্য বৃদ্ধি একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করবে (Pauperization of proletariat) মার্কস-এর এই তত্ত্ব উন্নয়নশীল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে কি? শ্রমিক শ্রেণীর পুঁজিপতিদের সঙ্গে বা শিল্প করপোরেশনের সঙ্গে অর্থ নৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সংঘবদ্ধতার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব অনেক বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার মানও অনেক (Standard of living) বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও বেকারী বন্ধ হয় নি [মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ; রয়টার পরিবেশিত এক সংবাদের খবর—Amrita Bazar Patrika, 8th. march]

এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকের গড় বার্ষিক আয়ের সঙ্গে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিকের গড় বার্ষিক আয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাশিয়ায় একজন শ্রমিকের গড় বার্ষিক আয় ১০০০ ডলার—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয় বছরে সেখানে ৩৫০০ ডলার—পশ্চিম জার্মানী, ইতালীতে ১৮০০ ডলার। সেই সব পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণী 'দাসত্বের' পর্য্যায়ে প'ড়ে আছে ব'লে বর্ণনা করলে যে সেটা নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে তা কট্টর মার্কসবাদীরাও জানেন। ইংলণ্ডে যদি ব্যাপক বেকারী বা "Reserve army of unemployed" সৃষ্টি হ'ত তাহলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, আফ্রিকা, পাকিস্থান থেকে "ইমিগ্রেশন লেবার"-এর সমস্যা থাকত না। সমাজতান্ত্রিক দেশ যুগোস্লাভিয়া তার উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের পশ্চিম জার্মানীতে রুজি রোজগারের জন্য পাঠায়। পশ্চিম জার্মানীতে যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা প্রতি বছর বিভিন্ন কল-কারখানায় চাকরী করতে আসে। তাছাড়া বাড়তি শ্রমিক সমস্যা (Surplus labour) সমাজতান্ত্রিক দেশেরও একটা সমস্যা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হ'য়ে পড়বে—তারা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হবে এই মার্কসীয় তত্ত্ব প্রচারের অন্যতম অনিবার্য্য ফলশ্রুতি এই যে সমাজতান্ত্রিক বা অ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক-

শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি—শ্রমিকদের জীবনে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের আশীর্বাদ অবশ্যই নেমে আসবে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অথবা অ-পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের লড়াই প্রাধান্য পাবে এটাও স্বাভাবিক। মন্ত্রবলে বা যাদুবলে নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা উন্নত হবে না—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথে। তার জন্য চাই দল ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবীর সমর্থনে (Charter of demands)। কিন্তু লেনিন এই ধরণের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া—কেন্দ্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 'ইকনমিজম্' (Economism) বলে তিরস্কার করেছেন। লেনিন "ত্যাগের" কথা (sacrifice) বলেছিলেন। জড়বাদ-ভিত্তিক মার্কসবাদী দর্শনে ও মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে 'ত্যাগের' স্থান কোথায়? সেই ত্যাগের আদর্শ খুঁজতে হ'লে ভারতীয় দর্শনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে,—ত্যাগের প্রেরণা জড়বাদী দর্শনে মিলবে না, তার সন্ধান মিলবে আদর্শবাদী ত্যাগ-ভিত্তিক জীবন-দর্শনে।

অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া-ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে চীনের মাও-সে-তুঙ-পন্থীরাও জেহাদ ঘোষণা করেছেন। চীনের তথাকথিত "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" (Cultural Revolution) আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল বুর্জোয়া-মানসিকতাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যাঁরা প্রচলিত শ্রম-প্রথা ও ব্যবস্থার যথেচ্ছ পরিবর্তন ('Arbitrary change in labour system'), শ্রমিকদের জন্য বর্দ্ধিত বেতন ও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ('Higher wages and better welfare') দাবী করছেন, নতুন 'বিপ্লবী' সরকার বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন—কম উৎপাদন বা কম কাজ করার হুমকী দিয়ে, কখনও বা অর্পিত কাজের দায়িত্ব পালনে অস্বীকার ক'রে ('By threatening to slow down work or refuse work assignments')। এই সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মেকী বিপ্লবী শ্লোগান দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

চীনের এক প্রখ্যাত কমিউনিস্ট পত্রিকায় বলা হয়েছে:

"In the great January revolution, Shanghai's proletarian revolutionaries formed a strong union and issued an emergency appeal of great historical significance for dealing a

telling blow at *counter-revolutionary economism. However, its influence which is quite extensive and penetrating has not been completely eliminated.* Recently, it has managed to make a come-back. A handful of class enemies instigated a certain number of persons to demand an *arbitrary change* in the labour system, *higher wages* and *better welfare*. They even put pressure on the new revolutionary order by threatening to *slow down* work or *refuse work assignments*."

[Wen Hui Pao, Shanghai, July 13]

আবার পিপল্‌স্ ডেইলী (পিকীং) পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় লেখা হ'ল :

"Economism has all along been a *reactionary tool* with which to sabotage the proletarian revolutionary cause. Its special feature is to substitute economic struggle for political struggle, *to corrupt the revolutionary will of the masses, to lead the struggle of the masses on to the evil road of economism so as to make them chase after nothing but personal and immediate interests and forget the class and long term ones*.

To promote economism in the course of the workers' movement is a *trick resorted to by bourgeois agents and scabs —opportunists of all shades and colors*—in order to *sabotage* the workers' revolutionary movement and sell out the cause of proletarian revolution."

[People's Daily, Sept 14]

অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রাধান্য-তত্ত্ব দেশের বিপ্লবী ভাবধারা-বিধ্বংসী একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এই 'ইকনমিজ্‌ম্' তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া, দেশের জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের দ্বারা কলুষিত করা নিবীর্য্য ক'রা ; এর ফলশ্রুতি হ'ল জনতার সংগ্রামকে ভুল পথে চালিত ক'রা এবং বিপ্লবী জনগণকে

আশু লাভ সুযোগ-সুবিধা-মুখী ক'রে ভবিষ্যতের মহৎ লক্ষ্য ও শ্রেণী স্বার্থ ভ্রষ্ট হওয়া। বুর্জোয়া শ্রেণীর দালালেরা ও সকল রঙ বেরঙের সুবিধাবাদীরা এই ইকনমিজ ম্-এর আশ্রয় নেয় শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সর্বহারা শ্রেণী আদর্শকে জলাঞ্জলি দেবার উদ্দেশ্যেই।

লেনিন ও মাও সে-তুঙের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আঙ্গিকে ভারতের একশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিপ্লবের নামে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও শ্রমিক সমাবেশে গরম-গরম ভাষণ দিয়ে ইকনমিজ্ ম্-এর উত্তাল জোয়ারে শ্রমিক আন্দোলনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতা বিশেষ ভাবে তুলনীয়। ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কি ভেবে দেখেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-আচরণকে তাঁরা জঙ্গী বিপ্লবী ব'লে চালাতে চেষ্টা করছেন এবং যে-কৌশল অবলম্বন ক'রে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই আচরণকে, লেনিন ও মাও সে-তুঙ 'প্রতিবিপ্লবী' 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'সুবিধাবাধী' ও 'বুর্জোয়া দালালীবৃত্তি' ব'লে ধিকৃত করেছেন।

কিউবার নেতা ফিডেল্ ক্যাস্ট্রো-ও এই ইকনমিজ্ ম্-এর বিরোধিতায় মুখর। বৈপ্লবিক কৃচ্ছ্রতাসাধন ত্যাগ ও কষ্টের জীবন আর্থিক লাভ ও অর্থের প্রতি ঘৃণার (revolutionary asceticism and scorn for money) মনোভাবকে মার্কসবাদী আচরণের ভিত্তিরূপে কিউবার ক্যাস্ট্রোপন্থীরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শিল্প, উন্নত কারিগরিজ্ঞান টেকনলজি-বুরোক্র্যাসী-নির্ভর আধুনিক কমিউনিস্ট শিল্প-রাষ্ট্রে লেনিনের নীতি বর্জিত হয়েছে। সে-দেশেও পার্থিব স্বার্থ বোধে আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের স্পৃহায় রীতিমত সমানতালে পুঁজিবাদী শিল্প-রাষ্ট্রের মতই সুড়সুড়ি দিয়ে চাঙ্গা করতে হচ্ছে—উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে (material incentives for greater productivity)।

'পপারাইজেশন্' ও 'ইকনমিজম'-এর প্রশ্নটি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হ'ল মার্কসবাদী থিয়োরী ও বাস্তব আচরণের মধ্যে ব্যবধানটি দেখাবার জন্য। পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যাবতীয় কৌশল ও টেক্‌নীক্ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধনবৈষম্য ও আজকের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মরত মানুষের আয়ের তারতম্য (Income disparities) বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার যে-রূপ কল্পনা করে-

ছিলেন তার মূল নীতি ছিল এই—"প্রত্যেককে তার কার্য্যক্ষমতা অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" ("from each according to his capacity to each according to his needs")। বর্তমান রাশিয়াতে ও অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে জাতীয় আয়-বিলি বণ্টনের ব্যাপারে মার্কসীয় কমিউনিজম্-এর এই মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। "প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" এই নীতির পরিবর্তে—"প্রত্যেককে তার কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী, (to each according to the nature of his work) এই নীতিই এখন অনুসৃত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কিন্তু এই নীতিই প্রচলিত আছে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর মধ্যে বেতন-হারের দুস্তর ব্যবধান অনিবার্যরূপে রচিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করে রাশিয়ায় বেতন হারের গুরুতর বৈষম্যের ফলে সমাজের ভিতরে একটি সুবিধাভোগী নয়া শ্রেণী গড়ে উঠেছে (Privileged new class)। এসব তথ্য দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতে একজন পার্টি কম্রেড, নেতা, বিজ্ঞানী, মন্ত্রী, দক্ষ কারিগর, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সামরিক অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার, অর্থনীতিবিদ, টেক্‌নোক্র্যাট্ বুরোক্র্যাটের বেতনের সঙ্গে সাধারণ ক্ষেতে, যৌথ খামারে কলে-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের বা সাধারণ সৈনিকের, অপটু কারিগরের (unskilled worker) বেতনের তারতম্যের বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি অর্থ নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দিকে কতটা এগুচ্ছে,—কমিউনিজম্-এর থিয়োরীর সঙ্গে প্র্যাক্‌টিসের ব্যবধান কতটা, কথা—কাজের—স্লোগান ও আচরণের বৈপরীত্য কত প্রকট।

বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তত্ত্ববিশারদরা একদিন সকল শ্রমজীবিদের মধ্যে **বেতন হারের সমতার** ওপর জোর দিয়েছিলেন, ভারতের মত দেশে পাঁচ বছর অন্তর একদিনের গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ভোট পাবার লোভে—এই বেতন হারের সমতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়ে থাকে (wage equalisation theory)। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পর—'বিপ্লব' সফল হবার পর—মার্কসবাদীরাই বিপ্লবের নামেই **বেতন হারের বৈষম্যের** যৌক্তিকতা স্বীকার করাকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ব'লে মনে করেন (wage differentiation in practice)।

কার্ল মার্কস নিজেই কমিউন্-এর সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে বলেছিলেন যে

সরকার পরিচালনায় ব্যয়ের হার সাধারণ কলকারখানার শ্রমিকদের মজুরী বা বেতন মাফিকই হওয়া উচিত। অর্থাৎ কোন সাধারণ শ্রমিকের বেতনের চাইতে বেশী বেতন কোন সরকারী বড় আমলার হওয়া চলবেনা ("Public service should be done at workmen's wages" —*Civil war in france* ;—Marx)। লেনিন নিজেও অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে বলেছিলেন রাষ্ট্রের কোন আমলা বা অফিসারেরই বেতন দেশের একজন দক্ষ শ্রমিকের বেতনের চাইতে বেশী কখনই হতে পারবেনা। 'সর্বোচ্চ বেতনের' নীতি ('maximum income') সম্বন্ধে তিনি 'April theses' এবং 'State and Revolution' রচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করেছিলেন। বেতন হার সম্বন্ধে লেনিন এইরূপ মনোভাব নিয়েছিলেন কেননা তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন যে এ-সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারিত না হলে, নিয়মের কড়াকড়ি না থাকলে, "সর্বহারার একনায়কত্ব" অচিরেই বুরোক্রাসী বা আমলাতন্ত্রে পর্য্যবসিত হবে। লেনিনের গভীর আশঙ্কা পরবর্তী কালে রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবে পরিণত হয়েছে। লেনিন প্রবর্তিত ' নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচী" (NEP) নিজের দেশে চালু হবার পর রাশিয়াতে প্রকাশ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের বৈষম্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। এই "নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচী" (NEP) রাশিয়ায় চালু হবার পর কমিউনিস্ট থিয়োরী বা তত্ত্বের স্থান দখল করল অর্থ নৈতিক কার্য্যকারিতা ও দক্ষতা তত্ত্ব (Economic efficiency)। রাষ্ট্রের শিল্প ও উৎপাদন বিশেষজ্ঞদের,—কুশলী দক্ষ কারিগরদের সামনে মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল—দক্ষতা, সাফল্য ও পটুত্ব —ডায়েলেকটিকের যুযুৎসু নয়। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক-কারিগররা তাঁদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অনুযায়ী বেতন পেতে লাগলেন। স্তালিন পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর রুশ দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আয়ের ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৩১ সালের ২৫শে জুন তারিখে ছয়-দফা কর্মসূচী সম্বলিত এক ভাষণে স্তালিন সুস্পষ্ট ভাবে জানান যে আয়ের সমতার (equality in wages) স্লোগান পরিহার করতে হবে কারণ এই সম-বেতনের দাবী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিপন্থী এবং "পাতি-বুর্জোয়া"-গন্ধী ("alien and detrimental to socialist production"; 'petty-bourgeois deviation')। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে ও স্তালিন এই বেতন সমতার

বিরোধিতা করেছিলেন। জীবনের সায়াহ্নে এসে স্তালিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন :—"Economic problems of socialism in the U. S. S. R" এই শিরোনামায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)। এতকাল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বকথা বলা হয়েছে—স্তালিন সম্পূর্ণ তার বিপরীত তত্ত্ব অর্থনৈতিক অমোঘ নিয়মের নামে ঘোষণা করলেন। ঊনবিংশ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালেই এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। স্তালিন বলেন : অর্থনৈতিক নিয়মগুলি চরম ও অমোঘ। সমাজের রূপের হেরফেরের ওপর এই সব অর্থনৈতিক নিয়মের কোন রকম রূপান্তর ঘটেনা। তাই অর্থনৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে (economic laws) কোন্ দেশ পুঁজিপতিদের একনায়কত্ব দ্বারা পরিচালিত অথবা কোন্ দেশ সর্বহারাদের একনায়কত্ব দ্বারা শাসিত সেটা আদৌ বিবেচ্য নয়। বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতন একই ভাবে এই সব অর্থনৈতিক নিয়ম চালু থাকবে বা কার্য্যকরী হয়ে থাকে। এই সব অর্থনৈতিক নিয়ম ('Economic laws') মানুষের ইচ্ছা অভিরুচি-নিরপেক্ষ, মানুষের নিয়ন্ত্রণের পরোয়া না করেই তারা তাদের কাজ করে যায় প্রকৃতির রাজ্যে। (*"lake place indcpendently of the will of man"* স্তালিন আরও বল্লেন : *"Man can not change or create economic laws"*। এর আগে পর্য্যন্ত স্তালিন সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই ব'লে আসছিলেন। "Economic problems of socialism in U. S. S. R" রচনায় স্তালিন বৈষম্য ও তারতম্যের সমর্থনে এই সব চরম আমোঘ অর্থনৈতিক নিয়মের দোহাই পেড়েছিলেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই বৈষম্য-পার্থক্য-তারতম্য ছিল,, রয়েছেও। সেখানে যে-কারণ দেখান হয়ে থাকে স্তালিন ও প্রকারান্তরে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেই তারতম্য পার্থক্য ও বৈষম্যের একই ধরণের কারণ দেখিয়েছেন। কমিউনিজম্—পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের যে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্তালিন বুঝেছিলেন নিজের দেশের শ্রমিক শ্রেণী বুদ্ধিজীবি ও সকল স্তরের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের সেই প্রত্যাশা পূরণ করা আপাতত সম্ভব নয়। তাই এই অমোঘ অর্থনৈতিক নিয়মের কথা পাড়তে হয়েছিল স্তালিনকে। কমিউনিজম-এর লক্ষ্যে পৌছুতে হলে আরও উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও উন্নত টেকনলজীর সাহায্যে উৎপাদন ও উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াতে হবে। যতদিন সেই স্তরে পৌছান না যাচ্ছে—ততদিন কোমড়ের

শাসন আরও শক্ত করে কষতে হবে, কৃচ্ছ্রতাসাধনকে লক্ষ্য হিসাবে নিতে হবে। এই কথাই স্তালিন দলের নেতা ও কর্মীদের বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় 'সর্বহারার গণতন্ত্রে'-ও খুব দরিদ্র এবং ক্রোড়পতির ও উদ্ভব ঘটেছে একথা গোপন করার আর উপায় নেই। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েট সুহৃদ খ্যাতনামা সাংবাদিক ও লেখক আলেকজাণ্ডার ওয়ের্থ (Alexander Werth) রবিবাসরীয় টাইমস পত্রিকায় লিখেছিলেন: "সোভিয়েট রাশিয়ায় ক্রোড়পতির আবির্ভাব হয়েছে। কাজাকস্তানের কার্ল-মার্কস যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি যুদ্ধ ঋণ-ভাণ্ডারে ১০, ৩৬,০০০ রুবল প্রদান ক'রেছেন।"

যুদ্ধের সময় সরকারী ধনভাণ্ডারে দান অথবা ঋণ হিসাবে যে সব সাহায্য রুশ সরকার পেতেন 'প্রাভ্দা' পত্রিকায় তার ধারাবাহিক বিবরণও প্রকাশ ক'রা হত। ১৯৪৩ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রাভ্দায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়: "ধর্মযাজক ভিডেংকী ৫ লক্ষ রুবল মূল্যের অর্থ ও সম্পত্তি দান করেছেন"। প্রশ্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এটা সম্ভব হল কি ক'রে? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বিপুল অর্থ একজন নাগরিকের পক্ষে সঞ্চয় করাই বা সম্ভব হল কি ভাবে?

লেনিন তাঁর গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"-এ (State and Revolution) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর মাসিক ৪০০ রুবল বেতনের কথা বলেছিলেন (যেমন ভারতে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গান্ধীজী কংগ্রেস মন্ত্রীদের সর্বোচ ৫০০ টাকা মাসিক বেতনের কথা ঘোষণা করেছিলেন)। কিন্তু ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় 'গৃহযুদ্ধের'-যুগে দায়িত্বশীল নেতাদের জীবনধারণের প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অগ্রাধিকারের কথা বলেছিলেন ('Priority for the responsible leaders')। যেটা লেনিন মেনে নিয়েছিলেন অবস্থার চাপে—জরুরীকালীন প্রয়োজন রূপে ("emergency expedient") স্তালিন আমলে সেটাই দেশের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল—জীবনের প্রত্যেক স্তরে। "দায়িত্বশীল নেতারা" বিশেষ সুযোগ-সুবিধা-আরাম সম্ভোগের অধিকারী হলেন—মুখে যদিও বৈপ্লবিক সমতার ও সাম্যের ভাববাদী আদর্শ ও রণাঙ্গনের যুদ্ধরত সৈনিক-সুলভ ভ্রাতৃত্ববোধের তত্ত্বকথা প্রচারে কোন কার্পণ্য ছিলনা। (ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নিজের জন্য যখন সরকার প্রতিদিন আনুমানিক দৈনিক ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করত দেশের

সরকারী ধনভাণ্ডার থেকে—তখন তিনিও ঘোষণা করেছিলেন "আরাম হারাম হ্যায়"।) সোভিয়েট রাশিয়ায় দলের নেতাদের এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ সম্বন্ধে প্রাক্তন কমিউনিস্ট ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আর্থার কোয়েস্লার্ (Arthur Koestler) লিখেছেন :

"Henceforth *'priority for the responsible leaders'* became an accepted principle in every walk of life, from exclusive recreation homes in the Crimea to private summer houses, from hospitals reserved for 'responsibles'' to 'closed co-operatives,' restaurants and canteens''......

Equalitarianism in wages was to cease once and for all since it was alien and detrimental to socialist production. Equilitarianism became a *"petty bourgeois deviation"*, a crime against the State, bogey-word like *"counter-revolution"* and *"Trotskyism."* Stalin's speech was followed by the usual nation-wide propaganda campaign, holy crusade against *"Uravnilovka"* (or *'equality of pay'*) with the effect that majority among the people became honestly convinced that inequality of pay was a fundamental principle of socialism.'' (The Yogi and the Commissar—By Arthur Koestler ; P. 160).

এ এক অদ্ভুৎ পরিস্থিতি তাহলে : বেশী মজুরী—বর্দ্ধিত বেতন, অধিক সুযোগ-সুবিধার দাবী শ্রমিকরা জানালে সেটা হবে লেনিন মাও-সে-তুঙ-এর ভাবধারায় বিশ্বাসী 'সাচ্চা' মার্কসবাদীদের কাছে 'প্রতিক্রীয়াশীল' 'প্রতিবিপ্লবী' ও "বুর্জোয়াগন্ধী" 'ইকনমিজম্'।

একদল সমাজতন্ত্রী যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ধর্মঘট, শ্রমিকদের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষে পৌছান যাবে বিশ্বাস করতেন তাঁদের তীব্র বিরোধিতা লেনিন করেছিলেন। (*What is to be done* ; Lenin) এঁদের ভাবধারাকে 'ইকনমিজম্' বলে সমালোচনা করা হয়। এই "ইকনমিষ্টরা" বলতেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনৈতিক প্রশ্ন আনলেই শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে ; তাই অর্থনৈতিক

দাবী ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই তাদের আন্দোলনকে পরিচালিত করা দরকার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য।

আবার শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে সকলের জন্য বেতনের সমতা "*equality in wages*" দাবী করলেও সেটা 'প্রতিবিপ্লবী', 'ট্রটস্কীপন্থী' "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপন্থী" বলে নিন্দিত হবে।

এই ট্রেড ইউনিয়নিজম্-কে লেনিন নিজেই নিন্দা করেছিলেন এই বলে :

Ideological enslavement of the workers to the bourgeoisie."

"সমাজতান্ত্রিক" রুশ দেশ-স্বীকৃত নানাবিধ হিসাবের ভিত্তিতে বিশ্ব-সাহিত্যিক কোয়েস্লার উপরতলার ও নীচের তলার মধ্যে আয়ের বৈষম্যের বিপুল ব্যবধানের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর পুস্তকে (The Yogi and the Commissar)। কোয়েস্লার এই বেতন বৈষম্যের পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল তা বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন :

"The motives behind the new lines were the difficulties which the First Five-year Plan encountered. The tremendous wave of enthusiasm which in 1927 had been created by the promise to "reach and surpass" the capitalist countries had worn off as the standard of living, intead of rising had fallen below pre-revolutionary level. *A new incentive had to be found at all costs to increase production and the quality of output ; it was found in the temporary expedient of differentiating salaries and wages to an extent which soon "reached and surpassed" the inequality of income under capitalism. .....It should be noted that the new policy was not presented as a transitory measure or necessary evil but as a triumph of socialist ethics."*

অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল সেইসব কারণগুলিই নতুন নীতি অনুসরণের প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯২৭ সালে "পুঁজিবাদী দেশগুলিকে-ছাড়িয়ে-এগিয়ে-যাব" এই ধরণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা যে বিপুল উদ্যম প্রেরণা উৎসাহের জোয়ার সঞ্চারিত হয়েছিল তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল। কেননা জনগণের জীবনের মান প্রাক-বিপ্লব-

যুগের স্তরেরও নীচে নামতে সুরু করেছিল। নতুন ধরণের উদ্দীপনা ও প্রেরণা জোগাবার প্রয়োজন দেখা দিল—যে-কোন প্রকারে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত মানের দ্রব্য তৈরীর জন্য। বেতন-বৈষম্য সৃষ্টি ক'রে শ্রমিকদের ও দক্ষ কুশলী কারিগরদের অনুপ্রাণিত করার নতুন সঞ্জীবনীমন্ত্র আবিষ্কার করা হল। আর অদৃষ্টের পরিহাস, কোয়েসলার বলছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে আয়-বৈষম্য রয়েছে তাকে ছাড়িয়ে গেল ('reached and surpassed') সমাজতান্ত্রিক দেশের আয়-বৈষম্য। আর এই আয়-বৈষম্যের নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হল সাময়িক ব্যবস্থা অথবা প্রয়োজনীয় বিকৃতি বা ব্যাধী বলে নয়, সমাজতান্ত্রিক নীতির সাফল্য রূপে।

পুঁজিবাদী দুনিয়া পার্থিব ও জৈবিক প্রেরণা বা "material incentives"-এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এতকাল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া কি কোন নতুন মূল্যবোধ (New values) ও নৈতিকতা-ভিত্তিক জীবনদর্শনের ভিত্তিতে বিকল্প নীতি, উপায় বা মাধ্যম আবিষ্কার করতে পেরেছে—দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, জীবনের মান উন্নয়ণের ক্ষেত্রে?

যে-জড়বাদী দর্শন ও জীবনতত্ত্ব কমিউনিজম্-এর ভিত্তি, সেই জীবন দর্শনই সম্ভোগবাদী আত্ম বা গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক স্বার্থপরতাই কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মার্কসবাদী ভাবধারার অন্তর্নিহিত সংঘাত ও অসঙ্গতি যতই চাপবার চেষ্টা হবে, বিভিন্ন "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতে মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিকৃতি ও বিচ্যুতিগুলি ততই প্রকট হয়ে উঠবে।

সোভিয়েট রাশিয়াকে মার্কসবাদীরা "সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি" বলে থাকেন। স্বভাবতই সোভিয়েট রাশিয়ায় অনুসৃত "সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর" পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীরা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। এই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণে বিকৃতি ও বিচ্যুতির কথা তুলে ধরলেই একটা মামুলী উত্তর দিয়ে সব জটিল জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বগুলিকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে রাশিয়া এখন "সমাজতন্ত্রের" স্তর থেকে 'কমিউনিজম্' -এর স্তরে পৌছুবার বিবর্তনের পথে (Transition from socialism to communism)। কার্ল মার্কস কমিউনিজম-এর দু'টি স্তর বা পর্যায়ের কথা বলেছিলেন; একটি নীচের স্তর অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের স্তর দ্বিতীয়টি উপরের বা উচ্চতর পর্যায়, কমিউনিজম-এর স্তর—(*Critique of Gotha programme*; Marx)। সোভিয়েট রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক স্তরের মধ্যে দিয়ে উচ্চতর স্তরের

(higher stage) দিকে এগিয়ে চলেছে। স্তালিনের আমল থেকে এই স্লোগানটি চালু রয়েছে। এই নিম্নতর পর্য্যায় (lower stage) থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌছুবার কালান্তরের কথা বলে স্তালিন ও রুশ নেতারা কয়েকটি মূল প্রশ্ন এড়িয়ে চলেন। আইজ্যাক ডয়েটশার বলছেন :

"...Inevitably an air of unreality has enveloped much of the discussion, if only because its chief premise the achievement of socialism is itself utterly unreal. Stalin's Marxist critics have often asked *how the Soviet economic system can be described as Socialist when the standards of living of the Soviet peoples are notoriously low, much lower than those attained in Western Capitalist countries. Is socialism compatible with growing economic inequality ? Or with massive coercion by the State ?*......Stalin and his followers have carefully avoided any realistic comparison between Soviet and foreign standards of living, because it has been *politically* impossible for them to admit that standards of living were and still are lower in the Soviet Union than in the capitalist West." (*Heretics and Renegades* ; By Iasac Deutscher ; P. 152-53)

রাশিয়া "সমাজতান্ত্রিক স্তরে" পৌছে গেছে—সোভিয়েট অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় এই মূল ভিত্তি একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্তালিনের মার্কসবাদী সমালোচকরা প্রায়ই প্রশ্ন ক'রে থাকেন সোভিয়েট রাশিয়াকে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ বলা যায় কি ক'রে যখন সেদেশের জনগণের জীবিকার মান অন্যান্য পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দেশের জনগণের চাইতে সাংঘাতিকভাবে অধোমুখী ? ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক বৈষম্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র কিভাবে সামঞ্জস্যময় হ'তে পারে ? ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রের সহ-অবস্থান-ই বা কি করে সম্ভব ? স্তালিন ও তাঁর অনুগামীরা রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের জনগণের জীবিকার মানের বাস্তবধর্মী কোন তুলনামূলক বিশ্লেষণকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন—প্রধানত এই জন্যই যে রাজনৈতিক কারণে তাঁদের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব যে পুঁজিবাদী পশ্চিমের দেশগুলির জনগণের চাইতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার জনগণের জীবিকার মান অনেক নিচে।

স্তালিন তাঁর শেষ অর্থনৈতিক থিসীস-এ চরম অমোঘ শাশ্বত অর্থনৈতিক নিয়মের কথা বলেছিলেন। দেশের অর্থনীতি ও পরিকল্পনা সেই অমোঘ নিয়মের বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও সেইসব নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অথচ অতীতে যখন স্তালিনের জবরদস্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এক শ্রেণীর নেতা ও কর্মীরা এইসব বাস্তব অর্থনৈতিক নিয়মের অস্তিত্বের কথা তুলে, তখন স্বয়ং স্তালিন তাঁদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। সরকারী কাজের ব্যবস্থা ও সরকার অনুসৃত কর্মসূচী—অর্থনৈতিক নিয়ম-নিরপেক্ষ, এই তত্ত্বই অতীতে প্রচার করেছিলেন স্তালিন। "এমন কোনই দুর্গ নেই যা বলশেভিকরা দখল করতে পারেনা"—এই ছিল সে-সময়ের একটা শ্লোগান। জীবনের সায়াহ্নে এসে এই অর্থনৈতিক নিয়ম বা "objective laws"-এর অস্তিত্ব শুধু যে ঘোষণাই করলেন তাই নয়, সেই সব objective laws উপেক্ষা করার বিপজ্জনক পরিণতি সম্বন্ধেও দলের অর্থনীতিবিদ ও ক্যাডারদের হুঁসিয়ার করে দিয়ে গেলেন। ডয়েটশার বলেছেন :—

"When Stalin speaks so emphatically about the *objective laws* and warns against *"economic adventurers"*, he surely applies the *brake* to economic policy. His innovation of the economic laws is his substitute for the cry : *Moderation! Moderation!*" (Heretics and Renegades ; P. 167)

স্তালিন যখন "অর্থনৈতিক নিয়মের" উপর এত জোর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে "এ্যাডভেঞ্চার"-পন্থীদের সম্বন্ধে পার্টিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন তখন তিনি অর্থনৈতিক যান-এর বেগ প্রতিহত করার জন্য 'ব্রেক' প্রয়োগের কথাই প্রকারান্তরে বললেন। "অর্থনৈতিক নিয়মের' আবিষ্কার আসলে ধীরে-ধীরে বুঝে-সুঝে চলার পরামর্শেরই অপর নাম। তবু স্তালিন "শোধনবাদী" নন মার্কসবাদী দৃষ্টিতে? তিনি মহা-বিপ্লবী? মহান? ইতিহাস-ইঞ্জিনের মুখ্য চালক?

আঠারো

প্রখ্যাত সংবাদ সমালোচক ও লেখক ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান ধনতান্ত্রিক আমেরিকার শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে ১৯১৪ সালে লিখেছিলেন :

"I do not pretend for a moment that labour unions are far-seeing, intelligent or wise in their tactics. I have never seen a political democracy that aroused uncritical enthusiasm. It seems to me simply the effort to build up unions is as much the work of pioneers as the extension of civilisation into the wilderness. The *unions are the first feeble effort to conquer the industrial jungle for democratic life.* They may not succed, but if they don't, their failure will be a tragedy for civilisation, a loss of co-operative effort of balking of energy, and the fixing in American life a class structure." (*American Labour*, November)

"আমি মনে করি না শ্রমিক ইউনিয়নগুলি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বা কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে সব সময়ই বিচক্ষণতার পরিচয় তারা দিয়ে থাকে। কোন রাজনৈতিক গণতন্ত্রই সমালোচনামুক্ত উদ্দীপনা-উৎসাহ জাগাতে সক্ষম হয় নি অতীতে। অরণ্যাচ্ছাদিত অন্ধকারের রাজ্যে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দেবার মত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিধর্মী কাজ। যন্ত্র-সভ্যতার জঙ্গলের অন্ধকারে গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের ক্ষীণ বর্তিকা জ্বালবার উদ্যম নিহিত রয়েছে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসের মধ্যে। ট্রেড ইউনিয়নের প্রচেষ্টা সফল নাও হতে পারে। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের ব্যর্থতা মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিয়োগান্ত ঘটনা বলেই পরিগণিত হবে—সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা-ভিত্তিক উদ্যমের অপচয়, উৎসাহ উদ্দীপনার ব্যর্থতা সূচিত করবে এই অসফলতা। আর আমেরিকার জীবনে শ্রেণী-জর্জর সমাজের গ্লানিও নেমে আসবে।

ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান একথা লিখবার পর অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। মিসিসিপি-মিশৌরী নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আর দুর্বলও নয় এখন। কি সরকার, কি মালিকসংস্থা, তাকে উপেক্ষা ক'রে এমন সাধ্য নেই। শ্রমিক আন্দোলন গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই গড়ে উঠেছে। আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বিসর্জন দিয়ে—গণতান্ত্রিক ট্রেড় ইউনিয়ন আন্দোলনও কোন দেশে গড়ে উঠতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যত সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে—শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও তত সংযত ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে—সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধও ততই বাড়বে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রমিক সম্পর্কিত আইন-মাফিক শিল্পে নিযুক্ত ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের সমাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায্য মজুরী ও দাবী আদায়ের জন্য আলাপ-আলোচনা চাপ সৃষ্টির ও "কালেকটীভ বারগেইনিং" (Right of collective bargaining)- এই অধিকারের চরম পরিণতি ধর্মঘট করার অধিকারে (Right to strike)। ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিকশ্রেণীর দাবী-দাওয়া আদায়ের লড়াই-এর শেষ অস্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর এই অধিকার স্বীকৃত। ভারতের মত দেশে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হাতে যখন-তখন ঘনঘন এই অস্ত্রের যথেচ্ছ প্রয়োগে, এর কার্যকারীতা অনেকাংশে ব্যাহত-ই শুধু হয়নি—দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনছে—শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন: শ্রমিকশ্রেণী-শাসিত 'সমাজতান্ত্রিক' সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর নীতিগতভাবে ধর্মঘট করার কি অধিকার আছে অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষ ও জবরদস্ত আমলাতন্ত্রীদের হাত থেকে অধিকার বা দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে? শ্রমিকশ্রেণী-পরিচালিত সর্বহারার গণতন্ত্রে (Proletarian democracy) শ্রমিক সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব কি মেনে নেওয়া হয়েছে এতদিনেও? না। এই অধিকার মেনে না নেবার কারণ হিসাবে যে-যুক্তি খাড়া করা হয়ে থাকে সেটা এই ধরণের: সকল শ্রেণীর শ্রমিক-মেহনতী মানুষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণ কর্তৃত্বে যখন অধিষ্ঠিত তখন শ্রমজীবি সমাজের একটি অংশ বা গোষ্ঠীকে তার বা তাদের দাবী আদায়ের জন্য গোটা সমাজের ওপর 'চাপ' সৃষ্টি করতে দেওয়া যায় কি করে নীতিগতভাবে? যদি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা সত্যি সত্যি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারাই

পরিচালিত এ কথা তথ্য ও যুক্তির বিচারে প্রমাণ হ'ত তাহলে—যে কল-কারখানা খামার উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ং মালিকই শ্রমিক শ্রেণী সেখানে পরিচালক গোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের বা দ্বন্দ্বের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার কিছুটা অবকাশ হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু এক-পার্টি শাসিত রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন দলের ওপর তলার কয়েকজন নেতা এবং দলের সকল নির্দেশ সর্বস্তরে অবশ্য-মান্য। আর সেই দল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সাচ্চা দল বলে প্রচার করা হলেও—তার পরিচালনায় ও সংগঠনে সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণীর স্থান কতটুকু? সরকারী তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে (১৯৩৪) মোট প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ৯·৩ জন ছিলেন সত্যিকারের কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক (workers from production)। তাহলে বাকী প্রতিনিধিমণ্ডলীর শতকরা ৯০·৭ জন কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন? এঁরা কারা? পার্টির অষ্টাদশ সম্মেলনে (১৯৩৯) শ্রেণী-ভিত্তিক কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। পার্টির সর্বহারা শ্রেণী-চরিত্র (Proletarian character) রক্ষা করার জন্য যে-সব দলীয় সংবিধানে বিশেষ বিশেষ ধারা, অনুচ্ছেদ ছিল সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল উক্ত সম্মেলনে। অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে যে—'স্টাখানভ'-কর্মীদের সম্মেলনের সমাবেশে প্রচণ্ড গর্ব-সহকারে প্রদর্শন করা হয়েছিল সেই সম্মেলনে নির্বাচিত মোট ১৩৯ জন সদস্য-সম্বলিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেন সেই 'প্রেরণা-দানকারী' ও 'সোস্যালিস্ট'-শ্রমিক সমাজের গৌরব 'স্টাখানভ' কর্মীদের একজনও স্থান পেলেন না? আসল কথা হ'ল কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক মেহনতী শ্রেণীর মানুষের স্থলে দেশের প্রশাসক-আমলারা (Bureaucrats) এবং দক্ষ যন্ত্র-কারিগর, বিশেষজ্ঞ, প্রয়োগবিদের দল (Technocrats) স্থান পেয়েছেন। দলের নীতি নির্ধারণ করছে যখন এই শ্রেণীর লোক, দেশের সর্বস্তরে প্রশাসন যখন চলছে সেই আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত দলের নির্দেশ অনুযায়ী (Party line) তখন প্রশাসক ও দক্ষ কুশলী যন্ত্র-শিল্পীদের চিন্তাধারা কার্য্যকলাপ ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে কল-কারখানা ক্ষেত-খামারে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত তো হবেই (conflict)। আর এই দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে সংগ্রামের হাতিয়ারই বা কোথায়? আমলারাই সিদ্ধান্ত নেবে। কুশলী বিশেষজ্ঞ ও কল-কারখানার ম্যানেজাররা যে-নির্দেশ দেবে শ্রমিকশ্রেণীকে মুখ-বুঁজে তাই মেনে নিতে হবে।

এ প্রশ্নটির উত্তর বুঝতে হ'লে ভারতের দু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন এ দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত ও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প-সংস্থাগুলিতে এ দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কথায় কথায় ধর্মঘটের হুমকী দেয়—বা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ায় শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার সুমীমাংসা না হ'লে। তখন কি কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিশেষ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা একথা বলেন। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে, যে শ্রমিকরাই যখন রাষ্ট্রায়ত্ব কল-কারখানার ও উৎপাদনের মালিক—তখন সেই সংস্থা বা কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর (management) সংঘাত (conflict) কি ক'রে সম্ভব? আর সেই কাল্পনিক সংঘর্ষের চূড়ান্ত মীমাংসা হিসাবে "ধর্মঘটের" ডাক-ই বা দেওয়া যায় কি করে? তাহলে ভারতবর্ষে বা অন্য অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রায়ত্ব-শিল্পে আমলা-প্রশাসক-দক্ষ কারিগর ও বিশেষজ্ঞদের পরিচালন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের (occupational interest) দ্বন্দ্ব থাকতে পারে—তাহলে ঠিক সেই একই কারণে রাশিয়া-চীন-প্যোল্যাণ্ড-হাঙ্গেরী-আলবেনিয়া-কিউবা-রুমানিয়া-চেকোশ্লভাকিয়া-বুলগেরিয়ায়-ও সেই প্রকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকতে পারে। কিন্তু ঐ সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো এই সংঘাত তত্ত্ব স্বীকার করেন না; আর সেই জন্যে ধর্মঘটের অধিকারকেও আদৌ স্বীকার করেন না, অথচ সেই আন্তর্জাতিক কমিউনিজম-এর অংশ হিসাবে ভারতের কমিউনিস্টরা, কি 'ডান' কি 'বাম',—এই সংঘাতের অস্তিত্বে শুধু বিশ্বাসীই নন—'ধর্মঘটের অধিকার' খোয়াতে কোন মতেই প্রস্তুত নন। তবে কি 'আন্তর্জাতিক কমিউনিজম' অন্যান্য দেশে যে-নীতি ও তত্ত্ব মেনে চলাকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আচরণ বলে মনে করেন ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সেই তত্ত্ব বা নীতিকে গ্রহণ করেন না? অথবা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে না পারা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে ভুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে "ধর্মঘটের অধিকার" তত্ত্বের ওপর এত প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং কোনদিন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা পেলে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে "ধর্মঘটের অধিকার"-টি সর্বাগ্রে কেড়ে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি-তত্ত্ব (higher productivity) ও কঠোর শৃঙ্খলার (Iron discipline) ওপর

সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন? ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কি এই সব প্রশ্ন তলিয়ে বিচার করে দেখেছেন?

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দশম পার্টি সম্মেলনে কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নপন্থীরা অর্থনীতি ও শিল্প পরিচালনায় কেন্দ্রীয়করণ (Centralisation) ও সার্বিক রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিক সংস্থার নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের দাবী জানান—অনেকটা সিনডিক্যালিষ্ট-পন্থীদের আদলে। ট্রট্স্কী ও বুখারীণ এই চিন্তাধারার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রবাদী। ট্রট্স্কী বলেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘাত মেনে নেওয়া যায় না ('no conflict theory')। এই সময় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন থিওরী চালু হ'ল (transmission belt theory)। কর্মরত জনসাধারণ ও সর্বহারাশ্রেণী-ডিক্টেটারশিপের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সংস্থারূপে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কাজ করে যাবে বলা হ'ল। লেনিন ট্রট্স্কী, বুখারীণের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েই বলেছিলেন:

"Trade unions are the reservoirs of state power, a school of communism, a school of management. In this sphere the specific and main thing is not administration, but "contacts" between the central state administration, national economy and the broad masses of the toilers" (Totalitarian Dictatorship and Autocracy—By Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski—P. 248-249)

অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধার, কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষা-কেন্দ্র, পরিচালনা ব্যবস্থা রপ্ত করার শিক্ষা-কেন্দ্র। কিন্তু এক্ষেত্রেও মূল কথাটা প্রশাসন বা ক্ষমতা করায়ত্ব করা নয়—মূল কাজটা হ'ল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, জাতীয় অর্থনীতি ও কর্মরত জনগণের সঙ্গে সেতু রচনা করা, যোগাযোগ স্থাপন ক'রে চলা। লেনিনের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন গুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন থেকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের নীতি কর্মসূচী ও নির্দেশ পালনের এজেন্সীতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। লেনিন ট্রেড ইউনিয়ন—সচেতনতার ওপর কোনদিনই গুরুত্ব দেন নি এবং সেই ধরণের সচেতনতাকে সমাজতন্ত্রের সহায়ক বলেও মনে করতেন না। সেই

বলে তিনি স্বয়ং-নিযুক্ত পেশাদারী বিপ্লবীদের (professional revolutionaries) দ্বারা বিপ্লবী পরিচালনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন (*What is to be done*—Lenin ;) ।

শ্রমিকসমাজের জন্য সামাজিক ন্যায়-বিচার (social justice) ও মানবিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার জন্য আইনগত সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের (Right of collective bargaining) পেছনে দুটি মৌল আদর্শ বরাবরই কাজ করে এসেছে : (১) শিল্পের ক্ষেত্রে 'লাভের' ওপরে মানব কল্যাণ ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া, (২) মানবিক অধিকারকে সম্পত্তি-ভিত্তিক স্বার্থ ও অধিকারের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা। এর মূল লক্ষ্য তাই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদী আচরণকে চাঙ্গা ক'রে তোলা আদৌ ছিলনা বা নেই। তাহলে "সমাজতান্ত্রিক" সমাজে কি শ্রমিকশ্রেণীর এই Collective Bargaining-এর অধিকার থাকবে না ? এইসব নীতিগত মৌলিক প্রশ্ন ভারতের মার্কসবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে কখনই উত্থাপন করেন না কারণ তাহলে ফাঁকা বুলির হাওয়ায় ভর্তি বিপ্লবের ফানুস চুপ্‌সিয়ে যাবে যে। ইউনিয়নের দলীয় নেতৃত্ব ঘুচে যাবে। নির্বাচনে শ্রমিক-শ্রেণীর ভোটও বেশী পড়বেনা। বিপ্লব তো বাত কা বাত, আসল লড়াই বিপ্লবের মুখোশ পরে রাজনীতির ময়দানে ভোটের লড়াই। যে-মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনকে বিপ্লবের অংশ বলে অবিরাম প্রচার করে শ্রমিক শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে চাঙ্গা করে তা'রা তুলছেন—যে-ধর্মঘটের অধিকার ও 'কালেকটীভ বারগেইনিং'-এর অধিকারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভারতের শ্রমিক কমিশনের প্রতিবেদন ও প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করার দাবী তারা তুলেছেন—দূর বা অদূর ভবিষ্যতে সারা-ভারত ভিত্তিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ("ডান" "বাম" দুই-ই) রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী হ'লে সেই শ্রমিক সমাজকে কি করে বোঝাবেন :"এখন আর ওসব দাবী উত্থাপন করা চল্‌বেনা কেননা শ্রমিক শ্রেণীই দেশের শাসক ও মালিক, কেননা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে !" এতদিন অবিরাম যেসব কথা শেখান হ'ল তা ভুলে নেতাদের মুখের বচনেই শ্রমিক সমাজ কি বুঝ মানবেন ? না মান্‌লে ? "শ্রেণীশত্রু" ও 'সংবিধান লঙ্ঘনকারী' ("wreckers of the Constitution") (শাসক গোষ্ঠী রাতারাতি কিছু অদল-বদল করা সংবিধানের নৈষ্ঠিক ভক্তও হয়ে যাবেন) 'ট্রট্‌স্কীপন্থী' 'প্রতিক্রিয়াশীল' প্রতিবিপ্লবী' "সিণ্ডিক্যালিষ্ট" 'শোধনবাদী' এইসব

নানাবিধ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সরকারী পিটুনী বাহিনীর মেশিনগানের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে হবে, আর না হয় বাধ্যতামূলক দাস শিবিরে নির্বাসিত হয়ে "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন" বৃদ্ধির জন্য জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে হবে কলুর বলদের মত ঘানি ঘুড়িয়ে (অটোমেশন বিরোধী কিনা !) খাঁটি সরষের তেল উৎপন্ন করতে হবে নেতাদের নাকে দিতে, নিরুপদ্রব নিদ্রার জন্য।

আর যে-সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়েও সে-আমলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সামাজিক ও মানবিক ন্যায় বিচারের দাবীতে অটল থাকবেন তাঁদের দশা মেনশেভিক, সোস্যালিষ্ট রেভল্যুশনারী, ট্রট্স্কীপন্থী ও বুখারীন-জিনোভিভ-পন্থীদের মতই হবে। রাশিয়াতে এ সম্বন্ধে লেনিন আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন পার্টিকে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম সম্মেলনে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের দাবী যাঁরা তুলেছিলেন—(যেমন Shliapkinov, Alexandra Kollontai) স্বয়ং লেনিন তাঁদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে শুরু করে দিয়েছিলেন। দলের ষোড়শ সম্মেলনে (XVI th Congress) স্তালিন নিজেই ট্রট্স্কীর 'no conflict theory' সরাসরিভাবে গ্রহণ করে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করেছিলেন। তখন ট্রেড ইউনিয়নের সামনে তুলে ধরা হল নতুন শ্লোগান-লক্ষ্য-'নর্ম' (norm): দক্ষতা, উৎপাদন-বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা।

প্রশ্নটিকে আর একদিক থেকে তোলা যাক। স্তালিন বলেছেন যতই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের কাছাকাছি হবে সমাজ ও রাষ্ট্র, শ্রেণী সংগ্রাম ততই তীব্রতর হবে। এই অদ্ভুত তত্ত্বের সমর্থনে লেনিনের দুএকটি উক্তির উল্লেখও করা হয়েছে। লেনিন বলেছিলেন পুঁজিপতিরা হৃত স্বর্গসুখ পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখে থাকে আর অচিরেই এই আশা ('hope') প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় ('attempts') রূপান্তরিতও হয়। তাই যদি হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুখোশধারী, প্রচ্ছন্ন ওঁৎ-পেতে-বসে-থাকা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অধিকারের লড়াইও জোরদার হওয়া উচিত। তাহলে 'transmission belt theory' বা 'no conflict theory'-কে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক সংস্থাগুলি নিজ নিজ অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবে কোন যুক্তিতে? এদিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যাবে "শ্রেণী সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক সমাজে তীব্রতর হওয়ার" তত্ত্বটি আসলে দলের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ও গণ-নিপীড়ন গণ-ভীতি

প্রদর্শনের তাত্ত্বিক হাতিয়ার মাত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি বাঁচিয়ে রাখার তাহলে কি অর্থ আছে? প্রতি কলে-কারখানায় খেতে-খামারে কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী দলের 'সেল্' কমিটি বা ইউনিট কমিটি গঠন করলেই তো চলতে পারে? ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিও থাকবে দেশ জুড়ে অথচ শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক মানবিক রাজনৈতিক বা কর্মগত, পেশাদারী অধিকার রক্ষার অথবা আমলাতন্ত্রী জুলুমবাজী খাম-খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচার আদায়ের স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকবেনা?

কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রে শাসক মার্কসবাদী দল দল-নিরপেক্ষ অন্য কোন সংস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক দিক থেকে আদৌ স্বীকার করে না। স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে এই ধরণের সংস্থার কাজ করার অধিকার মেনে নেবার অনিবার্য পরিণতিই হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সহ-অস্তিত্বের নীতি চালু করার পথ সুগম করে দেওয়া (multi-party socialism), প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগিতামূলক জনমত তৈরীর কারখানা-সমূহের দ্বারোদ্ঘাটন করা (Competing opinion factories)। এক দলীয় কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র মার্কসবাদী দলের একচেটিয়া বাধাহীন নিরুপদ্রব রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেনা। সেই জন্যই রাষ্ট্রকে আরও জবরদস্ত শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠার কথা স্তালিনবাদীরা বলে থাকেন। রাশিয়ার মত একটি বিপ্লবী-ঐতিহ্যবাহী দেশে শ্রমিক সংস্থা স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ন্যায়বিচার দাবীতে ও শিল্পব্যবস্থাপনায় আমলাতন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার অধিকার পেলে তা যে শুধুমাত্র বেতন-বৃদ্ধি, ওভার-টাইম, মাগ্‌গীভাতা, কল-কারখানায় অন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মক্ষমদের পরিবর্তে চুক্তি মাধ্যমে কর্মরত শ্রমিকদের আত্মীয়-পরিজনদেরই চাকরী দাবী—এই ধরণের আন্দোলনে পর্যবসিত হবেনা একথা সুনিশ্চিত; আর কমিউনিস্ট শাসক গোষ্ঠিও সেটা খুব ভাল ভাবেই বোঝেন। তাই রাশিয়া চীন বা যে কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শাসক কমিউনিস্ট দলের সম্পূর্ণ অধীনে অনুগত, দলীয় উপ-সংস্থারূপেই কাজ করে যেতে বাধ্য। ১৯৪১ সালে গৃহীত রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে:

"The trade unions acquire particular importance as schools of administration and economic management, as

schools of communism. The party shall help the trade unions to take a growing share".

দশম কংগ্রেসে লেনিন এই ধরণের কথাই বলেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে: দলীয় (কমিউনিস্ট) সচেতনতা বৃদ্ধি করা, কারিগরি উন্নয়নের (technical progress) জন্য কাজ করে যাওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি সরকার-ঘোষিত ও অনুসৃত প্ল্যান সফল করা, অথবা লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, করা—কাজের পরিবেশ ও সর্তাবলীর উন্নতি বিধান করা. গৃহ সমস্যা, স্বাস্থ্য ও বীমার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় কাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওপরে যেসব লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হল প্রত্যেকটি বিষয়েই সরকারের আইন ও নির্দেশনামা চালু থাকে। সেগুলোর পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর চাপ সৃষ্টি করার কোন অধিকার, কি ব্যবহারিক কি নীতিগত, আছে কি? না থাকলে তার কারণ কি? ওপরে যেসব মূল্যবান লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেই লক্ষ্যগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে পালনের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির 'এজেন্সী' হিসাবেই মাত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলি কাজ করতে বাধ্য।

কমিউনিস্ট দলের মধ্যেও তো মতবাদের সংঘাত দেখা দিতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে ব্যাপকভাবে মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছেও বিভিন্ন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে। তাহলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সেই অবস্থায় কি ভূমিকা নেবে? 'শ্রেণীসচেতন' শ্রমিক শ্রেণী কি লেনিনের রাজনীতি-সচেতনতার মূল লক্ষ্য কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মত পার্থক্যের যুগে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হবে? তাদের কাছে স্বাস্থ্য সামাজিক বীমার সুযোগ সুবিধা, অধিক কারিগরি লাভের অভিলাশ, উন্নততর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সুবিধা ভোগ, বর্দ্ধিত উৎপাদনের সকল মূল রাজনৈতিক সামাজিক প্রশ্নকে ছাপিয়ে গিয়ে তা'কে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে? সেই ট্রেড ইউনিয়ন-সচেতনতা (trade union consciousness), যা লেনিন আদৌ পছন্দ করতেন না, কি মূল রাজনৈতিক সচেতনাতাকে (এক্ষেত্রে কমিউনিজম-সচেতনতা) পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে? আদর্শ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের বৈপরীত্য এখানে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

লেনিন বলেছিলেন—ট্রেড ইউনিয়নগুলি কমিউনিজম-এর দীক্ষা-কেন্দ্র। অক্টোবর বিপ্লবের পর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশী কাল অতিক্রান্ত হ'য়েছে, কিন্তু রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে মতবাদকে কেন্দ্র করে যে-বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে তা কি কখনও ট্রেড ইউনিয়ন গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়? কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে কি রাশিয়া বা চীন, কিউবা, বা পোল্যাণ্ডে রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেখা গিয়েছে? দেশের রাজনৈতিক মতবাদ-জনিত কোন বিতর্কে ট্রেড ইউনিয়নের কোন ভূমিকা আদৌ চোখে পড়েনা কেন? 'শ্রমিকদের দ্বারা চালিত রাষ্ট্রে' শ্রমিকশ্রেণীর সেই রাজনৈতিক প্রভাব প্রাধান্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির এত রাজনৈতিক প্রভাবের কারণ কি? **ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান-এর** মত অত গভীর প্রত্যয় ও আন্তরিকতা নিয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার কথা কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রে কোন মার্কসবাদী নেতাকে কখনও বলতে শোনা যায়না কেন?

মার্কস্‌ শ্রমিকশ্রেণীর হয়ে যে 'মুক্তি'র (emancipation) আহ্বান জানিয়েছিলেন কোন্‌ 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে সেই মুক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে? উৎপাদন বৃদ্ধি, কারিগরি দক্ষতা, উন্নত উৎপাদন শৈলী, শৃঙ্খলা সমাজের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আবার তেমনি একান্ত প্রয়োজন গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীন নির্বাচন, মতপ্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার অধিকার। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদের মতামত প্রকাশ করার দুটো মাধ্যম আছে: (১) **নির্বাচন,** (২) **ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন** ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এক-পার্টি শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন বা ভোট-প্রথার মাধ্যমে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভিন্ন মত প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানাবার অবকাশ নেই। যেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের (কমিউনিস্ট পার্টির) এজেন্সীমাত্র সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যমটিও খর্বতার লজ্জায় সঙ্কুচিত।

সোভিয়েট রাশিয়াতে শ্রমিকসংস্থাগুলি শ্রমিকদের হয়ে কল-কারখানার প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মজুরী-বেতন সম্বন্ধে যৌথ চুক্তি সম্পাদন করে থাকে (collective agreements)। কিন্তু বেতন বা মজুরী সম্বন্ধে সরকারী

আইন বিভিন্ন সময় বলবৎ আছে (Decree) ; আর সেটা চূড়ান্ত। 'শ্রমিক-শ্রেণী-শাসিত' রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ যখন বিভিন্ন অঞ্চলের কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য বেতন বা মজুরীর হার আইন ক'রে চালু ক'রে দেয় তখন শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণ ও স্বার্থেই সেটা করা হয়েছে ধরে নিতে হবে, তাদের তা'তে অসুখী হবার কারণ নেই! আর অসন্তুষ্ট হবার কারণ থাকলেও বিরোধিতা করার কোনই উপায় নেই (no conflict theory—শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 'শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রে' স্বার্থের বিরোধ থাকতে পারেনা এই তত্ত্ব)। "সর্বহারার গণতন্ত্রের" মাহাত্ম্য বোঝাবার সময় কি শ্রমিক শ্রেণীকে এই রূপ গণতন্ত্রের কথাই বোঝান হয়?

'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে উৎপাদন মাধ্যম ও ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় মালিকানা জাতীয়করণ সম্পন্ন হলেই শিল্পে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে-সব বিরোধ দেখা দেয় সেগুলো আপনি থেকে অবলুপ্ত হবে—এই তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শগত ঐতিহ্যেরই অংগ। কেননা তখন শ্রেণীবিরোধের কারণই বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প-পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রম-বিরোধ ও সংঘাত আদৌ বিলুপ্ত হয় নি। কমিউনিস্টরা এই বিরোধ-কে শ্রেণী স্বার্থজনিত বিরোধ মনে করেন না বা মার্কসিস্ট-আদর্শের কোন অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির ফলেই এই ধরণের সংঘাত ঘটছে তাও মনে করেননা। মার্কসবাদীরা কমিউনিস্ট অর্থনৈতিক কাঠামোকেও ("objective" institutions) এর জন্য দায়ী করেন না। লেনিন এক সময় বলেছিলেন এর জন্য দায়ী :

"...*Bureaucratic distortions* of the proletarian state and the remains of the Capitalist past and its institutions on the one hand and the ***political and cultural backwardness of the labouring masses on the other***" (V. I. Lenin ; *Collected Works* Vol 27. Newyork, International publishers, p 149).

লেনিনের মতে এই বিরোধের মূলে রয়েছে সর্বহারার শ্রেণীরাষ্ট্রের আমলা-তান্ত্রিক বিচ্যুতি ও প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা। লেনিনের এই বক্তব্য প্রচারিত হবার পর ৪৪ বছর অতিবাহিত হয়েছে। 'সেই "আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি" (Bureaucratic

distortions) আজও বিলুপ্ত না হয়ে আরও প্রকট হয়ে উঠ্‌ছে কেন? পঞ্চাশ বছরের 'সমাজতান্ত্রিক' পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও শ্রমিক-শাসিত রাষ্ট্রে কি আজও শ্রমিক শ্রেণী রাশিয়ায় রাজনৈতিক ও পশ্চাৎপদতার রোগে ভুগছেন? একথা বললে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা গৌরবজনকও হয়না। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা, পরিবেশ ও অধিকার কর্মরত শ্রমিকদের কোথায়? একদিকে রাষ্ট্র-ঘোষিত শ্রমিক সম্পর্কিত যাবতীয় আইন ও নির্দেশই চূড়ান্ত এবং অবশ্যমান্য, অপরদিকে কল-কারখানার পরিচালনা ব্যবস্থায় যেমন আমলা-তান্ত্রিক গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তেমনি সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কেন্দ্রীয় দলীয় নীতি-নির্দেশনামা তল্পীবাহক নেতাদের আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। শোষনহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণী-সচেতন রাজনীতি-সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর অন্যায়-অনাচার-অবিচারের প্রতিকারের পথ কি আছে?

আলাপ-আলোচনা-মীমাংসার পথ পরিহার করে অধুনা এদেশে একশ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দলীয় নেতৃত্ব বহাল ও সুদৃঢ় রাখার জন্য কথায়-কথায় ধর্মঘট, বিনা নোটিশে আচম্‌কা ধর্মঘট করার (wild cat strike) কম-উৎপাদনের পথ (go-slow) অবলম্বন ক'রে তথাকথিত জঙ্গী (militancy) কাণ্ডজ্ঞে "বিপ্লবী" নীতির নামে যা করছেন তার নজির কি পৃথিবীর কোন কমিউনিস্ট দেশে মিল্‌বে?

'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে শ্রমবিরোধ (labour disputes) মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দৃষ্টিতে যেমন শিল্পে আমলাতান্ত্রিকতার ফলশ্রুতি তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও বড় বড় জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী, করপোরেশন পরিচালিত কল-কারখানা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে শিল্প-বিরোধ অনেক ক্ষেত্রে পরিচালক গোষ্ঠীর (Board of management) আমলাতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির তিক্ত-ফসল। শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের এই নিষ্ঠুর আমলাতন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি তাহলে? একটা মৌলিক উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের সামাজিকীকরণ (Socialisation) এবং শিল্পে কল-কারখানায়, সরকারী খামারের পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ এবং তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার ক'রে শিল্প পরিচালনায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। শুধুমাত্র কাগজে কলমে স্বীকার করে নিলেই হবে না অথবা শ্রমিকদের জন্য রচিত আইনে (Labour Code) লিপিবদ্ধ হলেই

হবেনা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের সুযোগ ও সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা চাই। চাই প্রচলিত সরকারী মতামতের বিরুদ্ধে বিকল্প বক্তব্য ও মত প্রকাশের অধিকার, আর সেই অধিকার কতটা কাগজিক কতটা বাস্তব সেটা যাচাই করার কষ্টিপাথর হ'ল বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করলে সরকারী নিপীড়নের বিভীষিকা সেই সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর নেমে আসবে কিনা। সবাইকেই একই সুরে কথা কইতে হবে—সকল মানুষকে এক ছাঁচে গড়তে হবে, গোটা সমাজকে ডিক্টেটারের খেয়ালী একতারায় বাঁধতে হবে —যে-কোন একনায়কতন্ত্রী সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটাই হল মূল পরিচয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এক-সুরে কথা কইতে অস্বীকার করার পৌরুষ ও অধিকারকে রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠী মর্যাদা না দিচ্ছে জল্লাদের মৃত্যুখড়্গ দ্বারা ভিন্নমত প্রকাশের অপরাধকে শায়েস্তা না করার সুনিশ্চিত গ্যারান্টি দ্বারা—ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ক্রন্দন নিছক অরণ্যে রোদন মাত্র। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা একাধিক দলের অস্তিত্বে নয়, রাজনৈতিক বিরোধিতা করার অধিকারে।

শিল্পে ব্যুরোক্রাসীর কথা হচ্ছিল। 'সমাজতান্ত্রিক' যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিকারের পথ হিসাবে শিল্পে-কল-কারখানায় শ্রমিকদের স্বায়ত্তশাসন ("workers' self-management") প্রতিষ্ঠার দাবী গৃহীত হয়েছে শাসনকারী কমিউনিস্টদলের কার্যসূচীতে (League of Communists of Yugoslavia)। সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কমিউনিস্টদলের 'ভ্যান্‌গার্ড'-এর ভূমিকা (Leading role of the Party) মেনে নেওয়ার ব্যাপারেও যুগোস্লাভিয়ায় বিপুল তর্ক উঠেছে। এখন নতুন ধরণের পার্টি-গঠনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ("Party of the new type")। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট চিন্তাবিদ্ ও লেখক মিলোভান্ জিলাস-ই প্রথম যুগোশ্লাভিয়ায় দলের ভিতর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তুলেছিলেন, আর সেই অপরাধের মাশুল হিসাবে দীর্ঘদিন কারাগারে তিনি বন্দী ছিলেন। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি তত্ত্বের (withering away of the State) সঙ্গে তাহলে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত শাসনকারী দলের একচেটিয়া প্রভুত্ব ও ক্ষমতার (monopolistic power) বিলোপ সাধন—(withering away of the party)। এ তর্ক একদিন না একদিন পৃথিবীর সকল সমগ্রতান্ত্রিক (totalitarian) কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়বেই, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা কেটে যাবার সাথে সাথেই শ্রমিক শ্রেণীর এই মৌল-অধিকার ও মূল্যবোধ

সচেতনতা বৃদ্ধি পাবেই। পুলিশ-মিলিটারী ব্যুরোক্র্যাসীর চক্রান্ত দ্বারা কি সেই চিন্তার ভাব-জোয়ারকে প্রতিহত করা যাবে? মনের লৌহশৃঙ্খল যখন ছিঁড়বে পার্টি-শাসনের স্বর্ণ বা ক্যারেট গোঁড়ের শৃঙ্খল ছিন্ন হতে কি বেশী বিলম্ব হবে?

শাসনকারী দলের অগ্রণী ভূমিকা-তত্ত্ব যতই শিথিল হবে ততই শ্রেণী সংগঠনগুলি বা কর্ম-ভিত্তিক (functional) প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সমাজের কাছে অনুভূত হ'বে—শিল্পে গণতান্ত্রিক-মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হবেই। প্রকৃত জন-কল্যাণ ধর্মী ন্যায়-ভিত্তিক রাষ্ট্রকে সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে।

'সমাজতান্ত্রিক' সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রম-বিরোধ (labour disputes) বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সে দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে, বিশেষ করে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের কাছে, এটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা যখন দেখছে ট্রেড ইউনিয়ন মাধ্যমে তাদের সুবিচার পাবার পথ বন্ধ তখন তারা নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। না জানিয়ে, কোন নোটিশ না দিয়ে এক কারখানার কাজ ছেড়ে অন্য কারখানায় কাজের অন্বেষণে যাচ্ছে—এমন কি এক অঞ্চল ছেড়ে দূরবর্তী ভিন্ন অঞ্চলে। বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকদের এই ঘন ঘন কাজ ও স্থান পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে একজন লেখক সম্প্রতি লিখেছেন: "Soviet workers have found a substitute for free election—they have taken to "*Voting with their feet.*" (Disgruntled workers—a threat to Kremlin; By Victor Zorza, Statesman, 7th. March)

কল-কারখানা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একটা অংশের ঘন ঘন অনুপস্থিতির ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার ঘোষণা—বিবৃতির স্তরেই থেকে গেল আপাতত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তাদের শ্রমিক ভাইদের এই 'বিশৃঙ্খল' আচরণে উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ—দেশের সংবাদপত্রগুলি এদের 'loafers', 'idlers', 'shirkers', 'spongers' বলে আক্রমণ ক'রে চলেছে। এতেও কোন ফল হয় নি। এতেও কঠোর শাস্তি দানের প্রস্তাব করা হয়েছে তাদের যারা কাজে আসবেনা কামাই করবে। 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি'-তে সরকারী অফিসে অবস্থান ধর্মঘটের 'ব্যাজ' এঁটে ব'সে থেকে কাজ না করলে বা কর্তব্যপরায়ণদের কাজ করতে বাধা দিলে ভয় দেখালে, 'গণছুটির' নামে অফিসে না এলে, হাজিরা খাতায় সই করে অফিস ছেড়ে চলে

গেলে কাজ না করার জন্য কর্মচারীরা কোন বেতন দাবী করতে পারেন না—আর সরকারী দলের রাজনৈতিক নেতারা বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আগামী নির্বাচনে ভোটের লোভে—বা পার্টি ফাণ্ড গঠনের নামে প্ররোচনামূলক বক্তৃতাও দিতে পারেন না। ভারতে এসব কথা কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে বলা হয় না।

রুশ দেশে কল-কারখানায় শ্রমিক এই ক্রমবর্দ্ধমানদের অনুপস্থিতির প্রতিষেধক হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে :

"Workers guilty of absenteeism are to be *dismissed* and offered other jobs *only at lower wages* without a summar holiday or the bonus which sometimes comprises a substantial part of their earnings. Similar penalties are to be imposed on workers who change their jobs too often."

যে-সব শ্রমিক কর্মচারী কল-কারখানায় অনুপস্থিত থেকে কাজ না করার অপরাধে দোষী হবে তাদের স্ব স্ব চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে, অবশ্য তাদের অন্য বিকল্প কাজ মিলতে পারে, তবে আরও কম বেতন ও মজুরীতে। শুধু তাই নয় গ্রীষ্মকালীন সবেতন ছুটি ভোগ ও বোনাস-এর সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হবে। রুশ দেশে এই 'বোনাস'-এর দরুণ শ্রমিকরা যা পেয়ে থাকেন সেটা তাদের মোট বেতনের একটা বড় অংশ। এ ছাড়া যে-সব শ্রমিক কর্মচারী এক কারখানা পরিত্যাগ ক'রে ঘন ঘন অন্যত্র চলে যাবে তাদের ক্ষেত্রে-ও এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে যারা জড়িত তাদের এবং বিশেষ ক'রে শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝতে হবে "শ্রমিকদের স্বর্গ-রাজ্যে" নিয়ম-শৃঙ্খলার ওপর কত গুরুত্ব দেওয়া হয়—আর কি পরিমাণ 'স্বর্গসুখ' তারা ভোগ করছে সেটাও পরিষ্কার বুঝে নেওয়া দরকার।

এদেশে সরকারী কর্মচারীরা 'কনডাক্ট রুল'—সরকারী প্রশাসন ও কর্মচারীদের সম্পর্ক-জনিত প্রচলিত আইন-ব্যবস্থা 'কালাকানুন' ব'লে প্রত্যাহারের দাবী ক'রে থাকেন। সব 'কালা-কানুন'—বাতিল হোক—খুব তাড়াতাড়ি হোক এটা কাম্য। কিন্তু প্রশ্ন : সরকারী প্রশাসন ও কর্মচারীদের সম্পর্ক কি হবে? কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব-নিয়মশৃঙ্খলা-কর্তব্য সম্বন্ধে কি কোন আইন-ই থাকবেনা? প্রগতিশীল রাষ্ট্রে কর্মচারীদের যার-যা-খুশী তাই

অবাধে করে যাবার অধিকারের অপর নাম-ই কি প্রগতিশীল 'সাদা-কানুন'—সমাজতান্ত্রিক নীতি-তত্ত্ব ? কর্মচারী বা শ্রমিকদের কি অফিসে-কলে-কারখানায় নিয়মানুবর্তিতা, সময়মত হাজিরা দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজে কোন রকম অবহেলা না দেখিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করার কোন বাধ্যবাধকতা কি কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রে থাকবেনা ? শ্রমিক কর্মচারীরা দাবীর কথাই বলবেন কোন দায়িত্বের কথাই মানবেন না ? কর্তব্যরত কর্মচারীর সঙ্গে যদি তাঁর ওপরের অফিসার অথবা কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে যদি কারখানার কর্মরত ওপরতলার অফিসার ম্যানেজার বা প্রয়োগবিদ বিশেষজ্ঞের মত-পার্থক্য দেখা দেয় কোন কারণে তাহলে কি সেই কর্মচারী-শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে অফিসার বা ম্যানেজার-কে 'ঘেরাও' করে রেখে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করবেন তাদের কথা বা মতামত অনুযায়ী প্রশাসন চালু করতে ? কোন 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে কর্মচারী-শ্রমিকদের এই আচরণ করার কি কোনও অধিকার আছে ? অফিসার বা কর্মচারী দুর্নীতি করলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে, শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে না ? রুশ বা চীন বা যে-কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক-সম্পর্কিত আইন থেকে কেউ দেখাতে পারবেন—সেই সব দেশে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন প্রতিবাদ করার সামান্যতম অধিকারটুকুও আছে কিনা ?

লেনিন সর্বহারাদের শ্রেণীরাষ্ট্রে আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির কথা ('bureaucratic distortions of proletarian State') বলেছিলেন। তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নেওয়া গেল যা-কিছু 'শ্রম-বিরোধ' (labour disputes) রাশিয়ায় দেখা দিচ্ছে—তা'র সবটাই এই ধরণের বিকৃতি বা ভ্রষ্টাচারের পরিণাম। তাহলে এই সব বিকৃতি ও ভ্রষ্টাচার থেকে যে-সব অন্যায়-উৎপীড়ন অবিচার ঘটছে—শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা বা তার ন্যায়-ভিত্তিক সমাধান প্রতিকার বা দাবী করার মত সুযোগ সুবিধা সাংবিধানিক গ্যারান্টি তো থাকা চাই। কিন্তু তা তো নেই—আর থাকা সম্ভবও নয়—কেননা শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তো পার্টির-ই সেবাদাস। পার্টি সর্বশক্তিমান, সমালোচনার ঊর্দ্ধে, অভ্রান্ত। পার্টি-নিরপেক্ষ মতামতের কোন স্থান-ই থাকতে পারেনা কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে। পার্টি নির্দ্দেশিত কর্মসূচীই তো সরকারী অফিসে, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-সামরিক বাহিনীতে সর্বত্র-ই নীচের তলার অফিসার, প্রশাসক কুশলী প্রয়োগবিদ, ম্যানেজার ব্যুরোক্র্যাটরা চালু রাখেন এই

কথাগুলি বলে। তাঁরা তো প্রচলিত ব্যবস্থারই সাফাই গাইবেন নিঃসন্দেহে। যারা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারবেনা তারা মুখ বুঁজে সইবে, অথবা নীরব প্রতিবাদ জানাবে—হয় কাজে অনুপস্থিত থেকে (absenteeism) অথবা একটা কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র আর একটা কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে প'ড়ে 'মহান' স্তালিনের আমলে রাশিয়ায় শ্রমিকদের জন্য চালু ছিল কঠোরতম আইন যার কাছে নাৎসী-জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত ইতালীতে প্রচলিত সে-যুগের আইন-কানুন নির্মমতার বিচারে হার মানবে। যে-কোন কারখানার 'ফোরম্যান' বা ম্যানেজার যে-কোন শ্রমিককে বিনা নোটিশে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে পারত যদি সে কুড়ি মিনিট দেরীতে কাজে যোগ দিতে আসত। অথবা নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে, কাজ অসমাপ্ত রেখে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কর্মস্থল ত্যাগ করলে, অথবা 'সন্তোষজনক উৎপাদন' না হ'লে'-ও ("unsatisfactory output") চাকুরী খোয়া যেত। রেশনিং-ব্যবস্থা চালু থাকার কালে কুড়েমির অপরাধে (idling) চাকুরী গেলে শ্রমিক একদিনের রেশন থেকে বঞ্চিত হ'ত। ১৯৩৯ সালে প্রতিটি বেতনভুক কর্মচারী বা শ্রমিকের জন্য চালু হয়েছিল 'লেবার বুক' ('Labour Book'); সেটা থাকে সব সময় কর্তৃপক্ষেরই হাতে। এই 'লেবার বুক-'এ লিপিবদ্ধ করা হয় ও কর্তৃপক্ষের শ্রমিক-কর্মচারীর আচরণ গোপন কাজের মন্তব্য, তাদের কাজে উৎসাহ বা অবহেলা, অতীত ত্রুটি-অপরাধের ফিরিস্তি।

স্তালিনী যুগের কঠোর নিপীড়ন, কর্মচ্যুতির হুমকী সত্ত্বেও হাজার হাজার শ্রমিক ব্যাপক ভাবে চাকরী পরিত্যাগ ক'রে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে গেছে কোন কিছুকেই পরোয়া না করেই। (Decree of December, 29, 1939; Decrees of June, 26 th. and July 24 th. 1940) এইসব শ্রমিকদের সায়েস্তা করার জন্য মহান স্তালিন চাকুরীত্যাগ বা অনুপস্থিতি-জনিত অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমের ('Forced Labour') বিধান করেছিলেন যা কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও নেই। বিচারক নিয়োগ করে এই সব "অপরাধের" বিচারের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। বিচারক বা ম্যানেজাররা যদি কোনরূপ সহানুভূতি দয়াপরবশতার পরিচয় দিতেন এইসব অপরাধীর বিচারের বেলায়—তাহলে সর্বহারা শ্রেণীরাষ্ট্রে শোষিত শ্রেণীর সর্বশক্তিমান নেতা স্তালিন তাঁদেরও কঠোর-

শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী বিচার (class justice) নয়; একেবারে আসল লেনিনবাদী শ্রমিক শ্রেণী-রাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ সমাজতান্ত্রিক বিচার ("Socialist legality")! শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-বীমা (health insurance) ও অন্যান্য বীমা-নির্ভর সুযোগ সুবিধা (other insurance benefits) নির্ভর করত তাদের কোন বিশেষ চাকুরী বা কাজে একটানা কার্যকালের দৈর্ঘ্যের ওপর। কোন শ্রমিক এক কারখানা অথবা শিল্প-সংস্থা থেকে কাজ ছেড়ে অন্য কারখানা শিল্পসংস্থায় কাজের জন্যে উপস্থিত হ'লে তা'কে আগে তার সেই 'লেবার বুক' দাখিল করতে হবে। তার লেবার বুক-এ সন্তোষজনক মন্তব্য না থাকলে নতুন কাজে যোগ দেওয়া শক্ত হ'বে, আর নতুন কাজ পেলেও (কেননা শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ছে বিশেষ করে দক্ষ শ্রমিকের) সেই নতুন কাজের সর্ত্ত উৎসাহ-ব্যঞ্জক কখনই হবে না। একস্থান ছেড়ে অন্যত্র চাকুরী করতে যাবার পথে অন্যতম বড় বাধা হ'ল রুশ দেশে প্রচলিত আভ্যন্তরীণ পাস্‌পোর্ট প্রথা (Internal passport system)। এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-নগরী থেকে অন্য এক শিল্প-নগরীতে যে'তে হ'লে এই দলিল তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে কেননা এই দলিল-ই তা'র সনাক্তকরণের প্রধান প্রমাণ।

গত কয়েক বৎসরের কমিউনিস্ট পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রবন্ধাদি থেকে রুশ-অর্থনীতিতে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রম বিরোধ, শ্রমিক-অসন্তোষ কল-কারখানায় শ্রমিক অনুপস্থিতি, এক চাকরী পরিত্যাগ করে অন্য চাকরীর খোঁজে অন্যত্র চলে যাবার ফলে যে উৎপাদনহ্রাস ও সঙ্কট দেখা দিচ্ছে তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রমিকরা কখনও বা কাজের সর্তাবলী ও অসন্তোষজনক পরিবেশের, কখনও বা প্রশাসন—কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ প্রয়োগবিদ ম্যানেজারদের রূঢ় হৃদয়হীন আচরণে বিক্ষুব্ধ। এমনও ঘটছে যে শ্রমিকরা একটি কারখানায় এক শিফ্‌টের কাজ সমাধা করে নিকটবর্তী অন্য কারখানায় অন্য শিফটে কাজে যোগ দিতে ছোটাছুটি করছে আয় বৃদ্ধির তাগিদে। প্রাভদায় এক নিবন্ধে বলা হয়েছে :

"Naturally this creates artificial incentives for labour drift···at the end of a shift crowds of workers rush accross the street in opposite direction from one factory to the other to earn a *second wage.*" (Statesman ; 7th March)

প্রশ্নঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর এ অবস্থা কেন হবে? "দ্বিতীয় বার" একই শ্রমিক মজুরী আয়ের তাড়নায় এক শিফ্‌ট-এর কাজ শেষ করে আর এক শিফটে অন্য কারখানায় কাজ করতে যাবে কেন? এতে শ্রমিকদের দৈহিক পরিশ্রমের নিবিড়তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এর পেছনে কি সেই শ্রমিকের আর্থিক লোলুপতা-ই প্রেরণা জোগাচ্ছে? এর পেছনে কি তা'র "উচ্ছৃঙ্খল" আচরণ মদত জোগাচ্ছে? না বাঁচার মত মজুরী, সুস্থ পারিবারিক জীবন যাপনের মানষিক আকাঙ্খা তাকে এইভাবে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে? না এই মানসিকতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে মজুরীর জন্য দাসত্বের প্রবণতা (wage slavery) যা নাকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম পরিণতি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেই শ্রমিকের মুক্তির পথ কি তাহলে?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কি কোন নতুন মূল্যবোধ (Values) নতুন নৈতিকতা ও জীবন-দর্শন তার ভিত্তি হবেনা? সমাজতন্ত্র কি শুধু-ই বর্দ্ধিত উৎপাদন-ব্যবস্থা ও "সুষ্ঠু" বণ্টনের তাত্ত্বিক-কাগাজক-প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? বণ্টনের ভিত্তি কি হবে মানুষের প্রয়োজন (necessity) না কাজের প্রকৃতি গুণগত মূল্যায়ন ও তার বিশেষ চাহিদার ওপর? উৎপাদন বৃদ্ধি তত্ত্বের বেদীমূলে তবে কি মনুষ্যত্বের বলি হবে?

যদি বলা হয় অর্থ নৈতিক স্বার্থপরতা বা বর্দ্ধিত রোজগারের লোভ (cupidity) এই ব্যাপক রোগের মূল কারণ তাহলে জিজ্ঞাসা থেকে যাবে গত ৫০ বছরের একটানা একদলীয় শাসনের বাধাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষেও এই "লোলুপতা" কেন লুপ্ত হল না? কেন এই 'কেরিয়ারীজম্'-এর পেছনে "শ্রেণীসচেতন" শ্রমিকরা আজও ছুটছে—যেমন ছুটছে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা? কেন এক-ই কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের নিগড়ে বাঁধা প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত শ্রমিকের বেতন-মজুরী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট হবেনা? এও কি আর এক ধরণের 'শোষণ' ('exploitation') নয়?

রাশিয়ার শ্রমিক সংহিতায় (Code of Labour Legislation) পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে:

"When a worker fails to fulfil by his own fault the established norm, his wages are paid *according to the quantity and quality of his output without a guarantee to him of any*

minimum wages whatsoever" (Art 57) [*Totalitarian dictatorship and Autocracy* ;—p. 250]

অর্থাৎ শ্রমিককে তার নির্দিষ্ট বরাদ্দ কাজ সম্পন্ন করতেই হবে। যদি তার নিজের কোন ত্রুটির ফলে সেই বরাদ্দ কাজ সম্পন্ন সে করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তার বেতনের পরিমাণ নির্ভর করবে তার দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ও কাজের উৎকর্ষতার ওপর। তাই ন্যূনতম বেতনের কোন গ্যারান্টি নেই সোভিয়েট সংবিধানে।

একথাও ঠিক স্তালিন আমলের পর, বিশেষকরে ১৯৫৬ সালের পর শ্রমিকদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। স্তালিনী আমলের উৎপীড়ন ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে এ-ও সত্যি। রুশ অর্থনীতিতে নতুন ধরণের শ্রমিক শ্রেণীর নীরব প্রতিবাদ ও ক্রমবর্ধমান শ্রমবিরোধ-জনিত অনিশ্চয়তা ও উৎপাদন হ্রাসের ফলে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের জন্য নিপীড়নমূলক স্তালিনী নিয়মশৃঙ্খলা আইনের অনুশাসন প্রবর্তনের জন্য একটি চাপও আসছে সেদেশের রাজনীতিতে রক্ষণশীলদের (প্রচ্ছন্ন স্তালিনবাদীদের) পক্ষ থেকে। এই চাপের কাছে ব্রেজনভ-কসিগিন্ নেতৃত্বের জোট ভেঙে যাবে কি না সেটা বর্তমানে সে-দেশের বর্তমান রাজনীতির একটা বড় প্রশ্ন নানা তর্ক-বিতর্কের ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে।

সর্বহারাদের শ্রেণী-রাষ্ট্রে নানাবিধ শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নের মধ্যে বহু-বিতর্কিত একটি বিষয় হ'ল বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির প্রথা (Forced Labour Camp) পুঁজিবাদী দেশে বাধ্যতামূলক কোন শ্রম শিবির-ই নেই আর সেটা বর্তমান যুগে আদৌ সম্ভবও নয়। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই এই বীভৎস প্রথাকে মেনে নেবেনা। কিন্তু স্তালিন এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল স্তালিনের যুগে এইসব দাস শিবিরে।

সোভিয়েত অর্থনীতিতে দাস-শিবিরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলির নিষ্ঠুর শোষণের মধ্য দিয়েই নিজেদের সমৃদ্ধশালী করেছে। পুঁজিবাদী আমেরিকাও ক্রীতদাস শ্রমিকদের শ্রম ও শোষণের দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে। রাশিয়াতে এই সব দাস-শিবিরের শ্রমিকরা ১৯৪১ সালে ৫,৩২৫,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করেছিল। সাইবেরিয়া ও অন্যান্য দূর অঞ্চলে এইসব শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে

হাজার হাজার মাইল রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, রেললাইন পাতা হয়েছে। ৫৪,৭৩০,০০০ কিউবিক মিটার বাণিজ্যিক কাঠ (Commercial timber) ও জ্বালানী কাঠ উৎপাদন ক'রে বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। মোট উৎপন্ন কাঠের (আসবাব-এর) শতকরা ১৪·৪৯ ভাগ উৎপাদনের কৃতিত্ব তাদেরই; মোট জ্বালানী কাঠ (fire wood) ও বাণিজ্যিক কাঠের মোট উৎপাদনের ১১·৯ ভাগ উৎপন্ন হয় এইসব শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে। খনিজ ক্রোম-এর ৪০·৫ ভাগ উৎপাদন করেছে এই সব বিভিন্ন শ্রমশিবিরের শ্রমিক। মোট জনসংখ্যার আনুমানিক এক কোটি লোককে এইভাবে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরাট বেকারের রিজার্ভ বাহিনীর (Industrial Reserve Army) কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর প্রথম 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ মানুষ এইভাবে শ্রম দিতে বাধ্য হবে বছরের পর বছর? এই নিষ্ঠুরতম শোষণের বিরুদ্ধে সে দেশের শ্রমিক সংস্থাগুলি বা All union Central Council of Trade Unions কি কোন প্রতিবাদ করেছে? এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য কি কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয়েছে? যদি এই প্রকার শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন না-ই হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের দলের হুকুম কার্যকরী করা ছাড়া অন্য কোনই ভূমিকা থাকেনা। ভারতের শ্রমিক সমাজকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সজাগ থাকা দরকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে **'ইকনমিজম্'**-এর পঙ্কিল আবর্ত থেকে উদ্ধার করে গণতান্ত্রিক-মানবিক আত্মিক মূল্যবোধের সুতীক্ষ্ণ সচেতনতা সঞ্চার করা প্রয়োজন।

রাশিয়ায় জারদের আমলেই ১৮৬১ সালে ক্রীতদাস প্রথা (Serfdom) আইনত বিলোপ করা হয়। কিন্তু 'মার্কসবাদী' স্তালিন "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব" সাধিত হবার পর সেই রাশিয়াতে দাস প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করলেন লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবিদের জন্য (Slave Labour Camps)। জারতন্ত্রে সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির থেকে বহু নির্বাসিত রাজবন্দীরা পালিয়ে এসে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু স্তালিনের দাস শ্রম শিবির থেকে বন্দীদের কেউই পালিয়ে কোনদিন আসতে পারেননি। এইসব বাধ্যতামূলক দাস শিবিরে মৃত্যু বা অপমৃত্যুর হার ছিল বিপুল। স্তালিন নিজেই একসময় সাইবেরিয়ার বন্দীশালা থেকে, জারতন্ত্রের যুগে, পালিয়ে আসতে পেরে-

ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দাস শিবিরের দাসত্বের যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার সকল পথই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সর্বহারাদের শ্রেণীরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর এ অবস্থা মেনে নেওয়া যায় কি ভাবে? শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর কোন অংশের স্বার্থের সংঘাত-ই বা হয় কি ক'রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিচারে? স্মরণ থাকতে পারে লেনিন-ট্রট্স্কী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণীরাষ্ট্রের মধ্যে কোন সংঘাত থাকতে পারেনা এই 'no conflict' তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। আর এই তত্ত্বের সমালোচকদের **মেনশেভিকপন্থী, সিণ্ডিক্যালিষ্ট,** কল্পনা-বিলাসী বা **সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারী** ব'লে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল স্তালিন আমলে। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরের অস্তিত্ব শ্রমিক রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘর্ষের অন্যতম স্বীকৃতি। এই সংঘাত তত্ত্বকে অস্বীকার করার জন্যই এই ক্রূরতম পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। যদিও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ জাতীয়করণ সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ কোন সামাজিক নিয়মে অথবা ডায়েলেকটীক-এর অমোঘ নিয়মে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অবলুপ্ত হয়না।

রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই সমাজ তথা জনগণের মালিকানা স্থাপিত হয়না। চাই সামাজিকিকরণ (Socialisation) ও পরিচালন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় সচেতন অংশগ্রহণ (workers' self government)। **মালিকানা** (ownership) ও কর্তৃত্ব (control) সম-অর্থবোধক বস্তু নয়, কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দুই ব্যবস্থাতেই এই দুই বস্তুর পার্থক্য খুব পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। 'মালিকানা' থেকেও 'কর্তৃত্ব' না থাকতে পারে; আবার 'কর্তৃত্ব', মালিকানা-নিরপেক্ষ হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে: ভারতবর্ষে রেল বিভাগে (Railways) জাতীয় মালিকানা বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের নাগরিকরাই এই সমগ্র জাতীয় ধন-সম্পত্তির পূর্ণ মালিক কিন্তু ট্রেণের যাত্রীদের অথবা রেল বিভাগে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের রেল-এর পরিচালনা-ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব (control) কতটুকু? ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বড় বড় শিল্প সংস্থা ব্যবসায়িক করপোরেশন-এর কাগজে-কলমে মালিক হলেন শেয়ারহোল্ডার, ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা (owners) কিন্তু পূর্ণ কর্তৃত্ব পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) বা বিজ্‌নেস্ এক্সিকিউটিভদের মুঠোর মধ্যে। আসল মালিক

শেয়ারহোল্ডার-ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা এদের দ্বারাই পরিচালিত হন, যদিও দেখা গেছে এইসব ডিরেক্টররা সমবেতভাবে মোট শেয়ার ষ্টক-এর শতকরা দুই বা তিন ভাগেরও মালিক নন।

পুঁজিবাদী শিল্পসংস্থায় শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে ম্যানেজার বা কোম্পানীর ডিরেক্টাররা এমন আমলাতান্ত্রিক ও হৃদয়হীন মনোভাব নেন যেটার সঙ্গে অর্থ লগ্নীকারী (investors) শেয়ার-হোল্ডারদের মতামতেরও কোন সম্পর্ক থাকেনা, কেননা 'ডিরেকটার' বিজ্‌নেস্ একজিকিউটিভদের সর্বময় কর্তৃত্ব (full control)। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রে শ্রমিকরা সবকিছুর মালিক এটাও একটা 'লিগ্যাল্ ফিকশন্', যেমন ইংলণ্ডের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে 'রাজা কোন অন্যায়-ই করতে পারেন না' ('King can do no wrong') একটি লিগ্যাল ফিক্‌শন্। 'সর্বহারা শ্রেণীরাষ্ট্রে' তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মালিক যারাই হোক না কেন একপার্টি সর্বস্ববাদী শাসনব্যবস্থায় আসল কর্তৃত্ব কাদের সেইটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কল-কারখানার শ্রমিক ক্ষেত-খামারের কৃষক-ক্ষেত-মজুরদের কোনই কর্তৃত্ব আদৌ নেই। সর্বস্তরেই আমলাতন্ত্রীরা ও পার্টির আস্থা-ভাজন কর্মকর্তারা দেশের রাজনীতি অর্থনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক ভাবধারা জীবন, বৈজ্ঞানিক-চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন।

তাই 'মালিকানা'র চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল 'কর্তৃত্ব'। সামাজিক কর্তৃত্ব সত্যিসত্যি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম হবে যখন গণতন্ত্রকে, বিরুদ্ধমত প্রকাশ ও প্রচারের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং সেই বিরুদ্ধ-পন্থীদের পরিচালন ব্যবস্থায় স্থান ক'রে নেবার বাস্তব পরিবেশ ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থাকবে। নতুবা আর্থিক ক্ষমতা ওপরতলার পার্টি নেতাদের হাতেই কেন্দ্রীভুত হবে, ওপরতলা থেকে নীচেরতলা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে স্তর-ভিত্তিক আমলাতন্ত্রীরাই সার্বিক নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারী হয়। এই নিয়ন্ত্রণহীন সর্বস্ববাদী ক্ষমতাকে মন্ত্রবলে কোন দেশে কেউই কল্যাণধর্মী (benevolent) করতে পারেননি পারার কথাও নয়। ইউজিন্ লাইয়নস্-এর ভাষায়:

"Absolutism at the top implies hundreds of thousands, even millions, of large and small autocrats in a State that monopolizes all means of life and expression, work and pleasure, rewards and punishments. A centralised autocratic

rule must function through a human machine of delegated authority, a pyramid of graded officialdom each layer subservient to those above and overbearing to those below.

Unless there are brakes of genuinely democratic control and the corrective of a hard and-fast legality to which everyone, even the anointed of the Lord, is subjected, *the machine of power becomes the engine of oppression."* (*Assignment in utopia,* p. 195. By Engene Lyons).

যেখানে বাধা-নিয়ন্ত্রণ-হীন ক্ষমতা ওপরতলার কতিপয় ব্যক্তি বা নেতার হাতে কেন্দ্রীভুত থাকে সেখানে সেই ক্ষমতার-অধিকারী গোষ্ঠী নীচের তলার শত-সহস্র এমন কি লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে স্বৈরতন্ত্রীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে একই ধরণের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়ে থাকে। ওপর তলা থেকে নীচের তলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই লক্ষ লক্ষ স্বৈরতন্ত্রীরা, ব্যুরোক্র্যাট্‌রা-ই জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা পুরস্কার সম্ভোগের ও শাস্তি বিধানের অধিকারী। নীচেরতলার স্বৈরতন্ত্রীরা তাদের অব্যবহিত ওপরতলার স্বৈরতন্ত্রীর আজ্ঞাবহ সেবাদাস আবার তার অব্যবহিত নীচেরতলাব স্বৈরতন্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ববাদী। বিশাল পিরামিডের মত নীচ থেকে সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত স্তর-ভিত্তিক-প্রশাসক ব্যুরোক্র্যাটদের শাসন-ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে "সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব" (dictatorship of the proletariat) বলা যায়না; এ হল সর্বহারা মেহনতী বুদ্ধিজীবি ও সকল শ্রেণীর খেটেখাওয়া মানুষের ওপর চাপিয়ে-দেওয়া একনায়কত্ব (dictatorship over the proletariat)। কার্ল মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর *জন্য* যে-মুক্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন তা'কি এই সর্বস্ববাদী একনায়কত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে বলা যায়?

সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্থায়ীত্ব ও কার্যকারীতা মূলত নির্ভর করে আসছে সেনাবাহিনীর ওপর, লাল-ফৌজ ও আভ্যন্তরীণ পুলিশী (NKVD) ব্যবস্থার ওপর। স্তালিনকে তাই করতে হয়েছে ক্রুশ্চভ তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন মার্শাল জুকভের সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। বর্তমানে কসিগিন-নেতৃত্বও সম্পূর্ণভাবে সেই 'লাল ফৌজের' ওপরই নির্ভরশীল। চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের

সিদ্ধান্ত রুশ শ্রমিক বুদ্ধিজীবি ছাত্র-যুবকরা নেন নি. হাঙ্গেরী অভিযানের সময়ও শ্রমিক শ্রেণী কোন চাপ সৃষ্টি করেছিল বলে কেউ শোনে নি। সে-ঝুঁকি নিয়েছিলেন ক্রুশ্চভ। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে দলের সর্বাধিনায়কের খেয়ালখুশী-অভিলাষ ইচ্ছা শাসনের মূল উৎস, শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অভিলাষ বা শ্রেণী-চেতনা নয়। আর সেই একনায়কতন্ত্রী গোষ্ঠীর ইচ্ছা অভিলাষ সামরিক বাহিনীর পাশব শক্তির সমর্থনের ওপরই নির্ভরশীল।

বন্দুকের নলই যদি ক্ষমতার উৎস হয়—(Maoist gun dictum) তাহলে গণ-বিপ্লব, সাম্যবাদ, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ শ্রেণী-সচেতনতার তত্ত্বকথা-গুলি প্রচণ্ড ধাপ্পা ও রাজনৈতিক শঠতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতার উৎপত্তি' একথা যখন মাও সে-তুঙ বলেন—যুক্তি দিয়ে, নীতির কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে তাকে স্বীকার করতে না পারলেও বলা যেতে পারে যে তিনি একটি ঐতিহাসিক ধারাকে সমর্থন করছেন মাত্র। তাঁকে বোঝা যায়। কিন্তু যাঁরা বলেন 'জনগণই ক্ষমতার উৎস'—তাঁরা যখন প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেদের আচরণের মধ্যে দিয়ে বন্দুকবাজীকেই ক্ষমতার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন তাদের সেই আচরণবাদ অক্ষমনীয় রাজনৈতিক কপটতারই নামান্তর।

বন্দুক-তত্ত্ব আসলে অবিশ্বাসবাদী (cynicism) রাজনৈতিক মানসিকতার একটি প্রকাশমাত্র। মানুষের প্রতি বিশ্বাস যখন কোন দল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একেবারে হারিয়ে ফেলে তখন পাশবশক্তির চূড়ান্ত কার্য্যকারীতার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সকল ক্ষমতাই নীতি-মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (Value-free)। কিন্তু ক্ষমতার প্রয়োগকর্তা তো নৈতিকতা-নিরপেক্ষ নন। বন্দুক-রাইফেল তো যন্ত্র মাত্র—যন্ত্রের ব্যবহার-জনিত ন্যায়-অন্যায় নির্ভর করবে যন্ত্রীর ওপর। তাই বন্দুক যিনি ধরবেন—দুনিয়াকে বা সমাজকে দুর্নীতি অন্যায়-শোষণ-উৎপীড়ন-মুক্ত করার জন্য তিনি কি থাকবেন সকল নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে? রাইফেলের নল যে সবসময়ই দুষ্কৃতকারী-অত্যাচারী-অন্যায়কারীর বিরুদ্ধেই উদ্যত থাকবে—সেই যন্ত্রীর হাতে—তা'র গ্যারান্টি কি? রাইফেলধারী নেতা, সৈনিক কি রক্তমাংসে-গড়া মানুষ নন? তিনি যে-বিপ্লবী আদর্শ ও দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাইফেল তুলে নেবেন—সেই দর্শন বা মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যার অধিকারী কি তিনিই বা তাঁর নির্ব্বাচিত গোষ্ঠীই হবেন? আর তাঁর ব্যাখ্যাই কি সন্দেহাতীত, অভ্রান্ত? যে-বিপ্লবীরা বিপ্লবী-নেতা ও গোষ্ঠীকে বিপ্লব

পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন তাঁরা কি সেই নেতা ও গোষ্ঠীর নেতৃত্বের জবাব-দিহীর (accountability) দাবীদার হ'তে পারবেন না ? বিপ্লবী মতবাদের (content) কি একটি বাহ্যিক নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো (constitutional form) আবশ্যিক নয় ? 'বিপ্লবী মতবাদ' কি তবে নিরাকার 'ব্রহ্ম' ? মতবাদের বিশুদ্ধতা (Ideological orthodoxy) রক্ষিত হচ্ছে কি না শাসনকারী বিপ্লবী দল বা গোষ্ঠীর হাতে সেটা পরোখ করার জন্য দল ও দেশের সামনে তো সব সময়ের জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা (form) ধরে রাখা দরকার। যখনই সেই রূপরেখার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেবে তখনই দাবী উঠবে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধতা-বাদীদের (Ideological purists) পক্ষ থেকে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির ভূমিকার কথা হচ্ছিল। মার্কসবাদী রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও লক্ষ্য (Economic objectiv..) ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা (Political requirements) বুঝে কাজ করে যাওয়া। এখন এই **'অর্থনৈতিক লক্ষ্য'** ও **'রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা'** সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে বিরোধী মতকে কি চালু রাখতে বা মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না ? যদি না হয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কোনই ভূমিকা মার্কসবাদী রাষ্ট্রে থাকতে পারে না।

'বন্দুক-রাইফেলের নলই সকল ক্ষমতার উৎস'—এ তত্ত্বকে সমাজ-তান্ত্রিকরা পাশব ক্ষমতার বা (Naked power)—তত্ত্ব বলেই মনে করবেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে এই (Naked power) তত্ত্ব বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিসখাঁ, তৈমুরলঙ, নীরো, জার-তাতার-হুন-মঙ্গোলরা অস্ত্রকেই সমস্ত ক্ষমতার উৎসরূপে ব্যবহার করে এসেছেন। হিটলার, ষ্টালিন, সালাজার, ফ্র্যাঙ্কো, মাও সে-তুঙ ক্যাষ্ট্রো সকলেই রাইফেলকেই ক্ষমতার উৎস হিসাবে ব্যবহার করে এসেছেন। এ তত্ত্বের মধ্যে তাই নতুন কোন তত্ত্বকথা আদৌ নেই। অবশ্য মাও সে-তুঙ, ইতিহাসে মানুষকেই চূড়ান্ত নিয়ামক-ও বলেছেন। সে কথা ও তার তাৎপর্য্য তাঁর অনুরাগীরা অনেক সময়ই ভুলে যান। সেই তত্ত্বের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে মাও-এর রাইফেল-তত্ত্ব।

তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম বড় শিক্ষা এই যে আদর্শের (Idea) অভিযানকে কোনদিনই শুধুমাত্র বন্দুক-রাইফেল-তরবারী দিয়ে প্রতিহত করা

যায় না, যেমন রাইফেল বা পাশবশক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ততাকে শুধুমাত্র আইডিয়া বা বিশুদ্ধ মতবাদ দিয়ে রোখা যায় না। চাই আদর্শের প্রেরণা, নতুন জীবন-দর্শন, তার সঙ্গে চাই শক্তির সাধনা—চাই সাহস বিস্তৃত বক্ষপট সম্পন্ন মানুষ যাদের 'মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা', 'দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক'।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশাসন স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয় তাহলে একদিকে যেমন শ্রমিকদের শ্রেণী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়না—অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অনিবার্য্য সংঘর্ষ তত্ত্বের তাত্বিক ও নৈতিক আবেদন-ও বিশেষ থাকবেনা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শোষিত শ্রমিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষিত শ্রমিক সমাজ-কে বিশ্ব-বিপ্লব ও বিশ্বযুদ্ধ মাধ্যমে "মুক্ত" করার নামে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশের ব্যুরোক্র্যাট, যুদ্ধবাজ সমর-নায়ক রাজনৈতিক দিগ্বিজয়বাদীদের অভিলাষ ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য "কামানের তোপের খাদ্য" হ'তে যাবে কেন?

যে যুগের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি—সেখানে প্রতিটি 'স্বাধীন' দেশ যতটা 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট' তার চাইতেও বেশী 'ইন্টারডিপেন্‌ডেন্ট' পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিব প্রতিক্রিয়া 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়াতেও অনুভূত হবেই—রাশিয়ার আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিক্রিয়া তেমনি মার্কিন-দুনিয়ায়ও দেখা দেবেই। যেমন রাশিয়ায় বিংশতিতম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ ঘোষিত নিস্তালিকরণ নীতি (De-Stalinisation) কার্য্যকরী হবার পর রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল—তেমনি আমেরিকা-রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির প্রতিক্রিয়া রুশ-দেশেব আভ্যন্তরীন পরিস্থিতিতে দেখা দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ (গণতান্ত্রিক আদর্শে) আরও বেশী আস্থাবান হয়ে নিজেদের মতামত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন, শাসনকারী দলের বিরুদ্ধে, অন্যায় সরকারী নীতির বিরুদ্ধে। রুশ-দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও তেমনি আবার প্রবণতা দেখা দেবে নিজের দেশের শাসকগোষ্ঠী, আমলাতন্ত্রী, সামরিক নেতা ও টেকনোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে—সাহসের সঙ্গে সমালোচনা বা অন্যায় প্রতিরোধ করার।

বিশ্ব-শান্তি যত দীর্ঘ-মেয়াদি হবে রাশিয়ায় উদারপন্থী—গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ততই প্রসারতা লাভ করবে। আবার, সে দেশে যুদ্ধমুখী রক্ষণশীলরা যত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন ততই স্তালিনবাদের

পুনরুজ্জীবন দ্রুত হবে। রাশিয়ায় স্তালিনবাদের পুনরভ্যুত্থান আসলে বর্তমান চীনা কূটনীতির ও রাজনীতিরই সাফল্য ঘোষণা করবে। চীন বর্তমানে তাই চাইছে। পৃথিবীর, বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক সিডনী হুক বলেছেন: The longer the peace lasts and the brighter the prospects of multilateral disarmament and effective international control the more likely it is that the democratic variation will develop within the Soviet Union. (Prof. Sydney Hook.)

প্রত্যক যুগে প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায়-ই নতুন ধরণের সংঘর্ষ দেখা দেবে। কোন চিন্তানায়কের পক্ষেই আগামী দিনের সঙ্ঘর্ষ কি ধরণের হবে তা সুনিশ্চিত ভাবে বলাও সম্ভব নয়। মনুষ্য সভ্যতার অন্তিম বা উপান্তিম (penultimate) কথা বলার ক্ষমতাও মানুষের নেই মার্কস লেনিনেরও নয়। সঙ্কট দেখা দেবে সেই-যুগেই তার সমাধানের পথ আবিষ্কার করতে হবে মনন ও হৃদয় দিয়ে। আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশও মুক্ত নয়। আইজ্যাক ডয়েটশারের ভাষায়:

We are nevertheless not able to get away from the severe conflicts of our age and we need not get away from them. But we may perhaps for the time being lift those conflicts from the bloody morass into which they have been forced. The division may perhaps once again run *within* nations rather than *between* nations and one the divisions begin to run within the nations, progress begins a new, progress towards the *only* solution of our problems (not of all our problems but of the critical political and social ones) progress towards a *Socialist*, towards *one Socialist World*. [Myths of the Cold War; from: Containment and Revolution. P. 24]

এ-যুগের এই সব মারাত্মক সংঘাত থেকে রেহাই আমরা কেউ পাচ্ছিনা—এই সব সংঘাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকলেও চলবেনা। তবে এই সংঘাতগুলির চরম রক্তাক্ত হিংসাত্মক বীভৎসতার পরিণতি এড়ানো যেতে পারে। 'ভাগ্য-

ভাগিটা শেষে দেখা যাবে একটি দেশের একই জাতির মধ্যে যতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ততটা জাতিতে-জাতিতে বিরোধে পরিলক্ষিত হবে না। আর এই বিভিন্ন জাতিগুলির (Nations) মধ্যে 'ভাগাভাগি' যখন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তখন নতুন প্রগতির জয়যাত্রা সূচিত হবে—সেই জয়যাত্রার লক্ষ্য এক অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া।

উনিশ

বিবর্তনের ধারা বেয়ে সমাজ যতই এগিয়ে যাবে বিত্তবান (Haves) ও বিত্তহীনদের (Have-nots) মধ্যে সমাজের দ্বিধা-বিভক্তিকরণ ততই সুতীব্র হয়ে উঠবে এবং দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী সম্মুখ সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের বৈপরীত্য কখনই কোন বোঝাপড়ার মধ্যে সমন্বিত হবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এটা একটা মূল বক্তব্য। কিন্তু গোটা সমাজের বিভক্তিকরণ কি সত্যি সত্যি এইভাবে হচ্ছে? যে শ্রমিক পাঁচ শত, সাত শত, হাজার টাকা দক্ষ বা বাবু শ্রমিক হিসাবে মাসে রোজগার করছে আর যে শ্রমিক মাসে পঁচাত্তর একশত সোয়াশত টাকা উপার্জন করছে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে উভয়েই কি সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত হয়ে একই স্বার্থে ও প্রেরণায় চালিত হয়ে (Identical motivation) শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে? উভয় শ্রেণীর জীবন-যন্ত্রণা শোষণ মুক্তির চিন্তা কি একই প্রকারের হতে পারে? যে রিক্সা টানছে, ঠেলা ঠেলছে, কলে-কারখানায় হাড়ভাঙা কায়িক পরিশ্রম করছে, আর যে কর্মচারী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দক্ষ কারিগর বা প্রয়োগবিদ হিসাবে কায়িক পরিশ্রম না করে বুদ্ধি খাটিয়ে যন্ত্র চালাচ্ছে উভয়েই কি সমানভাবে, সম-অর্থে 'সর্বহারা' শ্রেণীভুক্ত হয়ে একই প্রেরণা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে সংগ্রাম করতে পারবে একই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে? ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্কের উচ্চ বেতনভুক্ কর্মচারী (white collar empolyes) আর গ্রামের কৃষি ও ক্ষেতমজুর উভয়েই কি একই "প্রলিটারিয়েট" পঙক্তিভুক্ত হবে? এই প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকবে—৭০০।৮০০ টাকার মাসিক উপার্জনশীল বিশেষ-বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগী কর্মচারীর হাতে না সত্যিকারের কঠোর পরিশ্রমী কায়িক শ্রমিক শ্রেণীর হাতে?

পৃথিবীর বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণী-স্তরগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মার্কসের ভবিষ্যদ্বানী ফলে নি। সমাজতত্ত্ববিদরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সমাজে মানুষ নানা ভাবে জোট বাঁধছে—শ্রেণী-বিন্যাস আদৌ মার্কসবাদী প্যাটার্ণ মাফিক হচ্ছেনা। বহু প্রকার শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। সমাজতত্ত্ববিদ ওয়ার্ণার (W. Lloyd Warner) সমাজে শ্রেণীবিন্যাস কত রকমের বলতে গিয়ে বলেছেন অনেকটা এই ধরণের : "*upper-upper, lower-upper, upper-middle, lower-middle, upper-lower, lower-lower.*"

এতগুলি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের মিল হবে কি করে? এদের দৃষ্টিভঙ্গীও ভিন্ন হতে বাধ্য। যে-শ্রমিক দৈনিক তিন টাকা, পাঁচ টাকা উপার্জন করে, আর যে-শ্রমিক মাসে ৫০০-১০০০ টাকা উপায় করে, তার উপর বোনাস, ওভার-টাইম দু বছর অন্তর একবার সরকারী বা কোম্পানীর খরচায় সপরিবারে দেশ ভ্রমণের সবেতন ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে আসার সুবিধা অথবা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিশেষ ধরণের স্কুলে শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য বিশেষ সরকারী বা কোম্পানীর আনুকুল্য ভোগ করেন এই উভয়ের শ্রেণী স্বার্থের মিল কখনই সম্ভব নয়। ১২ই জুলাই কমিটির মত একটি রাজনৈতিক সুবিধাবাদী সংস্থার নামে কায়েমী স্বার্থের সহায়ক, মতলববাজ ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা গায়ের জোরে চাপিয়ে-দেওয়া মেকী "শ্রমিক ঐক্য"কে সত্যের আসনে সমাজ কোনদিনই বসাবে না। এই তথাকথিত শ্রমিক স্বার্থের ঐক্য-তত্ত্ব প্রচার করে ওপর তলার বেশী-সুবিধা-ও-বেতন-ভোগী 'হোয়াইট কলার' শ্রমিক নীচেরতলাব 'ব্লু কলার' বঞ্চিত, অবহেলিত, বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি ও সাধারণ মানুষকে মিছিলে সামিল করে, লাঠি-গুলি-নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের বিশেষ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি করছে মাত্র। এদেশে এ এক বিরাট চালাকি।

যেমন দৃষ্টান্ত দেওযা যেতে পারে পশ্চিম বাংলায় মোট চারটি শ্রেণীর রাজ্য সরকারী কর্মচারীর জন্য দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল প্রায় ৮০টি বেতন হার। বেতন কমিশন তার রিপোর্টে সর্বমোট ২৮টি বেতন হার (pay scales) প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব করেছেন। কেউই কারুর সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চায় না। যে বিপ্লবী, যে সার্বিক কল্যাণ চায়, সেই-ই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগের কথা বলবে, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করবে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে-অংশ 'সবচেয়ে বিপ্লবী সচেতন' বলে দাবী করেন, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ', 'লাগাতার সংগ্রাম' 'তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষ'

'জনগণতন্ত্র' 'বিশ্ব শ্রমিক ঐক্যে'র শ্লোগান-হুঙ্কার না দিয়ে যাঁরা রাজপথে পা ফেলেন না তাঁদের নেতৃত্ব তো নিজেদের সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগের কোন সঙ্কল্প ঘোষণা করেনি। "বেতন কমিশনের" কাছে ন্যূনতম বেতনের কথা এঁদের নেতৃত্ব বলেন নি। বেতন কমিশনের মার্কসিষ্ট সদস্যও সে প্রস্তাব করেন নি। যে যা পাচ্ছে তার বেশী বেতন দাবী করা হ'ল। চারটি শ্রেণীর জন্য কেন চারটি বেতন হার চালু করার দাবী 'বেতন কমিশনের' কাছে আসে নি? ২৮টি ভিন্ন-ভিন্ন বেতনহার-সম্বলিত কর্মচারী বাহিনী বজায় রেখে আমরা কি সমতার (equality) দিকে এগুব?

চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মতন সমান বেতন ও মর্যাদা দেবার বা প্রশাসন-কাঠামো পরিবর্তনের দাবী কি কখনও রাজ্য সরকারী কর্মচারী কোঅর্ডিনেশন কমিটির মার্কসিষ্ট নেতৃত্ব উত্থাপন করবেন? 'কন্‌ডাক্ট রুল' বাতিলের বিপ্লবী-সংগ্রামের বেলুন চুপসিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। ওপর তলার 'বাবু'-দের অফিসে জল গড়িয়ে দেওয়া, চা-জলখাবার-সিগারেট মুহুর্মুহু হুকুম করার সাথে সাথে এনে দেওয়া, এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে ফাইল পৌছে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের যুগে প্রবর্তিত ক্রীতদাসত্বের প্রতীক চাপরাশি-পিওন-প্রথার অবসানের দাবীতে রাজ্যসরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটি অথবা ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব কোনদিন আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে? কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ারের তথাকথিত শ্রেণীস্বার্থ বিবর্জিত মার্কসবাদী-নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী সমিতি বা মার্কেনটাইল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন—এই ধরণের আওয়াজ তুলেছেন?

আর কি বিচিত্র এই দেশ! অবজ্ঞা অপমান হীনমন্যতার 'ব্যাজ'-ধারী এই তথাকথিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যুগ যুগ ধরে দাসত্বের তকমা-আঁটা পিয়ন-চাপরাশি-শ্রেণীভুক্ত রেখে শ্রেণীহীন সমাজের নামে "কুমীর-টিকটিকির", বামন-দৈত্যের, শ্রেণী-ভিত্তিক (class-oriented) সংগ্রামী গণফ্রন্ট (!) গঠনের অসহনীয় তঞ্চকতা ও ধাপ্পাকে 'জনগণতন্ত্র' বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'বাবু'-বিপ্লবীদের লেঠেল-পাইক-বরকন্দাজ হবেন এই নীচেরতলার চাপরাশি-পিওনের দল। মিছিলে তাদের চাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, লাল সেলাম!

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল বাধাহীন সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও শ্রমিকে-শ্রমিকে আয়ের বৈষম্য দুস্তর হয়ে উঠছে। কারিগরি বিপ্লবের ফলে দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিক, কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক

(manual labour) ও দক্ষ প্রয়োগবিদ যন্ত্র-কুশলী কারিগরের মধ্যে, শুধু আয়ের-ই নয়, জীবনযাত্রা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অবিশ্বাস্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে। ব্যবধান গড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রা প্রণালী তথা নাগরিক জীবনে সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে। এই বিস্তৃত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস শুধু অর্থনৈতিক-ক্ষমতা-ভিত্তিকই নয়, সামাজিক-প্রতিপত্তি-প্রভাব ভিত্তিকও বটে (economic and social classes)। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের দক্ষ কারিগরিজ্ঞান-সম্পন্ন শ্রমিকের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার অনুন্নত প্রজাতন্ত্রগুলির যৌথ কৃষি-খামারের কর্মী বা সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান রচিত হয়েছে কোন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কি তা' অস্বীকার করতে পারেন? রাশিয়া আমেরিকার মহাকাশ অভিযান বা চন্দ্র-প্রকল্পে (moon project) নিয়োজিত দক্ষ কারিগর আর সেই সব দেশের কৃষি শিল্পে-নিযুক্ত কৃষি-শ্রমিক বা ক্ষেত-মজুররা সর্বহারা শ্রেণী বা প্রলিটেরিয়েট-এর একই সংজ্ঞার (definition) মধ্যে পড়বেন কি?

প্রভূত রাষ্ট্রীয় সামাজিক সম্মান ও বিপুল দৈনিক বা মাসিক আয়ের অধিকারী দক্ষ শ্রমিক, কারিগর, বিজ্ঞানী, প্রয়োগবিদ, বিশেষজ্ঞ, প্রশাসক, সামরিক অফিসার, রাজনৈতিক নেতা কোন যুক্তিতে সর্বহারা শ্রেণী-ভুক্ত বলে গণ্য হবেন? মার্কস্-লেনিন-স্তালিন বলেছেন বলেই? প্রত্যেক উন্নত দেশেই, কি পুঁজিবাদী কি সমাজতান্ত্রিক, শিল্পোন্নয়ন ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যে বিবিধ শ্রেণীর (manifold gradation of classes) উদ্ভব হয়েছে, বিভিন্ন মাসিক বা দৈনিক আয়ের, বিভিন্ন স্তর-ভিত্তিক সুবিধা মর্যাদা ও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা-ভোগী অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে কি আদৌ কোন 'class party' বা শ্রেণী-ভিত্তিক দল হতে পারে? তবে কি তাদের সকলকে নিয়ে কেবলমাত্র একটি উদার-ভিত্তিক জনগণের পার্টিই (mass party) করা সম্ভব? মার্কসবাদীদের এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে। স্লোগান দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রেখে সহজে নির্বাচনে জিতবার সুবিধাবাদী নেতিবাচক মানসিকতা যতদিন থাকবে ততদিন অবশ্য এইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

সমাজে এই বিবিধ শ্রেণীর উদ্ভবকে কোন রাজনৈতিক কর্মীই অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ মার্কস বলেছেন সমাজটা ক্রমশই :

"More and more splitting up into two great *hostile* camps, into two great classes *directly facing each other* : the bourgeois and the proletariat."

বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবিত্তশ্রেণী শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কি পুঁজিবাদী কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে —মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা স্ফীত হয়নি (Industrial working class) শিল্পোন্নয়ন সৃষ্টি করেছে এক বিপুল টেকনিক্যাল প্রলিটেরিয়েট বাহিনী (technical। proletariat) একটি বিপ্লবোত্তর, সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠানেচ্ছু রাষ্ট্রে এই নতুন শ্রেণীর প্রলিটেরিয়েট-এর কি ভূমিকা হবে ? সেই রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় এই "নতুন শ্রেণীর" কি ভূমিকা হবে ? সেই দেশের শাসনকারী মার্কসবাদী দলের মধ্যেই বা তার স্থান কি হবে ? আবার একটি সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবমুখী "বুর্জোয়া" রাষ্ট্রে—বিপ্লববাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে এই নয়া শ্রেণীর টেরিলিন সোস্যালিষ্টদের জন্য কি ভূমিকা নির্দিষ্ট হবে ? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীতে কি তাদের স্থান থাকবে না ? তারা কি তাদের বিশেষ দক্ষতা, কর্মকুশলতা, জ্ঞানের জন্য ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হবার কারণে অচ্ছুত হয়ে থাকবেন ?

এ ধরণের প্রশ্ন ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নাড়া দিয়েছে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র ক'রে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদ Roger Garaudy-র এক পুস্তককে কেন্দ্র করেই এই বিতর্ক আবর্তিত হয়েছে খুব বেশী করে। *(The Great Turning Point of Socialism ; By R. Garaudy)* গ্যারাদী বলছেন আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রয়োগই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়নের অন্যতম সর্ত। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উন্নয়ণ ও বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব নয়। উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি, দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, ন্যায়-ভিত্তিক সুষম বণ্টন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দারিদ্র্যের সুষম বণ্টন নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম্ নয়। গ্যারাদী তাঁর পুস্তকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সে আলোচনায় এখানে যাচ্ছি না। তাঁর এই চাঞ্চল্যকর পুস্তকের জন্য ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয়

কমিটি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই ফরাসী মার্কসিস্ট নেতা শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কিত আগেকার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন দাবী করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর (working class) পূর্ব-পরিধি বিস্তৃত করে তার আওতায় প্রয়োগবিদ্, দক্ষ-কলাকুশলী, বৈজ্ঞানিক কর্মী-কারিগরদের (new technological and scientific workers) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্যরাদী বলেছেন এই ধরণের একটি ঐতিহাসিক শ্রমিকশ্রেণীই (historic bloc) ফরাসী সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

গ্যরাদী প্রশ্ন তুলেছেন: শ্রমজীবি কে—বুদ্ধিজীবিই বা কে (What is a worker, what is an intellectual)? ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশতীতম সম্মেলনে গ্যরাদী বলেছেন:

"Facts are stubborn'—as Lenin said Even if you put me aside, our party's methods will have to change because the problems will present themselves again."

বাস্তব ঘটনার দিকে চোখ-বুঁজে উটপাখীর মত আত্মসন্তুষ্টির বালিতে মুখ-গুঁজে থাকলেই তো সমস্যাকে এড়ান যাবেনা। মার্কসবাদীদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। দলের নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দিলেই—অথবা সমালোচনার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

কিছুকাল আগে ফরাসী দেশের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ ইনষ্টিটিউট্ একটি সমীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে ফরাসী দেশে গত ৬ বছরে শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০০,০০০ (চার লক্ষ) মাত্র। অথচ এই একই সময়ে ফরাসী দেশে, গ্যরাদী—যে নতুন শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলেছেন, সেই "salaried non-workers"—সেই দক্ষ কুশলী প্রয়োগবিদ কারিগর (technical proletariat) এর সংখ্যার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে ১৫ লক্ষের-ও বেশী কারিগর। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: (১) ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি যদি মার্কস-লেনিন-বন্দিত শ্রমিক শ্রেণীর (workers) দ্বারাই কেবল-মাত্র সংগঠিত হয় তাহলে তাদের সংখ্যার চাইতেও স্ফীতমান বেতন-ভুক অ-শ্রমিক শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কি কমিউ-নিস্ট-কল্পিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুদূর পরাহত করা হবে না? (২) বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়ন ও প্রয়োগ বিদ্যা উন্নত টেক্‌নলজী ও উৎপাদন-শৈলীর অনিবার্য্য পরিণতি-স্বরূপ—এই নতুন শ্রেণীর প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি ঘট্‌বেই—তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে কায়িক শ্রমজীবিদের চেয়ে অনেক বেশী হারে।

উন্নয়নশীল সকল দেশকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। যদি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি পার্লামেণ্টারী প্রথায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে অটল থাকে—তাহলে ভোটের মাধ্যমে এই স্ফীতমান ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী নতুন শ্রেণীর সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে—কি ভাবে সেই দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দখল করবে? জাতীয় নির্বাচনে (National election) ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি মোট ভোটের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র ভোটে পেয়ে থাকে। কিন্তু তার জোরেই তো সরকার পালটান যাবেনা। ভোটের লোভে অথবা দ্রুত ক্ষমতা লাভের লোভে একদিন না একদিন এই বিপুল "salaried non-workers"-দের দলের মধ্যে আনতে হবে— 'প্রলিটেরিয়েট' শ্রেণীর নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা তার পরিধি বিস্তৃত ক'রে। (৩) উন্নত জীবন-যাত্রার অধিকারী, বিশেষ সুবিধা-ভোগকারী ভোগবাদী উচ্চ বেতন-ভুক্ত অশ্রমিক (non-worker) শ্রেণীর স্বার্থ ও নিম্ন-বেতন-ভুক অদক্ষ-অপটু কায়িক-শ্রমকারী অনেক-নিম্নমানের জীবন-যাত্রার যাঁতাকলে-বাঁধা নীচেরতলার বঞ্চিত—উপেক্ষিত মানুষের স্বার্থের মালা-বদল, শুভ-দৃষ্টি বিনিময় কি রাজনৈতিক দল সংজ্ঞা (definition) পাল্‌টিয়ে দিলেই ঘটবে? সেই কাল্পনিক সম্মিলিত 'প্রলিটেরিয়েট' শ্রেণীর মধ্যে-ও কি "আমরা" (we) ও "তোমরা"-র (they) সংঘাত থাকবেনা, বিশেষ করে যখন মার্কসবাদী-দর্শনে অর্থনীতিই সব কিছুর নিয়ামক—মুখ্য চালিকা-শক্তি বলে বিবেচিত? (৮) "সর্বহারা" শ্রেণীর সংজ্ঞার খুসীমত, সুবিধামত পরিবর্তন ঘটিয়ে এই নতুন শ্রেণীকে সর্বহারা শ্রেণীর পঙক্তি-ভোজে সাদরে আমন্ত্রণ করে বসালে—এই নয়া শ্রেণী তার গুণগত উৎকর্ষতা, সংখ্যাধিক্য, প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রশাসনযন্ত্র ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা করায়ত্ত থাকার ফলে যে ভবিষ্যতে কায়িক অদক্ষ খেটে-খাওয়া মেহনতী শ্রেণীর ওপর নয়া-আধিপত্য স্থাপন করবে না—তারই বা গ্যারান্টি কি? অর্থনীতিই যদি রাজনীতির নিয়ামক হয় তাহলে উন্নত অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী শ্রেণীই দেশের রাজনীতি—সংস্কৃতি-সমাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। (৫) প্রকৃত খেটে-খাওয়া শ্রামক অক্ষর বুদ্ধিজীবি উচ্চ-বেতনভুক অপেক্ষাকৃত অনেকবেশি সুবিধাভোগী 'salaried non-worker' শ্রেণীর—বৈষম্য বজায় রেখেই কি মার্কসবাদী রাষ্ট্র বা দল শ্রেণী-হীন শোষণ-হীন সমাজব্যবস্থার দিকে বৈপ্লবিক গতিবেগে এগিয়ে যাবে? এই বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ সম্ভোগের অধিকারী

নয়া শ্রেণীর মানুষ, মার্কসীয় মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার কোন অর্থেই মালিক না হয়েও কি নতুন শ্রেণী-আধিপত্যের সূচনা করছেনা ? যদি এই নতুন শ্রেণী-প্রভুত্বের সূচনা হয় তাহলে নতুন শ্রেণী সংগ্রাম—সামাজিক ন্যায়-বিচার-সমতা মানবিক অধিকার, মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের জন্য সুরু হবে না কেন? যদি এই সংঘাত সুরু হয় তাহলে মার্কসবাদী সমাজতত্ত্বে এর কি ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা হবে ?

সংঘাতের বাহ্যিক রূপ সুস্পষ্টভাবে চোখে না পড়লেও সংঘাত যে চলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উন্নত দেশের মার্কসবাদী নেতারা, ভারতের মত অনুন্নত দেশের একশ্রেণীর স্বার্থপর ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকা দিয়ে আদর্শের সঙ্কটকে, অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতকে ছলে বলে কৌশলে অর্থ-পিশাচ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সাহায্যে বিশেষ এক শ্রেণীর salaried non-worker—উদ্দেশ্য-প্রণোদিত পেটোয়া সাংবাদিকদের দাক্ষিণ্য নিয়ে, চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন মাত্র। মিথ্যা, রাজনৈতিক প্রতারণা, ভ্রষ্টাচার, তিল তিল করে পুঞ্জিভূত হতে-হতে একদিন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়বেই।

বিষয়টিকে দু একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান যাক। পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক। এ রাজ্যে, শুধু এ রাজ্যে কেন সমগ্র ভারতেই, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে 'হোয়াইট কলার' নয়া-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হালফিলের টেরিলীন্ সমাজতন্ত্রী ও বহিরাগত 'অ-শ্রমিক' নেতাদের হাতে। তাঁরা তাঁদের শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থে গোটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পরিচালিত করছেন। 'ব্লু কলার' শ্রমিক শ্রেণী বিভ্রান্ত হয়ে "হোয়াইট কলার" উচ্চ-বেতনভুক্ "salaried non-workers"-দের পেছনে-পেছনে ছুটে চলেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা করপোরেশন "প্রথম শ্রেণী"র ভারতীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ স্বল্প-বেতন-ভুক শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থের মিল কোথায় ? বিভিন্ন কল-কারখানা শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত উচ্চ-বেতনভুক দক্ষ অ-শ্রমিক কারিগর, প্রয়োগবিদ, বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মচারীর সঙ্গে দেশের ঠেলাওয়ালা, রিক্সা চালক, কল-কারখানার কায়িক পরিশ্রমকারী স্বল্প বেতনভুক দৈনিক উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবিদের মধ্যে স্বার্থের মিলই বা কতটুকু? এদের জীবন-জোড়া

অভাব অনটন উদ্বেগ। শিক্ষা-স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাস্থ্য থেকে এদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা বঞ্চিত। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আতঙ্ক ছায়ার মত এদের অনুসরণ করে চলে। গ্রামের কৃষক, ক্ষেত-মজুর, গ্রামীন কুটীর শিল্পে নিযুক্ত কারিগর, ছোট দোকানদার, দোকান কর্মচারী, সীমাহীন দারিদ্র্যের কোলে-ই জন্মিয়ে বীভৎস দারিদ্র্যের কোলে-ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঢলে পড়ে। তাদের অসহনীয় 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'র কথা কি কখনই প্রতিধ্বনিত হয় সুবিধাবাদী সুযোগ-সন্ধানী ওপরতলার উচ্চ-বেতনভুক অ শ্রমিক কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত তথাকথিত "১২ই জুলাই কমিটি"র কোন আন্দোলনে? ১২ই জুলাই কমিটির কোন আন্দোলন, সমাবেশে কি কোন দিন গ্রামের নিরন্ন কৃষক ও ক্ষেত মজুর, পশ্চিমবাংলার ২৫ লক্ষ কর্মক্ষম বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবীকে, নিজেদের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াগুলি সাময়িক ভাবেও অন্ততঃ মুলতুবী রেখে, অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী কোঅর্ডিনেশন কমিটি কেবলই ২ লক্ষ সরকারী কর্মচারীর মাগগীভাতা ও এ্যাডহক্ বেতন বৃদ্ধির দাবী করে আসছেন। সহস্র সহস্র শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান, সভ্যতার পিলসুজ গ্রামের কৃষকদের ব্যাপক কৃষিঋণ দান, ব্যাপক সেচ প্রকল্পের জন্য অর্থ বিনিয়োগ, গ্রামীন মানুষদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য অধিক অর্থ ব্যয়ের দাবী কি ১২ই জুলাই কমিটি বা রাজ্য সরকারী কর্মচারী কোঅর্ডিনেশন কমিটি কখনও করেছে নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবীকে মুলতুবী রেখে? ১২ই জুলাই কমিটির নেতারা কি কোনদিন বলেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বা বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে ও সরকারী বেসরকারী শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত উচ্চ বেতনভুক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা-ভোগী ওপরতলার অ-শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হারের ও খেটে-খাওয়া কায়িক শ্রমজীবি বস্তীবাসী, নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের বেতন হারের ব্যবধান সর্বাগ্রে ঘোচাতে হবে? নীচের তলার মানুষদের ন্যূনতম আয় বেঁধে দিয়ে ও তাদের মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দ্রুত বাড়িয়ে দিয়ে, জীবনযাত্রার নক্কারজনক তারতম্য দূর ক'রে (glaring wage differentiation) বেতনহারের ও সুযোগ-সুবিধার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে কোন আন্দোলন? অদৃষ্টের পরিহাস, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অশ্রমিক বিশেষ সুবিধা-ভোগী উচ্চ বেতনভুক 'বাবু'—কর্মচারীদের দাবীর সমর্থনে ১২ই জুলাই কমিটি মেহনতী

ভুখা মানুষের মিছিল সংগঠিত ক'রে লড়াই-এর হুঙ্কার দিল। ভুখা শ্রমিক-ভাইয়া তাঁদের টেরিলিন-'দাদা'দের এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুকুও করতে পারল না। এদেশে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনভুক অশ্রমিক 'শ্বেতকলার' কর্মচারীর চাইতে স্বল্প বেতনভুক কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। ফরাসী দেশের ও এ দেশের অবস্থা এক নয়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সেই সংখ্যাল্প ওপর তলার শ্রেণীর নেতৃত্বে। এদেশের ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বের গঠনের দিকে চাইলেই এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এই শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট মার্কসবাদী দল যদি কোনওদিন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে সেই শ্রেণীর স্বার্থেই যে দেশের প্রশাসন-নীতি-অর্থনীতি সব কিছুই সংগঠিত হবেনা তার গ্যারান্টি কি?

পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই বেতন-ভুক অ-শ্রমিক রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চাপে (দু লক্ষ কর্মচারী) এবং নির্বাচনে তাদের ভোট পাবার লোভে ৩২ দফা কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী বিশেষ করে ২৫ লক্ষ এরাজ্যের কর্মক্ষম বেকারদের কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকারের কথা ভুলে গিয়ে বেতনভুক অশ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ২৫ লক্ষ কর্মক্ষম বেকারদের এবং পশ্চিম বাংলার ২৫ লক্ষ অর্দ্ধবেকার, শোষিত কৃষক শ্রেণীরও ভোট আছে। কিন্তু তারা তো সংগঠিত নয়, তাই তাদের বোবা কান্নার আওয়াজ মার্কসবাদীদের কানে পৌছায় না, সরকারের কানেও না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বলবেন এঁরা অর্থাৎ এই বেতনভুক সরকারী কর্মচারীরা, উচ্চ বেতনভুক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা-ভোগী অশ্রমিক কর্মচারীরা বা দক্ষ কর্মকুশলী কারিগররা সকলেই অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণী-ভুক্ত হলেও তারা শ্রেণীস্বার্থ বিবর্জিত (!) (declasse)—কেননা তারা মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের ঝাণ্ডার তলায় সামিল হয়েছেন যে! কিন্তু যারা শ্রেণীস্বার্থ-বিবর্জিত হবেন তারা তো স্বার্থ-ত্যাগী আগে হবেন। কোথায় কবে তারা কোন্ গোষ্ঠীস্বার্থকে ত্যাগ করে বৃহত্তর সমষ্টি-স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও সেই সমষ্টি-স্বার্থের জন্য লড়াই করেছেন? অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া-বেতন-বৃদ্ধি-মাগগী ভাতা-বোনাস-ওভারটাইম-এর দাবী ছাড়া কোন্ জাতীয় সমস্যার সমাধানের দাবীতে এরা সংগঠিত আন্দোলনের পথে নেমেছেন? প্রচলিত মার্কসীয় অর্থে এই ওপরতলার শ্বেত-কলার বাবু-শ্রমিকরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হয়েও—বিপুল সংখ্যক

কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রভুত্ব করছে। গ্রামের কৃষক সমাজকে—ক্ষেত মজুর, গ্রামীন ও কুটীর শিল্পের কারিগর, ছোট ব্যবসাদার-দোকানদার, দোকান কর্মচারী, নিজ নিজ চেষ্টা ও উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল অতি অল্প-বিত্তের সকল শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষকে, কি সহরের কি গ্রামের, বঞ্চনা ও উপেক্ষায় দিন কাটাতে হচ্ছে। কোন্ অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক কারণে এই বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বের পেছনে সামিল হবেন ?

অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য-জর্জর, নক্কারজনক বৈষম্য-দুর্নীতিপূর্ণ, ভেদ-ক্লিষ্ট এই দেশের সমাজের দ্রুত মৌলিক পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন সর্বত্যাগী মানুষের, নির্লোভ সৎ আদর্শবাদী নেতৃত্বের। তাই এ দেশে অনাগত বিপ্লবের নেতৃত্ব—করবে **সর্বহারারা** নয়, **সর্বত্যাগীরা**। নতুন প্রোগ্রাম-কে রূপ দিতে হ'লে চাই **নতুন মানুষ**। রাজনৈতিক দল হবে উন্নত-চেতনা-সম্পন্ন আদর্শবাদী নির্লোভ দেশভক্ত মানব-প্রেমিক এই নতুন মানুষ তৈরীর অন্যতম আস্তানা। সেই দল হবে জনগণের—সমগ্র জনগণের দল—গোটা দেশের জাতীয় দল। সেই দল ও দলের নেতা-কর্মীরাই সমগ্র দেশের জনগণের মনের ভাষা বুঝতে পারে, পাঠ নিতে পারে, তাদের আত্মীয়তা অর্জনের সাধনা করতে পারে।

ভারতবর্ষের মত পিছিয়ে-থাকা দেশে এখনও **দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের** ঢেউ এসে ধাক্কা দেয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের আশীর্বাদকে দু হাত ভরে এ দেশকেও একদিন নিতে হবে দারিদ্র্য নিরসন, বিপুল বৈষয়িক উন্নয়ন, মূল সমস্যার দ্রুত মৌলিক পরিবর্তনের জন্য। সেই সময় বেতনভুক বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা-ভোগী কর্মচারী—দক্ষ কারিগর—টেক্‌নোক্র্যাট্‌ -ব্যুরোক্র্যাট্‌-দের প্রভাব-প্রতিপত্তি কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রীদের সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য নতুন জীবন-দর্শন, মূল্যবোধ—এবং সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক গ্যারান্টি-যুক্ত কাঠামোর পরিকল্পনা রচনা করতে হবে আগে থেকেই—সমাজের দুর্বল, অবহেলিত, উপেক্ষিতদের নতুন শোষণের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্যে। সমাজতন্ত্রী-গণতন্ত্রীর ব্রত হবে : যেখানেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে—সে ক্ষমতা অর্থের-ই হোক অথবা রাইফেল, গুপ্ত পুলিশ, প্রচার-ছলনা-প্রতারণা-ভীতি প্রদর্শনের ক্ষমতাই হোক,—যারা ক্ষমতাহীন, দুর্বল, অক্ষম,—ইতিহাস ও সমাজ যুগে যুগে যাদের প্রতি অবিচার করেছে—তাদেরই পক্ষ অবলম্বন করা।

সমাজতান্ত্রিক দেশে অথবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক দেশে ওপর তলার সুবিধা-সুযোগ ভোগী শ্রমিক বা অ-শ্রমিক কর্মচারীদের "শ্রেণী স্বার্থ বিবর্জিত" ব'লে ছাপ মেরে দিলেই তারা শ্রেণী-স্বার্থ বিবর্জিত হবে কোন যুক্তিতে? নিজেরাই নিজেদের সারটিফিকেট দেবেন আর গোটা সমাজকে সেটা মেনে নিতে হবে? কল্পিত সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে আসলে এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা-সম্ভোগের ও ক্ষমতার-অধিকারী-শ্রেণীর শাসন গা-সহা করে—নিয়ে চালিয়ে দেবার এ এক লেনিনবাদী কৌশল মাত্র। বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণী স্বার্থ-বিবর্জিত বলে কথিত একটি বিপুল নয়া-সৈয়দ নয়া-ব্রাহ্মণ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এক নয়া বিশেষজ্ঞতন্ত্র (expertocracy) চালু হয়েছে—শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। অথচ শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে এই ব'লে যে এই শাসন-ব্যবস্থা আসলে হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বলবেন: শ্রমিক শ্রেণী কি যে চায় তা ঠিকমত বুঝতে পারেনা—আর বুঝলেও কি ভাবে তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করতে হয় সেটাও ঠিকমত বোঝেনা। ইতিহাসের ও সমাজের বিবর্তনের নিয়ম-কানুন, ডায়েলেকটীক্ ঠিকমত তারা বোঝে না যে। শ্রেণী স্বার্থ বিবর্জিত বিপ্লবী 'বাবুরা'-ই সঠিক ব্যাখ্যা করে সমস্যাগুলিও তাদের সমাধান বুঝিয়ে দেবে, সঠিক পথ-নির্দেশ দেবে।

উইলিয়াম এবেনষ্টীন্ বলেছেন:

Lenin's justification of dictatorship rests ulti ately, like all other apologias of anthoritarianism the profound conviction that them ajority of the people is incapable of understanding and acting *"correctly"*. Possessing the *correct* knowledge of the laws of history and society, communists have the right and duty to lead the masses into a new world, through the corrupting influences of the old world may make forcible leadership necessary. In Rousseauan terms, Lenin asserts, that ***Communists because of their scientific analysis of society represent the General Will of the proletariat,*** although the Wills of All in the proletariat may be ignorant or unwilling

to admit it *because* they can only think of their private individual interests and advantages. The General Will of the proletariat is *therefore, for Lenin, not what the majority of the proletariat actually think, but what they would think if they were familiar with the correct* Marxian *analysis of social and economic development.* [Great Political Thinkers—Plato to the Present; 3rd Edn. By William Ebenstein—pp. 686—87].

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব-যুগে সর্বকালে শাসকশ্রেণী এই একই যুক্তির অবতারণা করে এসেছে, সকল প্রকার একনায়কতন্ত্র-ই নিজের সমর্থনে এই ধরণের কথাই বলে এসেছে। যেহেতু কমিউনিস্টরা নাকি সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়ম-কানুনগুলো 'সঠিক' ভাবে বুঝতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে পারেন—সেইহেতু তাঁরাই কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ কি সঠিক বুঝতে পারেন। কিন্তু কোন্ ব্যাখ্যাটা ভ্রান্ত কোন্ ব্যাখ্যাটা অভ্রান্ত তার বিচার কে করবে? ক্রুশ্চভ, ব্রেজনভ, কসিগিন, ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা, মাও সে-তুঙ, লিও শাও চি—ডুবচেক, আনোয়ার হোজা—সবাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে সবিশেষ পাঠ নিয়েছেন ধরে নিতে হয় কেননা সবাই কমিউনিস্ট। সকলেই তো সেই একই মোক্ষম যুক্তির বলে সমাজ বিবর্তনের সঠিক (correct) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখেন, শোষিত শ্রেণীর সমস্যার সঠিক সমাধান তাঁরা জানেন। তাহলে কেন বিভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা ও দলের মধ্যে এত সংঘাত—এত চুলোচুলি, গালাগালি? কেন এক মার্কসিষ্ট অপরকে 'শোধনবাদী'—বা 'নয়া ফ্যাসিস্ত' ব'লে গালিবর্ষণ করছেন? রাশিয়ার প্রলিটেরিয়েটের সাধারণ ইচ্ছার (General Will) সঠিক বহিঃপ্রকাশ "শোধনবাদী" রুশ কমিউনিস্ট পার্টির আচরণে হচ্ছেনা বা হতে পারেনা এই অভিযোগ করা হচ্ছে কেন?

চীনের সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব মাও সে-তুঙ ও তাঁর দল করেন না এই পাল্টা অভিযোগ আসছে কেন? মার্কসবাদী মাও সে-তুঙ মস্কোর মার্কসবাদী-নেতাদের হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার মস্কো-ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাও সে-তুঙ-এর নিন্দা করেছে কঠোর ভাষায়।

চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের চেঙ্গীস খাঁ, কুবলাই খাঁর সঙ্গে তুলনা করেছে। প্রাভদা পত্রিকায় (১৯শে মে) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মাও সে-তুঙের তীব্র সমালোচনা ক'রে বলা হয়েছে :

"Mr. Mao Tse Tung—for a certain period posed as a Marxist and now even tries to pass himself for succession of Marx and Lenin. In fact Maoism is a "reactionary utopian petty-bourgeois concept", an "eclectic mixture of most different outlooks including elements of Confucianism, Trotskyism and petty bourgeois nationalism. From Confucianism Mao took the most conservative aspect of that philosophy especially the preaching of the spirit of obedience, the praising of authoritarian power and the cult of the supreme ruler. From petty-bourgeois teaching Mr. Mao inherited ideas about the reactionary role of the peasantry, belittling that of working class and from bourgeois nationalistic movements he got the "messianic idea of China's exclusiveness." (Statesman, 20th May)

চীনের নেতারা কিভাবে জাতীয়তাবাদী অন্ধ উন্মাদনার জিগির তুলছেন সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'প্রাভ্দা' ঐ একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছে :

"Even the launching of a sputnik carried out as the result of selfless efforts of Chinese scientists, engineers and workers is used for fanning up nationalistic passions and threats against our country. I feel this is being done with a vew to bringing pressure to bear on the Soviet Union. One must say in advance that those are vain efforts. The Soviet people have strong nerves. Our people possess everything necessary to uphold the *interest of our homeland*" [Statesman, May, 20th)

যেটা নিছক একটা বৈজ্ঞানিক কীর্তি, যেমন মহাশূন্যে স্পুটনিক্ উৎক্ষেপন, তা'কে কেন্দ্র করেও চীন আজ জাতীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে এবং রাশিয়াকে

ভয় দেখান হচ্ছে। রাশিয়ার মানুষ শক্ত ধাতুতে তৈরী। চীন রাশিয়াকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারবেনা। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের তা আছে।

'আন্তর্জাতিকতাবাদী' রাশিয়ার "শ্রেণীসচেতন" জনগণ "স্বদেশ" রক্ষার চিন্তায় ব্যগ্র একথা প্রকাশ করতে প্রাভদা-র দ্বিধা হয়নি কিন্তু। প্রাভদা-র কড়া সমালোচনামূলক প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে চীনের কমিউনিস্ট মাওবাদী নেতারা মহাচীনের নতুন সম্রাট সাজার স্বপ্নে বিভোর। ("Wanting to become new emperors of great China", "guided by the "dream of the great Khans" ; Pravda ; Moscow, May)

গোটা এশিয়াটাকে শুধু নয়, গোটা বিশ্বকে তাদের শাসনাধীনে আনতে চায় এই মাওবাদীরা। এ মস্কোর অভিযোগ।

বিশ্বের সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়েও মার্কসবাদী দর্শনের সঠিক উপলব্ধি সত্ত্বেও দুই বিশাল কমিউনিস্ট দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতারা পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ প্রচার করছেন কি করে? এর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কি? দু পক্ষই তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাচ্চা ভাষ্যকার, প্রয়োগবিদ, নিস্পৃহ, সম্পূর্ণ শ্রেণী-স্বার্থবিবর্জিত ব'লে দাবী করছেন, তা সত্ত্বেও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববাদী বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশের শ্রেণী-সচেতন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শী জনগণের সাধারণ ইচ্ছা ('General Will') কখনও পরস্পর-বিরোধী, কখনও স্বতন্ত্রভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলগুলির নেতাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হচ্ছে কেন? কমিউনিস্ট রাশিয়া যদি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট চীন সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে এই বলে হুঁসিয়ার ক'রে যে চীন বিশ্বকে পদানত করতে চাইছে—তাহলে বিশেষ করে এশিয়ার অকমিউনিস্ট দেশগুলি কেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জপমালা হাতে নিয়ে অহিংসার মন্ত্র জপ করবে?

অবশ্য এশিয়ার সব দেশই তো অহিংস নেহেরু-পন্থী ইন্দিরা গান্ধী-পন্থী ভারতের মত বিচিত্র দেশ নয় যে প্রতিবেশী এক বৃহৎ রাষ্ট্র সম্প্রসারণ-বাদী মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখান সত্ত্বেও নিজ দেশের ও জনগণের প্রতিরক্ষার মৌল স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে, দেশের প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম-অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের কারখানায় অস্ত্র-সাজসরঞ্জাম নির্মাণ বন্ধ রেখে লণ্ঠন তৈরী, নারীর প্রসাধনের

সামগ্রী ঠোঁটের জমাট-আল্‌তা তৈরীর কাজের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও 'মিত্রতার যাত্রার' নামে নাটুকেপনা করে!

দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আধুনিক সামরিক অস্ত্র ও উপকরণের উৎকর্ষতার প্রয়োজনীয়তা সামরিক দক্ষতা, স্থলসেনা, নৌ-সেনা, বায়ু-সেনা আধুনিক কায়দায় গড়ে তোলার কাজকে অমার্জনীয়ভাবে অবহেলা ক'রে সমগ্র সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙার ষড়যন্ত্র ভারতের মতন দেশে নেহেরুবাদের মুখোশধারী বর্ণচোরা কমিউনিস্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সৌজন্যেই হতে পারে। জাপান ইন্দোনেশিয়া—ব্রহ্ম-সিংহল-মালয়েশিয়া-পাকিস্থান কেনই বা সে পথে যাবে? তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চোখে চোখে রেখেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলবে—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চতুর রাষ্ট্রনেতা কুটনীতিবিদদের শান্তিপূর্ণ সৌভ্রাতৃত্বমূলক আশ্বাসবাণীকে আপাত-মূল্যে গ্রহণ করবে কেন?

যেকথা হচ্ছিল, দার্শনিক রুশোর মত লেনিনবাদীরাও মনে করেন দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই অজ্ঞ—তা'রা কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা কোন্ পরিস্থিতিতে করণীয়, কোন্‌টাই বা আদৌ করণীয় নয়, কোন্‌টা ন্যায় কোনটা অন্যায়, তা জানেন বা বোঝেন। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুখ-সুবিধাই বোঝে। তাই সমাজে সংখ্যাধিক শ্রমিক শ্রেণী যা ভাবে বা যে-ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রে সেইটাই সাধারণের গণ-ইচ্ছা (General Will) নয়। মার্কসবাদ, সামাজিক অর্থ নৈতিক উন্নতি ও বিবর্তনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা ও জ্ঞান থাকলেই সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বাধিক শ্রমিক-শ্রেণী যে-ইচ্ছা ব্যক্ত করবে সেইটাই হবে সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণীর গণ-ইচ্ছা।

কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। দেশের অচেতন অজ্ঞ জনসাধারণ মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 'সঠিক' জ্ঞানের অধিকারী হবেন কি করে? যেমন ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৮ কোটিরও বেশী লোক নিরক্ষর—তাদের বর্ণপরিচয়ও ঘটেনি। তারা মার্কসবাদ, অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বান্দিক জড়বাদ বুঝবে কি করে? অতএব তারা যে-ইচ্ছা-অভিলাষ-প্রত্যয় ব্যক্ত করবে সেটা গণ-ইচ্ছাও নয় বা সেটা রাজনৈতিক শক্তির উৎসও নয়। কিন্তু তাই ব'লে—তাদের প্রকৃত সচেতন-ইচ্ছা কি সেটা জানা যাবেনা এমন হতে পারেনা। মার্কসবাদ-জড়বাদ সম্বন্ধে সেই 'অজ্ঞ', 'অচেতন' শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক সচেতন ইচ্ছা-আকাঙ্খা তাদের হয়ে সঠিক ভাবে (correctly) ব্যক্ত করতে শ্রেণীস্বার্থ বিবর্জিত (declasse) একমাত্র সংখ্যালঘু কমিউনিস্টরাই

সক্ষম ! আর কে শ্রেণী-স্বার্থবিবর্জিত, আর কে নয়, কে শ্রেণী-শত্রু কে শ্রেণী মিত্র এর বিচারও করে দেবেন সেই স্ব-নির্বাচিত তথাকথিত শ্রেণী-স্বার্থবিবর্জিত কমিউনিস্ট পার্টির যোগী, ক্যাডার ও নেতৃত্ব।

সমাজ বিবর্তনের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজতন্ত্রের যুগে—রাজারা আবিষ্কার করেছিলেন একটি মহাতত্ত্ব আর তার নাম দিয়েছিলেন 'theory of divine right of the King'। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিলাষ, ইচ্ছা শাসনকারী রাজার শাসনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়। ঈশ্বরের কৃপা, নির্দেশ, ইচ্ছা সঠিক ভাবে রাজাই কেবলমাত্র উপলব্ধি করতে পারেন ('correctly') অজ্ঞ অচেতন নিরক্ষর প্রজারা তা পারেনা। তাই যুগে-যুগে ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের জন্যে রাজার আবির্ভাব হয় ! রাজা কে হবেন সেও তো মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ! বিশ্বের সমস্ত শক্তির নিয়ামক ঈশ্বরের সঠিক ইচ্ছা, পরিকল্পনা (scheme) কেবল মাত্র সঠিক ভাবে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হতে পারে।

মার্কসবাদীরা সেই একই ঐতিহাসিক যুক্তির অবলম্বনে যে-তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে থাকেন সেটা হল 'theory of divine right of the party'। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, অভিলাষ ছিল সমস্ত শক্তির উৎস—বিশেষ ক'রে পরমেশ্বর যখন সেই রাজার মধ্যে দিয়েই রাজকীয় ভাবে ঘটাকরে আত্মপ্রকাশ করেন। রাজা সমালোচনা, প্রশ্ন, সন্দেহের উর্দ্ধে ; রাজা ভুল করতে পারেন না—অন্যায় করেন না। তাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারও জনগণের নেই। রাজা যে শোষণ করেন সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাই রাজা-প্রজার মধ্যে নীতিগত ভাবে কোন সংঘাত থাকতে পারেনা ('no-conflict theory')।

মার্কসবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'গণদেবতার' ইচ্ছা আকাঙ্খা পরিকল্পনা কেবল মাত্র মার্কসবাদ-সচেতন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে দিয়ে, পলিটব্যুরোর মধ্যে দিয়ে রূপ নেয়। তাই নেতা পার্টির নীতি ও কর্মসূচী সকল সন্দেহ ও সমালোচনার উর্দ্ধে। পার্টির মত বা নীতি হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মত ও সিদ্ধান্ত যেটা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বা ডিক্টেটারের মত বা ইচ্ছা। সে রাষ্ট্রে জনতার বিদ্রোহের কোন অধিকার নেই, কেননা পার্টি ও জনগণের মধ্যে কোন সংঘাত থাকতে পারে না (no conflict theory)—আর

এ যুগে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কোন বিশেষ বিষয়ে চূড়ান্ত নীতি বা সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা নির্ভর করবে দেশের সেনাবাহিনীর সমর্থনের ওপর। সেনাবাহিনীর সমর্থনের গুরুত্ব একটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রে কতটা সেটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যেতে পারে। ঘটনাটি সোভিয়েত রাশিয়াতেই ঘটেছিল।

১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে যে বিপুল গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল স্তালিনবাদী প্রশাসন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তা রাশিয়া সেদেশে লালফৌজ পাঠিয়ে কিভাবে দমন করেছিল, তৎকালীন সে দেশের কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী Imre Nagyকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সে সব কাহিনী আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এইভাবে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় চূর্ণ করার ফলে তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়ে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় এবং বিশেষ করে রাশিয়ায়ও। ক্রুশ্চভ-বিরোধী কমিউনিস্ট নেতারা মস্কোতে চক্রান্ত করছিলেন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। মলোটভ, কাগানোভিচ্, ম্যালেনকভ্ এই বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন।

১৯৫৭ সালের ৬ই জুন ফিনল্যাণ্ড সফর শেষ করে ক্রুশ্চভ বুলগানিন স্বদেশে ফিরছিলেন। এদিকে একটি প্রাসাদ-বিপ্লবের চক্রান্ত চলছিল গোপনে। ১৪ই জুন (১৯৫৭) ক্রুশ্চভ মস্কো ফিরেছেন; ১৭ই জুন প্রেসিডিয়ামের জরুরী বৈঠক। সেই সভায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রুশ্চভ সমেত মোট সাত জন সদস্য সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বুলগানিন-ও তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেন। শোনা যায় ক্রুশ্চভের পক্ষে তিনটি, বিপক্ষে চারটি ভোট পড়েছিল। আর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ক্রুশ্চভের বিপক্ষে ৫, পক্ষে ২ ভোট পড়ে। ক্রুশ্চভের বিদায় প্রায় সুনিশ্চিত। ম্যালেনকভ আবার প্রধানমন্ত্রী এবং শেপিলভ পার্টির সম্পাদক হবেন এ প্রায় ঠিক। কিন্তু ক্রুশ্চভ পরাজয় মেনে নিলেন না। মার্শাল জুকভ ও জুকভ-পন্থী সেনাপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি সেনাবাহিনীর পূর্ণসমর্থন সুনিশ্চিত করলেন। দ্বিতীয়ত, স্তালিনী ঢং-এ কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ বৈঠক দাবী করলেন। স্তালিন এই কায়দা প্রয়োগ করেছিলেন ট্রট্স্কীকে কোনঠাসা করার জন্য। যদিও তিনি দলীয় সংবিধান লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর প্রেসিডিয়াম-কেই স্থান দিতেন। অবশ্য ট্রট্স্কী ও বিরোধী-গোষ্ঠীকে নির্মূল করার পর তিনি এই প্রেসিডিয়াম-এর সিদ্ধান্তের ওপরই গুরুত্ব দিতেন সর্বোচ্চ সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটিকে উপেক্ষা করে।

মার্শাল জুকভ যে-মুহূর্তে ক্রুশ্চভের পক্ষ নিলেন সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরও মোড় ঘুরে গেল। ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় টিকে গেলেন প্লেনারী সেশনের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে (unanimous decision)। ম্যালেনকভ, কাগানোভিচও ক্রুশ্চভের পক্ষে শেষ পর্যন্ত ভোট দিলেন। মলোটভ ভোটদানে বিরত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ৪ঠা জুলাই কমিউনিস্ট গণতান্ত্রিক কায়দায় কাগানোভিচ, মলোটভ, ম্যালেনকভ-কে প্রেসিডিয়াম ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে জানান হল। (Inside Russia Today ; By John Gunther– Pp. 267-69)

তাহলে দেখা যাচ্ছে কমিউনিস্টরা যে শুধু ভারতবর্ষ ইন্দোনেশীয়া ও অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকেই ভয় করেন তাই নয়, বিশ্বের সকল জ্ঞানের অধিকারী, সকল দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটনের ও অর্থ নৈতিক গতি—প্রকৃতির ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বানী যে-কমিউনিস্টরা করতে পারেন শুধুমাত্র দলের সঙ্গে যোগসূত্রের দাবীতে, তাঁরাও স্বদেশের মার্কসবাদী রাষ্ট্রের সেনাপতি ও সেনাবাহিনীকেও ভয় করেন ! বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস !

ওপরের এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে কি প্রমাণ পাওয়া যায় যে মার্কসবাদের সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতে ‘প্লেনারী সেসনে’ উপস্থিত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা ক্রুশ্চভ-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? মার্শাল জুকভ পাশে না থাকলে রাশিয়ায় প্রাসাদ:চক্রান্ত সেদিন সফল হোতই হোত। ক্রুশ্চভ মার্শাল জুকভ-গোষ্ঠীকে পুরস্কৃত করতে তখনকার মত ভোলেননি। মার্শাল জুকভ, ফার্তসেবা (Zhukov, Furtseva) প্রভৃতি-রা দলের প্রেসিডিয়ামে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদায় উন্নীত হলেন। সর্বহারার শ্রেণী-রথের চালক হলেন ক্রুশ্চভ-জুকভ গোষ্ঠী। রাশিয়ার ইতিহাসে একজন পেশাদার সৈনিক এই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য হলেন। ক্রুশ্চভ এঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও করেছিলেন। স্তালিন জুকভ-কে ঈর্ষা করতেন ; দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তাঁকে নির্বাসিতও করেছিলেন। ক্রুশ্চভ-ই আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি জানতেন রুশ জনমানসে ও সেনাবাহিনীর ওপর কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এই সেনাপতি। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়ক বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। রুশ-বাসী তাঁকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে “ত্রাতা”রূপে (‘Saviour’)

অভিনন্দিত করেছিলেন। ক্রুশ্চভ ১৯৫৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মার্শাল জুকভ-কেও 'পার্টি বিরোধী কাজ' ('anti-party activity') ও 'হঠকারীতা'-র (adventurism) অপরাধে বরখাস্ত করলেন সকল পদ থেকেই। রাজনীতির ছাত্ররাই বিবেচনা করে দেখবেন ক্রুশ্চভের মন্ত্রীত্বের পদে ও কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রেসিডিয়ামের সদস্যরূপে টিকে যাওয়া, আবার সেই পদ থেকে মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে তাঁর অপসারণের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক কতটুকু? এ নিছক নগ্ন ক্ষমতার লড়াই। আর সেই লড়াইএ চরম সাফল্য নির্ভর করছে সেনাবাহিনী কোন পক্ষে সামিল হবে তার ওপর। শ্রেণীসচেতন শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির ওপর নয়।

এই যে রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটছে এর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়? শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এত যে পরিবর্তন ঘটছে তা'তে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাই বা কতটুকু? তারা নাটকের দর্শকমাত্র। ওরা কাজ করে, দেশ গড়ে, বিপ্লবে-যুদ্ধে ওদেরই রক্ত ঝরে; ওদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই 'বিপ্লবের' রথ ছুটে চলে। ওরা সত্যিই সভ্যতার মেরুদণ্ড তবু ওদের নাম করেই নয়া শাসক শ্রেণী ওদেরই ওপর প্রভুত্ব করে, পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখে। 'Materialist interpretation of history' একটা মুখোশ মাত্র। আসলে সেই সনাতন Kings-and-battles-interpretation of history-কে নতুন তাত্ত্বিক পোষাকে সাজিয়ে হাজির করা হয়েছে। শাসক শ্রেণী বিভিন্ন যুগে সংজ্ঞা পালটিয়ে দিয়ে নিজেদের শোষণ ও শাসন অব্যাহত রেখে দেয়। লোহার শৃঙ্খল চূর্ণ ক'রে যাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় পরবর্তীকালে তাদের প্রকারান্তরে রূপোর বেড়ি পরে থাকার মাহাত্ম্য-কীর্তনে অভ্যস্ত করা হয়।

'শ্রেণীস্বার্থ-বিবর্জিত' ব'লে মার্কসবাদীরা যাদের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন তারাই আসলে একটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা-মর্যাদাভোগী-শ্রেণীরূপেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের একটি 'শ্রেণী' বা ক্লাস্ না বলে বরং বিশেষ উচ্চ বর্ণ-ভুক্ত (upper caste) বলা-ই বেশী যুক্তিযুক্ত। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন 'শ্রেণী' ও 'বর্ণ'-এর (class caste) মধ্যে একটি মূল পার্থক্য এই যে শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক চলনশীলতা (social mobility) আছে কিন্তু বর্ণ-ব্যবস্থায় (caste system) এই সামাজিক-গতিশীলতা আদৌ নেই। শূদ্র-বর্ণ-ভুক্তরা নিজেদের কাজের গুণে ও উৎকর্ষতায় উচ্চ-বর্ণ-ভুক্ত হতে পারে না।

'পেশাদারী বিপ্লবীরাই' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করবেন এই

লেনিনবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন প্রখ্যাতা জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ ১৯০৪ সালে। প্রকৃতপক্ষে এই লেনিনবাদী ভাবধারার মধ্যে ছিল নেতৃত্বের অভ্রান্ত-তত্ত্ব, নতুন শ্রেণী সৃষ্টির ও আমলাতন্ত্রের বীজ।

মোটামুটি ভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক 'শ্রেণী' অনেকটা উন্মুক্ত (open), বাইরের আগন্তুকদের প্রবেশের অধিকার অস্বীকৃত নয় সেখানে। কিন্তু বর্ণ-বৈষম্যময় (caste-ridden society) সমাজে উচ্চ-বর্ণের প্রবেশদ্বারে "প্রবেশ নিষেধ"-এর হুঁশিয়ারী নিয়ে রক্ষী দাঁড়িয়ে থাকে, বহিরাগতকে উচ্চবর্ণের সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা দেয়। বংশগতি-র (heredity : like begets the like) ভিত্তিতে বর্ণ-ব্যবস্থার সীমানা চিহ্নিত হয়। পার্টির লেবেল-দেওয়া 'শ্রেণীস্বার্থবিবর্জিত', সমাজের ওপর মাতব্বরি করার জন্য চিরকালের মত চাপিয়ে-দেওয়া গোষ্ঠীটি, একটি কপাট-উন্মুক্ত শ্রেণী নয় কিন্তু। এই বর্ণ-এর মধ্যে যে-কেউ প্রবেশ করতে পারেনা। সে অধিকার চরিত্র, কার্যকারীতা দক্ষতার দাবীতেই। বংশগত তত্ত্বের মত (heredity) এখানেও কোন্ শ্রেণী থেকে কে উদ্ভূত (class origin), শ্রেণী-বিষ কার রক্তে কতটা আছে, তার রাজনৈতিক বিচারতত্ত্বের ওপর স্থির হবে এই কমিউনিস্ট বা মার্কসিষ্টদের উচ্চ-বর্ণ-গোষ্ঠীতে (caste) বহিরাগতদের (strangers) প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে কিনা। কিন্তু যিনি বা যাঁরা বিচার করে রায় দেবেন এই তথাকথিত শ্রেণীস্বার্থবিবর্জিত গোষ্ঠীতে যোগদানেচ্ছু বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে কিনা তাঁর অথবা তাঁদের শ্রেণী-উৎপত্তি বা সামাজিক গোড়াপত্তন সম্বন্ধে কলঙ্ক-মুক্তির চূড়ান্ত সারটিফিকেট্ তাঁরা নিজেরাই দেবেন ! এই ভাবেই একটি উচ্চবর্ণের বিশেষ সুবিধা-ভোগী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গোটা দেশের শ্রমজীবি, সকল শ্রেণীর খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর প্রভুত্বের রথ ছুটিয়েছে। এরই নাম শ্রেণীহীন শোষণহীন সর্বহারার গণতন্ত্র ?

উন্নত উৎপাদন শৈলী, বিজ্ঞান-লব্ধ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, উন্নত টেকনলজীর প্রয়োগ, ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন এক নতুন "ম্যানেজেরিয়্যাল শ্রেণী" (managerial class) সৃষ্টি করছে। টেক্নক্রট্ ও বুরোক্র্যাট্রা এই নয়া শ্রেণীর দুই স্তম্ভ। নিঃসন্দেহে, এই শ্রেণীর গতিশীলতা, উন্মুক্ততা (mobility, openness, permeability) আছে। নীচের-তলার বিগতদিনের অদক্ষ কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিক বিশেষ দক্ষতা অর্জন ক'রে ওপরতলার সুযোগ সুবিধা ও অধিক বেতনভোগী ম্যানেজেরিয়াল শ্রেণীভুক্তও হ'তে পারে।

কুড়ি

সকল বিশেষজ্ঞ দক্ষ-প্রয়োগবিদ, উচ্চ-কারিগরি জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মীই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কট্টর কমিউনিস্ট সমর্থক নন বা পার্টি সদস্যও নন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োগবিদ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সঙ্গে স্ব-নির্বাচিত "শ্রেণীস্বার্থ-বিবর্জিত" কমিউনিস্ট পার্টি-আমলাশ্রেণী-বর্গের (closed group or caste) মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবেই। রাশিয়া ও অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে এই সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সংঘাত কখনও প্রশাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, অধিক স্বাধীনতার দাবীর মধ্যে ফুটে উঠে, কখনও বা অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর ব্যাপক সংস্কারের দাবীর মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিতে বেশ কয়েক বছর ধরে এই সংঘাত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী এ্যাকাডেমিসিয়্যান শাখারভের একটি খোলা চিঠির দু'একটি অংশ প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই পত্র প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লিখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি-নেতা লিওনিদ্ ব্রেজনভ-কে। দশহাজার শব্দ-সম্বলিত এই ঐতিহাসিক চিঠিটি রাশিয়ায় শুধু নয়, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানী শাখারভ তাঁর পত্রে উন্মুক্ত প্রকাশ্য আলোচনা, সমালোচনা চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছেন। ব্রেজনভ কল-কারখানা ও পরিকল্পনা কমিটিগুলিতে (Planning Boards) প্রকাশ্য আলোচনার ওপর জোর দিয়েছিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি সমাবেশে। কিন্তু বিজ্ঞানী শাখারভ এই 'স্বাধীনতা' ও মন-খুলে প্রকাশ্যে আলোচনার অধিকারকে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার দাবী তুলেছেন। তিনি বলেছেন :

"...But history will not forgive you if salvation measures do not follow the signal. And they are very simple. A cure follows from the diagnosis. ***The total mutual lying can be cured only by public discussion.*** What amount of

initiative, intellect and enthusiasm will emerge if only mouths are no longer gagged. Dozens of articles lie in editorial offices of magazines, dozens of books have been typed, which honestly analyse our life. *All this is suppressed.* Solzhenitsyn—the pride of Russian literature—was driven out of Writers' Union. *The Parliament which costs so much money, has become a blind voting machine. Public discussion can put sick Russia on the path of recovery.*" (Time ; Feb. 27, 1920 P. 18)

ব্রেজনভ কিছুকাল আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধ-দ্বার কমিউনিস্ট সমাবেশে যে দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা রাশিয়ার অর্থনীতি ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার ডামাডোলের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে প্রাভ্দা পত্রিকায়ও আলোচনা হয়েছিল। বিজ্ঞানী শাখারভ ব্রেজনভ-কে এই গুরুত্বপূর্ণ সাবধানবানী শোনাবার জন্ম স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন : এখানেই থেমে গেলে হবে না—প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাতে হবে। আর সেটা খুবই সহজ। সেটা হল স্বাধীন আলোচনা ও মতামত প্রকাশের অধিকার। স্বাধীন মত প্রকাশের, প্রকাশ্যে আলোচনার অধিকার দেশের জনগণের নেই। সমালোচনার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ। প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক যিনি সমগ্র রাশিয়ার গৌরব—তাঁর সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ রুশ সাহিত্যিক সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এত বিপুল অর্থ ব্যয় করে যে-পার্লামেণ্ট বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে—সেটা নিছক প্রচলিত দলীয় মত অনুমোদনের সুবিশাল এক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে৷ এই রুগ্ন অসুস্থ রুশ সমাজকে বাঁচাতে হলে চাই প্রকাশ্য আলোচনা, সমালোচনার মৌলিক অধিকার।"

বিজ্ঞানী শাখারভ যে-প্রশ্ন তুলেছেন সেটা কোন নতুন প্রশ্ন নয়। এ-দাবী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বার বার উঠেছে, কিন্তু নাকচ হয়েছে। যাঁরা এই মৌল দাবীকে তুলে ধরেছেন—তাঁদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এই প্রকাশ্য আলোচনার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করার অর্থই হল কমিউনিস্ট বর্ণ-গোষ্ঠীর (caste) বর্ণ-স্বার্থ, বর্ণ-কৌলিন্যের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানা। এই 'নয়া ব্রাহ্মণ', 'নয়া সৈয়দ'-শ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থ বিনা যুদ্ধে ত্যাগ করবে কেন? আর মার্কস্ তো নিজেই বলেছেন শাসক-শ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ

করে না কখনই। আর এই নব-উদ্ভূত 'নয়া ব্রাহ্মণ', 'নয়া সৈয়দ'-শ্রেণীকে যুদ্ধে সচেতন শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, নাগরিক, দেশের তরুণরা হটাবে কিভাবে? সামরিক শক্তি এই নয়া শ্রেণীকে ঘিরে রেখেছে অতন্দ্র প্রহরীর মত। আর রাইফেলের নলই যখন ক্ষমতার উৎস (!), তখন—লড়াই হলে তার পরিণাম যে কি হবে সে তো সহজেই অনুমেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই 'শ্রেণীসংগ্রাম' চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবেই। এ সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা শাসক শ্রেণীর হবে না।

বিজ্ঞানী, প্রয়োগবিদ্, সাহিত্যিক, শিল্পী সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা চাইবেন গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করবেন শাসক কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর কাছে। এঁরা দেশের পুঁজিপতি নন মার্কসবাদী অর্থে,—উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকও নন। ৫০ বছরের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রচার ও কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়েই এঁরা বড় হয়ে উঠেছেন। এঁরা "শ্রেণীশত্রু" হবেন কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি না থাকলেও কমিউনিস্টরা যুক্তি আবিষ্কার করবেন,—উৎপীড়ন নিপীড়নের কার্য্যকারিতা ভোঁতা প্রমাণিত হলেও—প্রচার শক্তির (propaganda), বিভ্রমকারী মোহের (Illusion) প্রভাব তো আর খর্ব হয় নি। ডাণ্ডার ভিতি-উৎপাদক ক্ষমতার চাইতেও এই বিজ্ঞাপনের যুগে (বিজ্ঞানের?) ভাঁওতা-প্রতারণা-শঠতার মোহিনীশক্তি অনেক বেশী যে!

দুটি বিশেষ শ্রেণীর কথা হচ্ছিল: (১) আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে উন্নত টেকনলজী, বিজ্ঞানলব্ধ বিশেষ জ্ঞান ও উৎপাদন শৈলী প্রয়োগের অনিবার্য্য পরিণতি স্বরূপ একটি উচ্চ-বেতনভুক বিশেষ ক্ষমতা-মর্য্যাদা-সম্পন্ন নূতন 'শ্রেণী'র উদ্ভব ঘটেছে। যেহেতু একটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রকেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য (material abundance) দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের তাগিদে একই টেকনলজী, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন-শৈলী প্রয়োগ করতে হচ্ছে—সেইহেতু মার্কসবাদী অথবা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ও কলেবর বৃদ্ধি ঘটছে। মার্কস-এর চিন্তায় এই সম্ভাবনার কোনই ইঙ্গিত ছিল না।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অর্থনীতি যতই দলীয় অনুশাসনমুক্ত হবে বিজ্ঞানের সঠিক ও বাধাহীন প্রয়োগের পথে বাধাও ততই দূরীভূত হবে। উন্নত টেকনলজীর প্রয়োগ যতই ঘটবে ততই কায়িক পরিশ্রমকারী অপটু শ্রমিকরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও কারিগরি শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলা থেকে ধাপে ধাপে ওপরের

ক্ষমতার এই মর্যাদাসম্পন্ন অধিক সুযোগ-সুবিধাভোগী শ্রেণীতে গিয়ে সামিল হবে। এই অর্থে এই নতুন শ্রেণী (New Class)—পুঁজিবাদী সমাজের এই শ্রেণীর মতই উন্মুক্ত, চলমান (open, mobile, permeable)। (২) আর একটি যে নয়া-বর্ণের (caste) উদ্ভব মার্কসবাদী রাষ্ট্রে ঘটেছে—সেটি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা-ভিত্তিক। জীবনের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা সম্ভোগের পূর্ণ অধিকারী হল এই নয়া "ব্রাহ্মণ-সৈয়দ" গোষ্ঠী। নয়া পিটার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খাঁ—কুবলাই খাঁদের সর্বস্তরে হুকুম জারী ও প্রয়োগের দায়িত্ব এই নয়া আমীর-ওমরাহ-আমলা শ্রেণীর (Party Bureaucrats)।

এই দু'টি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের কথাও উল্লেখ করেছি। মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনা ও বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করে লেনিন বলেছিলেন:

"The state is the product and the manifestation of the *irreconcilability* of class antagonisms. The state arises when where, and to the extent that the class antagonisms *can not* be objectively reconciled. And, conversely, the existence of the state proves that class antagonisms are irreconcilable." (State and Revolution : class society and state ; Lenin)

রাষ্ট্র শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষেরই বহিঃপ্রকাশ। এই সংঘর্ষের কোন সমন্বয়ই সম্ভব নয়। পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী স্বার্থ সংঘাতের কোন মীমাংসা সাধন ক'রে কোনই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয় যতদিন এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অটুট থাকবে। শ্রেণীসংঘর্ষের বিলোপ ঘটলেই রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে। সোস্যালিষ্ট রেভল্যুশনারী, মেনশেভিক ও কাউৎস্কী-পন্থীদের তীব্র আক্রমণ করে লেনিন বলেছিলেন:—

"According to Marx, the state is an organ of class *domination*, an organ of *oppression* of one class by another ; its aim is the creation of "order" which legalises and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes. But in the opinion of petty-bourgeois politicians 'order', means reconciliation of the class and not oppression of the one class by another......"

রাষ্ট্র শ্রেণী-নিপীড়নের হাতিয়ার—শ্রেণী শোষণের যন্ত্র, এক শ্রেণী

অপর শ্রেণীকে পদানত করে রাখে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যেই। 'শৃঙ্খলা' রক্ষার নামেই শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী—শোষিত সর্বহারাদের দাবিয়ে রেখে থাকে। পাতি-বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা মনে ভাবেন এই "শৃঙ্খলার" অর্থ—শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত মিটিয়ে দিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা। বুর্জোয়া রাষ্ট্র—বিবদমান শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাতের তীব্রতা হ্রাস ক'রে আসলে কিন্তু শ্রেণী প্রভুত্ব কায়েম করারই ফন্দী আঁটে—আর তারই অপর নাম "শৃঙ্খলা"। লেনিনের অভিযোগ এই পাতি-বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ—মেনশেভিক ও কাউৎস্কী-পন্থীরা মার্কস-এর প্রকৃত শিক্ষার অপব্যাখ্যা ক'রে—শৃঙ্খলাবিধানকে শ্রেণী-সমন্বয়ের (reconciliation) সাংকেতিক বলে ধ'রে নিয়ে থাকেন।

লেনিন বলেছিলেন: রাষ্ট্র যদি সামঞ্জস্যহীন শ্রেণীস্বার্থ সংঘাতেরই গুণফল হয়, যদি 'রাষ্ট্র' সমাজ থেকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে বিচ্ছিন্ন-মুখী এবং সমাজের মাথার ওপর চেপে-বসে-থাকা শক্তিরূপে ("a force standing *above* society and increasingly separating itself from it") স্বীকৃত হয় তাহলে শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য সহিংস বিপ্লব অবশ্য প্রয়োজনীয়ই শুধু নয়—সমগ্র রাষ্ট্র-ক্ষমতা-যন্ত্রের বিনাশ সাধনও একান্ত প্রয়োজন ("liberation of the oppressed class is impossible not only without a *violent* revolution *but also without destruction* of the apparatus of state power", (Lenin); এই রাষ্ট্রশক্তির ('state power') অপরিহার্য্য অঙ্গ হল স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী: "A standing Army and police are the chief instruments of state power"—(Lenin)।

ভোট-ভোট ক'রে ভারতবর্ষের মার্কসবাদীরা পাগল হয়ে উঠেছেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে লেনিনের হুঁসিয়ারী। লেনিন বলেছিলেন:

"The petty-bourgeois democrats, such as our socialist revolutionaries and Mensheviks, and also their twin brothers, the social chauvinists and opportunists of Western Europe, all expect "*more*" from universal suffrage. They themselves share, and instil into the minds of the people *the wrong idea*, that universal suffrage "in the *modern state*" is really capa-

ble of expressing the will of the majority of the toilers and of assuring its realisation."

"পাতি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, যেমন আমাদের সোস্যালিষ্ট রেভল্যুশনারী, মেনশেভিকরা আর তাদের জমজ ভাই সামাজিক সংকীর্ণতাবাদী ও পশ্চিম ইউরোপের সুবিধাবাদীরা প্রত্যাশা করে থাকেন যে সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার মধ্যে থেকে "আরও কিছু" পাওয়া যাবে। তাঁরা জনগণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণাই ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে "আধুনিক রাষ্ট্রে" সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থায় মেহনতী মানুষের সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা-অভিলাষ পরিব্যক্ত হতে পারে এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা রূপায়নের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে তার মধ্যে।" (লেনিন)

লেনিন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত উক্তি "put the whole state machine where it will then belong: *in the museum of antiquities*"...উদ্ধৃত করেছিলেন। লেনিনের এই বক্তব্য যদি আজও 'সত্য' রূপে বহাল থাকে তাহলে মেনে নিতে হয় লেনিনবাদী হিসাবে যে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সার্বজনীন ভোটাধিকার মাধ্যমে মেহনতী মানুষের সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা (will) কখনই ব্যক্ত হতে পারেনা ; আর জনগণের আশা-আকাঙ্খা রূপায়ণও এই ভোট ব্যবস্থা-ভিত্তিক রাষ্ট্র যন্ত্র মাধ্যমে বাস্তবতার মর্যাদা পেতে পারেনা। এই ব্যাখ্যার আঙ্গিকে এদেশের 'সাচ্চা' লেনিনবাদীরা নির্বাচন মাধ্যমে তাঁদের গদীতে না বসালে "রক্তাক্ত বিপ্লব" সুরু করার যে মুহুর্মুহু হুঙ্কার দিয়ে থাকেন সেটা কি খুবই অ-মার্কসবাদী হাস্যকর আচরণ নয় ?

অথবা বলতে হবে লেনিন "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে যে-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন বর্তমান যুগে সে-তত্ত্ব চোখ-বুঁজে মেনে চলা যায়না। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে রাষ্ট্রকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টিতে দেখা অবাস্তবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্র যেমন নিপীড়নের হাতিয়াররূপে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে, ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্র আবার জন-কল্যাণের মাধ্যম রূপেও স্বীকৃতি লাভ করেছে (welfare instrument)। রাষ্ট্র নিপীড়ন-শোষণের যন্ত্র হয়ে কাজ করবে, না জন-কল্যাণের হাতিয়াররূপে কাজ করবে, সেটা মূলত নির্ভর করবে দেশের গণশিক্ষা, চেতনার স্তর, সুনিশ্চিত গণতান্ত্রিক পরিবেশ, মৌল অধিকারের অস্তিত্ব এবং সেই অধিকারগুলি খর্ব হলে অথবা খর্ব হবার আশঙ্কা

দেখা দিলে শাসক-শ্রেণী-নিরপেক্ষ নিভিক ন্যায়ালয়ে সেই হৃত-অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির সাংবিধানিক কাঠামো, সর্বোপরি রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকারের ওপর।

আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) কি রূপ নিতে পারে লেনিন অনুমান করতে পারেননি। নতুবা এটা অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি যে বিশ্বের প্রথম 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র রাশিয়াকে পতনোন্মুখ, গলা-খসা, পুঁজিবাদী বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে নিজের দেশের বৈষয়িক উন্নয়ণের জন্য? অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে একটানা সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও কেন সোভিয়েট রাশিয়া নিজের দেশের সচেতন সুশিক্ষিত মার্কসবাদী ভাবধারায় আস্থাবান জনসাধারণ ও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে লৌহ যবনিকার আড়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছে?

সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন শক্তি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেরই নেই। একথা রাশিয়া ভালভাবেই জানে। হয়ত বলা হবে বুর্জোয়া সমাজের প্রভাব থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু মার্কসবাদীরাই তো বলছেন: বিশ্বশক্তির ভারসাম্য এখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। আর পঞ্চাশ বছরের বেশীকাল ধরে একই আদর্শের ছাঁচে গোটা দেশের মানুষকে ঢেলে সাজা হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সমালোচনা বন্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কল-কারখানা ক্ষেতে-খামারে ৫০ বছরেরও অধিককাল ধরে গোটা রুশ জাতি শিখেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা ও 'অনিবার্যতা' সম্বন্ধে তারা কৃতনিশ্চয় হয়েছে। তবে ভয় কিসের? সচেতন আলোকপ্রাপ্ত রুশ জনগণের ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। ভয়টা মূলত রাজনৈতিক শাসক শ্রেণীর। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থেই, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের নামে এই সংখ্যালঘিষ্ট তথাকথিত শ্রেণী-স্বার্থ-বিবর্জিত নয়া রাজনৈতিক উচ্চবর্ণের শ্রেণী শাসনকে চাপিয়ে রাখার তাগিদেই, এই লৌহ-যবনিকার আড়াল। এই নতুন নবাবজের কাছে গণতন্ত্র সার্বজনীন ভোটাধিকার, স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ এসবই বুর্জোয়া ভাববিলাস, শ্রেণী-শোষণের নাকি মুখোশ।

যে কথা বলছিলাম, হয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বলুন লেনিনের মতবাদ ভ্রান্ত, আর না হয় বলুন লেনিন "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে যে বিপ্লবী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন সেটা আজও সমভাবে প্রযোজ্য ও অবশ্য-মান্য ও পালনীয়। দুধও খাব তামাকও খাব এ হয়না। অবশ্য লেনিন যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষের ভোট-রাজনীতি ও কেবলমাত্র বেতন-মাগগীভাতা-বোনাস বৃদ্ধি ও আদায়ের আন্দোলনের গতি লক্ষ ক'রে তাঁর বিপ্লব-তত্ত্বকে বর্জন করতেন, আর না হয় তাঁর শিষ্যদের হাতে তাঁর বিপ্লবী তত্ত্বের নামে যে-ব্যভিচার চলেছে তা দেখে শিউরিয়ে উঠ্‌তেন।

বুর্জোয়া শ্রেণী-শাসিত রাষ্ট্রে নির্বাচন কখনই মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যম হতে পারেনা লেনিনবাদী দৃষ্টিতে। অথচ ভারতের লেনিনবাদী ব'লে কথিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা 'নির্বাচন চাই' 'নির্বাচন চাই' করে পাগল হয়ে উঠেছেন। এঁরাই আবার ক্যাডারদের সামলাবার জন্য, দলের কেতাবী বৈপ্লবিক চরিত্র কাগজে-কলমে ঠিক রাখার জন্য এবং অন্যদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দলের থলি ভর্তির জন্য "শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর ও রক্তাক্ত করার" হুঙ্কার দিতেও দ্বিধা করেন না। এই দুটো চিন্তা পরস্পর বিরোধী।

এঙ্গেল্‌স্‌-এর ভাবধারার ওপর নির্ভর করে লেনিন বলেছিলেন: 'we must also note that Engels quite definitely regards ***universal suffrage as a means of bourgeois domination***' সার্বজনীন ভোট-ব্যবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণী-শোষণ ও প্রভুত্বেরই হাতিয়ার মাত্র। সেই বুর্জোয়া হাতিয়ার প্রয়োগ করেই কি তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের পথ ত্বরান্বিত হবে?

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সর্বহারার গণতন্ত্রের নামে যে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে সেই শ্রেণীও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পুঁজির মালিকদের মতন সকল ক্ষমতার অধিকারী। গুপ্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী এই ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে কোন সময়ই চোখের আড়াল করে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শাসক গোষ্ঠী যে-কায়দায় নিজেদের ক্ষমতাসীন রাখে, সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা শ্রেণী-রাষ্ট্রেও শাসক গোষ্ঠী ঠিক একই কায়দায় আমলাবাহিনী, গুপ্ত পুলিশ, সামরিক বাহিনী ('standing Army,' secret police etc.) দিয়ে নিজেদের শাসন ও প্রভুত্ব দীর্ঘমেয়াদী করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে'। এঙ্গেলস্‌ বলেছিলেন:

"The second is the establishment of a *public force* which

is no longer absolutely indentical with the population organising itself as an armed power. This special public force is necessary because a self-acting armed organisation of the population has become impossible since the cleavage of society into classes……This public force exists in every state. *It consists not merely of armed men but of material appendages, prisons and repressive institutions of all kinds of which gentile society knew nothing……"*

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে স্বয়ংক্রিয় জনগণের সামরিক সংগঠন সম্ভবই নয়। সরকারের কার্য্যসম্বন্ধীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি আর জনগণের সশস্ত্র সংগঠন—দুটো কখনই এক বস্তু নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় শক্তির অচ্ছেদ্য অঙ্গ শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেলখানা ও অনুরূপ আরও অনেক প্রকারের নিপীড়ন-মূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান।

সর্বহারার একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রেও এই একই ব্যবস্থা। আর একনায়কতন্ত্রী সর্বহারার শ্রেণী-রাষ্ট্রে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা কত চরম ও নির্ম্মম হতে পারে তার প্রমাণ ১৯৫৬ সালের সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্ট থেকেই মিলবে। রাজনৈতিক-গণতন্ত্র ও বিরোধিতার অধিকার (right to oppose) সে-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় না থাকার ফলেই স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন এত চরম রূপ নিতে পেরেছে। হাঙ্গেরীর প্রাক্তন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী—ইম্‌রে ন্যাগী (Imre Nagy) ১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য যে-কর্ম্মসূচী উত্থাপন করেছিলেন হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট শাসন-পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত জাতীয় সঙ্কটের বিশ্লেষণ করে—সে সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য :

"The violent contrast between words and deeds between principles and their realization, is rocking the foundations of our people's democracy, our society and our party···The people can not understand how it is that the greater the results they achieve in the economic, political, social or cultural field, the greater their burdens become.···"

"Power is increasingly being torn away from the people and turned sharply against them. The people's democracy as a type of dictatorship of the proletariat···is obviously being ***replaced by a party dictatorship*** which does not rely on party membership but rests on a personal dictatorship and ***attempts to make the party apparatus and through it the party membership a mere tool of this dictatorship.*** (Imre Nagy on Communism)

"কথা ও কাজ আদর্শ-নীতি ও তার বাস্তব রূপায়নের মধ্যে যে সাংঘাতিক বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে তা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ, আমাদের সমাজ ও পার্টির ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে।···দেশের নাগরিকরা বুঝে উঠতেই পারেনা যে দেশে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যতই অগ্রগতি হচ্ছে দেশের জন সাধারণের পিঠের বোঝা ততই ভারী হচ্ছে। এ কি করে হয়? ক্ষমতা ক্রমশই জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে—জনগণের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। জনগণতন্ত্র আসলে সর্বহারার একনায়কত্বেরই রকমফের; কিন্তু তা আজ আসলে পার্টির একনায়কত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে। আর এই দলীয় একনায়কত্ব দলের সদস্যদের ওপরও নির্ভরশীল নয়। আসলে ওটা হ'ল ব্যক্তিগত একনায়কত্ব যা মূলত দল ও দলের সভ্যদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপেই ব্যবহার করে থাকে।"

ইমরে ন্যাগী আরও মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন :

"What sort of political morality is there in a public life when *contrary opinions are not only suppressed but punished with actual deprivation of livelihood ; where those who express contrary opinion are expelled from society with shameful disregard for the human and civil rights set down in the Constitution*?···This is not socialist morality. ***Rather it is modern Machiavellianism***" [*Imre Nagy on Communism*, 1957, Pp. 46, 50, 55—56]

"এ কোন্ ধরণের রাজনৈতিক নৈতিকতা যে-সমাজে ভিন্নমত প্রকাশ করা শুধু অপরাধই নয় এবং তা নির্বিচারে দাবিয়ে দেওয়াই হয়না—পরন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীর জীবিকা-নির্বাহের অধিকারটুকু পর্য্যন্তও কেড়ে নেওয়া হয়? যেখানে ভিন্ন বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত না করলে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় দেশের সংবিধান-ঘোষিত মানবিক ও মৌল অধিকারগুলির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দেখিয়ে?" ইমরে স্তাগী বলেছেন আর যাই হোক—একে কখনই কেউই সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার পদবাচ্য করবেন না নিশ্চয়ই।

তাহলে এই রকম এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে? রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধনই বা কি ভাবে ঘটবে? সর্বহারার একনায়কত্বকে সাময়িক ব্যবস্থা রূপেই লেনিন সমর্থন করেছেন এবং কেন এই একনায়কতন্ত্রী শ্রেণী-রাষ্ট্রের প্রয়োজন তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন স্বয়ং-ক্রিয় প্রক্রিয়ায় কি এই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব লোপ পাবে? এই ধরণের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

কোন শ্রেণীই যখন স্বেচ্ছায় নিজের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা পরিত্যাগ করেনা, শ্রমিক শ্রেণীর নামে বিশেষ ক্ষমতা সুযোগ-সুবিধা ভোগী রাজনৈতিক আমলা-গোষ্ঠীই বা কেন স্বেচ্ছায় সেই সব বাধাহীন অপ্রমত্ত ক্ষমতা-সুযোগ অধিকার ত্যাগ করবে? আর স্বেচ্ছায় সেই বিপুল বাধাহীন ক্ষমতা পরিত্যাগ না করলে—সেই নয়া শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্যই বা করবে কারা এবং কিভাবে? শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্যই যদি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র-প্রথার অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়—তাহলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে রাশিয়াতে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কমিউনিস্ট শাসনেও কি শোষক শ্রেণী বিলুপ্ত হয়নি? দেশের সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসার পর 'শোষক শ্রেণী' সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত (expropriated) হওয়া সত্বেও কেন একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটছেনা? ১৯৩৬ সালে রুশ সংবিধান (Stalin Constitution) যখন চালু হয় তখন স্তালিন সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ায় শোষক-শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে ('exploiting class')। এই ঘোষণা সত্বেও একনায়কত্ববাদী—কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলিকে স্তালিন আরও নির্মম, হিংস্র ও ভয়াল করে তুলেছিলেন। সমগ্র দেশকে একটি বিশাল কয়েদখানায় পরিণত করেছিলেন। তার তাত্বিক যৌক্তিকতাই বা কি ছিল?

মার্কস কোন দল প্রতিষ্ঠিত করে যান নি। লেনিন নিজের দল ছাড়া রাশিয়ায় অপর সকল দলকেই নিশ্চিহ্ন করে গেছিলেন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বরের বলশেভিক বিপ্লবের তিন দিন পরই লেনিন একটি বিশেষ ডিক্রী জারী করে সকল বিরোধী দল ও গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যদিও একে 'সাময়িক ব্যবস্থা' বলে প্রচার করা হয়েছিল তা আজও

অব্যাহত আছে সোভিয়েট সংবিধানের ১২৫ ধারার প্রতি বিকট অট্টহাসি হেসে। লেনিনের সময়েই জারতন্ত্রের আমলে স্থাপিত 'গ্ল্যাভলিট্' [(Glavlit) Main Administration for Literary Affars and Publishing] নামক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও মন্তব্যের ওপর কড়া পাহাড়া রাখার সংস্থাটিকে ১৯২২ সালে ৬ই জুন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেই একই নামে। সেই বুর্জোয়াদেরই নিপীড়নমূলক আইনের পুনঃ প্রবর্তন হল সর্বহারার গণতন্ত্রে। বিরোধী বেসুরা মত প্রকাশের পথ লেনিন নিজেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। [সর্বহারার গণতন্ত্রে রচনা 'প্রবন্ধ' পুস্তক প্রকাশের আগে যেমন পরীক্ষার জন্য সরকারী কমিটির কাছে পেশ করা হয়—তেমনি আবার প্রকাশের পরও এই-রূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—pre-publication and post-publication censorship] স্তালিন সেই দলকে সমস্ত প্রকারে সম্পূর্ণ নীতি-আদর্শ বিবর্জিত ক'রে তাঁর ব্যক্তিগত একনায়কত্বকে গোটা দেশে চালু রাখার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছিলেন। প্রভুত্ববাদী একনায়কত্বকে কেন্দ্র ক'রে যে দলীয় আমলা গোষ্ঠী (political bureaucracy) প্রচুর ক্ষমতা সুযোগ-সুবিধার অধিকারী রূপে গ'ড়ে ওঠে সেই শ্রেণী নিজেদের শাসনকে দীর্ঘমেয়াদী করতে বদ্ধপরিকর হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ, গুপ্ত পুলিশ, জেলখানা, আদালত, সব কিছু এই নয়া রাজনৈতিক আমলা-গোষ্ঠীর মুঠোর মধ্যে। সংগ্রাম-আন্দোলনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ দ্বারা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিকল্প জনমত তৈরীর পথও বন্ধ। শ্রেণীহীন শোষণ-হীন গণতন্ত্রের উপাসক নাগরিকদের একমাত্র অধিকার নীরব মৌন প্রতিবাদ।

কোন একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে প্রচুর ক্ষমতা ও সুবিধাভোগী রাজনৈতিক আমলা গোষ্ঠী সচেতন ভাবে ডিক্টেটারী হুকুমতের বিলোপ সাধন করে সেই জায়গায় স্বাধীন শ্রেণী-হীন মানুষের সমাজ সৃষ্টি করবে লেনিনের এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অলীক প্রমাণিত হয়েছে। রুশ কমিউনিস্ট বিপ্লবের মত অতীতের কোন বিপ্লবই এত প্রত্যাশা জাগিয়ে এত গভীর হতাশা সৃষ্টি করেনি, এত প্রতি শ্রুতির কথা জনগণকে শুনিয়ে এত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অগৌরব অর্জন করেনি।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নয়া শাসক শ্রেণীর সামনে কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর মানুষই আছে: হয় অনুগত প্রভুভক্ত অর্থাৎ দল-ভক্ত প্রজা, আর না নয় 'জনগণের শত্রু'। 'জনগণের শত্রু' ব'লে পরিগণিত হলে নিশ্চিহ্ন হবার পথ স্বেচ্ছায় বরণ করতে হবে। আর দলীয় দেবতা-উপ-দেবতাদের উপাসনাপদ্ধতি

বিনা দ্বিধায় যে ভক্ত প্রজাকুল মেনে নেবেন জীবন্ত কাপুরুষের পথ তিনি 'দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'র বোঝা বহন করে চলবেন। তাঁদের কাছে মৃত বীরের চাইতে জীবন্ত কাপুরুষের জীবনই বরণীয় হয়ত।

কিন্তু গোটা জাতিই তো আর জীবন্ত কাপুরুষের পথ বেছে নিতে পারে না বরাদ্দ রুটি-দানা-আশ্রয়-শিক্ষা নিরুপদ্রব শ্মশানের শান্ত জীবন নির্ব্বাহের বিনিময়ে। নিথর স্তব্ধ পাথারের কালো জলে মতভেদের বেসুরো লহরীও মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। রাশিয়ার বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী শাখারভের বিতর্কমূলক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী খোলা চিঠি অথবা রুশ সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ, আর সেই অপরাধে তাদের আদালতে বিচার এবং শাস্তিদান এই কথাই প্রমাণ করছে সমস্ত নিপীড়ন অত্যাচার ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে আদর্শবাদী মানুষ এগিয়ে আসবেই সত্য বেসুরো কথা বলার সাহস নিয়ে।

একনায়কতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্রে সংঘাতের কারণ বিলুপ্ত হল না। নতুন দ্বন্দ্ব সংঘাতে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী হ'ল। যুক্তিবাদী আদর্শবাদী মানুষ যতই দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগুচ্ছে, শ্রেণীহীন শোষণহীন গণতন্ত্রের লক্ষ্য মায়াবাদী মৃগতৃষ্ণিকার মত যেন আরও পেছিয়ে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে। তবু আদর্শের, 'আইডিয়া'-র আকর্ষণ তো কমেনি কিছুমাত্র। এই নশ্বর বিশ্বে 'আইডিয়া'-ই একমাত্র অবিনশ্বর। সেই মহৎ স্বপ্ন ও আদর্শের পথ আগলিয়ে যে শক্তি বাধা রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে সে কি কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক বিকৃতির (Bureaucratic distorting) গুণফল? যে শাসনকারী দল নতুন শ্রেণী শাসনকে চাপিয়ে রেখেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ওপর সে কি শুধু দলের মতকর্তাদের নামে? না এই নয়াশ্রেণী শাসন লেলিনবাদী রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক চিন্তার অনিবার্য পরিণতিমাত্র?

মিলোভান জিলাস তাঁর আলোড়ন-সৃষ্টিকারী 'New Class'-('নূতন শ্রেণী') পুস্তকে বলেছেন :

"More than anything else, the essential aspect of contemporary Communism is the new class of owners and exploiters." (P. 58)

সমকালীন কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট,ই হল নূতন শ্রেণীর মালিক ও শোষক-কুলের উদ্ভব। ইতিহাসের পেছনে-ছেড়ে-আসা যুগের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে অতীত যুগে একটি বিশেষ শ্রেণী সংগঠিত হবার পর সমাজ-বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সে ক্ষমতাসীন হয়েছে। কিন্তু রাশিয়াতে ঠিক বিপরীতটিই ঘটেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরই এই "নতুন শ্রেণীর" সৃষ্টি হয়েছে। লেনিন যখন রাশিয়ায় "বলশেভিক্ পার্টির" জন্ম দিয়েছিলেন তখন ভাবতেই পারেননি যে, যে-বিশেষ ধরণের "পেশাদারী বিপ্লবীদের" নিয়ে তিনি এই দল গঠন করেছিলেন তার জঠরেই ঘুমিয়েছিল আগামী স্তালিনবাদ যুগের আবেগবিহীন হৃদয়হীন, কেবল মাত্র বাহ্যতঃ শৃঙ্খলাবাদী, আচরণবাদী যান্ত্রিক অথচ ভাবুক উদার-চিন্তাশীল আদৌ নয়, উপায় (means) নৈতিকতা নিরপেক্ষ চরমপন্থা ও এই নয়া শাসক ও শোষক শ্রেণী সৃষ্টির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা।

রাশিয়ায় স্তালিন-যুগে শিল্পোন্নয়ন ও বাধ্যতামূলক যৌথ সরকারী কৃষি খামার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এই নয়া শ্রেণীর উদ্ভব। এই 'নয়া-শ্রেণী' শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় সমর্থক সেজে থাকে, মুখে এরা সবচেয়ে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী-শোষণ বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই শ্রেণীভুক্ত মানুষগুলো কল-কারখানা-খামারে অধিক উৎপাদনে সর্ব্বাধিক আগ্রহী, কেন না এদের শাসনের গুণগত উৎকর্ষতা নাকি অধিক উৎপাদনেই। আর তাতে এই নয়া শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা ভোগ অব্যাহতও থাকে। আর উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও এই তথাকথিত শ্রেণী-স্বার্থ-বিবর্জিত স্ব-আরোপিত বিশেষ গুণ-সম্পন্ন পেশাদারী, প্রাক্-বিপ্লবী, নয়া আমলাশ্রেণীর রাখতে হয়। নিজেদের ক্ষমতার ভিৎ-কে

আরও মজবুত করার জন্য এই নয়া শ্রেণীকে শিল্পোন্নয়নের ওপর বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। সমগ্র দেশের শ্রমিক শ্রেণী, দরিদ্র কৃষক, বুদ্ধিজীবিদের স্বার্থ ও এই 'নয়া শ্রেণীর' স্বার্থ যে একই এই অলীক তত্ত্বটি মার্কসবাদী পরিভাষায় সাজিয়ে সু-চতুর ভাবে পরিবেশন করা হয় অন্ধ বিশ্বাসে-অভ্যস্ত জনসাধারণের গলাধঃকরণের জন্য। এই ভাবেই বিশেষ ক্ষমতা-সুবিধা-ভোগী নয়া শ্রেণী নিজেদের প্রভুত্ব জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে রেখেছে সমগ্র শ্রমজীবি সমাজের উপর। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা এর মধ্যে রয়েছে। জিলাস বলেছেন :

"The monopoly which the *new class* establishes in the name of the working class over the whole society is, primarily, a monopoly over the working class itself. This monopoly is first intellectual over the so-called *avant-garde* proletariat and then over the whole proletariat. This is the biggest deception the class must accomplish but it shows that the power and interest of the new class lie primarily in industry. *Without industry the new class can not consolidate its position or authority.*

Former sons of the working class are the most steadfast members of the new class It has always been the fate of slaves to provide for their masters the most clever and gifted representatives. *In this case a new exploiting and governing class is born from the exploited class.*" (*New Class.*— Milovan Djilas P. 42)

বিগতদিনের শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক-পরিবারের ছেলেরাই এই নয়া শোষক শ্রেণীর সব চেয়ে স্থির-সঙ্কল্প বিশ্বস্ত শরীক। ইতিহাসে দেখা গেছে ক্রীতদাসরাই তাদের মনিবদের হাতে তুলে দিয়েছে সবচেয়ে চতুর বিচক্ষণ প্রতিনিধি তাদেরই শোষণের পথ প্রশস্ত করার জন্য। নূতন শাসক ও শোষক শ্রেণী—শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইতিহাসে এর চাইতে নিষ্ঠুরতম পরিহাস আর কি হতে পারে?

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যবস্থা তথা পুঁজির মালিকানাই শ্রেণী

শোষণের, শ্রেণী-প্রভুত্বের ভিত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা (**Institution of private property**) ও পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই ধনতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রীয় যৌথ-মালিকানার ঘোর বিরোধী। অবশ্য ধনবাদী ব্যবসায়ী-সংস্থার যৌথ সংঘ-এর(**Joint Stock Company**) উদ্ভব এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করেছে। শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করে কল-কারখানার মালিকানার ভিত্তিকে প্রশস্ততর করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কোম্পানীর শেয়ার কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনাধীন কল-কারখানাবই শ্রমিকদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে ইউরোপ আমেরিকায় এইভাবে শেয়ার খরিদ করে মালিকানায় অংশ নিয়ে থাকে (**Share-ownership**)। বে-সরকারী ও সরকারী শিল্প সংস্থাগুলিতে উদার-ভিত্তিতে বাইরের লোকদের বা শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শেয়ার খরিদের সুযোগ দিযে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ত.দের অর্জিত 'বোনাস' কোম্পানী-পরিচালিত কারখানার শেয়ার-এ বিনিয়োগ করতে পারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে।

এ কথা তাই বললে ভুল হবে কমিউনিষ্ট ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথা সর্ব্বপ্রথম বলা হয়েছে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার কৃতিত্ব হ'ল রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে সর্ব্বব্যাপী করার মধ্যে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেও রাষ্ট্রিক মালিকানার ব্যবস্থা ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপব এত সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রীয় মালিকানা-ব্যবস্থা ইতিহাসে অতীতের কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই ছিল না। এই সর্ব্বাত্মক রাষ্ট্রীয়করণ (**S atisation**) ব্যবস্থা নতুন শ্রেণীর রাজনৈতিক আমলাবাহিনীর সম্মুখে দলীয় প্রভুত্ব বিস্তারের পথ খুলে দিয়েছে। বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টি শাসিত রাষ্ট্রে শাসনকারী দল এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। দলের নেতা শাসক সংগঠকরা রাষ্ট্রীয়কৃত কল-কারখানা-খামারের প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে দেশের মেহনতী শ্রেণীর ওপর দলীয় কর্তৃত্বের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ায় স্তালিনের আমলে যৌথ খামারগুলি (**Kolkhozes-Collective farms**) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই সুযোগে স্তালিন একসময় ৩০,০০০ পার্টি কর্ম্মীকে বিভিন্ন কৃষি খামারের সভাপতি মনোনীত করেছিলেন। শিল্প প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে প্রকৃত গণতন্ত্র যখন নির্ব্বাসিত হয় তখন আসলে আমলারাই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির প্রকৃত নয়া মালিক হয়ে দাঁড়ায়।

'সর্ব্বাপেক্ষা' বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল রাশিয়ায়—রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। শ্রমিক-রাজ কায়েম হ'ল। কিন্তু খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের প্রতি কোন উদারতার পরিচয় এই নয়া শ্রেণী তো দেয় নি। লেনিন নিজেই শিল্পে গণতন্ত্রের (Industrial democracy) দাবীকে আমলই দেননি। ট্রট্স্কীও নন। রাজা বদল হল, কিন্তু শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ হল লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা তত্ত্ব।

কল-কারখানায় শ্রমিকরা কুড়ি মিনিট বিলম্বে কাজে যোগ দিলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ ছেড়ে চলে গেলে, কাজে ফাঁকি বা আলস্য দেখালে অথবা সন্তোষজনক উৎপাদন না দেখালে বিনা নোটিশে কারখানার ম্যানেজার ফোরম্যান্রা তাদের চাকুরী খেয়ে দেবার অধিকারী হয়েছিলেন। কাজে ফাঁকি দেবার জন্য ('idling') চাকুরী গেলে শ্রমিক তার দিনের বরাদ্দ রেশন থেকে এমনকি বাসস্থান থেকেও বঞ্চিত হোত। [*Decree of December 2*8*th* 1939; *Decree of June 26th and July 24th, 1940*]

এই কি শ্রমিক শ্রেণী-শাসনের ফলশ্রুতি? কোয়েস্লার লিখেছেন:

Labour legislation designed to teach the masses, in Molotov's terms, a cultured attitude to work, attained rigours which surpassed those imposed upon the workers in both Fascist Italy and Nazi Germany. Since 1940 unauthorised quitting of one's job and even lateness, 'idling' etc. are punished with forced labour····Judges and managers are threatened with heavy penalties for showing any leniency. Protective legislation in favour of women and adolescents (preventing their employment on night work and overtime) was abolished. It should be emphasised all this refers to pre-war days; since December, 1941, all branches of Soviet Industry and Transport directly or indirectly connected with the war were placed under the martial law. *Absenteeism, idling. carelessness became capital offences*". [*The Yogi and The Commissar*: A Koestler Pp 166, 167—68]

নাৎসী ও ফ্যাসিস্ত আমলে জার্ম্মানী বা ইতালীতেও এত নির্ম্মম, এত

কঠোর আইন চালু ছিল না। ১৯৪০ সালের পর থেকে কাজে অননুমোদিত অনুপস্থিতি, বিলম্বে হাজিরা অথবা আলস্যপনার অপরাধে অপরাধীদের বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবিরে পাঠান হোত। যে-বিচারক বা কারখানার ম্যানেজারেরা এই ধরণের অপরাধী শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধানের হুমকী দেওয়া হোত। নারীশ্রমিক ও কিশোরদের জন্য প্রণীত বিগত দিনের রক্ষা-মূলক আইনগুলি (যেমন রাত্রে নারী ও কিশোরদের কাজে নিয়োগ অথবা অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ আইন ইত্যাদি) রদ করে দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর সমগ্র রুশ দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় গোটা শিল্প ব্যবস্থাই সামরিক আইনেব আওতায় আসে। সেই সময় কাজে অনুপস্থিতি, অবহেলা, আলস্যপনা এইসব মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল।

একদিকে শ্রমিকের যখন এই অবস্থা তখন নয়া-শ্রেণীভুক্ত দলীয় আমলাদেব জন্য বরাদ্দ হ'ল প্রভূত সুযোগ-সুবিধা। কমিউনিষ্ট পার্টিতে পদমর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ওপরই নির্ভর করে এই সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাত্রা। রাষ্ট্র জনগণের তথা শোষিত শ্রমিক-শ্রেণীর রক্ত-জল-করা অর্থে দলের নেতা আমলাদের জন্য বিশেষ ধরণের আবাস (dacha) সহরের বাইরে সম্পূর্ণ নিজস্ব পল্লীভবন (country homes), আসবাব, মোটর-যানবাহনের বিশ্রাম ভবনের (rest houses) ব্যবস্থা করে থাকে। এত সুযোগ সুবিধা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সকল পুঁজিপতিরাও ভোগ করেন না। পুঁজিপতিরা—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক বিক্ষোভ 'ঘেরাও'-এর সম্মুখীন হন—চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে সময় সময় বাধ্যও হন। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্ববাদী রাষ্ট্রে এই নয়া মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও শ্রমিক বিক্ষোভের বা 'ঘেবাও'-এব সম্মুখীন হবাব কোন আশঙ্কাই নেই। শ্রমিকদের বোঝান হবে তারাই যখন দেশের সকল সম্পদ, কল-কারখানা, উৎপাদন ব্যবস্থার আসল মালিক, আর শ্রমিক শ্রেণীব নামেই যখন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে—তখন শ্রমিক বিক্ষোভ ও বিরোধিতার অর্থই হল নিজেদের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা। জিলাস্ লিখছেন:

"Country homes, the best housing, furniture and similar things were acquired; special quarters and exclusive rest homes were established for the highest bureaucracy, for the elite of

new class. The Party Secretary and the Chief of the secret police in some places not only became the highest authorities but obtained the best housing, automobiles and similar evidence of privilege. Those beneath them were eligible for comparable privileges............" (New class ; P. 57)

রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, বিশেষ করে বৃহৎ শিল্পের প্রসার স্তালিনের অনন্য কীর্তি। শিল্পোন্নয়নের জন্য স্তালিন বিভিন্ন স্তরের বেতন বিন্যাস প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধাব ব্যবস্থা করেছিলেন উৎসাহ সঞ্চারের জন্য। এই নয়াশ্রেণীকে উৎসাহিত করার জন্য এই পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এই শিল্প প্রসারের দ্বারা নয়াশ্রেণী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে।

ভারতবর্ষেও লক্ষ্য করা যাবে যে রাষ্ট্রীকরণ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নীচের তলার আমলা থেকে ওপর তলার আমলারা সম-উৎসাহী। কেননা আখেরে তাদের লাভই সবচেয়ে বেশী। পরের ধনে পোদ্দারীর এমন ক্ষেত্র আর নেই। জাতীয় সম্পত্তির, উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণে (socialisation) তাদের তত উৎসাহ আদৌ লক্ষ্য করা যাবে না। আর রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন দুর্নীতি প্রবেশ করে তখন রাষ্ট্রীয় মালিকানা আমলাতন্ত্রীদের জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের অফুরন্ত সুযোগ এনে দেয়।

ভারতের মত গরীব দেশে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক অসহনীয় দারিদ্র্য-যন্ত্রণা দিবারাত্র ভোগ করছে—সেখানে এই আমলাবাহিনীর বর্দ্ধিত বেতন-সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে গোটা দেশকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়করণের ব্যবহারিক রূপ হ'ল আমলাতন্ত্রীদের মালিকানা, কেননা নিয়ন্ত্রণই মালিকানার ভিত্তি। আমলাতন্ত্রীরা এদেশের চালু মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে শিখেছেন সরকারী অফিসে একবার চাকুরীতে ঢুকলে—চাকুরী যায় না—দুর্নীতি করলেও না—কেন না দুর্গন্ধময় "পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের"-র 'সীমাবদ্ধতা'-দোষে-দুষ্ট সংবিধানে রেহাই পাবার উপায় আছে যে! আর চাকুরীতে অফিসার-কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিমাণের আদর্শ বলেও (duty norm) কিছু নির্দিষ্ট করা চলবে না— শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও বলা চলবে না। আর যে-উৎপাদন শিল্প-সংস্থা ও সম্পদকে

রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে—রাষ্ট্রীয় জাতীয়করণের পর—সেই সংস্থা যদি লাভজনক ভিত্তিতে চলে তাহলে লাভের মোটা অংশ সেই সংস্থায় নিযুক্ত বেতনভোগী আমলাদেরই আরও সুযোগ-সুবিধা দানের জন্যই নিয়োজিত করতে হবে—দেশের লক্ষ লক্ষ কর্ম্মক্ষম বেকারদের কর্ম্মসংস্থান বা গ্রামের কোটি কোটি নিরন্ন অশিক্ষিত শোষিত কৃষক ক্ষেতমজুর নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য নয়। গ্রামের বৈষয়িক উন্নয়ন, কৃষিঋণ, সেচ, জল নিষ্কাশন, রাস্তা নির্ম্মাণ, গ্রামের হাসপাতাল—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রসার ও উন্নতি সাধন করে দেশের সামগ্রিক বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য লাভের (Profit) অংশ নিয়োজিত হবে না। এই ভারতের নয়া ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর স্বার্থে দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামের শহরাঞ্চলের বস্তীর অসহায় শৃঙ্খলিত শোষিত মানুষের দল যুগ যুগ ধরে শোষিত হবে। এর নাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ? এব নাম জনগণতন্ত্র?

ভোটের লোভে বিপ্লবী-বাবুরা দেশের ও জনগণেব স্বার্থে সত্য কথাটুকু বলার সাহসও হারিয়ে ফেলেছেন। এদেশে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা আমলাদেব কুক্ষিগত। নির্য্যাতিত জনসাধারণ অসহায়ের মত রুদ্ধ-দুয়াব গোলকধাঁধার মধ্যে অবিবাম ঘুরে মরছে। বড় আমলাদের অন্যায় দুর্নীতি অকর্ম্মণ্যতার বিরুদ্ধে কিছু বলার উপায় নেই। তাদের সমালোচনা কবলে 'প্রশাসন গেল গেল' বলে সংবাদপত্রগুলি হৈ চৈ করে উঠবে। আর অফিসাররা তাঁদের এ্যাসোসিয়েশনের জরুরী সভা ডেকে তাঁদের বিক্ষোভ প্রকাশ করবেন। সরকারকে জব্দ করার জন্য চরম নিষ্ক্রিয়তার পথ অবলম্বন ক'বে দেশের প্রশাসনে অচলাবস্থা সৃষ্টি ক'রে তাঁদেরই রসদ জোগাচ্ছেন যাঁরা সেই জনসাধারণকেই দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়ে থাকেন। ছোট আমলাদের দাপট আরও বেশী কেননা অফিসে বসে কর্ম্মবত অবস্থাতেই 'ঘেরাও' 'অবরোধ' শ্লোগান সংকীর্ত্তন, হল্লা-ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন—কেননা সেটা তাঁদের মৌলিক অধিকার! তাঁবা একটানা নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মঘটের হুমকী দেন তাঁদের আব্দার পূরণের হাতিয়ার রূপে। এদের শক্তির উপদ্রবে জনসাধারণ ত্রস্ত, জনগণের সরকারও এঁদের ভয়ে বিচলিত।

এঁরা ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে হাসপাতালের চিকিৎসকদের ওপর হামলা করে গরীব দেশের হাসপাতাল বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারেন, মুমূর্ষু রুগীদের বাজী রেখে নিজেদের অর্থ-নৈতিক দাবী আদায়ের লড়াই করেন; দিনের পর দিন রুগী শিশুদের অত্যাবশ্যকীয় দুধের সরবরাহ বন্ধ করতেও এঁদের সঙ্কোচ নেই। প্রায়ই কলিকাতা নগরীতে শহীদ মিনারের পাদদেশে 'ভিয়েৎনাম

বিপ্লবের' মহড়া নেন। এঁদের বিবেক এত স্বচ্ছ সজাগ ও তীক্ষ্ণ যে তিব্বতের ওপর কমিউনিষ্ট চীনের ধর্ষণ, নেহেরু-পানিক্কর-মেননের বিশ্বাসঘাতকতা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেসিয়ায় কালা আদমীর ওপর শ্বেতাঙ্গদের অবিশ্রান্ত অবিচার-উৎপীড়ন, বিয়েফ্রায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে গণতন্ত্রের বলাৎকার, মুজিবর রহমান-পন্থীদের ওপর সরকারী নির্য্যাতন, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিঃস্ব-উদ্বাস্তু করে ভারতে প্রক্ষেপণ এসব বিষয়ে এঁরা সম্পূর্ণ বোবা সাজেন। অফিসের ছুটির পর বৈকাল ৫ ঘটিকা থেকে ৭ ঘটিকার মধ্যে (দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে অথবা বৈকালে ঝড়-বৃষ্টি হলে সে বিপ্লব অবশ্য মুলতুবী থাকে) এই ধরণের শোলার গদার লড়াই-এর মহড়ার আয়োজন করা হয়, কেন না অফিসের হাজিরা-খাতায় সই না করে নিজেদের একদিনের বেতন থেকে বঞ্চিত করে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে এই ধরণের পৌনঃপৌনিক বৈপ্লবিক সমাবেশের আয়োজন মার্কসবাদী বিপ্লবী উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এঁরা বৈকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে মিছিল করে সরকারের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ করে, পথ ঘাট অবরোধ করে যান চলাচল স্তব্ধ করে দিতে পারেন। ভারতবর্ষে ভিয়েৎনামী ঢং-এর বিপ্লবের মহড়ার মুহূর্ত্ত বৈকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা। আর বন্‌ধ-হরতাল ডেকে 'বিপ্লব' সুরু করার আগে পাঁজি দেখতে হয়; বিয়ে, বৌভাত, পূজোপার্ব্বণ, চ্যারিটী ম্যাচ, ক্রিকেট ম্যাচের দিন দেখে লড়াইয়ের দিন স্থির করতে হয়।

যারা সরকারী ছোট আমলা, কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৎ কর্ম্মচারীদের ওপর ভীতি প্রদর্শন, নির্য্যাতন অপমানের হুমকী দিয়ে যে কর্ম্মচারী গোষ্ঠী তাদের নেতৃত্ব চাপিয়ে রেখেছে, সরকারী আমলাজীবনের বিশেষ বিশেষ সুযোগ তাদেরই জন্য বাঁধা থাকবে। কর্ম্মে পদোন্নতি, এক কর্ম্মকেন্দ্র থেকে অন্য কর্ম্মকেন্দ্রে ছোট আমলাদের স্থানান্তর, কোন কোন বিভাগের কোন কোন ডেসকে বসলে মোটা উপরি পাওনা মেলে এবং সেইমত কাকে কাকে সেই সব স্থানে বসাতে হবে জনগণতন্ত্রের স্বার্থে, দুর্নীতি-অসদাচারের অভিযোগের তদন্ত করা হবে কি না তাও স্থির করতে হবে এই ক্ষুদে হবু রাজনৈতিক আমলাদের পরামর্শ মত। আমলাদের মধ্যে তাই হিড়িক পড়ে যায় এই "নতুন শ্রেণী"-ভুক্ত হবার।

অনুন্নত অনগ্রসর কৃষি-প্রধান দেশে স্বার্থপর দুর্নীতিপরায়ণ সুযোগ-সন্ধানী জাতিদ্রোহী আমলা গোষ্ঠী নূতন শোষণেরই পথ তৈরী করে দেয়। 'হাসেম শেখ-

রমা কৈবর্ত্ত'র প্রতি দারুণ অবিচারের দিকে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সে আজ থেকে কত কাল হয়ে গেল। কিন্তু কই তারা তো সভ্য বাবু সমাজের কাছে সুবিচার পেলনা। "হাসেম শেখ-রমা কৈবর্ত্ত"-এর দল রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে,—মাঠে লাঙল চালাবে, শস্য ফলাবে—তাঁত বুনবে, জাল ফেলবে—কায়িক পরিশ্রম করে উৎপাদন করবে সভ্যতাভিমানীদের দুধে-ভাতে রাখার জন্য, আর দুধে-ভাতে থাকা নয়াশ্রেণী শাসিত সমাজ ও এদের উপবাস-অনাদর-অবহেলার মধ্যে চিরবন্দী রাখ্‌তে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ পূরণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছেন এই শোষিত মানুষের দলকে—ভোটযুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে। সভা সমিতি মিছিল সমাবেশে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা সংগঠিত ভাবে এই হাসেম শেখ, হলধর ভুঁইঞা-দের দূর দুরান্ত থেকে এনে সামিল করছেন। কোন দলের পাল্লা কত ভারী সংবাদিকদের কাছে তারই বিজ্ঞাপন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই সমাবেশ-মিছিলগুলি। "বুর্জোয়া প্রেসের" সাংবাদিকদের সারটিফিকেট পেলেই ভোট-বিপ্লবের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায় যে। সভা সমাবেশ মিছিলে লাখে-লাখে এরা যোগ দেয়, শহরে এসে ধন-বৈষম্যের আকাশ-ছোঁয়া ঔদ্ধত্য, গ্রাম ও সহরজীবনের দুঃসহ বৈপরীত্য দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে নেতাদের গদী-দখলের ও গদী-রক্ষার বৈপ্লবিক কর্মসূচীর অভ্যাস নিয়ে সভান্তে দু চারখানা শুকনো রুটি নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়। নেতাদের জয়ধ্বনি দিয়ে নয়া উঠতি শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শক্তির লাগাম দিয়ে নিজেদেরই অজ্ঞাতে নিজেদেরই শোষণ-নিপীড়ন দীর্ঘমেয়াদী করতে সহায়তা ক'রে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি? **জিলাসের** সেই বেদনা-সিঞ্চিত কথাটাই ফিরে ফিরে এসে কি বাজে না অনবদ্য সত্যরূপে—"**It has been the fate of Slaves to provide for their master the most clever and gifted representatives.**"—।

ভারতবর্ষ এখনও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে চলবার শ্লথ চেষ্টা করছে, এখনও এদেশে একপার্টি-শাসন-প্রথার উদ্ভব হয়নি। রুশ দেশের মত এখনও এদেশ অত শিল্পোন্নত হয়নি। দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ এদেশে শিল্প ব্যবস্থাকে নাড়া দেয়নি; স্তালিনী-কায়দায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের রাষ্ট্রীয়করণও সাধিত হয়নি। আমরা এখনও গরুর গাড়ীর ট্যাণ্ডস্-

ট্যাণ্ডস, ড্যাণ্ডস-ড্যাণ্ডস-ক'রে-চলার-অর্থনীতির যুগে পড়ে আছি। এখনই আমলাতন্ত্রের এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! একপার্টি শাসন ব্যবস্থায় একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা (monopoly of political and economic power) নয়া শ্রেণীর হাতে শ্রেণী নিপীড়নের কি বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে পারে সকল দেশব্রতী, দেশহিতৈষীদের মনের তটে কি একদিন এই চিন্তার ঢেউ আঘাত করবে না?

ভারতের এই আমলাতান্ত্রিক শ্রেণী এখনও পূর্ণ রাজনৈতিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। তবে মার্কসবাদীদের সেই দিকে চেষ্টা চলেছে—যেদিন এই আমলাবাহিনী রাজনৈতিক বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে—সেদিন রাষ্ট্রব্যবস্থা গণ-অত্যাচারের ভয়াল হাতিয়ারে পর্য্যবসিত হবে। নূতন শ্রেণী-র খাতায় নাম তোলার জন্য লাইন পড়ে যায়। সকল আমলা-কর্মচারীরাই তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বোঝেন না! তাই ঝাড়-মোছ ক'রে পরীক্ষা করে তবেই উঠতি রাজনৈতিক আমলাগোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত করা হয়। রাশিয়া, পূর্বে ইউরোপের "সমাজতান্ত্রিক" দেশগুলিতে তাই হয়েছে। কমিউনিষ্ট চীনে সেনাবাহিনীকেও (PLA) রাজনৈতিক মতাদর্শে গড়ে তোলা হয়েছে। কমিউনিষ্ট দেশগুলির সেনাবাহিনীগুলিতে রাজনৈতিক আমলাদের আবির্ভাব অনিবার্য্য হয়ে উঠছে।

যেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক প্রভাব, বিশেষ ক্ষমতা সুবিধা-সুযোগ ভোগের ছাড়পত্র দিয়ে থাকে সেইহেতু নতুন শ্রেণী-ভুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা দুর্ম্মদ হয়ে ওঠে। দলের সভ্যদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের নিছক সাফল্য ও ভাগ্যান্বেষণের উৎকট মোহ, পদমর্য্যাদার লোভ, তোষামদ, নীতিজ্ঞানশূন্য আত্মোন্নতির বাসনা, ছলনা, চক্রান্ত, ঈর্ষার লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মঞ্চ—এক পার্টি কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায়।

নিজের দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের অনন্য পুরোধা হয়েও যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি চিন্তাবিদ জিলাস দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

"Careerism and an ever-expanding bureaucracy are the incurable diseases of Communism. Because the communists have transformed themselves into owners and because the road of power and to material privileges is open only through "devotion" to the party—to the class, to "Socialism" unscru-

pulous ambition must become one of the main ways of life and one of the main methods for the development of Communism."

পার্টি, নয়া-শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চাবিকাঠি। নীতিবিগর্হিত ব্যক্তিগত বাসনা ও উচ্চাভিলাষ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে নতুন শ্রেণীর মানুষের জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়ায়—আর কমিউনিজম-এর প্রসারের এইটাই হয়ে দাঁড়ায় অন্যতম প্রধান মাধ্যম। লেনিন যে-সমস্যাকে "সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি" বলে ব্যাখ্যা করে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন আসলে কিন্তু সেটা তা, নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন ও কর্মসূচীর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই নয়া শ্রেণী সম্পর্কিত মূল সমস্যা ও প্রশ্নগুলি।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এই নতুন-শ্রেণী-ভুক্ত ছোট বড় সকল ওমরাহদের উৎসাহিত করার জন্য নানাপ্রকারের অসংখ্য স্বার্থের সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই স্বার্থ পরিপূরণের (Interest motivation) তাগিদেই—ক্ষমতা ও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা ভোগের নেশায় এরা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে বদ্ধপরিকর হয়। স্তালিন-ই এই পথ দেখিয়েছিলেন।

যে-আদর্শবাদ, মহৎ-উদ্দেশ্য একদিন রাশিয়ার বিপ্লবী মার্কসবাদীদের জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ টেনে এনেছিল—আজকের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি আর সেই আদর্শবাদ বা মতবাদজনিত বৈপ্লবিক উন্মাদনা নয়। তার জায়গায় এসেছে নূতন স্বার্থবোধ। এই পারস্পরিক স্বার্থবোধই এক সুযোগ-সুবিধা-ভোগী 'নতুন শ্রেণীকে জোটবদ্ধ রেখেছে। তারা কোন নেতা বা কোন মতবাদের প্রতি অনুরক্ত নয়—তারা একটি প্রথা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার (system) ভক্ত,—কেননা সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অর্থ নৈতিক—প্রথা তার শক্তির উৎস যে। এই 'নূতন শ্রেণী'র জোটবদ্ধ হয়ে থাকার একটা বড় কারণ যেমন এই স্বার্থের সম্বন্ধ তেমনি আবার এই স্বার্থবোধের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর অবক্ষয়ের সম্ভাবনা। জিলাস দলের সভ্যদের কমিউনিষ্ট দলের প্রতি ভক্ত-সুলভ যে মনোভাবের কথা বলেছেন সেটা বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের কাছে (careerist) একটা নিছক মুখোস—শাসক-শ্রেণীর অন্দর মহলে প্রবেশের ছাড়পত্র মাত্র।

সমস্যাটিকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক : রাশিয়াতে স্তালিনের জীবদ্দশাতেই শিল্প-প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'অটোমেশন' প্রবর্তনের

যৌক্তিকতার বিতর্ক সুরু হয়েছিল। ভজ্‌নেসেন্‌স্কী (Nikolai Voznesenski ১৯৩৯ সালের মুখ্য পরিকল্পনা-বিশারদ রূপে অটোমেশন প্রবর্তনের অনুকূলে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে স্তালিনের মত ছিল বিপরীত। স্তালিনের জীবদ্দশাতেই সরকারী ঘাতকের হাতেই ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ভজনেসেন্‌স্কীর জীবনান্ত ঘটে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে স্তালিন তাঁকে তাঁর পদ থেকে (Chief Soviet Planner) সরিয়ে দেন। অবশ্য স্তালিনোত্তর যুগে রাশিয়াতে অটোমেশন প্রবর্তন করতে হয়েছে আমেরিকার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য। এখন শিল্পে অটোমেশন ব্যবস্থা চালু হ'লে—অনিবার্য্যরূপেই কম্‌পিউটার-নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করতে হবে (computer control)।

লেনিন একসময় বলেছিলেন 'cadre decides everything'। পার্টির সক্রিয় কট্টর সদস্যরাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে—সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী নাকি তারাই। কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা (leading role of the party) অবশ্য-মান্য। এই দলের নেতা-ক্যাডাররা সর্ব্বশক্তিমান সুবিধা-সুযোগ-ভোগী নূতন শ্রেণীর (New Class) সভ্য। এখন অটোমেশন-কমপিউটার, নিয়ন্ত্রন চালু হ'লে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পার্টির "অগ্রণী ভূমিকা" অনিবার্য্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে,—ক্যাডারদের প্রতাপ বিলুপ্ত হবে, শেষে কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে যে। রুশ-বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক-লেখক বলেছেন:

....the ruling Communist Party has faced two difficulties: First, such criteria as have emerged have been "capitalist" in content. This problem can, however, be circumvented by the relatively simple expedient of making adjustment in communist theory.

More bothersome is the Second problem—namely, if the economy is rationalised what function is left to the Communist Party? In brief when it comes to the application of such criteria, the Party with its standard methods of exploration and agitation finds itself of little use and its freedom of manœuver is severely limited." (Problems of Communism ; March-

April 1966 : Automation, Cybernetics and Party Control ; By Gerald Segal P. 1.)

সোজা কথা কমপিউটার-নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা চালু হলে অদক্ষ বক্তৃতাবাগীশ পার্টি ক্যাডারদের আস্তিন-গুটিয়ে কল-কারখানার গেটের সম্মুখে অথবা অফিসারের ঘরের সম্মুখে 'বন্ধুগণ' বলে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়ে দক্ষ কর্ম্মী ও কারিগরী বিশারদদের সামনে দলীয় রাজনৈতিক আবেগ সৃষ্টি করা যাবে না। পার্টির ক্যাড্যাররা নয়,—দক্ষ প্রশাসক, কারিগরি-বিশারদ-ইঞ্জিনিয়ার-প্রয়োগবিদ এঁরাই পরিচালকের ভূমিকা নেবেন। কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে শাসক কমিউনিষ্ট পার্টি বা সম-মতাবলম্বী দল যদি অবস্থার চাপে এই সব দক্ষ প্রশাসক-দক্ষ উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন কারিগর, প্রযোগবিদ, বিজ্ঞানীদের (Technical intelligentsia) দলের সদস্যভুক্ত হবার সুযোগ দেন তাহলে এবা পেশাদারী বিশেষজ্ঞ হিসাবে নীচ থেকে-উপর-পর্যন্ত কলকারখানার স্তব থেকে সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্তর পর্য্যন্ত সার্ব্বিক পবিকল্পনার ভিত্তিতে বিচাববুদ্ধি-ভিত্তিক যুক্তি-সঙ্গত নির্ণায়কের উপর নির্ভর ক'রে অর্থনৈতিক-বৈষয়িক উন্নবন-ধর্ম্মী সমাজ ব্যবস্থাকেই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। যুগ যুগ ধবে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে শ্রমজীবিদের দাবিদ্রেব সাধনাতত্ত্বে কোমডেব ফাঁসড আরও কষে বাঁধার নীতিবাক্যে আস্থাবান না থাকারই কথা। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন ওঠে :

the prospect of a society that would be economically motivated and rigorously planned on the basis of rational economic criteria may have caused the leaders some due concern over what place there could be within the economy for the Communist Party network." (Gerald Segal)

স্তালিন নিজেও উন্নত টেকনলজী ও কারিগরি জ্ঞানের আধুনিক প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেশের শিল্পোন্নয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যাননি! সেটা দিয়েছিলেন নিকোলাই ভজ্‌নেসেন্স্কী। স্তালিন 'অটোমেশন' প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছিলেন কেন না তাতে তাঁর সমগ্র দেশের অর্থনীতি রাজনীতির উপর অপ্রমত্ত প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হোত। নিজের দলের অগ্রণী ভূমিকা তত্ত্বেরও অবক্ষয় ঘটত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিক রোজার গ্যরাদি-র প্রস্তাবটি

বিবেচনা করলে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। (Turning Point of Socialism. ; R. Garaudy)

কার্ল মার্কসের শ্রেণী বিভক্তিকরণের প্যাটার্ণ উপেক্ষা করেই ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া ও পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বিবিধ শ্রেণী-বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে স্বার্থের মিল যেমন আছে—আবার দ্বন্দ্বও আছে। বিবর্তনের ইতিহাস শুধু সংঘর্ষেরই নয়—সহযোগিতারও ইতিহাস। কোন সমাজবিজ্ঞানীই সেকথা অস্বীকার করতে পারেন না। শিল্পোন্নত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা সুযোগ-সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্বেও তাঁরা অধিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র দাবী করলে আশ্চর্য্য হবার নেই। বরং সেটাই স্বাভাবিক। পার্টির নির্দ্দেশ ও হুকুমমত তাঁরা চলতে চাইবেন না। ডক্টর শাখারভ লিওনিদ ব্রেজনভ-কে লেখা তাঁর বিতর্কমূলক চিঠিতে বলেছেন ঃ

"Freedom of information and creative labour are necessary for the intelligentsia due to the nature of its activities, due to the nature of its social function. The desire of the intelligentsia to have greater freedom is legal and natural The State however suppresses this desire by introducing various restrictions, administrative pressure, dismissals and even the holding of trials. This brings about a gap, a complete mutual lack of understanding which makes it difficult for the State and the most active strate of the intelligentsia to co-operate fruitfully. In the condition of the present day industrial society, where the role of the intelligentsia is growing, this gap cannot but be termed suicidal

A greater part of the intelligentsia and our youth realises the necessity of *democratisation* How can one justify the imprisonment or keeping in camps and mental asylums of persons whose opposition is still within the legal field, in the field of ideas and convictions. It is impermissible to keep writers in prison for their work. *One has to come back again to*

ideological problems⋯ Democratization would eliminate the gap between the Party and State apparatus and the intelligentsia.⋯⋯
(News Week ; 13th April, 1930 ; P. 12)

তথ্য বিনিময়ের স্বাধীনতা ও সৃষ্টি ধর্ম্মী শ্রম বুদ্ধিজীবিদের একান্ত প্রয়োজন। সমাজে তাদের ভূমিকা এই দাবীকে সোচ্চার করে তুলবে। বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে অধিক স্বাধীনতার দাবী ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। রাষ্ট্র—নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে, চাপ সৃষ্টি ক'রে, চাকুরী থেকে বরখাস্ত এমন কি আদালতে বিচারেব ব্যবস্থা করে, এই স্বাধীনতার দাবীকে দাবিয়ে রাখারই চেষ্টা করছে ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় অংশ বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস ভুল বোঝাবুঝির ব্যবধান গড়ে ওঠে—যার ফলে সক্রিয় বুদ্ধিজীবিশ্রেণী রচনাত্মক সৃজনশীল অবদান জুগিয়ে সমাজ-জীবনকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। শিল্পোন্নত আধুনিক সমাজে বুদ্ধিজীবিদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও দায়িত্ব অনস্বীকার্য। তাই সমাজে রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবি-শ্রেণীর মধ্যে যদি এই অবিশ্বাসের ব্যবধান থেকে যায় তাহলে সেটা হবে সমাজেব পথে আত্মঘাতী। তাই ডঃ শাখাবভের মতে একালের তরুণ ও বুদ্ধিজীবিরা অধিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবী তুলেছে। ভিন্ন 'আইডিয়া' ও 'বিশ্বাস' ব্যক্ত করার অপরাধে কি করে নাগরিকদের কারাগারে, পাগলাগারে (মত পার্থক্য হলেই বিরোধী নেতা ও ব্যক্তিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর পাগল সাজিয়ে প্রচার করে দেবে) দাসশিবিরে নিক্ষেপ করার কোন অধিকার কি রাষ্ট্রের আছে ? সাহিত্যিকদের তাদের সাহিত্য সাধনার ও মত প্রকাশের জন্য কখনই কারারুদ্ধ করা যায় না। গণতন্ত্রীকরণই রাষ্ট্র-যন্ত্র ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেকার দূরত্ব ঘোচাতে পারে।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এই স্বাধীনতা গণতন্ত্রকামী বুদ্ধিজীবিদেব ভয় ও সন্দেহের চোখেই দেখে থাকেন। লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুঙ্, ব্রেজনভ্, ক্রুশ্চভ, ক্যাস্ট্রোর ভয়ের কারণ এই সক্রিয় সচেতন বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। হিটলার মুসোলিনি ফ্র্যাঙ্কোও একই দৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে দেখেছেন। প্রলিটেরিয়েট্ শ্রেণীস্বার্থের কথা ব'লে (**Proletkult**) কমিউনিষ্ট পার্টি বুদ্ধিজীবিদের পার্টির মধ্যেই কোণঠাসা করে রেখে দেয়। নির্ব্বিচারে গ্রহণ বা বর্জন দুটোর কোনটাই বুদ্ধিজীবির ধর্ম নয়। প্রকৃত বুদ্ধিজীবি রাষ্ট্র-নায়কের মুখের দিকে চেয়ে তত্ত্ব বা নীতির ব্যাখ্যা করেন না কখনও। স্বামী বিবেকানন্দের শাশ্বত বাণী : "সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে পরিত্যাগ

করা যায় না"—সত্য-সন্ধানী জ্ঞানী সকল বুদ্ধিজীবির কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হবে। সাহস অবলম্বন করে প্রকৃত বুদ্ধিজীবি টমাস ম্যানের মত বলবেন :

Harmful truth is better than useful lie.

বুদ্ধিজীবি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আর্থার কোয়েসলার লিখেছেন :

"*We (intellectuals) were in the Movement on sufferance, not by right ; this was rubbed into our consciousness* night and day. *We had to be tolerated* because Lenin had said so, and because Russia could not do without the doctors, engineers and scientists of the pre-revolutionary intelligentsia, and without the hated foreign specialists. *But we were no more trusted or respected than the category of "useful Jews" in the Third Reich ···The "Aryans" in the Party were the proletarians,* and the social origin of parents and grand parents was as weighty a factor both when applying for membership and during the biannual routine purges as Aryan descent was with the Nazis". [Arthur Koestler in—The God That Failed, pp 48-49]

"আমরা (বুদ্ধিজীবিরা) আন্দোলনে সামিল ছিলাম স্বীয় অধিকারের জোরে নয় পরের দাক্ষিণ্যে। এই কথাটা আমাদের মনের মধ্যে দিন রাত অবিরাম প্রচার করে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ন্যায় বুদ্ধিজীবিদের পার্টিতে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়া হোত—কেন না লেনিনই সেকথা বলেছিলেন; কেন না সেই সময় চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী এবং ঘৃণিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এড়িয়ে রাশিয়ার চলার ক্ষমতা ছিল না। না ছিল আমাদের প্রতি দলের বিশ্বাস অথবা শ্রদ্ধা। জার্ম্মানীর তৃতীয় রাইখের আমলের "প্রয়োজনীয় ইহুদীদের" মত অবস্থা ছিল আমাদের। [হিটলার ও নাৎসীদের ইহুদী-বিদ্বেষের কথা সকলেরই জানা আছে। হিটলার জার্ম্মানীর সকল বিপর্য্যয় ও দুরবস্থার জন্য ইহুদীদেরই দায়ী করেছিলেন। মার্কস-লেনিনের কাছে যেমন ছিল শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব, হিটলার ও নাৎসীদের ছিল আর্য্য জাতির (Aryans) বর্ণ-উৎকর্ষতা তত্ত্ব (Racial Superiority of the 'Aryans' over non-Aryans) হিটলার বিশ্বাস করতেন জার্ম্মান জাতির ধমনীতে রয়েছে

আর্য্য জাতির নীল রক্ত। তাই তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।] কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রেণীভুক্তরাই "আর্য্যজাতি তুল্য।" কমিউনিষ্ট পার্টিতে সদস্যভুক্তি ও পার্জ্জের সময় আবেদনকারীর পিতামাতা-প্রপিতামহ-প্রপিতামহীদের সামাজিক উৎপত্তির হিসাব-নিকাশ হোত, যেমন জার্ম্মানীতে নাৎসীদলে মানুষ বিচারের মাপকাঠি ছিল—আর্য্য-অনার্য্যদের সামাজিক উৎপত্তি তত্ত্ব।

সকল দেশের মার্কসবাদী, লেনিনবাদীরা মনে করেন মার্কসবাদী দল-ভুক্ত হবার দাবীতেই তারা মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন—সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত—নিপিড়ীত মানব জাতির একমাত্র ত্রাণ কর্ত্তা। বিশ্বের সকল দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটনের চাবিকাটি তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভাঁড়ারে জমা থাকে। কোন মানব সন্তানের এমন কোনই "শেষ প্রশ্ন" নেই যার "শেষ উত্তর" যখন তখন তাঁরা দিয়ে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন না। ধনীর আলালের-ঘরের-দুলাল হয়েও অপরিসীম স্ফুর্ত্তি বুর্জোয়া বিলাস-সম্ভোগে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও, বিজ্ঞাপনের গ্ল্যাক্সো-বেবীর দুঃখ-বেদনা-অভাব-উদ্বেগের আঁচড় মুক্ত নিটোল-মুখী ব্যক্তিদেরও "সমাজতন্ত্র", "বিপ্লব", রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রাম-তত্ত্ব উপলব্ধির জন্মগত অধিকার! না-খাওয়া শীর্ণকায় আশ্রয় সম্বলহীন বঞ্চিত শোষিত মানুষ-গুলো—এই উপর তলার স্ব-নির্ব্বাচিত তথা কথিত শ্রেণী স্বার্থ বিবর্জিত ব্যক্তি-দের সন্দেহাতীত ভাবে তাদেরই নেতা করে রাখ্‌বে। গোটা শোষিত বঞ্চিত সমাজকে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নিতে হবে এই সব পেশাদাবী শ্রেণী-স্বার্থ বিবর্জ্জিত মানুষগুলো পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে সকল নির্য্যাতিত জগাই-মাধাইদের ত্রাণ করার জন্য। কখনও সংশয় প্রকাশ করা চলবে না ওরা দোদুল্যমান চিত্তের মানুষ হতেও পারে, ব্যক্তিগত লাভ-লোভ-ক্ষমতা মোহ, কামনা-বাসনা ভ্রান্তি সংকল্পে টলিয়ে দিতেও পারে। ইতালীর পরলোকগত বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা তোগ্‌লিয়াত্তি (Palmiro Togliatti) ১৯২৮ সালে যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে (ড্রেসডেন সম্মেলন, অক্টোবর ১৯২৮) ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"The *intellectuals* are not the same as *workers*. They are easily influenced by the petty-bourgeois and bourgeois milieus from which they come. For that reason they wear easily, especially when difficult decisions must be made. In

our movement the intellectuals can not be allowed to oppose the workers and *their leaders*...Intellectuals should not be cast aside but they should understand what their role is. *They should adapt themselves to the working class, they should yield to it but they should not lead the working class and allow the influence of other classes to permeate its ranks*".

[From : 'Revolutionary Internationals 1864 - 1943, edited by Milorad M. Drachkovitch ; P. 187.]

"বুদ্ধিজীবি আর মজদুররা সমগোত্রীয় নয়। বুদ্ধিজীবিরা পাতি-বুর্জোয়া ভাবধারা দ্বারা সহজেই প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন। আর সেই জন্যে যখনই দুরূহ সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দেন। আমাদের আন্দোলনে বুদ্ধিজীবিদেব কখনই শ্রমিকদের ও তাদের নেতাদের বিরোধিতা করতে দিতে পারিনা। অবশ্য বুদ্ধিজীবিদের তাই বলে দূরে সরিয়ে দেবার কথা আমরা বলি না। তবে তাঁদের বোঝা উচিত সঠিক ভাবে কি তাদের প্রকৃত ভূমিকা সমাজে। শ্রমজীবিদের সঙ্গে তাঁদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে—কিন্তু তাঁদের কখনই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বসান চলে না —এবং তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া চলেনা।"

প্রশ্ন : তোগ্‌লিয়াত্তি—কোন্ শ্রেণীর মানুষ? তিনি কি বুদ্ধিজীবি না দলের শ্রেণীস্বার্থবর্জিত পেশাদারী বিপ্লবী তাত্ত্বিক না কলকারখানা-খামারের কায়িকপরিশ্রমকারী শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত, না দলের "নেতা"; বুদ্ধিজীবির রাজনৈতিক দলের বিশ্বস্ত আত্মোৎসর্গকারী কর্মী হতে তো কোন বাধা নেই। তাহলে সেই বুদ্ধিজীবি কি শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবি হবার অপরাধেই শ্রমিক শ্রেণীর আস্থাভাজন হতে পারবেন না? বুদ্ধিজীবি তো বিশেষ শ্রেণীর জীব নন—বা তাঁর গায়ে কোন স্বাতন্ত্র্যের ছাপও তিনি বহন করেন না। কয়লার খাদে—বা ইস্পাতকারখানা বা যৌথ খামারে রেল-ডকে বন্দরে যে শ্রমিক কাজ করে সে কি শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য 'বুদ্ধিজীবি' বলে পরিচিতি খ্যাতি লাভ করতে পারে না? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাতীত ছাপ না থাকলে, ডক্টরেট ডিগ্রী না থাকলে কি বুদ্ধিজীবি বলে দাবী করা যায় না? বুদ্ধিজীবিরা নির্ভরযোগ্য নন কেননা তাঁরা নাকি বিশ্বাসে অটল নন,—দ্বিধাগ্রস্ত পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাবে

সহজেই মোহগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নেতারা—পার্টির ক্যাডাররা তোগ্‌লিয়াত্তির ন্যায় ব্যক্তিরা সব দ্বিধাগ্রস্ততা, সব মোহ ভ্রান্তির, উর্দ্ধে সকল প্রকার সন্দেহের ওপর তাঁদের স্থান।

এই যেমন এদেশে একজন শাহজাদা বামপন্থী নেত্রী সম্বন্ধে জানা গেল, পার্লামেন্টে প্রদত্ত মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে, যে তিনি এতই 'দরিদ্র' যে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা এদেশের কয়েকটি 'বামপন্থী' পত্রিকা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছেন। বিশাল বিশাল গণসমাবেশে এ হেন মেহনতী নেত্রীরা জনতার দুঃখে বিগলিত হয়ে পরিত্রাণের পথ বাতলিয়ে বিপ্লবী ভাষণ দেবেন তখন দরিদ্র ভুখা শ্রমিক কৃষকদের দল মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাবেন। এ কিরকম যুক্তি কঠিন দুরূহ সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা বুদ্ধিজীবিদের নেই? ১৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগকারীর শ্রেণীর-ই জন্মগত অধিকার সাম্যবাদের মর্মার্থ ও প্রয়োগতত্ত্ব সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার। দরিদ্রতম বংশের ক্ষৌরকার পরিবারের সন্তান গুণমনি রায় কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করে নিজের বিবেক ও বুদ্ধির বিচারে মার্কসবাদী দলভুক্ত না হবার অপরাধে—সে হবে প্রতিক্রিয়াশীলতার ধাবক, তার ঘৃণিত হত্যার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের মধ্যে উঠবেনা কোন দিন বিক্ষোভের ঝড়। কিন্তু যে বামপন্থী নেত্রী এত লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলেন —কি ভাবে এত টাকা তিনি পেলেন—সে প্রশ্নও করতে দেওয়া হবেনা কোন বুদ্ধিমান সচেতন শ্রমিককে—কেননা তোগ্‌লিয়াত্তি যে বলেছেন "নেতাদের"-ও বিরোধিতা করা চলবে না।

এ হেন স্থির-প্রতিজ্ঞ কট্টর বিপ্লবী তোগ্‌লিয়াত্তি শেষ জীবনে নিজের দেশে লেনিন প্রদর্শিত বিপ্লব মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আদর্শ পরিত্যাগ করে পার্লামেন্টারী প্রথায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা কবুল করে গোঁড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছ থেকে 'শোধনবাদী'—সার্টিফিকেট অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি শেষ-জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি রীতিবদ্ধ ভাবে যে বুদ্ধিজীবিদের কোণঠাসা করে শৌখিন প্রলিটেরিয়েট-তন্ত্র পূজোর ধূম্রজাল সৃষ্টি করে কমিউনিষ্ট সমাজের নয়া রাজনৈতিক আমলা শ্রেণী (New Class) নিজেদের একনায়কত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার মতলবকে আচ্ছাদিত রাখতে চায়।

তোগ্‌লিয়াত্তি যাই বলুন না কেন ১৯২৮ সালের পর নদী দিয়ে অনেক

জল গড়িয়ে গেছে। রাশিয়া চীন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্য—অস্থিরতা সুরু হয়েছে। কারাগার-রাইফেল বন্দীশিবিরের ভ্রূকুটি তাঁদের ক্ষীণ কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক **সল্‌ঝেনিৎসীন** রুশ সাহিত্য-সভা থেকে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বহিঃস্কারকে মুখ বুঁজে সহ্য করেন নি। সল্‌ঝেনিৎসীন জানতেন অন্যায় ভাবে গোপনে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন রকম সুযোগ না দিয়ে সাহিত্য সভার বৈঠকের নোটিশ পর্য্যন্ত তাঁকে না দিয়ে সভা ডেকে তাঁকে সমিতি থেকে বহিঃষ্কার করা হয়েছে সমিতির নিজস্ব সংবিধান লঙ্ঘন করেই। তিনি জীবনের পরোয়া না করে যে-চিঠি রুশ লেখক সমিতিকে পাঠালেন তা এক স্মরণীয় দলিল নানা কারণে নিজের ক্ষোভ-জ্বালাকে চেপে রাখ্‌তে পারেন নি। তাঁর চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

........Blow the dust off the clock. Your watches are slow in relation to our times. Draw open the heavy curtains which you treasure so such. You do not even suspect that it is day-light outside. It is no longer the time of the deaf, the sombre period with no way out when it pleased you to expel Akhmatova. Nor is it any longer the period of timidity and frost when you expelled Pasternak, hurling abuse at him. Was this shame not enough for you ?........

Blind leading the blind, you do not even notice that you are going in the opposite direction from the one you yourselves indicated. At this critical time you are incapable of suggesting anything constructive, anything good for our society which is gravely ill ; you have only your hatred, your vigilance your "let's hold on and not let go."........Were we not promised 50 years ago that never again would there be any secret diplomacy. *Secret meetings, secret and incomprehensible appointments and dismissals and that the masses would discuss everything in the open ?*

"The enemy will over-hear"—that is your excuse.

The "enemies" eternal and ever-present, provide an easy justification for your very existence. But what do you do without enemies ? *You could not survive without enemies. Hatred, harted, as evil as racial hatred has become your sterile atmosphere.* Thus it is that one loses sight of *common humanity* and moves to perdition. Should the Antarctic ice melt tomorrow, all mankind would drown, and into whose heads would you then be drilling your concepts of "Class Struggle ?"

.......It is high time to remember that *we belong first and foremost to humanity*, that man has distinguished himself from animals by thought and language. *Men naturally should be free and if they are put in chains we will retrun to the animal stage*. Public recognition of facts, complete and havest that is the first condition of health in all societies, including our own.......He who refuses this for the Fatherland can not cure our illness but only repress them and induce putrefaction" (Alexander Solzhenitsyn, November, From : *Survey* ;—*Autumn pp. 195—196*)

"সময় দ্রুত তালে ছুটে এগিয়ে চলেছে—আপনাদের হাতের ঘাড়গুলো সঠিক সময়ের ইঙ্গিত বহন করে না কেন না তারা সময়ের অনেক পিছনে রয়েছে। তাই ঘড়ির ওপর যে ধূলা জমেছে তা আগে সাফ্ ক'রে দেখে নেওয়া দরকার একালের কত পিছনে রয়েছি আমরা। ভারী পর্দার ঘেরাটোপের আবরণকে আমরা পুজো করছি, সে আবরণ সরিয়ে ফেলুন। ঘেরাটোপের আবরণের বাইরে যে উজ্জ্বল দিবালোক জগতকে উদ্ভাসিত করছে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে বসে তা অনুমান করার ক্ষমতাও আপনারা হারিয়েছেন। মূক বধিরদের যুগ এ আর নয়, যে খুশীমত আপনারা আখমাতোভাকে বহিঃষ্কার করতে পারেন বিনা প্রতিবাদে। হিম-শীতল কাপুরুষতার কালও এটা নয় যে স্ফীতকায় অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে বোরিস পাস্তারনাকের মত সাহিত্যিকেরও রুশ সাহিত্যিক সমিতি থেকে বহিঃষ্কারকে মেনে নেওয়া হবে।

.......এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে এই সমাজ চলেছে এ যেন এক দৃষ্টিহীন

আর এক দৃষ্টিহীনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই চলেছেন? এই সঙ্কট মুহূর্তে আপনারা আমাদের এই রুগ্ন রুশ সমাজের স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন গঠনমূলক প্রস্তাব রাখার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। আপনাদের একমাত্র পুঁজি 'ঘৃণা', সমাজের অন্যেরা কে কি করছে তা লক্ষ্য রাখার জন্য ভদারকি, পুলিশি প্রহরার মনোবৃত্তি; যে কোন প্রকারে ক্ষমতায় আরূঢ় থাকার উৎকট নেশা আপনাদের পেয়ে বসেছে। প্রবীণ প্রথম সারির রুশ লেখক লেভ কেপিলেভ-এর বহিঃষ্কারের বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে—তাঁর মত সাহিত্যিককেও দশ বছর বন্দী শিবিরে আটক করে রাখা হল। আজ শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি অপরাধী নিগৃহীতদের হয়ে তিনি কেন মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলেন? পদস্থ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠকের কথা তিনি কেন ফাঁস করেছিলেন? কেনই বা এই ধরণের গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয় মত বিনিময়ের জন্য এবং কেনই বা সেই সমস্ত গোপন আলাপ আলোচনার কথা জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হয় না? পঞ্চাশ বছর আগে কি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি—রাশিয়ায় ভবিষ্যতে আর কখনও গুপ্ত কূটনীতি, গুপ্ত সভা-সমিতি অন্ধকারের কুটিল হিংস্র রাজনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, গোপন নিয়োগ, গোপন বরখাস্ত অতীতের দুঃস্বপ্ন বলেই বিবেচিত হবে? প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি ৫০ বছর আগে দেশের আমজনসাধারণ প্রকাশ্যেই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন?

ভিন্ন মত পরিবেশনের বিরোধিতা করা হচ্ছে এই অজুহাতেঃ চুপ, চুপ, শত্রুপক্ষ শুনে ফেলবে যে! আপনাদের অস্তিত্বের ও কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ-ই হল সেই শাশ্বত চিরন্তন 'শত্রু'র অস্তিত্বতত্ত্ব। কিন্তু শত্রুরা না থাকলেই বা চলবে কি করে? আপনাদের ক্ষমতাসীন থাকার জন্যই কাল্পনিক শত্রুর অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখতে হবে যে। সর্ব্বব্যাপী ঘৃণা আজ আমাদের সমাজকে এক বন্ধ্যা পরিবেশের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। এরই ফলে আমরা সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের আদর্শকে উপেক্ষা করছি। এ পথ আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের মুখেই নিয়ে যাবে। সুবিস্তীর্ণ দক্ষিণ মেরুর জমাট বরফ যদি কোনদিন গলতে সুরু করে তাহলে সমগ্র মনুষ্য জাতিই জলমগ্ন হয়ে শেষ হয়ে যাবে। তখনও কাদের মস্তিষ্কে তুরপুন দিয়ে ছিদ্র করে "শ্রেণী সংগ্রাম"-তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকব? আমরা সর্ব্বোপরি সমগ্র মনুষ্য জাতির

অচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ তার ভাষা ও চিন্তার জন্যই পশুজগৎ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সেইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, সে অধিকার কেড়ে নেবার অর্থই হল তাকে পশুত্বের অপমানে চির লাঞ্ছিত রাখা।

ঘটনা, তথ্যকে প্রকাশ্যে সম্পূর্ণভাবে অকপটে স্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে সকল সমাজের—আমাদের সমাজেরও স্বাস্থ্যের প্রশ্নাতীত প্রথম লক্ষণ। যারা একথা অস্বীকার করেন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন, দেশের স্বার্থকে নয়। দেশের স্বার্থের জন্য যারা এই প্রথম সর্তকেই মেনে নিতে অস্বীকার করবেন তাঁরা সমাজের ব্যাধি দূর করতে তো পারবেনই না রোগকে চাপবার চেষ্টা করে সমাজের পতনকেই ত্বরান্বিত করবেন।"

সল্‌ঝেনিৎসীন-এর কথাগুলো চিরদিনের চিরকালের। "কে বল্‌বে কত সহস্র যোজন দূরের এক সাহিত্যিক কথা বলছেন? এ যেন আমাদের কত আপনার কত কাছের মানুষ। এ কথা তো আমাদের ভারতীয়দের কাছে আদৌ নতুন কথা নয়। ভারতবর্ষই তো সমগ্র বিশ্বের মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলে আহ্বান জানিয়েছেন। বেদান্ত উপনিষদ ভারতের দর্শনে শাশ্বত মানবতারই জয়গান চিরঝঙ্কৃত। সল্‌ঝেনিৎসীন্ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রুগ্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজের আসল রোগটা কোথায় —রোগের প্রতিকারই বা কি।

লেনিনবাদী-স্তালিনবাদীরা বুদ্ধিজীবিদের সন্দেহের চোখেই বা দেখ্‌বেন না কেন? সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যই, আত্ম-সন্তুষ্ট স্বার্থপরগকে আঘাত দিয়ে চূর্ণ করার জন্যই, নয়া-শাসক শ্রেণীর শ্রেণী-শোষণ ও নিপীড়ন উদ্ধত অবিচার জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য বুদ্ধিজীবিকে প্রমিথিয়ুসের মতই স্বর্গের দেবতাদের জন্য রক্ষিত 'সত্যের' আলোক-শিখাকে ছিনিয়ে আনতে হয়। 'সত্য' থেকে চির-বঞ্চিত থাকার চাইতে অনন্ত নরকের দুঃসহ গ্লানি-যন্ত্রণা ভোগও শ্রেয়। এই বোধই মানুষকে নতুন সৃষ্টির পথে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় বিপ্লবের পথে, গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের অভিমুখে—ছুটিয়ে নিয়ে যায় বিশ্বের সকল জাতির মানুষকে বিশ্বমৈত্রী প্রেম সৌভ্রাতৃত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধবার অভীপ্সায়।

এক পার্টি-শাসিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে নয়া-শাসক শ্রেণীর হাতে প্রচুর নিপীড়নের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছোট খাটো স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের

দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। সর্ব্বশক্তিমান গুপ্ত পুলিশ বাহিনীও এর সূচনাকে বন্ধ করতে সক্ষম হয় না সব সময়। এমন জিনিষ ঘটেছে পূর্ব্ব জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়ায়।

পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থানের কথাটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্থাপন করা যাক। মত-পার্থক্য হঠাৎ কি রকম ক্ষিপ্রগতিতে রাষ্ট্রীয়-প্রথা বিরোধী system) ব্যাপক অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব জার্ম্মানীর অভ্যুত্থান। ৩০০ জন গৃহনির্ম্মান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্ম্মচারীর একটি সহরের ধর্ম্মঘট ২৭২টি সহরের ৩০০,০০০ মানুষের অহিংস অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে। দমন নীতি প্রয়োগ করে সকল অভ্যুত্থানকেই স্তব্ধ করা হয়েছে—কেন না রাইফেলের নল-ই যে ক্ষমতার উৎস! কিন্তু শাসক শ্রেণী এইরূপ অভ্যুত্থান যাতে ভবিষ্যতে না হয় তার জন্য সংস্কারমূলক পরিবর্তন আনতে বাধ্যও হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এই ধরণের সংস্কার (reforms) বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিক্ষুব্ধ মানুষকে নিজেদের অধিকারবোধে আরও জাগ্রত সচেতন করে তুলতেই সাহায্য করে। কিন্তু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের বিপদও সেইখানে।

এক অদ্ভুত আপাত-বিরোধী অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এক পার্টি শাসিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে: ধূমায়িত বিক্ষোভের বহ্নিকে লেলিহান শিখা বিস্তার করতে না দেবার জন্য নয়া রাজনৈতিক আমলা-শ্রেণীকে সংস্কার-প্রবর্তনের পথে পা বাড়াতে হয়—কিছু গণতন্ত্রের 'শান্তি-জল বর্ষণ করতে হয়—বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য। আবার গণতান্ত্রিক দাবীর আংশিক পূরণের আশ্বাস পেলেও সচেতন নাগরিকরা গণতান্ত্রিক আদর্শের চরম লক্ষ্যের অভিমুখেই এগিয়ে চলার প্রস্তুতি নেবে। তাতে শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতা বিপন্ন হবে। ফলে নয়া শাসক শ্রেণীকে নিপীড়ন-মূলক বিভীষিকাময় রাজনীতির যুগে ফিরে যাবার প্রবণতা পেয়ে বসে।

ক্রুশ্চভ স্তালিন-আমলের অত্যাচার-হত্যা-হিংসা-বিভীষিকার কিছু কিছু তথ্য প্রয়োজন-মত নিজের সুবিধা-মত প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে। রুশ জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হল—এই নিপীড়নমূলক উলঙ্গ স্বেচ্ছাচারীতার পথে কমিউনিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্র আর যাবে না। আশ্বাস দেওয়া হল গণতন্ত্রীকরণের, উদারনৈতিক আচরণের। যেখানেই স্তালিনের নাম বা স্মৃতিচিহ্ন ছিল—সব মুছে ফেলা হল। লেনিনের

শবাধারের পাশ থেকে এতদিন সযত্নে-রক্ষিত স্তালিনের নশ্বর দেহটিও সরিয়ে আনা হল। লোককে বোঝান হ'ল এর নাম নিঃস্তালিনিকরণ (De-Stalinisation)। জনসাধারণ নতুন আশায় বুক বেঁধে যখন অধিক গণতন্ত্রের দাবী তুলল তখন-ই ব্রেজনভ কসিগিন যৌথ নেতৃত্ব রুশ দেশে পুনরায় স্তালিন-যুগে ফিরে যাবার নেশায় মেতে উঠলেন। রাশিয়ায় আবার স্তালিনের নব মূল্যায়নের অজুহাতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলার প্রচেষ্টা সুরু হল।

স্তালিনোত্তর যুগে রাশিয়ায় গণতন্ত্রীকরণের নামে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠীভুক্ত সচেতন নাগরিকদের (various interest groups) স্বতন্ত্র মত ও প্রতিবাদ প্রকাশের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে সত্যি—কিন্তু কখনই গোষ্ঠী-পর্য্যায়ে রাষ্ট্র এই অধিকার মেনে নেয়নি। কেন না প্রতিষ্ঠানগতভাবে কোন গোষ্ঠীকে ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেবার অর্থই হল সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করা। তাই এই সব বিভিন্ন সময়ের প্রতিবাদ কোন আদর্শের ভিত্তিতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বা সংঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত হবার সুযোগই পায় না। সকল এক-পার্টি শাসিত রাষ্ট্রে এই একই অবস্থা। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে প্রতিবাদ প্রকাশের—কিছুটা সাময়িক সুযোগ দিয়ে সর্ব্ব-শক্তিমান রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রীবা কোন্ কোন্ স্তরে বিরোধিতা দানা বাঁধছে—কোন্ কোন্ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কোন্ কোন্ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে—সেটার আভাস নিয়ে প্রশাসন যন্ত্রকে সক্রিয় করার চেষ্টা করে, ছিদ্রপথগুলিকে বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র।

ফ্রান্সিস্ ক্যাস্‌ল্‌স্ এক প্রবন্ধে বলেছেন:

"It is strange that in devising means whereby the totalitarian population is allowed some expression of its views, a paradoxical situation is created in which the instruments of suppression once more come into their own:"

[*Interest Articulatin :—A Totalitarian Paradox*; Francis G. Castles : *Survey*—Autumn ; P 132]

চেকোশ্লোভাকিয়ায় নভোৎনি-যুগের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট নেতা ডুবচেকের নেতৃত্বে উদারপন্থী গণতন্ত্র ও মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রের দাবীতে

(Humanisation of Socialism) সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রুশ কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব শুরুতে তো বাধা দেন নি বরং উৎসাহই দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপক গণতান্ত্রিক গণ-অভিব্যক্তির মধ্যে যখনই একটা সাংগঠনিক-রাজনৈতিক ভাবধারার গন্ধ আবিষ্কৃত হল তখনই ৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রুশ লাল ফৌজ সে দেশে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতা হরণ করল—কুখ্যাত ব্রেজনভ-নীতি, সীমিত সার্ব্বভৌমত্ব-তত্ত্ব (Doctrine of limited sovereignty) আবিষ্কৃত হল যার কাছে উলঙ্গ আক্রমণ-লুণ্ঠন-ধর্ম্মী সাম্রাজ্যবাদও লজ্জা পাবে।

তরুণ রুশ লেখক সাংবাদিক আঁদ্রে এ্যামাল্‌রীক্‌ (Andrei Amalrik) তাঁর এক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে রুশসমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন রুশ সমাজ বর্তমানে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিধৃত : ওপরের স্তরে আছে শাসনকারী আমলা-তন্ত্রী গোষ্ঠী, মাঝের স্তরে রয়েছে "মধ্যবিত্ত শ্রেণী"—অথবা বিশেষজ্ঞ শ্রেণী ("specialist class") আর তার নীচের তলায় রয়েছে অসংখ্য শ্রমিক, যৌথ খামারী, নীচের তলার কর্ম্মচারী ইত্যাদি। 'শ্রেণীহীন সমাজে'—পঞ্চাশ বছরের একটানা সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার পর এই ধরণের শ্রেণী-বিন্যাস কি করে সম্ভব হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে স্বভাবতই এ প্রশ্ন করা হবে। এ্যামালরীক্‌ তাঁর তীব্র সমালোচনামূলক তীক্ষ্ণ বিশ্লষণী প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"There exist possibly at the present time some at least of the conditions that led at the time to both the first and the second Russian revolution : a caste-ridden and immobile society ; the rigidity of the governmental system which had openly clashed with the need for economic growth ; the bureaucratisation of the system and the creation of a class of privileged bureaucrats ; national dissensions in a multi-national state and the privileged position of particular nations·······"

রাশিয়ায় বসবাসকারী একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি জারতন্ত্রী রাশিয়া ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যে সব কারণে জারতন্ত্রী রাশিয়ায় ১৯০৫ এবং ১৯১৭ সালে বিপ্লব হয়েছিল—এই লেখকের মতে বর্তমানে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় সেই ধরণের পরিস্থিতি বিদ্যমান।

শ্রেণী-জর্জর স্থানুর সমাজ, উন্নয়নধর্মী অর্থনীতির পরিপন্থী, জবরদস্তিমূলক রূঢ় সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা—বিশেষ সুবিধাভোগী আমলা গোষ্ঠীর উদ্ভব, বহু-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রে জাতিতে-জাতিতে বৈরিতা এবং বিশেষ বিশেষ জাতির জন্য বেশী আনুকূল্যে ব্যবস্থা। [এই ইতিহাসবিদ রাশিয়ার তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তি। নির্ভীক মতামত প্রকাশের জন্য নির্য্যাতিতও বটে। K G B-এর (C I A-এর রুশী সংস্করণ) রিপোর্টের ভিত্তিতে রুশ সরকার এঁকে কর্ম্মচ্যুত করেছেন।] মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাঁর এই মূল্যায়নের কি জবাব দেবেন? সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার কি তাহলে আর একটি বিপ্লব আসন্ন? যদি তাই হয়, তাহলে সেই বিপ্লবের আদর্শ (Ideology) কি হবে, কারা সেই অনাগত বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবে, আর কোন্ পথই বা নেবে সেই বিপ্লব? সে বিপ্লব কি ওপর মহলের রাজনৈতিক সামরিক আমলা গোষ্ঠীর প্রাসাদ-বিপ্লবের, না সত্যিকারের গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেবে?

বাইশ

সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যের অভিমুখে সুনিশ্চিত ভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা বুঝতে হলে কয়েকটি নির্ণায়ক (criteria) প্রয়োগ করে দেখা যায়। যেমন: (১) সহর ও গ্রামের জীবন যাত্রার সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বৈষয়িক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে কিনা; (২) বুদ্ধিজীবি (mental labour) ও কায়িক পরিশ্রমকারীদের (manual labour) মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে কিনা; (৩) মনুষ্যত্বের শাশ্বত মূল্যবোধের নিরীখেই সকল মানুষের বিচার সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী রূপে গ্রহণীয় করার অনুকূলে গণ-মানসিকতা তৈরী হচ্ছে কিনা; (৪) গ্রামীন কৃষি-ভিত্তিক কুটীর ও ক্ষুদ্র-শিল্প ভিত্তিক শ্রমজীবি ও সহরের বড় বড় আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বেতন সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য বৈষম্য ঘুচিয়ে সর্ব্বাগ্রে নীচের তলার অবহেলিত মানুষকে ওপরে উন্নীত করার কার্য্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কিনা; (৫) যতদিন না পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বনিম্ন অসহায় দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীর আয় সভ্য মানবিক জীবন যাত্রার (সেই দেশের সেই সময়কার বৈষয়িক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ীই) স্তরে উন্নীত হচ্ছে এবং কর্মক্ষম বেকারদের কর্মসংস্থান না হচ্ছে ততদিন সমাজের অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত বেতনভোগী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগী শ্রেণীর বেতনহার বৃদ্ধি স্থগিত রেখে শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণের আদর্শকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব রাজনৈতিক দল (এক পার্টি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পার্টি; বহু দলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল সমাজতান্ত্রিক দলগুলিই.) দিচ্ছেন কিনা; (৬) বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে সাম্যের মাত্রা বাড়ছে না কমছে মানুষে মানুষে, ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে না লঙ্ঘিত হচ্ছে—সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রগতির অন্যতম মূল নির্ণায়ক। আর এই **সমতাবোধ** ও মানুষের ব্যক্তি-মর্যাদার অলঙ্ঘনীয়তার প্রমাণ মিলবে মুখের কথায় নয়—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে সম্পত্তি-প্রথা ও সম্পত্তি সম্পর্কের মধ্যে।

সমাজে 'সাম্যের' প্রকৃত পরিবেশ রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে **সংবিধানের কাঠামো ও স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায়**। এই নির্ণায়ক-

গুলিকে অন্যতম মূল নির্ণায়ক রূপে মেনে নিতে হবে, আর না হয় "সমাজ যতই সাম্যবাদী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে—শ্রেণী সংগ্রাম ততই রক্তাক্ত ও তীব্রতর হবে—" স্তালিনের এই উদ্ভট ভুতুড়ে যুক্তির মতন আর একটি বিকল্প তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে : সমাজ যতই সাম্যবাদী ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে শ্রেণী-বৈষম্য, বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের তারতম্য ততই বাড়বে।"

স্তালিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক রচনায় ("Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R.") কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থায় কতকগুলি দ্বন্দ্ব যে বিদ্যমান তা স্বীকার করেন। এই রচনায় তিনি "অপরিবর্তনীয় অর্থনৈতিক নিয়মের" (unalterable economic laws) কথা উল্লেখ করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সহর ও গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব (anti-thesis) বিদ্যমান। স্তালিন বলেছিলেন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এই বৈপরীত্য থাকতে পারে না। কেননা গ্রামের ক্ষেত-খামারের কর্ম্মী ও সহরের কলকারখানার শ্রমিক উভয়েই একই লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে থাকে। তবে স্বীকার না করে উপায় নেই যে কমিউনিষ্ট সমাজে একটা বিষয়ে পার্থক্য থেকেই যায়—সেটা কায়িক শ্রমকারী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে। স্তালিনের মতে, মার্কসীয় শাস্ত্রে এই বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে অতীতে নাকি কোন আলোচনা হয়নি। এটা একটা সম্পূর্ণ নূতন সমস্যা—সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মধ্য থেকেই এর উদ্ভব হয়েছে। "It is a new problem that has been raised practically in our Socialist Constitution." (Stalin)। যে-সব কমিউনিষ্টরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্প, কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের গুণগত ভেদ সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে বলে মনে করেছিলেন—তাঁদের উদ্দেশ্য করে স্তালিন বলেছিলেন : "না এই সব বিভিন্নতা ও পার্থক্য থেকেই যাবে।

"No, Comrades, these *distinctions will never completely disappear.*"....the abolition of the essential distinction between *industry* and *Agriculture* can not lead to the abolition of all distinction between them. Some distinction, even if inessential, will certainly remain, owing to the difference between the conditions of work in industry and in agriculture. Even in industry the conditions of labour are not the same in all its branches; the conditions of labour, for example,

of coal miners differ from those of the workers of a mechanised shoe factory, and the conditions of labour of ore miners from those of engineering workers. If that is so, *then all the more must a certain distinction remain between industry and agriculture.*

The same may be said of the distinction between *mental* and *physical* labour. The essential distinction between them, the difference in their cultural and technical levels, will certainly disappear. *But some distinction, even if inessential, will remain* if only because the *condition of labour of the managerial staffs and those of the workers are not identical.* (—Stalin)

স্তালিনের মতে শিল্প ও কৃষির মধ্যে মূল পার্থক্য দূরীভূত হলেও এই দুই-এর মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্যই তাই বলে বিলীন হবে না। **কৃষি ও শিল্পের** ক্ষেত্রে কাজের অবস্থার তারতম্যের জন্যে অনাবশ্যক কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য থেকেই যাবে। আবার শিল্পের ক্ষেত্রেও কাজের অবস্থা ও সর্তের তারতম্য রয়েছে। যেমন কয়লাখনির শ্রমিক এবং আধুনিক জুতা তৈরীর কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কাজের অবস্থার পার্থক্য রয়েছে, যেমন রয়েছে কাজের অবস্থার পার্থক্য লৌহ খনিব শ্রমিক আর যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকের মধ্যে। শিল্পের ক্ষেত্রেই যদি এটা হয় তাহলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য তো থাকবেই।

স্তালিন আরও বললেন এই একই যুক্তি প্রযোজ্য কায়িক শ্রমকারী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবিদের বেলায়ও। যদিও অবশ্য কায়িক শ্রমকারী শ্রমিকের সাংস্কৃতিক ও কারিগরি জ্ঞানের স্তর উন্নীত হবে এবং দুইয়ের মৌলিক পার্থক্যও থাকবে না—তবু কিন্তু "অনাবশ্যকীয়" কতকগুলি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকবেই। কল-কারখানায় পরিচালকমণ্ডলী ও তাদের সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারী আর খেটে-খাওয়া সেই কারখানারই শ্রমিকদের কাজের অবস্থার মধ্যেই যে পার্থক্য থেকে যায়।

স্তালিনের ন্যায় কট্টর লেনিনবাদী যেভাবে বৈষম্যের সাফাই গেয়েছেন এ যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের কোন আধুনিক প্রবক্তাও তা করবেন না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে প্রশ্ন: তাহলে শ্রেণীহীন গণতন্ত্রে কি এই ধরণের শ্রেণী বিন্যাস থাকবে? তা হলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে যে

অসাম্যের কথা বলা হয়েছে সেটা কি নেহাতই কাল্পনিক? এই স্বাতন্ত্র্য থাকলে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্ম্মীরা তো অবশ্যই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবেনই। আর এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অহংকারে তারা যে সমাজে সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগী নূতন রাজনৈতিক আমলা গোষ্ঠীর স্ফীতকায় বাহিনীর সদস্য হবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

আবার শিল্পোন্নয়নের মধ্যে দিয়ে স্তালিন এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে **কিছু পাইয়ে-দেবার রাজনীতি** প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে নূতন স্বার্থ-বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁরা যৌথ-খামারের সভাপতি-ম্যানেজার, কল-কারখানার পরিচালক বা পরিচালক মণ্ডলী-ভুক্ত নাক-উঁচু, সব-জান্তা উচ্চ বেতন-ভুক কর্ম্মচারী হ'য়ে 'নয়া শ্রেণীর' পঙক্তি-ভুক্ত হলেন। রাশিয়াতে স্তালিনি যুগের শিল্পোন্নয়ন পর্ব্ব সুরু হবার প্রাক্-মুহূর্তে, **১৯২৭ সালে,** সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৮৭,২৩৩ কিন্তু ১৯৩৪ সালে **প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা** কার্য্যকরী হবার শেষ ভাগে এই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৮৭৪৪৮৮ জন। এই নয়া রাজনৈতিক শ্রেণীর সামনে ভাগ্যোন্নয়নের পথ স্পষ্টতই উজ্জ্বল হচ্ছিল বোঝা যায়।

কায়িকশ্রমকারী শ্রমিক—"মুড়ি" ও বুদ্ধিজীবি-আমলাতন্ত্রী "মিছরি"-র কমিউনিষ্ট সমাজে একদর হলে চলবে কি করে? 'মিছরি'র-স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্যই 'মুড়ি'-কে মুড়ির মতই রাখ্‌তে হয়, তাতে 'মুড়ির' জনগণ-তান্ত্রিকচরিত্র যেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তেমনি শ্রেণী-স্বার্থ-বর্জিত জনগণের মুক্তি-পাগল, সংখ্যায় কম অথচ জনগণতান্ত্রিক 'মুক্তির' চেয়ে ওজনে ভারী, পেশাদারী বিপ্লবী 'মিছরি'-র গুণগত কৌলিন্যও রক্ষিত হয়!

স্তালিন চতুর ভাবেই শ্রেণীহীন সমাজে বৈষম্যের যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে "পার্থক্য" (Distinction) শব্দ ব্যবহার করেছেন—'বৈপরীত্য' নয় (Contradiction)। আসলে তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেই চেষ্টা করেছেন। কমিউনিষ্ট শিল্পরাষ্ট্রে এই সব ব্যবধান, যথা, গ্রামের সঙ্গে সহরের, কৃষির সঙ্গে ভারী শিল্পের, ক্ষুদ্রকুটীর শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের, ভোগ্য পণ্য বস্তু উৎপাদনকারী শিল্পের (consumer goods industry) সঙ্গে পুঁজি উৎপাদনকারী শিল্পের (capital goods industry) স্বাতন্ত্র্য মূলক নয়, বৈরিতা মূলক।

বিনা দ্বিধায় বলা চলে অর্দ্ধশতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার পর রাশিয়ায় আজও খুবই অনুন্নত, সহরাঞ্চলের তুলনায় কৃষক, কৃষি-শ্রমিক সহরের

ভারী-শিল্পে নিযুক্ত হোয়াইট-কলার শ্রমিকদের চাইতে, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি শিক্ষাগত মানের বিচারে অনেক পিছনে পড়ে আছে। বুদ্ধিজীবি-শ্রমিক, দক্ষ-কারিগর ও কায়িক পরিশ্রমকারী ব্লু-কলার শ্রমিকদের মধ্যে আরও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যবধান দুস্তর হয়ে পড়েছে। সর্ব্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বই শ্রেণীহীন বৈষম্যবিহীন সমাজ সৃষ্টির পথ সুনিশ্চিত করবে এই লেনিনবাদী প্রত্যয় বাস্তবতার মর্য্যাদা লাভ করেনি। তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতে বৈষম্যহীন শ্রেণীহীন গণতন্ত্র কি অপসৃয়মান স্বপ্নই হয়ে থাকবে? স্তালিনের শেষ জীবনের এই আবিষ্কার যে মার্কসবাদী দর্শন ও তত্ত্বকথার বিপরীত ধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে স্তালিন বুঝেছিলেন 'মুড়ি' 'মিছরি'র এক দর হলে রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনায় দলের বুদ্ধিজীবি, ক্যাডার ও আমলা-দের উৎসাহিত করা সম্ভব হবেনা। রাজনৈতিক তত্ত্বের মিষ্টি কথায় স্থূল মানব-প্রকৃতির 'চিড়া' ভিজবে না। তাতে স্বার্থের গুড় মেশাতে হবে, প্রয়োজনের জল ঢালতে হবে। তবেই না 'চিড়া' নরম হবে? এ তো শাশ্বত সনাতনী কথা ট্র্যাডিশনবাদীরাই বলে থাকেন। তাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঐন্দ্রজালিক কার্য্যকারীতা ও অসামান্য কৃতিত্ব টিকলো কোথায়?

স্তালিন কৃষিতে-শিল্পে, আবার বিভিন্ন শিল্পে ভিন্ন ভিন্ন কাজের অবস্থা ও কাজের সর্ত্তের তারতম্যের কথা বলেছিলেন। একথা কেউই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু কাজের অবস্থা-জনিত তারতম্যের জন্য হীনমন্যতার সৃষ্টি হবে কেন? বিজ্ঞানের যুগে বিভিন্ন বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নত করার জন্য সমানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বাধা কোথায়? কাজের পরিবেশের হের-ফেরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে জীবন যাত্রার মান ও মাথা-পিছু বাৎসরিক আয়ের এত হুঙ্কারজনক বৈষম্যই বা থাকবে কেন? "অনাবশ্যকীয় কয়েকটি ব্যাপারে" পার্থক্য থাকবে স্তালিন বলেছিলেন। এই বিপুল আয় ও জীবন যাত্রার বৈষম্য কি তাহলে 'কয়েকটি ব্যাপারে' "অনাবশ্যকীয়" ('Iressential') পার্থক্য-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে? সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী-রাষ্ট্রের একনায়কত্ব—গুণগত আবশ্যকীয় পার্থক্য ব'লে সনাতন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রচারিত হত যে সব বিষয়—সেগুলি "দূর" করতে সক্ষম হল, আর কতকগুলি "অনাবশ্যকীয়" বৈষম্য দূর করতে পারল না? আর "অনাবশ্যকীয়" মানেই ছোট-খাট ব্যাপার যা মনুষ্য সমাজকে বিব্রত বা উদ্বিগ্ন

করে না। তাহলে হঠাৎ জীবনের সায়াহ্নে—"Economic Problems Of Socialism In The USSR." ("সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা")-এই শেষ রাজনৈতিক থিসীসে—এই অকিঞ্চিৎকর তত্ত্বগুলি নিয়ে এত কথা বলতে স্তালিন প্রবৃত্ত হলেন কেন? এই বৈষম্য ও ব্যবধানকে তিনি 'অলঙ্ঘনীয়-অপরিবর্ত্তনীয় অর্থনৈতিক নিয়মের' নিরীখেই ('Economic laws are *absolute*';—Stalin) সমর্থন করেছিলেন।

আসলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের শুণ-ফলের মধ্যে সৃষ্ট দুস্তর ব্যবধান, নীতি ও আচরণের সংঘাত, কথা ও কাজের গরমিল, স্বভাবতই তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। ঘনায়মান বিশ্ব রাজনৈতিক সঙ্কট, কোরিয়া-যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ধ্বংসের প্রচণ্ডতা, বিপুল যুদ্ধব্যয় যুগোশ্লাভ-নেতা মার্শাল টিটোর বিদ্রোহ, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সব কিছুর মিলিত প্রতিক্রিয়ার অনবদ্য ছাপও পড়েছিল এই শেষ থিসীসে নিঃসন্দেহে। নিজের দেশের আভ্যন্তরীন বিক্ষোভ, মতপার্থক্য—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশ্নাতীত বিকৃতি ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের বিকল্প ভাব-আন্দোলন যাতে কোন মতেই দানা বাঁধতে না পারে তার চেষ্টাও যে ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না।

ইতিহাস ইঞ্জিনের চালক ("Driver of the locomotive of history") ব: ‍্ বন্দিত সর্ব্বশক্তিমান যে-স্তালিন ও তাঁর অনুগত রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি এত ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের কার্য্যসূচীকে রূপ দিতে পারলেন—বাধ্যতামূলক যৌথ কৃষি খামার প্রথা চালু করতে পারলেন লক্ষ লক্ষ কৃষককে হত্যা করে, লেনিনের মন্ত্রশিষ্য সেই স্তালিন সমাজে 'সমতা' (Equality) আনতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্ন সে দেশের বুদ্ধিজীবিদের ও সচেতন নাগরিকদের মনকে আন্দোলিত করবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

সংকটের মুখে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো,—ভগবানের মার, যে-নিয়মের বলে প্লাবন, ঝড়, ঘূর্ণী, ভূমিকম্প, জোয়ার ভাটা হয়—সেই রকম প্রাকৃতিক নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনীয় মনুষ্য নিয়ন্ত্রণ-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক নিয়মের শাসনের অমোঘ পরিণতির কথাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে হল। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্যের যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাজয়মূলক মানসিকতাই কি তাহলে প্রতিফলিত হয়েছে স্তালিনের বৈষম্যবাদী ব্যবস্থার সমর্থনসূচক শেষ থিসীসে?

মার্ক্স বলেছিলেন বিপ্লব আসবে তলা থেকে, তাকে ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না কখনই। বাধ্যতামূলক যৌথ-খামার প্রবর্তনের নীতি-কে (Collectivization) লেনিনবাদীরা একটি "বিপ্লব" বলে মনে করেন। কিন্তু এই নূতন "বৈপ্লবিক" কৃষিনীতি তো নীচে থেকে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসেনি? স্তালিন জোর করে ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন কৃষক সমাজের উপর এই রক্তাক্ত নীতি। তখন তো স্তালিনের কোন 'অলঙ্ঘনীয় অর্থ নৈতিক নিয়মের' কথা মনে হয়নি?

যে-কয়েকটি নির্ণায়কের কথা সুরুতে বলা হল তার নিরীখে বিচার করলে দেখা যাবে গ্রাম ও সহরের মধ্যে ব্যবধান, জীবন-যাত্রা পদ্ধতি ও মানের উৎকট বৈপরীত্য, ধন-বৈষম্য অসহনীয় হয়ে উঠছে ভারতবর্ষে। যতই এদেশে সহর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে ও রাজনৈতিক দলগুলি মুখে সমাজতন্ত্র সমতা ও বিপ্লবের কথা বলছে—প্রশাসনিক ব্যবস্থা, দেশের উন্নয়নমূলক কার্য্য-সূচীগুলির রূপায়ণ—এই বৈষম্য ও বৈপরীত্যকে আরও যেন তীব্র করে তুলছে। কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমজীবি ও সহরাঞ্চলের শিক্ষিত অ-শ্রমিক 'বাবু কর্মচারীর' মধ্যে মাথা-পিছু আয়ের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। গ্রামের ভূমিহীন অথবা গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুরদের মাথা-পিছু বাৎসরিক অথবা দৈনিক আয়ের সঙ্গে সহরাঞ্চলের বড় বড় কল-কারখানা, সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত বেতন-ভুক শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের বেতনের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। কৃষি, পশুপালন, গ্রামের কুটিরশিল্প, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প উপেক্ষিতই হয়ে এসেছে এদেশে। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি এই ভয়াবহ বৈষম্য দেখেও দেখ্‌ছে না—ভোটের মোহে—গদীর লোভে।

সমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-বেতনভুক কর্ম্মচারীদের বর্দ্ধিত বেতন, মাগ্‌গীভাতা, বোনাস, ওভারটাইম, উৎপাদনে 'ধীরে-চল' নীতির সমর্থনে জঙ্গী নামধারী স্বার্থপর দায়িত্বহীন, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তথাকথিত ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করার নামে কথায়-কথায় ধর্ম্মঘট-বন্‌ধ্‌-হরতালের ডাক এদেশে দেওয়া হয়। অথচ গ্রামের অসহায় শোষিত ভূমিহীন কৃষক ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের বিনা-সুদে কৃষিঋণ ব্যাপক ভাবে দেবার দাবীতে অথবা মাঠে-মাঠে সেচের ব্যবস্থার জন্য অধিক সরকারী ব্যয় মঞ্জুরের জন্য, কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের লাভজনক দাম দেবার দাবীতে অথবা ভূমিহীন, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সারা বছর ভরতুকি দিয়ে (subsidy)

[illegible] কোন আন্দোলন হচ্ছে—খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দলের নাম তুলে ভোটে জয়লাভের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করার মন নিয়ে নয়,—আন্তরিকতা, নিষ্ঠা নিয়ে?

১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলায় দু'লাখ চটকল শ্রমিকের মাসিক ২০ টাকা বেতন বৃদ্ধি পেল; আনন্দের খবর। শ্রমিক শ্রেণীর জয়-জয়কার হল বলে বিপ্লবী-ট্রেডইউনিয়ন নেতারা জনগণকে বিশ্বাস করতে বললেন। কুখ্যাত-দুর্নীতিপরায়ন দু-একটি শিল্প-সংস্থার লুঠেরা ধনকুবেররাও এগিয়ে এসে এই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে 'বামপন্থী সরকারকে' দেখাতে ব্যগ্র হলেন তাঁরা 'কত প্রগতিশীল।' এই চটকল মালিকরা যে কোটি কোটি টাকা 'আণ্ডার ইনভয়েসিং-ওভার ইন্‌ভয়েসিং' করে দেশকে ফাঁকি দিচ্ছেন সেই সব রাষ্ট্রদ্রোহীদের অপরাধ মাফ হয়। শ্রমিক ইউনিয়নের বিপ্লবী শ্রমিক নেতারা এই দুর্নীতি ফাঁস করে দেন না। ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি কেউই তলিয়ে দেখলেন না। যখন প্রতিমণ পাট বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রী হচ্ছিল—কোন্ রহস্যজনক কারণে পশ্চিম বাংলার গঞ্জে-গঞ্জে সেই পাটের দাম মণ পিছু ৩৫ টাকায় নেমে গেল এই মালিক-শ্রমিক সমঝোতার মুখে? শ্রমিকশ্রেণী তাব বাঁচার মত ন্যায্য মজুরী নিশ্চয়ই পাবে—কিন্তু কৃষক শ্রেণী তার উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য দাম থেকে কেন বঞ্চিত হবে? কাঁচা পাটের দাম হঠাৎ এভাবে পড়ে যাওয়াতে কৃষকশ্রেণীর যে সর্ব্বনাশ হল তার বিরুদ্ধে তো কোন আন্দোলন হল না?

সহরাঞ্চলের শ্রমিক, বেতনভুক্ কর্ম্মচারীদেব জন্য মার্কসবাদ-সচেতন (?) ট্রেডইউনিয়ন নেতারা প্রযোজন-ভিত্তিক মজুরী (need-based wage) ও বেতনের দাবী কবে থাকেন—অথচ তারা তো কথনও গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জন্য অথবা সমাজেব অবহেলিত অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরীর কথা বলেন না। তাই শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিক (Industrial workers) ও কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীন শ্রমজীবিদের (Agricultural workers) মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবন যাত্রার মান ও আয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। এই আয়ের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজন আছে না নেই? যদি থাকে তাহলে রাজনৈতিক দল ও ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের মতে সমাধানের পথ কি? ওপরতলার শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের, উর্দ্ধতন-বেতনভুক শ্রেণীর বেতন-মাগগীভাতা, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে, উৎপাদন হ্রাস করে—সমতা

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাভিমুখে এই সমাজ এগিয়ে যাবে ? না নীচের তলার অবহেলিত শ্রেণীর গ্রামীন শ্রমজীবি, সহর ও গ্রামের কর্মক্ষম লক্ষ লক্ষ বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেই, কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের অক্ষর পরিচয় ও ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেই, উপর-নীচের ব্যবধান ঘুচিয়েই সমতার লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ? ওপর তলার মানুষের অন্নজলের ব্যবস্থা করলেই নীচের তলার "ম্যয় ভুখাহুঁ"-র দলের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। সুবিধাবাদী শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন সফল হলে সরকারী কর্ম্মচারীদের 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ১২ই জুলাই কমিটির' নেতৃত্ব বৈপ্লবিক উদারতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার নিদর্শন স্বরূপ কখন কখনও অফিসের কাজের ফাঁকে সময় করে মহাকরণের সম্মুখে ঝাণ্ডা ফেষ্টুন সহ সমবেত হয়ে "কৃষকদের ধান রক্ষার আন্দোলন", জোতদার-বিরোধী অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করে, কপট ছায়া-যুদ্ধের ব্যবস্থা করে থাকেন কেননা 'বিপ্লবী বাবুদের' অনেকেরই ভাগে জমি চাষ হয় কিনা।

বেতন বাড়ল,—সঙ্গে সঙ্গে "অলঙ্ঘনীয় অর্থনৈতিক চরম নিয়মেই"-নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ও কারখানায় উৎপন্ন ভোগ্য পণ্যের দামও বাড়ল,—দেশের উন্নতি হল! আর গ্রামের চাষীর উৎপন্ন ধান-গম-বাজরা-জোয়ার পাটের দাম কমল—সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের দাম পড়ে গেল—তরি-তরকারির দাম অবিশ্বাস্য হারে পড়ে গেল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হল—কেন না বেতনভুক কর্ম্মচারী শ্রমিকদের অনেক সুবিধা হল'যে! কৃষিজাত পণ্যের দাম কমে গেলে—সেই সব পরিবারের ব্যয় কমে, নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাতদ্রব্য-খরিদ খাতে তাদের দৈনিক ব্যয় কমে যায়। মাজা ভেঙে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গ্রাম ও সহরের আধুনিক মহাজনের সামনে সেই "হাসেম শেখ, রমা কৈবর্ত্তের" দল। তবু বলব না—আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে, সাম্যের দিকে এগুচ্ছি ? সহরের ওপরতলার বাবুদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া আদায়, উৎপাদনে "ধীরে চল"-নীতি অনুসরণ করে শাসক শ্রেণীকে 'শায়েস্তা' করার জন্য উৎপাদন হ্রাসে সাহায্য করে দেশের 'জনগণের আন্দোলনকে' জোরদার করার জন্য—দেশে বন্‌ধ্‌, হরতালের ডাক দেওয়া হবে—গ্রামের গরীব কৃষক—ক্ষেতমজুর ভূমিহীন চাষী সহরের ছোট দোকানদার, হকার, দিন মজুরী করে দিন-আনা দিন-খাওয়ার দল—লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত বেকারের দল—তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাবেন। তাদের ধ্বংসের ওপর দিয়েই তো মার্কসবাদী বিপ্লবের

বিজয় রথ লাল-ঝাণ্ডা উড়িয়ে মহাকরণ, বিধানসভা, দিল্লীর লোকসভার দিকে দুর্ব্বার বেগে এগিয়ে যাবে যে। এই তো ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় অপরিবর্তনীয় নিয়ম। মানব সমাজের ইতিহাস এক অর্থে সংখ্যা লঘিষ্ঠ ও সংখ্যা গরিষ্ঠের লড়াই-এর ইতিহাস যে। সংখ্যা গরিষ্ঠের দল ভক্ত অনুরাগী, সংখ্যা লঘিষ্ঠ বিজয়ীর গলায় মালা দোলাবার অপেক্ষায় বসে থাকে।

স্তালিন মনুষ্য-সৃষ্ট আইন ও প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মের পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর দলের সাথীদের। একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন 'জুতা তৈরীর কারখানার শ্রমিকের' মধ্যে যে কাজের পার্থক্য আছে—সেটা নিয়ে কেউই তর্ক করবেন না, যদিও দুজনের কাজের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়ে থাকেন—দুজনের কাজেরই সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবিরা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশেষ রাজনৈতিক শ্রেণী বা গোষ্ঠীরূপে দাঁড়িয়ে যান তাহলে সেটাও কি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের বলে হবে, না মনুষ্য-সৃষ্ট আইন বা আচরণ বিধির জোরেই হবে? সর্ব্বহারার গণতন্ত্রকে যদি 'বিশেষজ্ঞতন্ত্রে' (expertocracy) (অধ্যাপক বিনয় সরকারের পরিভাষায়) পরিণত করার নামে রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রীদেব একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহলে সেও কি 'অপরিবর্তনীয় চবম অর্থনৈতিক নিয়মের অনুশাসন অনুযায়ীই হবে? লেনিন যে সর্ব্বহারাদের শ্রেণী রাষ্ট্রের "আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি ও বিচ্যুতির" কথা বলেছিলেন সেও কি এই অলঙ্ঘনীয় মানুষের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নিয়ম অথবা প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রয়োগফল? রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার পর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হারের উৎকট তারতম্য (Regional inequality and imbalance) বিদ্যমান—সেও কি প্রাকৃতিক নিয়মে বা অলঙ্ঘনীয় অর্থনৈতিক নিয়মের জন্যই? স্তালিনের যুক্তিতে তো তাহলে একজন জন্মান্ধ ও অক্ষম ব্যক্তির সঙ্গে একজন কর্ম্মক্ষম স্বাস্থ্যবান মানুষের আরও বেশী রকম পার্থক্য থেকেই যাবে। তাহলে সেই অক্ষম মানুষগুলো সমাজের কাছে সমতা, সুবিচার, ন্যায়-নৈতিকতার আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে? এ যুগের পুঁজিবাদী সমাজের কোন প্রবক্তাও একথা বলবেন না নিশ্চয়।

এক পার্টি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে উচ্চবেতনভুক বিশেষ সুযোগ সুবিধা-ভোগী রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়। এই শ্রেণীর মানুষরা এই বৈষম্য-জর্জর সমাজতন্ত্রকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয় নিজেদের

শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা। এই বৈষম্যবাদী শ্রেণীর প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য চ্যালেঞ্জ করতে গেলে ফল ভাল হতে পারে না, যেমন ঝড় প্লাবন ভূমিকম্পের প্রতিরোধ করতে গেলে হয় না। সেখানে বিপর্য্যয় নেমে আসবেই। এই নয়া শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য যদি 'অলঙ্ঘনীয় অর্থনৈতিক নিয়মের' অনিবার্য্য পরিণতি বলে বিবেচিত্ হয় তাহলে তাব বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে যাবাব পবিণতি মারাত্মক হতে বাধ্য। অতএব এই বৈষম্যময় ব্যবস্থা এই দুর্বিনীত উদ্ধত অত্যাচাবী বুরোক্র্যাসীকে মেনে নিতে হবে—মার্কসবাদী ভগবানেরই মাব বলে—অদৃষ্টবাদীরূপে।

স্তালিনবাদীরা পৃথিবীর কয়েকটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীভুক্ত কর্মচাবী ও "মজুর-ঝাড়ুদাব" বলে কথিত শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে বেতন হাবের তুলনামূলক বিচার করলে দেখতে পাবেন যে পুঁজিবাদী ইংলণ্ডে যে-কোন অফিসে মোটামুটি শিক্ষিত কর্মচারী সপ্তাহে যদি ১৫ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড বর্ত্তমানে ১৮ টাকার সমতুল্য) উপায় করেন সহরের এক কায়িক শ্রমকারী 'ঝাড়ুদার' তার চাইতে কম উপার্জন করেন না। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র পশ্চিম জার্ম্মানীতে এই শ্রেণীর শ্রমিকদের আয আবও অনেক বেশী। অনুন্নত গরীব দেশে কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিকদের 'Nominal wages'—অপেক্ষাকৃত অনেক কম হলেও জনকল্যাণ-ধর্মী রাষ্ট্র তাদেব সেই বেতন যেমন বাড়াতে পারে, তেমনি আবার বেতন বৃদ্ধি না করেও 'Real wages' বেশী দেবাব ব্যবস্থা কবতে নিশ্চযই পারে। তাদের জন্য ভর্ত্তুকি দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য ও নিত্যভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। আর সেটা করার প্রয়োজনও আছে খুব বেশী। রাষ্ট্র তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা কবতে ।রে, তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এই ভাবে বৈষম্য ঘুচিযে আনতে কোন সরকারের বাধা কোথায়?

এই তো সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে এক সমাজ কল্যাণ মূলক আইনের প্রস্তাব করেছেন মার্থা ডব্লিউ গ্রিফিথ্‌স্। সমাজ কল্যাণে উদ্বুদ্ধা এই সদস্যা তাঁর আইনের খসড়া প্রস্তাবে একটি ব্যাপক 'জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কার্য্যসূচী গ্রহণ ও তার জন্য ব্যাপক অর্থ বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন। আমেরিকার সমস্ত মানুষের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার ও চিকিৎসার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী জানিয়েছেন এই সদস্যা। এটা একটা সুদূরপ্রসারী জন-কল্যাণকর প্রস্তাব—যা গ্রহণ করার অর্থই হোল চিকিৎসা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ-

নীতি গ্রহণ করা। এই প্রস্তাব সেদেশে গৃহীত হয়ত নাও হতে পারে; কিন্তু এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অক্ষম অসহায় ব্যক্তিদের সমতার শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে চলা-ফেরা করার সুযোগ করে দিতে কোন 'অপরিবর্তনীয় অর্থ নৈতিক' বা 'প্রাকৃতিক নিয়মের' তো বাধা নেই। মার্কিন-সমাজের সংরক্ষণশীলতা বাধা দিতে পারে এই যা। ইংলণ্ডে তো চিকিৎসা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ সেদেশের শ্রমিক দল (Labour Party) অনেক আগেই সে দেশে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সামাজিক-মানসিক দূরত্ব (Social, psychological distance)? তার জন্য দরকার উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক, সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ববাদী, মানবিক, সাম্যধর্মী মূল্যবোধের প্রসার। সকল প্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মানসিকতা, অহিংস গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ আন্দোলনের বাস্তব সম্ভাব্যতা, একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, সকল নাগরিকদের জন্য সামাজিক গতিশীলতা (social mobility), স্বাধীন বিচারালয় ও সর্বোপরি মৌলিক অধিকার কার্যকরী করার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো ও সাংবিধানিক গ্যারাণ্টী অপরিহার্য।

স্তালিন কায়িক শ্রমকারী (manual workers) শ্রমিকদের কাজের অবস্থা, পরিবেশ ও সর্তের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি শ্রমিক ও কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্যের যৌক্তিকতা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কায়িকশ্রমকারী শ্রমিকদের কাজের অবস্থার ও পরিবেশের পরিবর্তন 'অটোমেশন' প্রবর্তনের মাধ্যমেও আসতে পারে।

মার্কস শ্রমের উৎপাদিকতা (Productivity) ও শ্রমের নিবিড়তার (Intensity) মধ্যে পার্থক্য টেনে বোঝাতে চেয়েছিলেন উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উন্নত সংগঠন ও পরিচালনায় শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। বর্দ্ধিত উৎপাদনের ক্ষমতা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রে অধিক উৎপাদিকতা মধ্যে শোষণের গন্ধ নেই (exploitation) কিন্তু নিবিড় শ্রম নিয়োগের মধ্যে 'শোষণ' থেকে যায়, শ্রমিককে বেশী গতর খাটাতে হয়। তাই তো মার্কস বেশী কায়িক শ্রম বিলোপ ও কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের ব্যবধান দূর করার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। 'অটোমেশন' চালু হলে শ্রমিকদের দৈনিক পরিশ্রমের পরিমান কমবে, শ্রমের নিবিড়তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে, উৎপাদন বাড়বে, ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ

অনেক বাড়বে। গস্‌প্ল্যানের প্রধান রুশ পরিকল্পনা বিশারদ ভজনেসেনস্কী বলেছিলেন এক সময় :

"....by means of electrification and automatization we must progress another step in the direction of raising the cultural and technical level of the working class to the level of engineering and technical personnel."

মানুষই তাহলে তো আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সকল শ্রমিকদের উন্নত সাংস্কৃতিক ও কারিগরি স্তরে উন্নীত করতে পারে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারীং কর্মচারীরূপে স্বীকৃতি দেবার পথ সুগম করে দিতে পারে। কিন্তু যখন (১৯৩৯-১৯৫০) রাশিয়ায় 'অটোমেশন' প্রবর্ত্তনের এই যৌক্তিকতা সম্পর্কে তর্ক সুরু হয়েছিল তখন স্তালিন ভজনেসেনস্কীর বিরোধীতা করেছিলেন কেন ? তিনি কেনই বা তাঁকে গস্‌প্ল্যানের সভাপতির পদ থেকে বহিঃস্কার করে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন ?

সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রমিকদের শ্রমের নিবিড়তার পরিমাণ, (Intensity of labour) কাজের পরিবেশ, সর্ত্ত, অবস্থা উৎপাদন-পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিচারে 'শোষণ' হয়ে থাকে যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে হয়। 'অটোমেশন' প্রবর্ত্তন, মানসিক ও কায়িক শ্রমের অনাবশ্যকীয় ব্যবধান দূর করার পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও স্তালিন তাতে বাধা দিয়েছিলেন। স্তালিনের অহমিকাবোধ, দম্ভ ও অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাব অলঙ্ঘনীয় বাধা রচনা করেছিল,—কোন অনড় চরম অর্থনৈতিক নিয়ম নয়।

নূতন শ্রেণী-বিভক্ত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীব নেতৃত্ব কারা করবে ? উচ্চ-বেতনভুক বুদ্ধিজীবি শ্রমিকগোষ্ঠী না কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিকশ্রেণী ? ভারতবর্ষের মত দেশে 'শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, প্রথমশ্রেণীর ব্যাঙ্কের, জীবন বীমা করপোরেশন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'হোয়াইট কলার' বাবু শ্রেণীর কর্ম্মীরা করবেন, না কলকারখানায় মাথার-ঘাম পায়ে-ফেলে উৎপাদনকারী শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুররা করবেন ? অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক রজ্জু—কাদের হাতে স্বভাবতই থাকবে—বুদ্ধিজীবি শ্রমিক সম্প্রদায় না কায়িক শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ? রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে 'অগ্রণীভূমিকা' কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে কোন্‌ গোষ্ঠীর হাতে

মুল্যত থাকবে? কাজের পরিবেশ-সর্ত্ত ও উৎপাদন ব্যবস্থার তারতম্য ও পরিবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের মধ্যে যদি নীতিগতভাবে গুণগত বৈষম্য থেকে যায় তাহলে কমিউনিষ্ট সরকারকে বৈষম্য-মূলক বেতনহার প্রথাকেই চিরস্থায়ী করতে হবে। শ্রেণী ভিত্তিক বেতন-হার প্রথা কি শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধতাকে (workers' solidarity) ক্ষুণ্ণ করবে না, বিশেষ করে যখন সেটা ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য ("Inequality in Consumption") সৃষ্টি করবেই? পুঁজিবাদী দেশে আয় ও ভোগের বৈষম্য দূর করাই তো 'সাম্যবাদী বিপ্লবের" মূল লক্ষ্য ছিল। পুঁজিবাদী সমাজের আয় ও ভোগের বৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম, বিপ্লব ও ত্যাগ স্বীকার করে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম ধনবৈষম্য-জর্জ্জর সমাজ সৃষ্ট হবে কেউ কি ভেবেছিল?

সেদিনের এক সংবাদে প্রকাশ লণ্ডন সহরের Moscow Norodny Bank এই রুশ ব্যাংকিং সংস্থার চেয়ারম্যান এন. ভি. নিকিটিন-এর বেতন বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে মোট ১৬৮৭৪ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে টাকার হিসাবে এই বার্ষিক বেতনের অঙ্ক গিয়ে দাঁড়াবে ২৫০০০ টাকারও বেশী। [Amrita Bazar Patrika ; 7 July] এই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরাও ধর্ম্মঘটের হুমকী দিয়েছিলেন। চেয়ারম্যান শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের বেতন বাড়াতেও রাজী হয়েছেন।

যে-রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও মস্কো-পেট্রোগাদের শ্রমিকরা বিপ্লবের স্বার্থে প্রতি দিন মাত্র দুই আউন্স পাউরুটি আর কয়েকটুকরো আলু খেয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন সেদেশে আজ লণ্ডন ব্যাঙ্কিং সংস্থার সভাপতি মাসে ২৫০০০ রৌপ্যমুদ্রা মতন বেতন পাচ্ছেন। শ্রেণীহীন সমাজের এটা একটা দিক মাত্র।

প্রশ্ন: রাষ্ট্র কাদের? "অতি বিপ্লবী" শ্রমিকদের, না "প্রতি-বিপ্লবী" শ্রমিকদের? "শোধনবাদী"দের না যখন-যেমন-তখন-তেমন সুবিধাবাদী শ্রমিকদের? দেশপ্রেমিক শ্রমিকদের না দেশাত্মঘাতী শ্রমিকদের? ডুবচেক পন্থী শ্রমিকদের না ডুবচেক-বিরোধী, স্বদেশে রুশ লালফৌজের আক্রমণ সমর্থনকারী শ্রমিকদের? উচ্চবেতনভুক শ্রমিকদের, পেশাদারী বিশেষজ্ঞদের, না নীচেরতলার অবহেলিত মানহারা নিম্নআয়সম্পন্ন শ্রমিকদের? যে পার্টি জনগণের ভ্যানগার্ড হয়ে জনগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে—সুদিনে দুর্দিনে সেই পার্টি কাদের? সমগ্র জনগণের? না, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের? না কায়িক

পরিশ্রমকারী শ্রমিক সম্প্রদায়ের? মোটা বেতনভুক মাসিক ২৫০০০ টাকা উপার্জনকারী, 'নয়া সর্বহারা' গোষ্ঠীর, না নীচের তলার দিন-আনা দিন-খাওয়া "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি" নিয়ে বেঁচে থাকা মেহনতী শ্রেণীর? পার্টি কি জনগণের (Mass Party), না ক্যাডারদের (Cadre Party), না পেশাদারী বিপ্লবী অভিজাত এলিটদের (Party of Elites)?

তেইশ

'কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' উপসংহারে যে বৈপ্লবিক আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তার উন্মাদনা কি কম? বলা হয়েছে:

"Proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries unite!"

"দুনিয়ার মজদুর এক হও"—সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও সভ্যদের মুখে-মুখে এই শ্লোগান। 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহার' প্রকাশিত হবার পর এক শতাব্দীরও বেশী সময়কাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এই শ্লোগান দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের ঐক্যকে তুলে ধরে শোষণের বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়াব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা বিরামহীন ভাবে বলে আসছেন। নীতিগতভাবে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমজীবিদের দেশ ও জাতিত্বের প্রাচীর ডিঙিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা এক জিনিষ, আর ঘটনা হিসাবে সেটা সত্যি কিনা, সেই শ্রমিক স্বার্থের ঐক্য ঘটনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা—সেটা সম্পূর্ণ অন্য আর এক জিনিষ। 'পৃথিবীর শ্রমিক এক হও' নিঃসন্দেহে এ এক মহৎ আদর্শ ও স্বপ্ন। কিন্তু সত্যিই কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন এটা দেখান যাবে?

যে-শ্রমিকরা অহর্নিশি পথে-ঘাটে মিছিলে এই শ্লোগান দিয়ে নিজেদের স্বার্থের অভিন্নতা প্রচার করেন—তাঁরা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝবেন যে এই শ্লোগান কতটা শব্দসর্ব্বস্ব ও প্রচারধর্ম্মী। একই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে কল্পিত ঐক্য যেমন নেই, তেমনি ঐক্য নেই বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। ভারতবর্ষেই 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, একটি দল ভেঙে দু টুকরা করলেন শ্রমিক ঐক্যের নামেই! দলীয় স্বার্থের তাড়নায় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা টুকরা টুকরা হল, তবুও নেতারা শপথ নিলেন: "দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

যে-ইংলণ্ডে বসে দীর্ঘ গবেষণা করে কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'পুঁজি'-(Das Kapital) রচনা করেছিলেন, যে-ইংলণ্ড গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ও সচেতনার দুর্গ ব'লে বন্দিত, সেইদেশে তথাকথিত "শ্রেণী-সচেতন" শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ শ্রমিক ইংলণ্ডে বসবাসকারী, বহিরাগত শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য

অবাধে ইংলণ্ডে প্রবেশ ও পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে। রক্ষণশীল কালা-শ্রমিকরা 'বিদেশ' থেকে আগত ইংলণ্ডে বসবাসকারী কালা-আদমিদের সেদেশে থাকতে দিতে অনিচ্ছুক। শ্বেতাঙ্গরা মনে করেন 'বহিরাগত শ্রমিকরা' চাকুরীর ওপর বড় ভাগ বসিয়ে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। 'বহিরাগতরাও' শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত-শোষিত বা বঞ্চিত এই বলে তো শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মনে কোন সহানুভূতি সৌভ্রাতৃত্ব বোধ জাগছেনা? এই প্রশ্ন এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নরূপে ইংলণ্ডে আজ দেখা দিয়েছে। **ইংলণ্ডে** ১৯৭০ সালের জুন মাসের **সাধারণ নির্ব্বাচনে** এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সেদেশে তুমুল বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। প্রগতিশীল অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সমর্থক শ্রমিকরা বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরাসরি বহিরাগত শ্রমিকশ্রেণীকে অবাধে সে দেশে বসবাস করার অধিকার দাবী করে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামতে সাহস পায়নি। মনে মনে দু-দলই উপলব্ধি করছে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হবে।

১৯৭০ সালের জুন মাসে **সিংহলে** সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। শ্রীমতী বন্দর নাইকের নেতৃত্বে গঠিত **যুক্তফ্রণ্ট** বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত হয়ে নতুন 'প্রগতিশীল" সরকার গঠন করেছেন। সেই যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম শরীক সেখানকার বিশ্ব-বিপ্লববাদী **ট্রটস্কীপন্থী** দল। ট্রট্স্কীর 'চিরন্তন' ও বিশ্ববিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী ট্রট্স্কীপন্থী মন্ত্রী ডাঃ কল্‌ভিন্‌ ডি সিল্‌ভা (**Plantation Industries Minister**) নতুন "প্রগতিশীল" "বিপ্লবী' সরকারের মন্ত্রী হিসাবে বলেছেন:

"Now that the United Front has assumed power it will expedite the implementation of the Sirimavo-Sastri Pact and many Indian Tamil workers in the Estates (i.e. Plantation) will be repatriated. It will be the responsibility of the Plantation Ministry to train Cylonese workers to take their place in the Plantation sector". (Colombo, June 13, Hindusthan Standard; June 14).

তামিল-বংশোদ্ভূত ভারতীয় শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে ভারতে ফিরে আসতে হবে উদ্বাস্তু হয়ে,—অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ দিতে হবে—কেননা সিংহলে মার্কস-লেনিন-ট্রটস্কীর বিপ্লবের স্বপ্ন রূপ নিতে চলেছে যে! সিংহলের স্থানীয়

ঐ দেশেরই বংশোদ্ভূত শ্রমিকদের জন্য নতুন আশার আলো জ্বালাবার আয়োজন ট্রট্স্কীপন্থী মন্ত্রী ও তাঁর 'বিপ্লবী সরকার' যখন করছেন তখনই শুধু ভারতীয় শ্রমিক বংশোদ্ভূত হবার অপরাধে এই বিপুল শ্রমজীবিদের সে দেশ ছেড়ে এ দেশের দিকে পাড়ি দিতে হবে। সিংহলের শ্রমিকরা ভারতীয় শ্রমিকদের শূন্যস্থান পূরণ করবেন। কলম্বোর পথে পথে ১৪ই জুন সে দেশের যুক্তফ্রন্টের 'বিজয়-দিবসে' ("Peoples' V.ctory Day") মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও ট্রটস্কী-পন্থীদের নেতৃত্বাধীনে সহস্র সহস্র শ্রমিক বুদ্ধিজীবি হয়ত মিছিল করে সমবেত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সমাবেশে মন্ত্রীদের দর্শন লাভের জন্য—মুখে হয়ত ছিল মুহুর্মুহু শ্লোগান—"দুনিয়াব মজদুর এক হও,"—"বিশ্ববিপ্লবের শপথ নাও, জাতীয় সঙ্কীর্ণতাবাদীদের কবর দাও" ইত্যাদি।

বাস্তববাদী বিশ্ববিপ্লবের পূজুরী-ঠাকুররা ভারতীয় শ্রমিকদের সে দেশ থেকে বিতাড়িত করেই বিশ্ব-শ্রমিক স্বার্থের অভিন্নতা প্রমাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন। নিশ্চয়ই সেই সব ঐতিহাসিক সমাবেশে নাটকীয়ভাবে ট্রট্স্কীপন্থীরা ঘোষণা করেছেন পরিষদীয় গণতন্ত্রের অসাড়তা, ভোটের নয়, বিপ্লবের কৌলিন্য! কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের বিতাড়িত করতে পারলে সিংহলের শ্রমিকদের ভোট মিলবে প্রচুর যে! প্রগতিশীল বিশ্ব ঐক্যপন্থী সে-দেশের শ্রমিক সংস্থাগুলি ধ্বনি তুলবে: "ডাঃ কল্‌ভিন্ ডি সিল্‌ভা যুগ যুগ জীও, যুগ যুগ জীও।" শুধু কি বৈপ্লবিক দর্শনই এদের শক্তি জুগিয়েছে? প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দর নাইক ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে গিয়ে আশীর্ব্বাদও নিয়ে এসেছিলেন বিজয়লাভের পর!

অষ্ট্রেলিয়ার 'প্রগতিশীল' শ্রমিকশ্রেণী সে দেশের বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে "শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া" নীতির (White Australia Policy) সমর্থন জানিয়ে এশিয়া-আফ্রিকার ক্ষুধার্ত্ত খেটে-খাওয়া শ্রেণীর মানুষদের শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত অষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বসবাস করার অধিকার কিছুতেই মেনে নেবে না। কেননা তাতে শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হবে, সেদেশের শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা ভোগের একচেটিয়া অধিকারের ওপর বহিরাগত কালা-আদমিরা ভাগ বসাবে যে। অথচ দেখা যাবে অষ্ট্রেলিয়ার বামপন্থী মার্কসবাদী শ্রমিক শ্রেণী গলা-ফাটিয়ে প্রচার করছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের তথাকথিত অভিন্নতা-তত্ত্ব।

শ্রমিক শ্রেণী-স্বার্থে চালিত বলে প্রচারিত। রাশিয়া ও চীন এই দুই দেশের স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী স্বার্থের অভিন্নতাতত্ত্বের ফাঁক প্রকট

হয়ে উঠেছে। ১৯৫৭ সাল থেকেই কমিউনিষ্ট চীনের অভ্যন্তরে অর্থ নৈতিক সংকটের সূচনা দেখা দিচ্ছিল। ১৯৪৯ সালে মূল চীনা ভূখণ্ডে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর চীনের মার্কসবাদী নেতারা স্তালিনের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন-নীতি প্রবর্তন করে দেশকে গড়ার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। স্তালিন রাশিয়ায় ১৯২৭ সালে অনুরূপ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। বড় বড় শিল্প সংস্থা, কলকারখানা, নূতন শহর তৈরীর পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু চীনের সে-সময় যে অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি ছিল তার চেয়ে এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে রাশিয়ার অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত ছিল। রাশিয়ার পুঁজি সঞ্চয়নের (capital accumulation) জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত (necessary surplus) পুঁজি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল; তাছাড়া রপ্তানী বাণিজ্য মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণও চীনের তুলনায় বেশী ছিল; রপ্তানী বাণিজ্য মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণও চীনের তুলনায় বেশী ছিল।

এ রকম অবস্থায় চীন-দেশকে স্বভাবতই ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার ওপর অধিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্যের পরিমাণ কমতে লাগল। ফলে উভয় দেশের সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। হঠাৎ ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে মস্কো-পিকীং-এর মধ্যে সম্পাদিত দীর্ঘ-মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি ছিন্ন হ'ল। সেই বছর বিগত দিনের চুক্তি অনুযায়ী চীন দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করার জন্য যে ১৪৫০ জন রুশ বিশেষজ্ঞ কাজ করছিলেন, এক সরকারী নির্দ্দেশে তাঁদের সকলকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ৩৫০-টি বিভিন্ন ধরণের চুক্তি নাকচ হল, ২৫০টি বিষয়ে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার কাজ দুই দেশের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে চীনের অর্থনীতিতে এক প্রচণ্ড বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছিল। পরিকল্পনা রূপায়ণ বানচাল হবার উপক্রম হল (Peoples' Daily ; 4th, December, 1933)। চীন অভিযোগ করেছিল রাশিয়া চীনের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সাহায্য-চুক্তি ভঙ্গ করেছে। চীনকে আনবিক বোমা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য, ফর্মুলাও সরবরাহ করতে রাশিয়া অস্বীকার করেছিল। এও ছিল চীনের নেতাদের একটা বড় অভিযোগ।

একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রেণী-সচেতন কর্মী, বিশেষজ্ঞরা আর একটি পিছিয়ে-পড়া দীর্ঘদিন ধরে শোষিত অপমানিত লুণ্ঠিত, সদ্য-প্রতিষ্ঠিত "সমাজ-

'তান্ত্রিক' রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে এসে হঠাৎ এক অজ্ঞাত রুশ-নির্দেশে সাহায্য-প্রার্থী বিপন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম 'সমাজতান্ত্রিক' দেশের সর্ব্বহারা শ্রেণী ও দীর্ঘদিনের অবিচার শোষণের বলি সে দেশের প্রলিটেরিয়েটকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল। এর নাম কি সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা ? এরই নাম কি দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রেণী স্বার্থের অভিন্নতা ? এক দক্ষ কারিগর বিশেষজ্ঞ দক্ষ বুদ্ধিজীবি শ্রমিকও কেন রুশ সরকারী নির্দেশ অমান্য করে দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য এই তত্ত্ব প্রমাণ করার ঝুঁকি নিলেন না ? রাশিয়ার দক্ষ কুশলী সর্ব্বহারাশ্রেণীর একাংশ সর্ব্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য আনবিক বোমা তৈরী করতে পারবে কিন্তু চীনের সর্ব্বহারাশ্রেণীর স্বার্থে সেদেশের বিশেষজ্ঞ দক্ষ কারিগররা কেনই বা আনবিক বোমা নির্ম্মানের কৌশল ও পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেনা ?

রাশিয়া ও চীন দুই দেশই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের "শ্রেণী-সচেতন" সর্ব্বহারা শ্রেণী দুই দেশের সর্ব্বহারা শ্রেণীকেই ধ্বংশ করার জন্য কলে-কারখানায় মনুষ্য-বিধ্বংশী-যুদ্ধের মারণাস্ত্র সাজ-সরঞ্জাম তৈরীর কাজে আজ ব্যস্ত। যুদ্ধ সুরু হলে প্রথম আঘাতই আসে কল-কারখানার ওপর, শিল্প-নগরীগুলির ওপর। তাইতো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বলি শ্রমিক শ্রেণীই হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এর কী ব্যাখ্যা করবেন ? দু'টি সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত মার্কস-লেনিনের বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যদি এইরূপ তীব্র স্বার্থ সংঘাত প্রকট হয়ে ওঠে তাহলে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণী এবং একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বৈপরীত্য যে আরও কত প্রকট হতে পারে সেটা তো সহজেই অনুমেয়।

সোভিয়েট রাশিয়া 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ, শ্রমিকদের শ্রেণীরাষ্ট্র ; তার হাতে আনবিক মারণাস্ত্র সঞ্চিত থাকলে 'সমাজতান্ত্রিক' চীনের আশ্বস্ত না হবার কি কারণ থাকতে পারে ? চীনও তো কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ; তার সঙ্গে আনবিক বোমা নির্ম্মান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও জ্ঞানের যৌথ-অংশীদার হলে রাশিয়ারই বা আপত্তি করার কি কারণ থাকতে পারে ? তাহলে এক সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণী কি আর এক সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে বিশ্বাস করছেনা ? এই পারস্পরিক বৈরিতা ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অভিন্নতাতত্ত্ব কি পরস্পর সঙ্গতিহীন নয় ? 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র কিউবা-তে যখন ক্ষেপণাস্ত্র সংকট দেখা

টিল (Missile Crisis) তখন সর্বহারার শ্রেণী রাষ্ট্র রাশিয়া, "সাম্রাজ্যবাদী" মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের হুমকীর কাছে নতি স্বীকার করে রাশিয়া তার কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গেল। স্বভাবতই কিউবা রাশিয়ার এই গাছে-তুলে-দিয়ে-মই-কেড়ে-নেবার নীতিকে ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তাই কিউবা তখন কমিউনিষ্ট চীনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য পাবার প্রত্যাশায়।

চীন-ও এই অবস্থার পুরো সুযোগ নিয়ে কিউবা ও রাশিয়ার মধ্যে বিভেদের ব্যবধান বাড়াতে সাহায্য করেছিল। কিউবার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছিল। কিউবার বৈদেশিক মুদ্রার মূল উৎস চিনি ও চিনিজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্য। চীন কিউবার কাছে চিনি ক্রয় করতে রাজী হল—চীনের চাউল কিউবায় রপ্তানীর বিনিময়ে। সে সময় কিউবা চীনের বাজার থেকে আমদানী করা চাউলের ওপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। চীনের শ্রেণী রাষ্ট্র কিউবার শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সেদিন বিশেষ কোন সহযোগিতার মনোভাব তো দেখায়নি বরং কিউবার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে চড়া দরে কিউবাকে চাউল বিক্রীর মতলব করেছিল এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ সে দেশের চিনি চীন দেশে আমদানী করার পাটোয়ারী বণিক-সুলভ নীতি গ্রহণ করেছিল।

যখনই চীনের এই আচরণ ধরা পড়ল কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো তীব্র ভাষায় চীনের নিন্দা করতে ছাড়েন নি। চীনের শ্রমিকদের স্বার্থ কি কম পরিমাণে কিউবার চিনি আমদানী করে সে দেশের চিনি-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও ইক্ষু উৎপাদনে নিযুক্ত বিপুল কৃষকশ্রেণীর আর্থিক ক্ষতিসাধন করা এবং তাদের ক্ষতির বিনিময়ে চীনের শ্রমজীবিদের কোলে ঝোল টানা? চীনের শ্রমিকদের স্বার্থ কি বেশী দরে কিউবার শ্রমিকদের চীন দেশে উৎপন্ন চাউল বিক্রী করে নিজের দেশের জন্য দুটো পয়সা বেশী অতিরিক্ত মুনাফা করা? এই আচরণের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অভিন্নতা কি প্রতিফলিত আদৌ হচ্ছে? আবার রাশিয়ার শ্রমিকদের শ্রেণীরাষ্ট্র, রুশ পেট্রোলের ওপর একান্ত নির্ভরশীল কিউবার ওপর প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল তৈল সরবরাহের টালবাহানা করে। মস্কো পিকিং দ্বন্দ্বে চীনের গা-ঘেঁষে ঘেঁষে চলার ক্যাস্ট্রো-নীতি ছিল মস্কোর না-পছন্দ। কি রাশিয়া কি চীনের শ্রমিক শ্রেণী কিউবার শ্রমিক শ্রেণীকে বিশেষ সাহায্য করার জন্য দুই রাষ্ট্রের ওপর তো কোন চাপ সৃষ্টি করেনি? এর মার্কসবাদী কৈফিয়ৎ কি আছে?

কিউবার অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় কমিউনিষ্ট চীন কিউবাকে বিনা সর্ত্তে দীর্ঘকাল ধরে বছরে ২৫০,০০০ টন চাউল রপ্তানী করে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু চীন ১৯৫০ সালের শেষভাগে ঘোষণা করল কিউবা থেকে চিনির আমদানী প্রতি বছর দুই লক্ষ টন কমিয়ে দেওয়া হবে এবং সেদেশে চাল রপ্তানীও দেড় লক্ষ টন কমিয়ে দেওয়া হবে। এতে কিউবার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড ধাক্কা আসে। কিউবার জনগণের জন্য রেশনের বরাদ্দ অর্দ্ধেক করে দিতে সে দেশের সরকার বাধ্য হন। ক্যাস্ট্রোর ভাষায় এটা ছিল "brutal reprisals of an economic nature for purely political reasons"। তিনি চীনের নেতৃত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে আরও অভিযোগ করেছিলেন "Guilty of hypocrisy, insolence, absolute contempt and betrayal of confidence, friendship and brotherhood in their dealings with Cuba" এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত; কিউবার অপরাধ—রুশ-চীন দ্বন্দ্বে—রুশ পক্ষ সমর্থন (Fidel Castro's statement on Cuban-CPR relations ; February 6)।

এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, হয় রাশিয়াব ও চীনের শ্রমিকশ্রেণী বিপন্ন কিউবার শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও তাদের স্বার্থের অনুকূল পথ ধরে চলতে দিতে আদৌ রাজী নয়, আর না হয় চীন বা রাশিয়ার তথাকথিত সর্ব্বহারার শ্রেণীরাষ্ট্রে সর্ব্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্র-নীতি নির্দ্ধারণ করে না, প্রলিটেরিয়েট শ্রেণীর ডিক্টেটারশিপ্ এই মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বটি একটি নিছক উদ্ভাবিত কাল্পনিক রূপকথা মাত্র। প্রলিটেরিয়েট শ্রেণী নিছক চিনির বলদ,—কমিউনিষ্ট শোষণের হাতিয়ার। কিউবা অথবা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতন্ত্র বা 'জনগণতন্ত্রের' নামে এমন নীতি অনুসরণ করতে হবে যাতে তারা নিজেদের কটিদেশের ফাঁসড় আরও শক্ত করে বেঁধে, কৃচ্ছ্রসাধন করে, প্রয়োজন হলে অর্দ্ধাহারে থেকেও রাশিয়া ও চীনের শ্রমিক শ্রেণীর দেহে মেদ সঞ্চয়ে সাহায্য করতে পারে। এর মধ্যে কি অভিন্ন স্বার্থের সুর ধ্বনিত হচ্ছে?

দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যেতে পারে। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' (Second International) কথাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। এই 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' ১৮৮৯ সালে সমাজবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১৪-১৯) সিন্‌ডিক্যালিষ্টরা (শ্রমিক তন্ত্রবাদীরা অর্থাৎ শ্রমিকরাই শিল্পের পরিচালনা করবে এই মতবাদ) বিপ্লবী জঙ্গী সমাজবাদী

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমাজবাদী আন্দোলনও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'বিবর্তনবাদী' (evolutionary) ও 'বিপ্লববাদী' (revolutionary) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে** একটি নূতন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা দেখা দিল। পৃথিবী সেদিনও আজকের মত জাতি রাষ্ট্রে (Nation States) বহু ভাগে বিখণ্ডিত ছিল, জাতীয়তাবাদের প্রাচীর এক জাতি-রাষ্ট্রকে অপর জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে রেখেছিল। **প্রশ্ন উঠল:** যুদ্ধরত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আনুগত্য স্বদেশের প্রতি না বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি? মার্কসীয় চিন্তায় সকল দেশের শ্রমিকরাই এক অবিভাজ্য শ্রমিক শ্রেণী-পরিবার ভুক্ত, তাদের কোন পৃথক জাত নেই, দেশ নেই—একই অভিন্ন স্বার্থে তারা বাঁধা আছে।

কিন্তু **প্রথম বিশ্বযুদ্ধে** একদল সমাজবাদী যুদ্ধরত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। যুদ্ধে তাঁরা জড়িয়ে পড়লেন নিজ নিজ দেশের 'বুর্জোয়া' সরকারকে সমর্থন করে এবং সেই সব সরকারে অংশ গ্রহণ করেন। যাঁরা **'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের'** আদর্শ অনুসরণ করে যুদ্ধের বিরোধিতা করলেন তাঁরা নিজের দেশে ধিকৃত ও নিগৃহীত হলেন। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' বিলুপ্তি ঘটল। জাতীয়তাবাদের স্রোতের মুখে শ্রমিক-স্বার্থের অভিন্নতা-তত্ত্ব ভেসে গেল এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিককে ধ্বংস করার মরণোৎসবে মেতে উঠল। সমরোপকরণ উৎপাদনের কারখানায় বেকার শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হল—তাদের মজুরী বাড়ল, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ল তো! পরস্পর পরস্পরকে খতম করার কাজে যখন শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন দেশে ব্যস্ত তখন হয়ত বা সেই সব দেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা রাত্রে রোমাঞ্চকর পরিবেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য পড়াচ্ছিলেন এবং রোমান্টিক শ্লোগান শোনাচ্ছিলেন "workingman of all countries unite. They have nothing to lose except their chains," "দুনিয়ার মজদুর এক হও" ইত্যাদি। আর হয়ত কয়েক শিফ্‌টে চালু কলকারখানায় সেই সব শ্রেণী স্বার্থ-বর্জিত জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা দেশাত্মবোধক কর্তব্য-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কারখানায়-কলে-খামারে-অফিসে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করছিলেন: Produce or perish 'উৎপাদন বাড়াও' না হয় নিশ্চিহ্ন হও!

'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' 'বিবর্তনবাদী' ও 'বিপ্লববাদী' সমাজতন্ত্রীদের সংঘাত যেমন তীব্রতর করে তুলেছিল তেমনি শ্রেণী-ভিত্তিক চিন্তা (class-

concept) ও জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চিন্তা (Nation-State concept) আন্তর্জাতিক সমাজবাদী আন্দোলনের কাছে চ্যালেঞ্জ রূপে উপস্থিত করেছিল। ১৯১৯ সালে 'তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক' স্থাপন করলেন লেনিনবাদীরা। 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে যুক্ত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কি জ্বালাময়ী বিষোদগারই না করেছিলেন লেনিন ও তাঁর মন্ত্র-শিষ্যরা সেদিন।

'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' শোচনীয় পরিণতির জন্য লেনিন সমাজতন্ত্রীদের, বিশেষ করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। লেনিনের মতে সে দিনের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির ও সমাজতান্ত্রিক নেতাদের উচিত ছিল নিজ নিজ দেশে যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং যুদ্ধ পরিচালনায় কোন রকম সাহায্য বা সহযোগিতা না করা। জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের শক্তি লেনিন সরাসরি স্বীকার করতে চাননি। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর তারিফ করে কেউ কেউ বলবেন জাতীয় সঙ্কীর্ণতার কত উর্দ্ধে তিনি ছিলেন। খাঁটি 'সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ' লেনিনের চিন্তাধারা ও বক্তব্যে সেদিন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। মুখে জাতি-স্বার্থ-নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক রোমান্টিকতার 'বিশ্বজনীনতার' কথা বলা এক জিনিষ আর বাস্তবতার শক্ত জমিতে দাঁড়িয়ে তত্ত্ব হিসাবে সে কথা প্রচার করা আর এক জিনিষ।

১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গের যুদ্ধ সম্পর্কিত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবে বলা হয় পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধকে যেন একটা মস্ত সুযোগ রূপে দেখেন এবং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই সমাজতন্ত্রীরা এইসব তত্ত্বকথা ভুলে গেছিলেন।

সমাজতন্ত্রীরাও রক্ত মাংসের মানুষ, তাঁরা স্ব-নির্ব্বাচিত, স্বয়ং-শাসিত, জাতি-স্বার্থ শ্রেণী-স্বার্থ বর্জিত বলে নিজেদের ঘোষণা করলেই তাঁরা সবকিছু দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠবেন নিজেদের দেওয়া সারটিফিকেটের জোরে একথা মনে করার তো কোনই কারণ নেই। মানুষ হিসাবে ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ-প্রেম-মানবতা-জুগুপ্সা কামনা-বাসনা তাঁদেরও থাকবে। যুদ্ধের সময় সমাজতন্ত্রীরা দেখলেন যুদ্ধ লেগেছে এক 'জাতির' সঙ্গে আর এক 'জাতির', এক দেশের একটি 'শ্রেণীর' সঙ্গে অন্য দেশের একটি 'শ্রেণীর' নয়। নেতাদের

চাইতেও সাধারণ কর্ম্মী ওমানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের আবেদন ছিল অনেক বেশী। লেনিনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক দলগুলির এই আচরণকে নিছক "বিশ্বাসঘাতকতা" বলে বর্ণনা করেছিলেন। নেতাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোন অর্থই ছিল না কেন না নেতারা সাধারণ শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজ নিজ দেশে যুদ্ধ সমর্থন না করলে—দেশের মানুষ তাঁদের সমাজতান্ত্রিক নেতা বলে মেনেই নিত না।

প্রথমত, লেনিন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচনা করেন নি, যেমন জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রচণ্ড কার্য্যকরী ক্ষমতা ও প্রভাব। দ্বিতীয়ত, ঐ সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করলে সেই সব দেশের সরকারী দমন-নীতির বিভীষিকা নেমে আসত শ্রমিক শ্রেণীরই ওপর। আর সেই প্রচণ্ড যুদ্ধকালীন নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থার মোকাবিলা করার ক্ষমতাও এই শ্রমিক সংগঠনগুলির ছিল না। ফলে সরকারী আক্রমণের মুখে সমস্ত শ্রেণী সংগঠন ভেঙে তছনছ হয়ে যেত। তৃতীয়ত, যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হলে প্রয়োজন—বিপ্লবী গুপ্ত অন্তর্ঘাতী সংগঠন।

লেনিন নিজেই ১৯২২ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আসন্ন সম্মেলনে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছিলেন। তাতে যুদ্ধ লাগলে কি ভাবে সাধারণ ধর্ম্মঘটের মাধ্যমে যুদ্ধের বিরোধিতা করা হবে তার ইংগিত ছিল। এই প্রস্তাবের সমালোচনা ক'রে লেনিন বলেছিলেন :

I suggest the following :

1. To publish in Pravda and Izvestia a series of articles explaining at length the whole childishness and social patriotic character of the sentiments expressed by the Metal Workers.

2. To bring up this question at the next enlarged session of the Executive Committee of the Comintern to consider measures against war and to adopt an appropriate resolution, making it clear that only a revolutionary party, *experienced* and *prepared in advance*, with a well working *illegal*

machinery can successfully conduct a fight against war and explaining also the way to wage this fight is *not through strike against war* but through formation of *revolutionary cells in the fighting Armies* and through training and preparing for a revolution." ·

সাধারণ ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করার প্রস্তাবকে তিনি 'সামাজিক-দেশপ্রেমিক খোকামি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কাগজে **'মেটাল ওয়ার্কার্স'দের** ছেলেমানুষি-সুলভ প্রস্তাব সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে লেখালেখি করার প্রস্তাব করে লেনিন বলেছিলেন এর জন্য আগে দরকার একটি অভিজ্ঞ বিপ্লবী দল, অগ্রিম প্রস্তুতি,—আর সেই দলের থাকা চাই এমন সংস্থা যা বুর্জোয়া নৈতিকতার বিচারে বে-আইনী। সেই **বে-আইনী সংস্থার** মধ্য দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। ধর্ম্মঘট নয়—যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর ভিতরে ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন। চাই দলের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং বিপ্লবের প্রস্তুতি।

লেনিনের নিজস্ব এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের** মুখে এই ধরণের প্রস্তুতি কোন্ দেশের কোন্ সমাজতান্ত্রিক দলের ছিল? এই রকম ব্যাপক প্রস্তুতি না থাকলে দেশের ভিতর থেকে যুদ্ধের বিরোধিতা করা নিছক হঠকারিতা ও খোকামি-ই হতো। তাই লেনিনের সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে এই কঠোর সমালোচনা আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল না। **লেনিন** এত বেশী স্বমতনিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে যাঁদেরই অমিল হয়েছে তাঁদেরই তীব্র আক্রমণ ও গালাগালি করে পর্য্যুদস্ত করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। **চতুর্থত,** যে সব শ্রমিক-সংগঠনগুলি বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্বে কাজ ক'রে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অধিকার অর্জনে সাহায্য করেছিল যুদ্ধের বিরোধিতা করলে সরকারী দমননীতির ষ্টীম রোলারের পেষণে তাদের সবকিছুই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবার ভয় ছিল। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা সেকথা ভাল করেই জানতেন। দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের বিনিময়ে যে অধিকার অর্জিত হয়েছিল হঠকারী খোকাসুলভ আচরণের দ্বারা সেইসব অধিকার খোয়াতে শ্রমিকশ্রেণী মোটেই প্রস্তুত ছিল না সেদিন। তাছাড়া যুদ্ধে নিজের দেশের বিরুদ্ধতা করে নিজের দেশের পরাজয়কে ডেকে এনে যে শ্রমিকশ্রেণীর চরম বিপর্যয়কেও ডেকে আনা হবে সেটা তারা বুঝেছিল। দার্শনিক 'বৈপ্লবিক' তত্ত্বকথা আর বাস্তবতার ব্যবধান

তারা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিল—আর তাদের চাপে সেকথা বুঝেছিলেন তাদের নেতারা। **বরকেনো** মন্তব্য করেছেন :

"If the nation were defeated they (these gains) would be completely lost···· Lenin who hated it was the first to point out that there was only one serious alternative : *to wish and work for the defeat of one's own Country.* But this could only have been done had Marx's saying been true 'that the workers have no fatherland.' And it could only be true where conditions were so intolerable as to make national defeat preferable to the continuation of the existing political regime. In some degree that was true of Russia but nowhere else" (The Communist International ; By F. Borkenau P 59)

যুদ্ধে শ্রমিকদেব কাজ হবে নিজের দেশ যাতে পরাজিত হয় তার চেষ্টা করা—এই ছিল লেনিনের দর্শন। অথচ **মার্কস** বলেছিলেন শ্রমিকদের কোন 'পিতৃভূমি' বা 'স্বদেশ' বলে কিছুই নেই—থাকতে পারে না। নিজেদের "পিতৃভূমি" বলে যদি কোন বস্তু না-ই থাকে তাহলে নিজেদের "পিতৃভূমি"র পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করার গৌবব শ্রমিকশ্রেণী অর্জন করবে কি করে ?

তাছাড়া এই ধরণের 'বিপ্লবী' (?) কৌশল অবলম্বনের মানসিকতা সেই দেশেই থাকতে পারে বড় জোর, যে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনই শোচনীয় যে সে দেশের যুদ্ধে জয়লাভের চেয়ে পরাজয়ের বিপর্যয়ও শ্রেয়। অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকেও **লেনিনের** এই বক্তব্য কখনই মেনে নেওয়া যায় না। সে আলোচনায় পরে আসছি। **বরকেনো** বলেছেন এইরূপ অবস্থা ইউরোপের অন্য কোন দেশে ছিল না। অবশ্য রাশিয়ার অবস্থা ছিল শোচনীয়। লেনিনবাদীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে খোদ রাশিয়াতে যুদ্ধ বিরোধিতার বিপ্লবী-অন্তর্ঘাতী লড়াই জোরদার হল না কেন ? তার কি কৈফিয়ৎ আছে ? রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দুঃসহ হওয়া সত্ত্বেও যখন যুদ্ধবিরোধিতা এইরকম হয়নি, ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে যেখানে অবস্থা ঐ রকম খারাপ ছিল না সেই সব রাষ্ট্রে যুদ্ধ-বিরোধিতা না হবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। তাই সমাজতন্ত্রীদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে নিন্দা করা অসমীচীন। তাছাড়া নীতিগতভাবে লেনিনের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য কি ?

ইতিহাসের অন্যতম একটা বড় শিক্ষা এই যে শীর্ণকায়-জরাজীর্ণ-স্বাধীনতাও স্থূলকায় পরাধীনতার চেয়ে অনেক বেশী কাম্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা বিলোপ সাধনের দ্বারা সাধিত কোন দিন হয়নি,—গণবিপ্লব—গণ-মুক্তিসংগ্রাম আর অন্তর্ঘাতী ষড়যন্ত্র এক বস্তু নয়। নেতাকে অভ্রান্ত দেবতার আসনে বসান—সকল সমালোচনা বিতর্কের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা বিপ্লবীর ধর্ম নয়—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীর তো নয়ই।

জাপান কর্তৃক অবিভক্ত চীন আক্রান্ত হবার (১৯৩৭ সালে) পর এবং চীন-জাপান যুদ্ধ চলাকালে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভয়াবহতার কাহিনী ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন;—অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য—জমিদারদের গরীব কৃষকদের নির্মম লুণ্ঠন-শোষণ, সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার, অশিক্ষা-কুসংস্কার-মুদ্রাস্ফীতি শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের মন জুগিয়ে পশ্চিমের নির্লজ্জ অনুকরণ সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা এককথায় দুঃসহ হয়ে উঠছিল। চীনের কমিউনিষ্টরা তো চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাঙ সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেননি? কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন সেদিন সেদেশের কমিউনিষ্টরা। কেন? অস্থিকঙ্কালসার মুমূর্ষু 'স্বাধীনতা'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। লেনিনের নির্দ্দেশ তাঁরাও মানেননি। 'জাপানের অধীনে চীনের স্বাধীনতা' সে দেশের দেশপ্রেমিক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবিরা চাননি। আর স্তালিন তো কুয়োমিনটাঙকেই অস্ত্র-সাজসরঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। "জাপানের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী" অথবা "জাপানের ফৌজ চীনের মুক্তি ফৌজ" এরকম মর্ম্মান্তিক দেশাত্মঘাতী কথা সে দেশের কোন লেনিনবাদীর মুখেও কেউ তো শোনেনি সেদিন।

চীন বা পাকিস্থান ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে আক্রান্ত ভারতবর্ষকে পরাজিত করার রাজনীতিতে সাহায্য করার জন্য বিদেশীদের অর্থ ও স্বার্থে পোষা বিপ্লবী-বাবুরা ডাক দিলে শ্রমিকশ্রেণী কি তাতে সাড়া দেবেন? প্রমোশন-লোভী ও বর্দ্ধিত বেতন-লোভী মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়নবাবুরা যাই বলুন বা করুন সাধারণ শ্রমিকরা নিজের দেশকে ভালবাসে। তার প্রমাণ মিলেছে চীন-ভারত, ভারত-পাক যুদ্ধের সময়। তারা কঠোর শ্রম দিয়েছে—ত্যাগ স্বীকার করেছে যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, দেশের চরম স্বার্থবিরোধী নেহেরু-অনুসৃত

কংগ্রেসী-রাজনীতি, কুশাসন কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীকে ভারতের প্রতি, বিশেষ দলের প্ররোচনা সত্ত্বেও, তাদের পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। অন্যায় দুর্নীতি অবিচারের বিরুদ্ধে যেমন তারা, তেমনি আবার দেশের সার্ব্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও তারা প্রস্তুত। তবে সমস্যাগুলি ও দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক পথ নির্দেশ দেবার মত নেতা ও দলের অভাব।

চীনের মানুষও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে "খেঁকশেয়ালকে তাড়িয়ে রক্তলোলুপ নেকড়ে-কে ঘরে ডেকে এনো না বাপু।" ভারতবর্ষেও একটা চলতি প্রবাদ আছে—"খাল কেটে কুমীর ডেকে এনো না যেন।" সাধারণ মেহনতী মানুষ মার্কসবাদী তুরীয় জড়বাদী দর্শনের চেযে এইসব প্রবাদবাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য বেশী ভাল বোঝে। মার্কসবাদীদের বিপদ অবশ্য এইখানেও।

'চীনের মুক্তিফৌজ' (PLA) স্বাধীন তিব্বতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'মুক্ত' করাব নামে নূতন শোষণ ও প্রভুত্ব উন্নত মতবাদের দোহাই পেড়ে চাপাবার চেষ্টা করলে, তিব্বতীদের জাতি-সত্বাকে বিলুপ্ত করে দেবার জিঘাংসা-বৃত্তিতে মত্ত হলে, তিব্বতের স্বাধীনতাকামী খাম্পা-লামা তিব্বতী সম্প্রদায়কে সেই আক্রমণের বিরোধিতা না কবে আক্রমণকাবী ফৌজকে অন্তর্ঘাতী বিপ্লবী 'সেল' তৈরী ক'রে 'বেআইনী সংস্থা' মাধ্যমে মদত দেবার নাম কি বিপ্লব? খাম্পা-লামারা আধুনিকতার আলোতে আলোকপ্রাপ্ত না হতে পারে—তারা শিল্পে-কৃষিতে অনুন্নত হতে পারে, তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস দু চার পাতা না পডতে পারে,—কিন্তু তারা স্বাধীনতা-পাগল, তারা তাদের ধর্ম্ম কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, স্ব-সত্ত্বাকে জীবন দিয়ে ভালবাসে। তাই চীনের মুক্তিফৌজের পাশব শক্তি ১৯ বছবেও তিব্বতীদের মন থেকে স্বদেশপ্রেম মুছে দিতে পারেনি, তাদের বিদ্রোহের শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারেনি।

চীন-রাশিয়ার সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই রাশিয়া-রুমানিয়ার মধ্যে নূতন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে (৭ই জুলাই ১৯৭০—বুখারেষ্ট সহরে)। রুশ প্রধানমন্ত্রী কসিগিন ও রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিউসেস্কিউ-এর উপস্থিতিতে। দুই দেশ দুই দেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক এই দুইয়ের কোন একটি দেশ আক্রান্ত হলে স্বদেশের সৈন্য দিয়ে সেই যুদ্ধে লড়তে

হবে। লেনিনের 'Bratanya' বা সৈন্যবাহিনীর 'সৌভ্রাতৃত্বের' আদর্শ কোথায় গেল?

রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হলে রুমানিয়ার শ্রমিকদের সৈন্যদের বুকের তপ্ত রক্ত ঢালতে হবে রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে চীনের শ্রমিক ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।'—লাল সেলাম। লাল সেলাম!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী দেশের শ্রমিকরা মনে করেছিল জার্ম্মানীর জয়লাভে ফরাসী শ্রমিকদের মদত দেওয়ার অর্থ ফরাসী গণতন্ত্রের ওপর জার্ম্মান স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। এতে কি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে কখনও? জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়ার শ্রমিকরা ও সমাজতন্ত্রীরা ভয় পাচ্ছিলেন যুদ্ধে জারতন্ত্রের জয়লাভের কথা চিন্তা করে। জার্ম্মানী-অষ্ট্রীয়াতে শ্রমিকশ্রেণী যে সব সুযোগ সুবিধা অধিকার ভোগ করছিলেন—তা ছিল রাশিয়ার শ্রমিকদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত। তাই জার্ম্মান শ্রমিকরা যুদ্ধে জারতন্ত্রের বিজয়লাভের জন্য অন্তর্ঘাতীমূলক যুদ্ধ প্রস্তুতি ও পরিচালনা-বিরোধী কাজ না করলে লেনিনের ক্ষুব্ধ হবার কি কারণ ছিল সেদিন? আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পশ্চিমী শক্তির মিত্র।

পঞ্চমত, জড়বাদী জীবন দর্শনের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে কল-কারখানায় কাজ বাড়ল—বড় বড় অর্ডার আসতে সুরু করল, শ্রমিকদের কল-কারখানায় কাজ জুটল, মজুরীবৃদ্ধি ঘটল, শ্রমিকরাও খুশী হল। যুদ্ধের সফল পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীরও সম্পর্ক সুদৃঢ় হল। যৌথ দর-কষাকষি করে মজুরী ও দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে (Collective bargaining) শ্রমিক-শ্রেণীর ক্ষমতা সন্দেহাতীতভাবে বাড়ল। যুদ্ধরত দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে কর্ম্মচাঞ্চল ও লাভের হাওয়া লাগল। শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ার সাথে সাথে হিংসাত্মক কর্ম্মসূচীর প্রতি অনীহাও বাড়ল স্বাভাবিক পরিণতি-রূপেই। যুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নত সংগঠন শক্তি ও সংগ্রাম চালাবার ক্ষমতার প্রমাণ মিলেছিল। ষষ্ঠত, যে-যুগে সমাজ-তান্ত্রিক শিবির দ্বিধাবিভক্ত ও সংঘর্ষবাদী হয়ে পড়েছে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভবিষ্যৎ কোন একটিমাত্র দেশের ওপর নির্ভরশীলও নয় (Polycentrism),—বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজ নিজ স্বতন্ত্র পথ ধরে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুবার কথা বলছে, সে-যুগে কোন একটি বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া রাষ্ট্র অন্য

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে সেই আক্রান্ত দেশের সমাজ-তন্ত্রীরা নিজেদের দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাবোতাজ ক'রে ভিতর থেকে বিরোধিতা করে, স্বদেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে যে-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে—সেই রাষ্ট্র চীনা-পন্থী না রুশ-পন্থী এই তর্ক তো বড় হয়ে দেখা দেবেই। আক্রমণকারী রাষ্ট্র যদি 'রুশপন্থী' হয় আক্রান্ত দেশের 'চীনাপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা কি রুশপন্থীদের বিজয়ে সাহায্য করতে পারেন? অথবা 'চীনা-পন্থীরা' আক্রমণ চালালে 'রুশপন্থীরা' সেই আক্রমণে মদত দেবেন না জাতীয় সরকারের সঙ্গে সামিল হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন? যারা স্বদেশ-পন্থী তারা 'রুশ-পন্থী' 'চীন-পন্থী' কাউকেই বরদাস্ত করবেন না। দেশ আক্রান্ত হলে জাতীয় সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্ব্ব-ভৌমত্ব ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করবেন নিঃসন্দেহে। তাই এযুগে লেনিনের নির্দ্দেশ প্রতি পদে অমান্য হবে। লেনিন যখন এই ধরণের তত্ত্বকথার অবতারণা করেছিলেন তখন কমিউনিষ্টদের সম্মুখে বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংস্থার কল্পনা ছিল। বিশ্ব-বিপ্লব পরিচালিত হবার কথা ছিল এই আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ও নির্দ্দেশে (কমিণ্টার্ণ)।

'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' ভেঙে যাবার পর 'তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক' (কমিণ্টার্ণ) প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর এই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' রুশ পররাষ্ট্রনীতি ও রুশ জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণের হাতিয়ার রূপে কাজ করে এসেছে, কখনও বা সোভিয়েট আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দ্বন্দ্ব-কলহের ক্রীড়নক (স্তালিন-ট্রটস্কী দ্বন্দ্ব) হয়ে কাজ করছে, বিশ্ব-বিপ্লব ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে। বিশ্ববিপ্লবের পশ্চাদ্দেশে ছুরিকাঘাত করেছিলেন স্তালিনবাদীরা। কমিণ্টার্ণের ইতিহাস—বড়ই বেদনাদায়ক বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। এই ধরণের সংস্থাকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা 'বুর্জোয়াশ্রেণীকে' সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা কি সম্ভব ছিল? কোন্ শক্তির ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ভরসায় আক্রান্ত অথবা যুদ্ধে-লিপ্ত বুর্জোয়া দেশের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধ বিরোধিতার কাজে নামতে সাহসী হবেন, যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় এই ধরণের বিরোধিতা নীতি-বিগর্হিত নয়? স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্তালিনবাদীদের ভূমিকা কি ইতি-হাসের ছাত্ররা জানেন না? ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টালে, কি চীনের বিপ্লবে কি ভারতের বিপ্লবে, 'কমিণ্টার্ণের' কুৎসিৎ ভূমিকার কথা যাচাই হয়ে।

স্বার্থে। সেই 'কমিন্টার্ণ'-ও বিলুপ্ত হয়েছে রাশিয়ারই জাতীয় স্বার্থে। তাহলে লেনিনের উপদেশের তাত্ত্বিক-নৈতিক-রাজনৈতিক ও কৌশলগত ভিত্তি আর রইল কোথায়?

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বার্থের প্রভাব কি লেনিন নিজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে সম্পাদিত 'ব্রেষ্টলিটোভস্ক চুক্তি' রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য খাঁটি স্বার্থ-সংরক্ষণশীল পররাষ্ট্র-নীতির প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই নীতি ন্যায় কি অন্যায়—প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হল এই চুক্তির সাম্যবাদী ব্যাখ্যা কী থাকতে পারে? দুটো পরস্পরবিরোধী মতবাদ-ভিত্তিক দেশের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে রাশিয়ার জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ কমে গেল, ৮৫ ভাগ কৃষিক্ষেত্র সে হারাল, প্রায় ৯০ ভাগ কয়লার খনি হস্তচ্যুত হল। কৃষ্ণ-সাগরের সঙ্গে রাশিয়ার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এই গ্লানিকর চুক্তিকেও বলশেভিক নেতারা সমর্থন করেছেন—রুশ জাতীয়-স্বার্থে।

অবশ্য লেনিন "বিপ্লবকে বাঁচাবার স্বার্থে"—এই চুক্তি সম্পাদনের অনুকূলে মত দিয়েছিলেন। তাঁর দলকে বাধ্য করেছিলেন এই অপমানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে। রাশিয়ায়ই যদি বিপ্লব না বেঁচে থাকল তাহলে বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বলে লাভ কি? রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে আগে এই তো আসল যুক্তি? এই জাতীয়-স্বার্থপরতা ও জাতীয়-স্বার্থরক্ষার তাগিদেই স্তালিন হিটলারের সঙ্গে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন (Hitler-Stalin-Pact)। স্তালিন হয়ত 'ব্রেষ্টলিটোভস্ক চুক্তি' থেকে প্রেরণা নিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল জাপানের আত্ম-সমর্পণের মধ্যে দিয়ে—তখন সেই আত্মসমর্পণে উল্লসিত হয়ে স্তালিন বলেছিলেন—রাশিয়ার বিগত দিনের সমাজতন্ত্রীরা ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের (সাম্রাজ্যবাদী-অত্যাচারী জারতন্ত্রীদের কিন্তু!) প্রতিশোধ নিতে পেরে নাকি খুশী হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত একের পর এক অনেক দেওয়া যায়।

কমিউনিষ্ট চীনের মাও সে-তুঙ লেনিনবাদী বিপ্লবী নেতা এবং একজন পাকা আফ্রো-এশীয় জাতীয়তাবাদী মার্কসবাদী লেনিনবাদী পরিভাষায় ও তাত্ত্বিক পোষাকে সাজিয়ে তিনি তাঁর দেশ-সম্পর্কিত যে বক্তব্য পেশ করে

থাকেন—তার পেছনে মূল চালিকা-শক্তি জাতীয় স্বাধীনতা ভৌগলিক অখণ্ডতা, জাতীয়তাবাদী প্রেরণা এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চীনের অতীতের অপমান ও শতাব্দীব্যাপী শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের দুঃসহ জ্বালা। মাও সে-তুঙ নিজে মার্কসবাদকে "চৈনিক রূপ" দিতে চেয়েছেন (Sinification of Marxism)। প্রকারান্তরে এই তত্ত্বের মধ্যেই জাতীয় কমিউনিজম (National Communism) এর বীজ উপ্ত রয়েছে। মাও সে-তুঙ-এর সমর্থকরা মাও-এর চিন্তাধারাই পৃথিবীর মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ বলে দাবী করেছেন। অথচ কমিউনিষ্ট চীন নিজের দেশেই জাতীয় পরিস্থিতিতে বাস্তবতার চাপে অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী অর্থ নৈতিক কর্ম্মসূচী অনুসরণ করছে। এর পেছনে রয়েছে জাতীয় স্বার্থের তাগিদ।

"সাম্রাজ্যবাদী" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপোষবিহীন লড়াই এর কথা চীন বলছে, অথচ সেদেশে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ব্যাপকভাবে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে নামছে না, যেমন সে নেমেছিল কোরিয়ার যুদ্ধে।

চীন রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করে আসছে ভিয়েৎনাম-যুদ্ধে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী"দের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়াব জন্য, অথচ রাশিয়া যাতে আরও বেশী সক্রিয় ভাবে এই যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয় তার জন্য লাল চীন কোন বিশেষ চেষ্টাও করছে না। যদিও চীনের সঙ্গেই উত্তর ভিয়েৎনামের সাধারণ ভৌগলিক সীমানা বিদ্যমান। চীন বোঝে রাশিয়া দূরে থাকলেই ভাল, কেননা তাহলে এশিয়া আফ্রিকা লাটিন আমেরিকার দেশগুলির কাছে জাতীয় বিপ্লব ও মুক্তির একমাত্র আশা-ভরসাস্থল যে চীন-ই সেই তত্ত্বকে জাহির করা যাবে।

'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের' বিরুদ্ধে লাল চীন বিষোদগারও করে চলেছে আবার গোপন আলোচনাও চলেছে দু দেশের মধ্যে ওয়ারিশ সহরে, পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের লেন-দেন-ও বেড়েই চলেছে। জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কি ধরণের—তা রাজনীতির ছাত্রদেব জানা আছে। সেই জাপানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কি চীন চিরতরে ছিন্ন করে জাপানের দিকে পেছন ফিরিয়েছে? কিউবা থেকে যে পরিমাণ চিনি কিনবে বলে চীন আশ্বাস দিয়েছিল জাতীয় স্বার্থের তাগিদে সেই চীনকেই কিউবা থেকে চিনি আমদানির পরিমাণ কমিয়ে কিউবার বিরাগভাজন হতে হয়েছে। ফিডেল ক্যাষ্ট্রো চীনের আচরণকে "criminal

acts of economic aggression"—অর্থনৈতিক আক্রমণাত্মক শয়তানি বলে অভিহিত করেছিলেন।

মাও সে-তুঙ বিশ্ব-বিপ্লবের নামে জাতীয়-স্বার্থকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। মাও সে-তুঙ সমস্ত কিছু কাজের মধ্যে দিয়ে নিজের দেশের কাছে ও বিশ্বের কাছে—চীনের বৈশিষ্ট্য 'Chineseness'—তুলে ধরতে ব্যগ্র—কোন মার্কসবাদী শাস্ত্রীয় পরিভাষার কচকচিই এই মূল সুরটিকে চেপে রাখতে পারবে না। তাই চীন দেশের শ্রমিক শ্রেণীকেও বিশেষভাবে চীনের জাতীয় ঐতিহ্য মর্য্যাদা আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ হতে হচ্ছে। চীনের আনবিক শক্তির মহড়া ও স্বতন্ত্র আনবিক অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলার রাজনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় আনবিক জাতীয়তাবাদ ("Nuclear Nationalism") বলা চলে। এ চেতনা যেমন চীনের আছে—তেমনি ভারতের প্রতিটি দেশ-ভক্তের না থাকাটাই খুবই অস্বাভাবিক। এ-চেতনা 'পুঁজিবাদী' ফরাসী দেশের জনগণেরও রয়েছে। দ্যগল্-পন্থী ফরাসী সরকারও আনবিক অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সচেষ্ট। দয়ার সাগর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকাব পক্ষপাতী সে-দেশ নয়।

বিপ্লবীকে জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমের শক্ত জমির ওপরে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ও দেশ গঠনের প্রস্তুতি চালাতে হবে। বিপ্লবের মূল আদর্শই হল দ্রুত আমূল পরিবর্তন। ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টি আর যাই হোক, বিপ্লব নয়। দ্রুত আমূল পরিবর্তন কোন আলি বাবার 'চিচিম্ ফাঁক্'-গুপ্ত মন্ত্রে সাধিত হয় না। চাই অসাধারণ নেতৃত্ব, বজ্র কঠিন সঙ্কল্প, উদ্দীপনাসঞ্চারী দেশহিতৈষণা, জাতীয় চরিত্রের সৌরভ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা। বিপ্লবী শক্তি ও দলের শিকড় যদি জাতির গভীরে, অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট না হয়, দেশের মাটি থেকে যদি সেই বিপ্লব-বৃক্ষ তার জীবন ধারণের রস সংগ্রহ না করে—তাহলে সেই বৃক্ষ কখনই পল্লবিত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে শোষণ-দগ্ধ জাতিকে সুশীতল ছায়াব আশীর্ব্বাদ দিতে পারে না। স্তালিনবাদী-মাওবাদীদের পরিভাষায় তো সেই শক্তি "rootless philanthropists"—ভুয়ো বিশ্বপ্রেমিক বলেই গণ্য হবে। পৃথিবীর প্রতিটি 'সমাজতান্ত্রিক' দেশই আজ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদের শক্ত জমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রকে একটি ভারতীয় রূপ প্রদান ক'রে বিশ্ব-

সভ্যতার ভাণ্ডারে নিজস্ব স্বকীয় অবদান জোগাবার কথা তিনি বলেছিলেন। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজ নিজ আচরণ দ্বারা জাতীয়তাবাদ-ভিত্তিক নিজস্ব সমাজতন্ত্রের রূপরেখা রচনা করতেই ব্যস্ত। এর সঙ্গে মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকথার কোনই সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। তাত্ত্বিক বিচারে জাতীয় স্বার্থের কথা, দেশহিতৈষণার কথা না বললে দেশের জনগণকে দলের পেছনে আনা যাবেনা। ভারতবর্ষের মত নির্ব্বাচন-সর্ব্বস্ব দেশে নির্ব্বাচনে ভোটও মিলবে না,—আবার বিশ্ব-বিপ্লব, অনিবার্য সংঘর্ষ-তত্ত্ব গৃহযুদ্ধ 'সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের' বুলি অহর্নিশি উচ্চারণ না করলে সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে সার্টিফিকেটও মিলবে না। সেইজন্য একটা গোঁজামিল দিতে হচ্ছে মার্কসবাদীদের এই যা। "দেশপ্রেম" একটি মহৎ মূল্য-বোধ। তাকে অস্বীকার কবা যায় না। পৃথিবীব কোন বিপ্লবীই করতে পারেন নি। এই সহজ কথাটা ভুলে গেলে চলবেনা। জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও বিশ্বজনীনতাবোধ, জাতীয স্বাতন্ত্র্য ও আন্তর্রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা মৈত্রী পাবস্পাবিক নির্ভবশীলতাব, সমাজতন্ত্রেব সঙ্গে পবিমার্জিত আত্মধর্ম্মী সহ-অস্তিত্ববাদী জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-মনীষাব সৃজনশীল সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। জাতীয়-সত্তার অনস্তিত্ববাদেব ওপর আন্তর্জাতিকতার তথা 'সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিকতাব' সৌধ নির্ম্মান কবা যায় না।

প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই নিজেব দেশের শক্ত জমিতে দাঁড়িযেই নিজের দেশের জনগণেব সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-ব্যর্থতা-নৈরাশ্যের ভাগীদার হযেই, তাদেব সেবাব মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-মানবের মৈত্রীর সাধনা করতে হবে। যেমন সূর্য্যমুখী ফুল। মাটি থেকে রস সংগ্রহ ক'রে সে বেড়ে ওঠে, কিন্তু সূর্য্যের আলোব আশীর্ব্বাদ-ধন্য হবার জন্য সূর্য্যের দিকে মুখ করেই সে প্রস্ফুটিত হয়। মানুষের তথা কোন জাতিব উর্দ্ধ-অভীপ্সা স্বাদেশিকতার ছোঁয়াচ-মুক্ত হতে পারে না। আমরা যে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিপ্লবের' কথা বলি সেও তো আশ-পাশের প্রতিবেশী দুঃখী বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য নিরসনের তাগিদেই। লেনিন ট্রটস্কী মাও সে-তুঙ ক্যাস্ট্রো হো চি-মিন্-ও সেই স্বদেশের অপমানে, নিজ নিজ দেশবাসীর দুঃখ দারিদ্র্যে কাতর হয়ে বিপ্লবের ডাকে অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁরা স্বদেশহিতৈষণার জন্য বরেণ্য হবেন আর অন্যরা সেই 'দেশপ্রেমের' কথা বললে তাঁরা 'জাতীয় সঙ্কীর্ণতাবাদী', 'সোস্যাল শভিনিষ্ট' বলে নিন্দিত হবেন কেন? বিশ্ব-

সৌভ্রাতৃত্বের মহৎ স্বপ্ন' প্রত্যেক দেশ দেখবে তার দেশের মানুষের চোখ মনন হৃদয় দিয়েই।

লেনিনের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তব্য ও আচরণের অসঙ্গতির একটা বড় দৃষ্টান্ত লেনিনের নির্দেশে রুশ লাল ফৌজ কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের ঘটনা। ১৯২০ সালে পোল্যাণ্ড রাশিয়া আক্রমণ ক'রে কিয়েভ দখল করে নেয় এবং ইউক্রেণের সমস্ত অঞ্চলই দখলের হুমকী দিয়েছিল। জোসেফ পিলসুডস্কি এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কিয়েভ পরিত্যাগ ক'রে পোলিশ বাহিনীকে পিছু হটে আসতে হয়েছিল। পোলিশ বাহিনীর রুশ আক্রমণে লেনিন হতবাক হয়ে গেছিলেন—কেন না তাঁর হাতে যে-সব তথ্য ছিল তা থেকে এই ধারণাই জন্মেছিল যে পোল্যাণ্ড সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। লেনিনের বক্তৃতা ও রচনাবলি যে সময় পোলিশ ভাষায় অনূদিত হচ্ছিল—পোল্যাণ্ডের মানুষ বিশ্ব-বিপ্লবে তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। আর সেই দেশের শ্রমিক-কৃষকরা যারা পিলসুডস্কির সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তারা কি করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিয়েভ দখলেব অভিযানে সামিল হতে পাবল ? তারা কি করে পিলসুডস্কিব নেতৃত্বে "সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি" আক্রমণ কবার সাহস পেল ? এই সব প্রশ্নের কোন পরিস্কার উত্তর লেনিনেব সামনে ছিল না। পোল্যাণ্ডের পুঁজিপতি আর জমিদাররা জার্ম্মান সরকারেব অর্থে পুষ্ট হয়ে পোল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে এই পথে পা বাড়াতে উস্‌কিয়েছে—এই মামুলি ব্যাখ্যা দ্বাবা সেঁদিন তিনি আত্মসন্তুষ্টি খুঁজে পেয়েছিলেন অবশ্য।

লেনিনের মনে প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠল। তিনি স্থির করলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করতে হবে। তিনি এই মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিলেন ট্রটস্কী ও র‍্যাডেকের পরামর্শের বিরুদ্ধে। তিনি রুশ লাল ফৌজকে ওয়ারশ দখলের অভিযানের নির্দেশ দিলেন পোল্যাণ্ডের শ্রমিক কৃষকদের অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। এই অভিযানে ছিলেন সেনাপতি টুখাচেভস্কী, ইয়েগোরভ, স্তালিন আরও অনেক তরুণ সেনাপতি। পোল্যাণ্ডে লেনিনের পছন্দসই 'বিপ্লবী সরকার' প্রতিষ্ঠিত হবেই এই বিশ্বাসে লেনিন অটল ছিলেন। কি ধরণের সন্ধি-চুক্তি যুদ্ধ শেষে সম্পাদিত হবে তার খসড়াও তৈরী হয়ে গেল। রুশ লাল ফৌজ এগিয়ে চলল স্বাধীন পোলদের কমিউনিষ্ট কায়দায় 'মুক্ত' করতে! এই সময় একটি ফরাসী সামরিক

মিশন রাজধানী ওয়ারশ-তে এসে পৌঁছুল,—এই মিশনের নেতা ছিলেন জেনারল্ ম্যাক্সিম ওয়েগ্যাণ্ড। লেনিন 'লাল ফৌজের' সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। যখন টুখাচেভ্স্কী-র নেতৃত্বে রুশ বাহিনী ওয়ারশ নগরীর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন 'তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের' দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশনও চলেছে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলী ঘন ঘন হর্ষধ্বনি দিয়ে লেনিনকে উৎসাহিত করছিলেন যখন যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের বিবরণী পেশ করা হচ্ছিল। রুশ লাল ফৌজের একটি বাহিনী স্তালিনের নেতৃত্বে Lvov দখলের পরিকল্পনা নিল, অপরটি রাজধানী ওয়ারশ দখলের জন্য এগিয়ে গেল। স্তালিনের আশা ছিল শিল্প-নগরীর শ্রমিকরা ফুলের মালা নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন। সে আশা চূর্ণ হল। ওয়ারশ নগরীর শ্রমিকরা অমিত বিক্রমে আক্রমণকারী 'রুশ লাল ফৌজকে' প্রতিরোধ করল। পোল্যাণ্ডের মেহনতী মানুষের দুর্জ্জয় প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের মুখে রুশ বাহিনী সর্ব্বত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত পশ্চাদাপসরণ সুরু করল। একজন লেখক একে বলেছেন "The headlong retreat degenerated into wild rout." ক্রোধে হতাশায় সেই মুহূর্তে লেনিন যেন ভেঙে পড়েছিলেন। 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেমের' শক্তি যে কত প্রবল তিনি অনুমান করতে পারেন নি। পোল্যাণ্ডের শ্রমিক-কৃষকরাই 'সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমির' শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে মরণপণ করে লড়াই করল। শ্রেণী-চেতনা, শ্রেণী-সংগ্রাম-তত্ত্ব ভেসে গেল 'দেশপ্রেমের' প্লাবনের মুখে। লেনিনের নির্দ্দেশে রাশিয়ার শ্রমিক কৃষকশ্রেণী রুশ ভূখণ্ড আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হতে পারবে—জাতীয় আত্মমর্য্যাদার পতাকা তুলে ধরার জন্য, আর পোল্যাণ্ডের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবকরা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা, ভৌগলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাইফেল হাতে তুলে নিতে পারবে না কেন?

রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের যুদ্ধকে লেনিন শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিতে দেখ্তে চেয়েছিলেন। লেনিন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিলেন। লেনিন নিজেই বলতেন রাইফেল-সঙ্গীনের ডগায় 'বিপ্লব' আমদানী করা যায় না। অথচ তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে রাইফেলের শক্তির জোরেই সেদেশে 'বিপ্লবী সরকার' গঠন করতে গিয়েছিলেন। সেদিন রুশ লাল ফৌজ পোলদের মুক্তির নামে অবর্ণনীয় অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল পোল্যাণ্ডের জনগণের উপর। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের বিভীষিকা থেকে আক্রান্ত পোলরা

রেহাই পায় নি। গ্রামের পর গ্রাম 'রুশ লাল ফৌজ' জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেদিন পোলদের পক্ষে 'রুশ লাল ফৌজকে' মদত দেবার অর্থ হত দেশদ্রোহিতা, 'বিপ্লবের' প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদের উর্দি পরিধান করে অন্য দেশকে গ্রাস করতে যায় তখন সেই সাম্রাজ্যবাদই দেশপ্রেম তথা আত্মধর্মী-আত্ম-রক্ষাত্মক জাতীয়তাবাদের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে আক্রান্ত দেশের জন-মানসে। কমিউনিজম্-ও যখন রাইফেলের জোরে মতবাদ প্রচার ও প্রসারের নামে সম্প্রসারণবাদীয় ভূমিকা নিয়ে পর-রাজ্যে 'বিপ্লব' রপ্তানী করতে যায় সেই রাজ্যের ঘর-সন্ধানী **বিভীষণ-জয়চাঁদ-মীরজাফর-কুইস্‌লিংদের** সহায়তায় তখনও ঠিক একই ভাবে সে দেশের সুপ্ত দেশপ্রেমের যজ্ঞকুণ্ড নূতন আহুতি পেয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে দেশের স্বাধীনতার রূপান্তর ঘটায়। কে জানে এই যুদ্ধে রুশ-পরাজয়ের জ্বালা **স্তালিন** মিটিয়ে ছিলেন কিনা **হিটলারের** সঙ্গে দোস্তি করে যোগ সাজসে ১৯৪০ সালে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে?

ভিয়েৎনাম জাতীয় সংগ্রামেব অনন্য নেতা ডাঃ **হো চি মিন্**-এর শেষ 'রাজনৈতিক উইলটি' পাঠ করলেই বোঝা যাবে নিজের দেশ, দেশের জনগণ, নিজের দেশের অখণ্ডতা, ঐক্য ও বিপ্লবের সাফল্য ছাড়া অন্য কিছুই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তিনি ভাবেন নি (Legacy of President Ho-Chi-Minh')। এই শেষ দলিলটি তাঁব আজীবন দেশ হিতৈষণার—জলন্ত দেশপ্রেমের—নির্য্যাস। তাঁর বিপ্লব-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর নিজের দেশ ও নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থ। তিনি ছিলেন একজন **নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী।**

যেদিন **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** শেষ হল সেদিন **লেনিন** ঘোষণা করেছিলেন: বিশ্ব বিপ্লব প্রত্যাসন্ন কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। যদিও বিপ্লব ফরমাস দিয়ে তৈরী করা যায় না, তথাপি আসন্ন বিপ্লবের প্লাবনকে সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই রুখতে পারবে না। বাধা দিতে গেলে যে বিশ্ব-বিপ্লবের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হবে তাতে সাম্রাজ্যবাদীরাই নিশ্চিহ্ন হবে চিরতরে।

"The international world revolution is near although revolutions are never made to order. Imperialism can not delay the world revolution. Imperialists will set fire to the

whole world and will start a conflagration in which they themselves will perish if they dare to quell the revolution". (November 11, 1918)

"তৃতীয় আন্তর্জাতিক" বিশ্ববিপ্লবের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার রূপে প্রচারিত ও বন্দিত হল। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' ইতিহাস বিশ্বের মুক্তিকামী শ্রমিক মেহনতী শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারও ইতিহাস। সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ রক্ষারই (national self interest) নির্ভরযোগ্য বাহন হিসাবে কাজ ক'রে এসেছিল এই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক (Comintern)। এই সংস্থা অন্য দেশের শ্রমিক-স্বার্থকে, জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল রুশ-রাষ্ট্রের স্বার্থের দিকে চেয়ে কাজ করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) স্তালিন বিভিন্ন দেশের মুক্তিকামী সাম্রাজ্যবাদ-লুণ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, সেইসব দেশের সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, তাদের মতামত না নিয়েই ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিককে' ভেঙে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন অটুট করার চেষ্টা করলেন। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের হাঁড়িকাঠে বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে বলি দিলেন লেনিনের মন্ত্রশিষ্য মহান স্তালিন! শুধু তাই নয় সাম্রাজ্যবাদীদের আস্থা অর্জনের জন্য স্তালিন ১৯৪৩ সালের শেষভাগে রাশিয়ার 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' যা রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত রূপে পরিচিত ছিল ("Internationale") সেটা যে আর 'রুশ জাতীয় সঙ্গীত' নয়—তাও ঘোষণা করলেন। স্তালিন বিশ্ব শ্রমিক ঐক্য—বিশ্ব-বিপ্লব-তত্ত্ব নস্যাৎ করে দিয়ে অতি উগ্র রুশ মহাজাতি-উন্মাদনাকে সঞ্চারিত করতে দ্বিধা করেন নি (Great-Russian ultra-nationalism)। ১৯৪৩ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত নভেম্বর বিপ্লব দিবসের কয়েকটি স্লোগান উদ্ধৃত করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে :—

"Hail the 26th. Anniversary of the Great October Socialist revolution which overthrew the power of the *Imperialists* in our country, and proclaimed peace among all nations of the world"; "Long live the *victory of the Anglo-Soviet American Coalition*"; "Long live the Valiant Anglo-American troops in Italy"; "Greetings to the Valiant British-American

airmen striking at the vital centres of Germany." এই সব স্লোগানের মধ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী কোন স্লোগান স্থানই পায়নি,—উদ্দেশ্য 'সাম্রাজ্যবাদীদের' খুশী করা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শোষিত দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর কথা ভাববার প্রয়োজন ছিল না তখন রুশদেশের শ্রমিকদের!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্টদের শ্লেষাত্মক সমালোচনা ক'রে—এই কমিণ্টার্ণের মাহাত্ম্য গাইতে গিয়ে স্তালিন সাবধান বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন: *"Comrades the Comintern is not stock market. The Comintern is the holy of holies of the working class. The Comintern therefore must not be confused with the stock market."* (*The Rise and Fall of Stalin,*—P. 387)। বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ—কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক-কে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কোন-রূপ পরামর্শ না করেই ভেঙ্গে দিতে স্তালিনের দ্বিধা হয়নি। 'কমিণ্টার্ণ' নাকি একটা 'শেয়ার বা ফাটকা খেলার বাজার নয়'। কিন্তু স্বয়ং স্তালিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে—তাদের ভবিষ্যতকে বাজি রেখে ঘৃণ্যতম লোলুপ ফাটকাবাজীতে মেতে উঠেছিলেন। শেয়ার-বাজারে যারা ফাটকাবাজী খেলে—তারাও শেয়ার-বাজারের নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে চলে। স্তালিন নিজের ফাটকা-বাজারে সে-সব রীতি-নীতিরও ধার ধারেন নি।

ভারতে সেদিন ৪০ কোটি শোষিত মানুষ 'হয় জীবন নয় মৃত্যু' এই পণ করে ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৃহত্তম মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতের বাইরে মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে সশস্ত্র অভিযান সুরু করেছেন। তখন ইংলণ্ডের শ্রমিকরা অস্ত্র-গোলা-বারুদ তৈরী করে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতের কমিউনিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিক শ্রেণী—মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ও কমিউনিষ্টরা—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ণ মদত জুগিয়েছেন বর্দ্ধিত বেতন ওভারটাইম মাগগিভাতার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রাখার জন্য। তবু বলতে হবে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক স্বার্থ, তথ্যের দিক থেকে, "বৈজ্ঞানিক" দিক থেকে অভিন্ন? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (Second International) বিলুপ্তি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে মার্কসবাদী 'শ্রেণী-চিন্তা' (class concept) এবং জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সেই একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধ ও জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতের মুখে শ্রেণী-চিন্তা যেমন ভেসে গেল—তেমনি ভেসে গেল বিপ্লববাদীদের বিশ্ব-বিপ্লব সাধনা ও চিন্তা। বিবর্ত্তনবাদী (evolutionary) ও বিপ্লববাদী (revolutionary) সমাজতন্ত্রীদের তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিছক কাগজিক কাল্পনিক দ্বন্দ্বের পর্য্যায়েই রয়ে গেল। 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' স্থাপনের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতার একটি মূল স্তম্ভ-ই ধ্বসে গেল স্তালিন কর্তৃক ঘোষিত কমিণ্টার্ণ ভেঙ্গে দেবার এক তরফা সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়েই, সন্দেহাতীত ভাবে। অবশ্য ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যখন হিটলার-স্তালিন মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তখন বিশ্বের সচেতন মানুষ বুঝেছিলেন বিশ্ব-শ্রমিক ঐক্য-তত্ত্ব—কতবড় রূপকথার কাহিনী।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শেষভাগে ও তার অব্যবহিত পর জার্ম্মানীর—কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী। লেনিন স্বপ্ন দেখেছিলেন আগে জার্ম্মানীতে বিপ্লব সংগঠিত হবে। কিন্তু সেই জার্ম্মানীতে নাৎসী দলের অভ্যুদয় হল—হিটলার ক্ষমতায় এলেন—কমিউনিষ্টদের নির্ম্মূল করলেন। বিপ্লববাদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টি হিটলার-স্তালিন দোস্তিকে নীরবে মেনে নিয়ে সেদেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সমাধি রচনা করলেন। জার্ম্মানীর শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই কি স্তালিন এই কুখ্যাত ডাকাতে-চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন? নাৎসী দলকে জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেই কি স্তালিন-বাদীরা বিশ্ব-বিপ্লবের মুখে জার্ম্মানীকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন? জার্ম্মান কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার কাজে হিটলার ও নাৎসী দলকে মদত জুগিয়েই কি স্তালিনবাদীরা জার্ম্মানীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন? "দেশ যতই সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে শ্রেণীসংগ্রাম ততই রক্তাক্ত ও তীব্রতর-হবে" এই কশাইখানার যুক্তির মতই কি বলা চলে. জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদের উদ্ভব—ইতালীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই আগমনী সঙ্গীত?

দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাংলার ঢাকা জেলায় যে বিশ্ব-বিখ্যাত মসলীন্ শিল্প গড়ে উঠেছিল তাকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে সে যুগের বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা সেই অসামান্য দক্ষ

বাংলার তন্তু-শিল্পীদের হাতের আঙুল নির্ব্বিচারে কেটে দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থে। তাতে শুধু ইংলণ্ডের বণিকশ্রেণীর স্বার্থই পুষ্ট হয়নি, ভারতীয় মসলীন শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুরূহ বাধা চিরতরে দূর করে ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদেরও সুবিধা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শ্রমিক ও ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর স্বার্থের মালা-বদল হয়েছিল।

বাংলার তাঁত শিল্প—মসলীন বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হল, এদেশের শিল্পীরা নিশ্চিহ্ন হল, কিন্তু ফেঁপে উঠল ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী, ব্রিটিশ বণিকশ্রেণী। বাংলার এই অসামান্য দক্ষ কারিগরদের ঝাড়ে বংশে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তো ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী কোনদিন বিদ্রোহ করেনি—প্রতিবাদও করেনি। প্রতিবাদ করেছেন এদেশের বুদ্ধিজীবিরা, রাজনৈতিক নেতারা—কর্ম্মীরা, অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাস বিশারদরাই। আবার ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কর্ম্মসূচী রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের ডাণ্ডির শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ভারতের আমেদাবাদ-বোম্বাই সহরের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তেমনি আবার ভারতের বস্ত্রশিল্পের মালিকদের সঙ্গে ভারতের বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে সাময়িক মিলনও ঘটেছিল। 'বিলিতি কাপড় বর্জন কর' আন্দোলন—এদেশের উঠতি বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের পথের বড় বাধা—উন্নত বিলিতি বস্ত্রশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—দূর করেছিল।

ভারতবর্ষে **ভেজাল ও দুর্নীতি** একটি কুৎসিত ব্যাধিরূপে সমগ্র সমাজকে আক্রমণ করেছে। এদেশে খাদ্যদ্রব্যে, শিশু খাদ্যে, এমনকি ওষুধে-ও ভেজাল অব্যাহত। ভেজাল বন্ধ করার জন্য এদেশে আইনের তামাশাও অবশ্য আছে! খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল দেবার ব্যাপারে আমাদের দেশে "শ্রেণী সচেতন" 'সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর' ভূমিকা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? ভোটের জন্য, নির্ব্বাচনে জয়-লোভে সত্য কথা বলার ক্ষমতা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা, মার্কসবাদী নেতারা, রাজনৈতিক কর্ম্মীরা হারাতে বসেছেন। মালিকরা তো নিজে হাতে নিজেদের বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন খাদ্য-বস্তুতে ওষুধে ভেজাল মেশান না? চাউল আটা ঘী, ডালডা-বনস্পতি, সরিষার তেল, চিনি, ডাল, মশলা, দুধ, জমাট দুধ, প্রকৃতপক্ষে প্রায় যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্যেই ভেজাল দেওয়া হচ্ছে সেই কারখানায় ও উৎপাদন সংস্থায় নিযুক্ত "শ্রেণী সচেতন" (?) শ্রমিকদের সাহায্যেই। এই নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করার সৎ সাহস আমরা হারিয়েছি।

শ্রমিকদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যাপক ভেজাল দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। ভেজাল খাদ্য খেয়ে, ভেজাল ওষুধ খেয়ে, ঐ শ্রমিক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরাই ধীরে ধীরে হৃত-স্বাস্থ্য ও পঙ্গু হয়ে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য ও ওষুধ খেয়ে মরছে অন্য কল-কারখানার শ্রমিকরাও। ভেজাল ওষুধের কারখানায় যারা কাজ করে তারা তো শ্রমিকই,—মালিক নিশ্চয়ই নয়; দুর্নীতিপরায়ণ নরপশু মালিক উন্নত বেতন-হার—মাগগিভাতা-বোনাসের ঘুষ দিয়ে সেইসব কারখানার শ্রমিকদের দিয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সমর্থনে, ভেজাল খাদ্য-দ্রব্য, ভেজাল ওষুধ তৈরী করাচ্ছে। মালিকের মুনাফার পাহাড় উঠছে। তার সবটাই লাভ; জাতি ও দেশ ধ্বংস হল কি না সেটা তার চিন্তা নয়। শ্রমিকেরও সাময়িক লাভ—চাকুরী অব্যাহত থাকছে, বেআইনী অসৎ কারবারে মালিকদের সাহায্য করার জন্য মোটা আয়ও অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রেও স্বার্থপর ট্রেড ইউনিয়ন-নিয়ন্ত্রিত ভ্রান্ত শ্রমিক ও প্রতিক্রিয়াশীল মালিক গৌর-নিতাই ভাই-ভাই।

ভারতের একচেটিয়া পুঁজির মালিক বিড়লা হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীর মালিক। সেই কারখানার ইউনিয়ন একটি বিশেষ মার্কসবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত। বিড়লার উক্ত মোটর কারখানায় 'এ্যামব্যাসাডর' গাড়ীর দাম যেমন বাড়ছে, গাড়ীর মান দিনদিন ততই অধোগামী হচ্ছে। মালিক-শ্রমিক এখানে ভাই-ভাই। গাড়ীর মান নিকৃষ্ট হওয়ায়—তার আয়ু খুবই কম—তাই ৩।৪ বছর অন্তর গাড়ীর মালিকদের পুরাণো গাড়ী বিক্রী করে নূতন অ্যামব্যাসা-ডর গাড়ী কিনতে হবে—এতে গাড়ীর চাহিদা বেশ থাকবে বছরের পর বছর ধরে, আর কালোবাজারের দাপটও বাড়বে। তাতে বিড়লা-গোষ্ঠীর গাড়ী-বিক্রয় ব্যবসায় জড়িত দালাল ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মূলধন না বিনিয়োগ করে, কোনরূপ বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে, কালো গাড়ীর কালো টাকার ব্যবসা ফেঁপে-ফুলে উঠবে। আর বিদেশ থেকে আমদানী-করা অপেক্ষাকৃত অল্প দরের অনেক গুণ উচ্চ-মানের মোটর গাড়ীর প্রতিযোগিতারও কোন ভয় নেই। কিন্তু গোটা দেশের অর্থনীতি যে ফোঁপড়া হয়ে যাচ্ছে—ভিতর থেকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝবার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসবাদীরা শিখিয়েছেন কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক দাবী আদায়ের রাজনীতি। আর মালিক শ্রেণীও বোঝে কেবলমাত্র তাদের মুনাফার সীমাহীন স্ফীতি। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি রসাতলে গেলেও তাদের কিছু আসে যায় না। মালিক

শ্রেণীও অর্থ নৈতিক স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত হচ্ছে। দু পক্ষই হাঁসের পেট চিরে সোনার ডিম বার করে নিতে উদ্যত। হাঁসের স্বাস্থ্য, ডিম-পাড়ার ক্ষমতা জিইয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করার কথা তারা ভাববে কেন? এখানেও তাই বিড়লা বাড়ীর সঙ্গে 'শোষিত' শ্রমিক নেতাদের শুভ দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। তবু এই দেশের জনগণ 'শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবার' তত্ত্ব এই মার্কসবাদীদের মুখে দিবারাত্র শুনছেন।

১৮ই জুন তারিখে বি এম. বিড়লা দিল্লীর প্রেস ক্লাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি বললেন: **"I am not wedded to any "*ism*". I have friends among Communists. (June 19, Indian Express: Express News Service)** আমি কোন ইজ্‌মের ধার ধারি না —তবে কমিউনিষ্টদের মধ্যে আমার বন্ধু আছেন।"

বিড়লারা খুব ধূর্ত। অতি সুন্দর ভাবে হাটের মাঝে কেমন হাড়িটা ফাটিয়ে দিলেন!

উক্ত প্রেস ক্লাবের সভায় বিড়লাকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল বিড়লাদের কারখানায় তৈরী 'এ্যামব্যাসাডর' মোটর গাড়ীব দাম ক্রমেই এত বাড়ছে কেন, আর তার মান দিন দিন এত খারাপই বা হচ্ছে কেন? তার উত্তরে বিড়লা বললেন:

"As for quality it is made by workers who are affiliated to the CPM." (June 19, Indian Express: Express News Service) তিনি নিকৃষ্ট মানের জন্য শ্রমিকদের দায়ী করলেন—আর বললেন এই শ্রমিকরা সব মার্কসবাদী দলভুক্ত—যে দলের মধ্যে বিড়লার অনেক "বন্ধু" আছেন। সত্যিই, কি বিচিত্র এই দেশ! এতবড় অভিযোগ বিড়লা করলেন; কই কোন জবাব তো ইউনিয়ন নেতারা দিলেন না? মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের একচেটিয়া ব্যবসা বিড়লাদের। গাড়ীর দাম বাড়ছে মান ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে, বহির্ভারতে রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়ে ধীরে ধীরে ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে; তবু ভারত সরকার নীরবে সহ্য করে এসেছেন। 'সমাজতন্ত্রী' ভারত সরকারের মুখ বন্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মুখও বন্ধ। রূপোর চাঁদির বাড়ি দিয়ে বিড়লারা ওদের ঠাণ্ডা করে রেখেছেন। গাড়ীর মান খারাপ হবার ব্যাপারে বিড়লা নিজের দায়িত্ব কি এড়াতে পারেন? কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বিড়লাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তিনি আরও হয়ত

গোপন হাঁড়ির এমন-এমন খবর ফাঁস করে দেবেন যে বিপ্লবের কুমড়ো পটাশ অকালেই ফুটি-ফাটা হয়ে ফেটে যাবে। 'হি হু পেইজ্ দি পাইপার কল্স্ দি টিউন।'

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বলা হয়েছিল :

"**Society as a whole is more and more splitting up into two great *hostile* camps, into two great classes *directly facing each other* – the bourgeois and the proletariat" (The Communist Manifesto)**।

লেনিনও বলেছিলেন "**State is the product of the *irreconcilable character of class antagonism***" – পরস্পর বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থের অনিবার্য সংঘর্ষের সমন্বয় কখনই সম্ভব নয়। এদের সম্পর্ক সাপে-নেউলের সম্পর্ক—খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। তাহলে বিড়লাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের এত হরিহরআত্মা হয় কি ভাবে? সম্পর্ক কত গভীর কত নিবিড় হলেই না—রুদ্ধ-দুয়ার নিভৃত কক্ষে রহস্যজনক পরিবেশে বিড়লার সঙ্গে গোপন বৈঠক বসে! 'বিড়লা বাড়ীর রহস্য' ফাঁস করলেন শেষে কিনা বিশিষ্ট সাংবাদিক অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্ম্মন (Mystery of the Birla House)। কিন্তু সব গোপন তথ্য তো জানার কথা বিড়লা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত "শ্রেণী সচেতন" শ্রমিকদের, বিশেষ করে "বামপন্থী" বুদ্ধিজীবি 'হোয়াইট কলার' কর্ম্মচারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। কিভাবে চুরি দুর্নীতি হচ্ছে, আয়কর বিক্রয়কর ফাঁকি দিয়ে দেশের সার্ব্বিক স্বার্থের সর্ব্বনাশ করছে এই একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা সে সমস্ত খবর তো এদের হাতের মুঠোয়। তবে কেন সেই সব তথ্য ফাঁস হয় না? দেশের স্বার্থে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, একচেটিয়া পুঁজির উপদ্রব থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য বিড়লার কারবারে নিযুক্ত বুদ্ধিজীবি শ্রমিকরা কেনই বা এগিয়ে আসেন না?

ঐ একই দাওয়াই। অর্থনৈতিক স্বার্থের সুড়সুড়ি। নিজেরা মোটা বেতন পাচ্ছি, বোনাস পাচ্ছি, আবার কি চাই? দেশের কথা জনগণের কথা ভাববার প্রয়োজন তো আমাদের নেই! ওসব কথা সভায় বক্তৃতার জন্য তোলা থাকে। বিড়লা বড়াই করে বলেছেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ভালভাবেই জানেন যে বিড়লারা শ্রমিকদের নাকি "ন্যায্য বেতন" দিয়ে থাকেন এবং দিতে সব সময়ই প্রস্তুত (Hindusthan

Standard, June 1)। তাই এই "ন্যায্য বেতনের" বিনিময়ে সমস্ত অন্যায় দুর্নীতি উৎকোচ ভ্রষ্টাচার সহ্য করা চলে।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অভিন্নতার কথা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়ার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক ও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের সম্পর্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক ও দারিদ্র্য-জর্জ্জর দারুণ পিছনে-পড়ে-থাকা নিগ্রো শ্রমিকদের ব্যবধান কে না জানে? আমেরিকায় পিছিয়ে-পড়া নিগ্রো সমাজের প্রতি অন্যায় অবিচার অবহেলা লক্ষ্য করার সুযোগ আমার হয়েছে। কল-কারখানায় কাজ করছে—বালির দানার মত পাশাপাশি রয়েছে, কিন্তু কোন আত্মিক বন্ধন, প্রাণের টান নেই; শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সমাজের মধ্যে ঈর্ষা হিংসা অবিশ্বাসের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির যুগে যে উদারনৈতিকতার ও প্রগতিশীল ভাবধারার নব জোয়ার এসেছিল, সে সময় ডক্টর মার্টিন লুথার কিং, রবার্ট কেনেডি—এডোয়ার্ড কেনেডির নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গ অবহেলিত উপেক্ষিত নিগ্রোদের নূতন মর্য্যাদা ও অধিকার অর্জ্জনের যে বিরাট গণ আন্দোলন সুরু হয়েছিল (Civil Rights Agitation) জন কেনেডির মর্ম্মন্তুদ হত্যার পর কোন্ রহস্যজনক কারণে তা স্তিমিত হয়ে গেল? সে দেশের শ্বেতাঙ্গ উদারপন্থী—'নয়া বামপন্থীরা' (New Left) শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-নীতির বিরোধিতার মধ্যেই তাদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন। আর সেই সঙ্গে সেদেশে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক আন্দোলন—যা সে দেশের মহান নেতা ডক্টর মার্টিন লুথার কিং সুরু করেছিলেন—তাতে ভাঁটা পড়ে গেল কোন্ রহস্যজনক কারণে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবতাবাদী যুক্তিবাদী শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের, সে দেশের নয়া 'বামপন্থীদের' (New Left) (শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ) একদিন এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবেই। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরোধিতার সঙ্গে শোষিত নিগ্রো সমাজের স্বাধিকার অর্জ্জনের লড়াই একই সঙ্গে চলার ও আরও জোরদার হবার পথে বাধা কোথায় ছিল? কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সন্দেহের চোখে দেখছে। কেন?

চেকোশ্লোভাকিয়ার ডুবচেকপন্থী শ্রমিক এবং স্তালিনবাদী রক্ষণশীল নভোৎনি-পন্থী শ্রমিক, হাঙ্গেরীর ইমরে ন্যাগী-পন্থী শ্রমিক এবং স্তালিনবাদী রাকোসি-পন্থী শ্রমিক, তিব্বতের মুক্তিকামী মেহনতী

শ্রেণীর মানুষ ও স্বাধীনতা-লুণ্ঠনকারী চীনা ফৌজের স্বার্থ কি এক অভিন্ন?

আমরা অবিভাজ্য স্বার্থ-তত্ত্বকে আর একদিক থেকে উত্থাপন করতে পারি: কৃষি-শ্রমিক ও সহরাঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ কি এক? সহরাঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকদের 'প্রয়োজন-ভিত্তিক' বেতন ও মজুরীর কথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলে থাকেন। কিন্তু গ্রামের কৃষি-কর্ম্মী ক্ষেতমজুরদের জন্য তো সে দাবী ওঠে না? কেন? সহরের শ্রমিকশ্রেণীও গা দেন না এ ব্যাপারে। কারণ ওদের প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরীর দাবী স্বীকৃত হলে খাদ্য শস্যের দাম বাড়বে, আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো, কচু, ঝিঙে, বেগুন, শাক-শব্জীর দাম বেড়ে যাবে। তাহলে মাগ্‌গীভাতা বর্দ্ধিত বেতন বোনাসের একটা বড় অংশ, বেশী দাম দিয়ে নিত্যদিন ঐসব নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে ব্যয় হয়ে যাবে যে। অথচ নাকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা করতে শ্রমিক শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্যই বেতন ও মাগগীভাতা বৃদ্ধির দাবী, পে কমিশনের রিপোর্ট অংশে কার্য্যকরী করার দাবী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে প্রচুর। শ্রমের মর্য্যাদা সে দেশে অসামান্য। কলকারখানায় শ্রমিক খুব সুশৃঙ্খল, সুকঠোর পরিশ্রমী,—উৎপাদনে ও কাজে ফাঁকি দেবার নীতিকে তারা ঘৃণা করে। সেদেশে বৈষয়িক উন্নতিও ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। সেদেশের কল-কারখানার শ্রমিকদের জীবনের মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু যে হারে কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে—তার তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপার্জ্জনের পরিমাণ অনেক কম। সেদেশের কৃষকশ্রেণীও সহরাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থপরতার মুখোস খুলে দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। গ্রামের কৃষকদের—তাদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে—সহরের শ্রমিকরা সাড়া দেননা—কেননা তারা আশঙ্কা করেন—এতে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়বে। সহরের মানুষের অসুবিধা হবে তাতে! গ্রামের কৃষি-কর্ম্মীরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন শোষণের বিরুদ্ধে দেখে এসেছি সেদেশে। তবে সফল কতটা হবেন তাঁরা জানি না।

কিছুকাল আগে একটি ছোট্ট সংবাদে প্রকাশ যে আমেরিকার খামার শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড ফার্ম্ম ওয়ার্কার্স্ অরগ্যানাইজিং কমিটি' আন্দোলনের পথে নেমেছেন। ব্রিটেনের 'ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড জেনারল্ ওয়ার্কার্স্

ইউনিয়ন' ব্রিটিশ শ্রমিকদের ঐক্যও সংহতি-বোধের নিদর্শন স্বরূপ একটি "স্বাধীনতার ঘণ্টা", 'ফ্রীডম্ বেল্', উপহার দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই খামার-শ্রমিকদের সংস্থাটিকে। ওয়াশিংটনে এই 'স্বাধীনতার ঘণ্টাটি' টাঙানো হয়েছে। সম্প্রতি এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে সে দেশের কৃষি শ্রমিক নেতা **সিজার চ্যাভেজ** ঘোষণা করেন :

"যতদিন আমেরিকার কৃষি শ্রমিকগণ শিল্প-শ্রমিকদের মত **মার্কিন শ্রম আইনের** সমস্ত সুযোগ-সুবিধা না পাচ্ছেন, যতদিন সংঘ গঠনের এবং দাবী পূরণের জন্য যৌথ-চুক্তি নিষ্পন্ন করার পূর্ণ অধিকার অর্জ্জন না করছেন ততদিন এই ঘণ্টাটি এইভাবে রাজধানী ওয়াশিংটনে শৃঙ্খলিত থাকবে। (যুগান্তর; ওয়াশিংটনস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত সংবাদ)

যে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের এত উন্নতি হয়েছে (বেকার অবহেলিত নিগ্রোরা ছাড়া), যে-দেশের কলকারখানার শ্রমিক অনমনীয় দৃঢ়তা ও বজ্রকঠোর সঙ্কল্প নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ অসামান্য সাফল্য অর্জন করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, সেদেশে আজও খামার-শ্রমিকদের এত পিছিয়ে পড়ে থাকার কারণ কি? কৃষি-খামারের শ্রমিক, গ্রামের গরীব ভূমিহীন কৃষক মজদুরদের নীচের তলায় দাবিয়ে রেখে ভাগ্যোন্নয়নের-আত্মোন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে সহরের শ্রমিকরা, শিক্ষিত কল-কারখানার দক্ষ শ্রমিকরা, অফিসের কর্ম্মচারীরা তরতর করে উপরে উঠে যাবেন এইতো শ্রেণী সচেতনতার নমুনা! এক শ্রেণীর শ্রমিক আর এক শ্রেণীর শ্রমিককে অতি নিম্নমানের জীবনযাত্রায়, অতি নিম্ন-আয়ের 'দিন-যাপনের প্রাণ-ধারণের গ্লানির' শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকতে দেখেও তার প্রতিকারের জন্য নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে নীচের তলার উপেক্ষিতদের হয়ে সংগ্রামের জন্য তে ডাক দেয়না? কোথায় স্বার্থ ত্যাগের আহ্বান—কোথায় পরার্থে স্বার্থবর্জ্জনের, আত্মনিবেদনের প্রস্তুতি? কি জড়বাদী, পশ্চিম দুনিয়া, পুঁজিবাদী কি মার্কসবাদী দুনিয়া তাই মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি।

বিশ্বকে ভারতবর্ষের দিকেই চাইতে হবে। **স্বামী বিবেকানন্দের** সেই মহাবাণীকে গ্রহণ করতে হবে : "তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবন ধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই মরিয়া আছে।" এই ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সাম্যের সন্ধান মিলবে।

পুঁজিপতিদের নিজেদের স্বার্থের মধ্যে যেমন অভিন্নতা নেই তেমনি

শ্রমজীবিদের মধ্যেও নেই। যেমন ধরা যাক বিড়লার **হিন্দুস্থান মোটর্স কোম্পানীতে** তৈরী মোটর গাড়ীর মান ক্রমশই নেমে যাওয়া ও দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে যদি কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে বিদেশী মোটর গাড়ী এদেশে আমদানী (অনেক উচ্চমানের অথচ অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের) সংক্রান্ত কড়াকড়ি হ্রাস করেন ও বিদেশী গাড়ীর শুল্ক যদি কমিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে বিদেশী গাড়ী অনায়াস-লভ্য করার নীতি নেন তাহলে বিড়লারা ও তাদের কারখানার শ্রমিকরা একজোটে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন শ্লোগান দেবেন : "এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে। জিততে হলে ঐক্য চাই ; এই ঐক্য দেবে কে ? তুমি আমি আবার কে ?"

এই পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন কল-কারখানায় ভারতের অন্য রাজ্য থেকে আগত ভারতীয় শ্রমিক বেশী সংখ্যায় কাজ করেন। 'প্রদেশের সন্তানরা' এই সব চাকুরী থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনার রাজনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মদত জুগিয়ে থাকেন। যদি বাংলার এই বেকার কর্ম্মক্ষম সন্তানরা চাকুরীতে অগ্রাধিকার দাবী করেন—চারিদিকে হৈ হৈ রব উঠে যাবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। বামপন্থী নেতাদের পায়ের তলা থেকে জমি সরে যাবে—দলের তহবিলে শিল্পপতিদের দাক্ষিণ্য আর জমা পড়বেনা—নেতাদের অনেকের পকেটই গড়ের মাঠ হয়ে যাবে।

যত দোষ করল ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র প্রদেশের 'শিবসেনা'? কর্ম্মক্ষম বেকারদের চাকুরী আশ্রয় জীবিকা দাবী করেছে সেই সংস্থা। ইংলণ্ডের শ্রমিক তাই করেছে—সিংহলে বামপন্থী পরিচালিত শ্রমিকরা নিজেদের বংশোদ্ভূত শ্রমিকদের চাকুরীতে অগ্রাধিকার দাবী করেছে ;—"**শিবসেনা**" মহারাষ্ট্রে সেই দাবী করেছে—বিহারে ডক্টর **রাজেন্দ্রপ্রসাদ** সে রাজ্যের বঞ্চিত-অবহেলিত কর্ম্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার অনেক আগেই সেই দাবী করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্য-সরকারগুলি 'প্রদেশের সন্তানদের' অগ্রাধিকারের আইন তৈরী করতে ব্যস্ত।

আবার কলকারখানায় এ দেশে মালিকদের সঙ্গে ইউনিয়ন নেতাদের যে-চুক্তি সম্পাদিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব লিখিত চুক্তির অন্যতম সর্ত : "কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের আত্মীয় পরিজনদেরই নূতন নিয়োগের সময় অগ্রাধিকার দিতে হবে।" ফলে 'এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জ' ও সরকারের আইন কানুন নিছক তামাশায় পরিণত হয়। আবার এই ধরণের সর্ত-সম্বলিত চুক্তি

যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন দেখা যাবে—কারখানার গেটের মুখে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বক্তৃতা করছেন ঘন ঘন করতালির মধ্যে "দুনিয়ার মজদুর এক হও"! কিন্তু অগ্রাধিকারের বেলায় স্মরণ করা হবে "আত্মীয়দেরই"।

প্রসাধন দ্রব্যসামগ্রীর (Luxury goods) ওপর যদি সরকার বেশী রকম করের বোঝা চাপান তাহলে শ্রমিক ও মালিক খুশীমনে মেনে নেবেনা—দুদিক থেকেই প্রতিবাদ আসবে। মালিকের লভ্যাংশ কমবে শ্রমিকদের কর্ম্মসংস্থান সঙ্কুচিত হবার আশঙ্কা থাকবে। ট্রাম বাস-ট্রেনের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের বলুন তো : "আপনারা বেতন বৃদ্ধির দাবী করুন, বেতন বাড়িয়ে নিন আপত্তি নেই—; কিন্তু ট্রাম-বাস-ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করা চলবে না এবং বৃদ্ধি করলেই আপনারা লাগাতার ধর্ম্মঘট যেন করেন।' দেখবেন কোন সাড়া মিলবেনা শ্রমিক কর্মচারী-দের কাছ থেকে। ট্রাম বাসের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ঘটল কিন্তু অন্যান্য শ্রমিক ও গরীব জনসাধারণকে প্রতিদিন বেশী ভাড়া দিয়ে ট্রাম বাস চড়তে হবে। ইউনিয়ন নেতারা বলবেন : "কর্ত্তৃপক্ষ কিভাবে বাডতি ব্যয়ের টাকা সংগ্রহ করবে সে তার দায়-দায়িত্ব। জিনিষের দাম বাড়ে বাড়ুক, ভাড়া বাড়ে বাড়ুক। আমরা অতশত বুঝিনা। আমাদের পাওনাটা মিটলেই হল।" মালিকরা শ্রমিকদের 'কিছু' পাইয়ে দিয়ে জিনিষের দাম বাড়িয়ে জনগণের, অন্যান্য শ্রেণীর গরীব শ্রমিকদের গ্রামের কৃষিজীবি শ্রমিকদেব পকেট কেটে বহুগুণ বেশী মুনাফা শিকার করে নিলে ট্রেড ইউনিয়ন তো তার প্রতিরোধ করে না? ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা যেন বড বড় কষ্ট-এ্যাকাউন্‌ট্যাণ্ট, মূল্য-নীতি বিশারদ! এখানেও মালিক ও 'বিপ্লবী' শ্রমিক নেতারা গৌর-নিতাই ভাই-ভাই। মরে গরীব জনসাধারণই।

আমদানী বাণিজ্যে (Import trade) নিযুক্ত বণিকের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে দেশে উৎপাদনকারী শিল্পপতির (Home manufacturer) স্বার্থের সংঘাত আছে। আমদানী বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের মন খুশীতে ভরে ওঠে যখন আমদানী ব্যবসা (Import trade) ফেঁপে ফুলে ওঠে। কিন্তু যে-সব দ্রব্য-সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, ভোগ্য পণ্য আমদানী করা হয়—সেই সব দ্রব্য স্বদেশে যেসব কলকারখানায় উৎপন্ন হয়—সেখানকার শ্রমিকরা তাতে কিন্তু সন্তুষ্ট হয়না—তাদের মালিকরাও খুশী হয় না। আবার দেখা যাবে উন্নতির ('বুম') সময় (Periods of Prosperity) মালিক-শ্রমিক সবাই সন্তুষ্ট এবং 'মন্দার' সময় (Depression) মালিক শ্রমিক উভয়েই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কত রকমের ভাগাভাগি রয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাস (Economic stratification) সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে (Social classes) পর্য্যবসিত হচ্ছে। প্রভূত শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুভূমিক (Horizontal) শ্রেণীবিন্যাস রচিত হচ্ছে। সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন সমাজতত্ত্ববিদ বলছেন—মোটামুটি ভাবে দু'টি প্রধান স্তরে এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে ভাগ করা যায়,—যথা (১) 'The Diploma Elite'—(সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বড় হয়েছেন বা সফলতা অর্জ্জন করেছেন, (২) 'The supporting classes'। আবার The Diploma Elite শ্রেণীকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন : (ক) The Real Upper Class,—প্রকৃত ওপর তলার শ্রেণী, (খ) The Semi-Upper Class—আধা ওপর তলার শ্রেণী। আর যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মী ও শ্রমজীবিদের সমর্থনের ওপর The Diploma Elite শ্রেণী বহাল তবিয়তে রয়েছে সেটা মোটামুটি নাকি আরও তিনটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : (গ) The Limited Success class—যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য অর্জ্জন করেছে, (ঘ) The Working Class—শ্রমজীবি শ্রেণী ; ও (ঙ) The Real Lower Clas.—প্রকৃত নীচের শ্রেণীভুক্ত মানুষ। (*The Status Seekers* ;—By Vance Packard. P. 41)। লেখক কিন্তু বলেছেন আরও অনেক ধরণের মানুষ আছেন যাঁরা এই ৫টি শ্রেণীব কোনটির মধ্যেই পড়েন না। যেমন—বুদ্ধিজীবিরা (Intellectuals), ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ইত্যাদি। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তাই স্বার্থের অবিভাজ্যতা মেনে নেওয়া যায় কি ?

এ অবস্থায় 'বিপ্লবী' কর্ম্মসূচীকে রূপ দেবার দায়িত্ব মূলত প্রো-টেরিয়েট শ্রেণীর এ-কথা বললে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধোপে তা টিকবেনা। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী-ই সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী একথা বললে অনেক অস্পষ্টতা থেকে যায়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ উপ-শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লবী ? ভারতবর্ষে যে শ্রমিকরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে কল-কারখানায়, ঠেলাওয়ালা ও রিক্সা চালক, গরীব কৃষক, কৃষিশ্রমিকরা—না, জীবন বীমা—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্কের হোয়াইটকলার কর্ম্মচারীরা—কারা বেশী সংগ্রামী ? যারা স্বার্থ ত্যাগ করতে শেখেন নি, স্বার্থ ত্যাগের কথা যারা মুখে ভুলেও উচ্চারণ করেন না, অর্থ-নৈতিক দাবী আদায়কারী আত্ম-কেন্দ্রিক সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষরা সমাজ-

তান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করবেন,—না পরার্থপরতার আদর্শে যারা বিশ্বাসী তারা নেতৃত্ব দেবেন।

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ত সহরে যে-শ্রমিকরা 'রুশ লাল ফৌজের' বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিয়েছিল বা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে যে-শ্রমিকরা রুশ আক্রমণকে প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল নিগৃহীত হয়েছিল তারা বিপ্লবী, না যারা স্বদেশের স্বাধীনতার ওপর ধর্ষণকে সমর্থন জানিয়েছিল তারা প্রকৃত বিপ্লবী ? আমেরিকার যে-শ্বেতাঙ্গ সম্ভোগবাদী শ্রমিক নিগ্রো শ্রমিকদের ন্যায়-বিচারের লড়াই-এ সামিল হচ্ছে না তারা—না কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো শ্রমিকরা সে-দেশের বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে ? ইংলণ্ডের যে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা রক্ষণশীল দলকে ভোট দিয়েছেন তাঁরা বিপ্লবী—না যাঁরা শ্রমিক দলকে সমর্থন করেছেন—তাঁরা ? ভারতের ঐতিহাসিক আগষ্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী গ্রামের কৃষক, সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত ছাত্র যুবকরা বেশী বিপ্লবী ছিলেন—না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনকারী সে সময়ের বর্দ্ধিত বেতন-লোভী শ্রমিক শ্রেণী বেশী প্রগতিশীল ছিল ?

ভারতবর্ষের মত একটি অনগ্রসর পিছিয়ে-থাকা জাতির ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে দেশের জনগণ কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ দেশের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য করতে প্রস্তুত তার ওপর। সকলের সঞ্চিত শ্রমের শক্ত ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠবে জাতীয় সমৃদ্ধির মঞ্জিল, আসমানে নয়। ত্যাগ ও দেশপ্রেমের আদর্শে সর্ব্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মহাসঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে যারা বদ্ধপরিকর, আগামী দিনের সুখী সমৃদ্ধ সুশৃঙ্খল শক্তিশালী শোষণমুক্ত ভারতবর্ষ তাদেরই দিকে চেয়ে আছে। বিপ্লব হবে জনগণের, রাষ্ট্র হবে জনগণেব, দেশ-গঠনকারী রাজনৈতিক দলও হবে জনগণেরই। মনুষ্যত্বের শাশ্বত মূল্যবোধের নিরীখেই মানুষের বিচার হবে, অন্য নিরীখে নয়। সেই শাশ্বত মানবতার ভিত্তিতেই বিশ্বের সকল মানুষের অবিভাজ্য সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে কোন কল্পিত ও প্রচারিত শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতে নয়।

মনুষ্য জাতির ইতিহাসের ব্যাখ্যায় 'শ্রেণী-সচেতনতা' তত্ত্বের ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু ? রোম-সাম্রাজ্যের পতন ইতালীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রলিটারিয়েট শ্রেণী ঘটায় নি। বিদেশীদের, আক্রমণের মুখেই তা ধ্বংস হয়। রোমের ক্রীতদাসরা কেন তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতের মুঠিতে নিতে পারল না ? কেন জার্ম্মানী-ইতালী-জাপানের শ্রমিকরা

ফ্যাসীবাদকে জয়মাল্য পরিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিল? কেনই বা রাশিয়ার শ্রমিকরা স্তালিনের একনায়কত্বের ভয়াল ভ্রূকুটির কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রে দাসত্বের জয়ধ্বনি দিল? কেনই বা চীনের 'শ্রেণী-সচেতন' শ্রমিক চীনের সেনাবাহিনী PLA-পরিচালিত অর্থনীতিকে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামক গণতন্ত্র-বিধ্বংসী ভাবধারাকে মেনে নিল? কেনই বা ভারতের শ্রমিক শ্রেণী ১৯৪২ সালের গণ বিপ্লবকে, 'নেতাজীর' আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযানকে স্বাগত জানাল না? কেনই বা স্তালিন-হিটলারের বীভৎস হত্যালীলায় শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহ করল না? ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পৈশাচিকতা চিরতরে বন্ধ করতে কেনই বা আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী রুখে দাঁড়াল না বা নিগ্রোদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের পথে পা বাড়াল না কেন? সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী চেকোস্লো-ভাকিয়ার ওপর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার আক্রমণকেই বা কেন রাশিয়ার শ্রমিক নিন্দা পর্যন্ত করল না? 'স্বাধীনতাকামী' লাল চীনের শ্রমিক শ্রেণী মুক্তি-পাগল তিব্বতীদের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধেই বা রুখে দাঁড়াল না কেন? কেনই বা শ্রমিক শ্রেণী স্বার্থপর রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নক হয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে সম্মত হল? আর শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অভিন্নতা প্রমাণ হলেই যে শ্রমিক শ্রেণী যুক্তিবাদী আচরণধর্ম্মী, বিবেচক হবে ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেবেই এমন তো কথা নেই। ইতিহাসও তা বলে না। আর সমগ্র জাতি-সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সত্তার স্বাতন্ত্র্য বা কৌলিন্য দাবী করতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী—তাত্ত্বিকদের ভাষ্য সত্ত্বেও।

চব্বিশ

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এমন-এমন সমস্যার উদ্ভব হবে যার সমাধান এই অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে আদৌ সম্ভব হবে না। পুঁজিবাদ যেহেতু তার ক্রমবিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপরই নির্ভরশীল—সেইহেতু কোন সার্ব্বিক জাতীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা পুঁজিবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আদৌ নয় পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতিতেই শিল্পোন্নয়ন ও উন্নত টেকনলজীর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ সম্ভব। যেহেতু 'সমাজতন্ত্র' একটি আর্থিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল—সমাজতন্ত্রেই কারিগরি উন্নয়ন—টেকনলজির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গবেষণা, নব নব আবিষ্কার, তার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে। পুঁজির মালিকরা লাভের অঙ্কটা বিচার করে সর্বাগ্রে,—তাই কোন উদ্যম লাভজনক না হলে পুঁজিপতিরা—তার জন্য ব্যয় বা গবেষণার আয়োজন করে না। তাছাড়া এই শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত করতে হলে যে বিপুল অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা একান্ত দরকার সেটা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব,—ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্য হয়েছে সেটা অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে দেখা দরকার। শিল্পোন্নয়ন ও টেকনলজির উন্নতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া—পুঁজিবাদী 'পশ্চিমী দুনিয়া' থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সোভিয়েট রুশ পদার্থ বিজ্ঞানী—ডক্টর শাখারভ তাঁর বিতর্কিত ঐতিহাসিক পত্রে **লিওনিদ্ ইলিচ ব্রেজনভ্**কে লিখেছেন :

"In the course of the past decade menacing signs of break down and stagnation have been discovered in the economy of our Country.........Comparing our economy with that of the *West* we see that ours lags not only in *quantitative* but also—saddest of all—in *qualitative* respects. We surpass America in the mining of coal, but we lag behind in oil-drilling, lag

very much behind in gas-drilling and in the production of electric power, hopelessly lag behind in chemistry and definitely lag behind in Computer technology. As for the use of computers in the economy……a phenomenon that has deservedly been called the *second industrial revolution*…. *here the gap is so wide that it is impossible to measure it ; we simply live in another epoch*……

At the end of the 1950 our country was the first to launch a *sputnik* and it sent a man into space. At the end of the 1960s *we lost our lead* and the first men to land on the moon were the Americans….The Second Industrial Revolution began and now at the beginning of the 1970s we can say that *not only* did *we not catch up with America but the gap between these countr'es is becoming greater and greater*………" (*News Week*, 15th April 1970 p. 12)

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার পেছনে পড়ে আছে বলে ডক্টর শাখারভ আক্ষেপ করেছেন। রাশিয়ার নেতারা বলেছিলেন ১৯৭০ সালের মধ্যে রাশিয়া আমেরিকাকে শিল্পোন্নয়ন ও বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। অথচ ১৯৭০ সালে রাশিয়া আমেরিকাকে তো এগিয়ে ধরতে পাবেই নি বরং দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। রাশিয়াই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম স্পুটনিক্ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিল। মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠিয়েছিল—অথচ সেই চন্দ্রাভিয .ন—আমেরিকাই প্রথম চাঁদে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, রসায়ন-বিজ্ঞান, কম্‌পিউটার টেকনোলজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া প্রচুর পিছিয়ে আছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যবহারকে **"দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব"** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দিতে পারল না কেন? এই "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" ক্ষেত্রে দেখা যায় আমেরিকায় উন্নত টেকনোলজির গবেষণার জন্য টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা মার্কিনীদেরই আজ সবচেয়ে বেশী। জাতীয় উৎপাদনের মোট ৪·৬ ভাগ খরচ হয় আমেরিকায় জাতীয় গবেষণার জন্য।

ইউরোপে ঐ হার ২·০১ ভাগ। গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে মাথাপিছু বছরে ৯৪ ডলার। পৃথিবীর কোন 'সমাজতান্ত্রিক' দেশই এত ব্যয় করতে পারছে না।

রাশিয়ার মত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ—'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের' 'মিত্র' কট্টর 'পুঁজিবাদী' জাপানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অনুন্নত রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলকে গড়ে তোলার জন্য। মোটর গাড়ী নির্ম্মানের জন্য ফরাসী-ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড কোম্পানীর সাহায্য চেয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া পশ্চিম জার্ম্মানী, ফরাসী ও ইতালীর ন্যায় বুর্জোয়া দেশগুলির কাছে বৈষয়িক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেনি। দ্য-গল-পন্থী "দক্ষিণ পন্থী" ফরাসী সরকারের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে দুই দেশের মধ্যে। আমেরিকার বিখ্যাত মোটর গাড়ী নির্ম্মানকারী ফোর্ড কোম্পানী—মোটরগাড়ী ট্রাক্ নির্ম্মাণের ব্যাপারে রাশিয়াকে সাহায্য করতে গরিমসি করায় রাশিয়া এই ব্যাপারে ফরাসী দেশ ও ইতালীর দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছে বর্তমানে।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব উৎপাদিকা-শক্তি অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে ও কায়িক ভারী শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান দূর করে একটি মার্কসিষ্ট বলিষ্ঠ স্বপ্নকে রূপায়িত করেছে **অটোমেশন**। অটোমেশন-নীতি বা কমপিউটার টেকনোলজি প্রয়োগ করার অন্যতম অনিবার্য পরিণতি হল কলকারখানা শিল্প সংস্থাগুলি বাড়তি শ্রমিক-মুক্ত হওয়া (**redundancy of labour**)।

রুশ অর্থনীতি বিশারদ **Ye Manevich** কিছুকাল আগে একটি প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন·······**"freeing enterprises of *redundant workers will* be of really tremendous significance for the further development of socialist production and will allow us more fully to utilise the advantages of socialist economy"**। পুঁজিবাদী দেশের মত সমাজতান্ত্রিক দেশেও উন্নত টেকনলজি প্রয়োগের ফলে বাড়তি শ্রমিক সমস্যা (**redundancy of labour**) দেখা দেবে এবং প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যা সেসব দেশে দেখা দিয়েছেও। উক্ত রুশ অর্থনীতিবিদ আরও বলেছেন:

"The process of making the working force redundant is one

of the forms of the law of economizing labour time"। উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা—অর্থাৎ পরিমিত শ্রমের ব্যবহার-রীতি প্রতিফলিত হচ্ছে—এই উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে।

রুশ সমাজ, আগেই বলেছি, সবাসরি **লাভ-ভিত্তিক** (Profit-oriented) অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৪১ সালের ৯ই অক্টোবর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সরকারী নির্দেশনামা জারী করেন শিল্প ব্যবস্থা ও উদ্যোগকে কেন্দ্রীয় আইন ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার কড়াকড়ি থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন (liberal management system that would sharply reduce cumbersome and defective planning controls"—Statesman ; Oct 11) এই নির্দেশনামা জারীর অন্যতম পরিণতি হল 'বাড়তি' 'অপ্রয়োজনীয়' শ্রমিকদেব ব্যয়-ভার বহনের বোঝা হাল্কা করার ক্ষমতাও শিল্প পরিচালক মণ্ডলীর হাতে তুলে দেওয়া (right to hire and fire)।

"With too many people doing unnecessary work or duplicating other peoples' functions and too few workers where they are needed, the Soviet Party's Central Committee has called on ministries, industries and all other employment centres *to reduce their managerial staff by rationalising the manage -ment process.*" (Amrita Bazar Patika ; November 3, From E. B. Brook ; Despatched from Vienna)। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই নীতি কার্য্যকরী কবা হলে অপ্রয়োজনীয শ্রমিক (Redundant-work force) বাবদ দেশের অর্থনীতিতে যে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ব্যয় হয়ে থাকে সেই বাবদ ১৯৪০-৪১ সালে ১৭০ কোটি রুবল ব্যয় হ্রাস পাবে ('The aim of the economy in personnel was to save by next year 1700 million reubles')। রাশিয়া এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে Shchokino Chemical Plant-এর "বৈপ্লবিক পরীক্ষার" উৎসাহ-ব্যঞ্জক ফলাফলের উল্লেখ করেছে।

এই কারখানায় ৮৭০ জন শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। শ্রমিকদের উৎপাদনের শক্তি শতকরা ৮৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে—আর মোট উৎপাদনও নাকি ৮০ ভাগ বেড়েছে। এর ফলে অবশ্য শ্রমিকদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে—বিক্ষুব্ধ শ্রমিক শ্রেণীর করারই বা কি আছে? বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তো আর সম্ভব নয়—কেননা শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র তাদের স্বার্থেই সবকিছু হচ্ছে যে! তাদের ভালমন্দ বিচারের ভার 'পেশাদারী বিপ্লবী' শ্রেণীর তক্‌মা-আঁটা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর যে! অবশ্য রুশ শ্রমিক ইউনিয়নগুলির পত্রিকায় এই 'বৈপ্লবিক প্রস্তাব' শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা ছাপেন নি, হয়ত রাগ করেই (Trud-Trade Union Newepaper)।

Gerald Segal বলছেন : The need to economize on labour time or what is another way of saying the same thing— the need to raise labour productivity by using the latest techniques in prodution and management (Automation and Cybernetics being the symbols of this process in both East and West) is one of the most pressing of current Soviet problem•. Unless this need can be met there can be no hope of the U.S.S.R's catching up with U.S. production levels and offering the Soviet population a standard of living comparable to that achieved under the American system of capitalism"(*Automation* Cybernetics and Party Control ; By Gerald Segal).

কোন জিনিষ উৎপাদন কবতে শ্রমিক-কর্ম্মচারী নিয়োগ ক'রে যে সময় লাগে সেই সময়কে কমিয়ে আনাই **অটোমেশনের** অন্যতম লক্ষ্য। ভাষান্তরে, আধুনিকতম উৎপাদন-শৈলী প্রয়োগ করে শ্রমিক-পিছু উৎপাদন সর্ব্বাধিক বাড়াতে হবে। রুশ অর্থনীতিতে উৎপাদন হ্রাস-সমস্যা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই আধুনিকতম উৎপাদন-শৈলী প্রয়োগেব ওপব নির্ভব করছে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে দৌড় পাল্লায় আমেবিকাকে ধবতে পারবে কি না, তার দেশের জনগণের জীবন ধারণের মান অন্তত আমেরিকার সমতুল্য হবে কিনা, সে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্ব্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কি না।

যে-প্রতিযোগিতাকে (Competition) **মার্কস** অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন এখন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে সেই প্রতিযোগিতাই কারিগরি উন্নয়ন নিত্য নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মূলে কাজ করছে। পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এই প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি-কে প্রকারান্তরে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

"The pace of technology is set not by edict but by *competition*" (Science And Technology In Europe, Edited by E. Moorman, p. 116)

আইন পাশ করে, ফারম্যান জারী করে কোন দেশে কারিগরি উন্নয়ন হয়না। পুঁজির প্রাচুর্য্য থাকলেই হবেনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে রাজনীতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হয়। বিজ্ঞান রাজনীতি ও মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ, তাই তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করলে সেই মূঢ়তার মোটা খেসারত দেশকে দিতেই হবে। কমিউনিষ্ট দেশগুলির বাণিজ্য চুক্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রাশিয়ার সঙ্গে 'কমিকন' (Comecon) সংস্থাভুক্ত পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে যেমন এই কারিগরি উন্নয়নের ও জ্ঞানের ব্যবধান (technological gap) আছে—তেমনি ব্যবধান রয়েছে—কারিগরি জ্ঞানের ক্ষেত্রে—আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের 'বুর্জ্জোয়া' দেশগুলির মধ্যেও।

রাশিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিজস্ব গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান, তথ্য, তার নিজের প্রয়োজন মত সরবরাহ ক'রে থাকে। সামরিক ও তথাকথিত নিরাপত্তা-জনিত কারণে (অজুহাত) 'কমিকন' সংস্থা-ভুক্ত দেশগুলিতে এইসব জ্ঞান ও তথ্য অবাধে যাতে আদান প্রদান না হয় তার জন্য নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। আবার পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপন করে বৈষয়িক উন্নয়নের পথ করে নেবে তাতেও রাশিয়ার আপত্তি।

সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উদারপন্থী ডুবচেক গোষ্ঠী-ভুক্ত প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ওটা সিক একটি বক্তৃতায় বলেছেন : চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান নৈরাশ্যজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সন্তোষজনক সমাধানের কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াও, চেক-উদারপন্থীদের প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণ করবে হয়ত অবশেষে। সেইখানেই চেকোশ্লোভাকিয়ার পুনরুজ্জীবনের আশা।

"As far as Czechoslovakia is concerned there is absolutely no possibility of an improvement in the present disheartening economic situation. Eventually progressive ideas may be accepted in Eastern Europe and in the Soviet Union. *That is our only chance, but it will take an extremely long time.*"

অধ্যাপক ওটা সিক ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ আক্রমণের পর স্বদেশ ছেড়ে চলে আসেন এবং বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Basel) অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন। ওটা সিক তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন তিনি ও তাঁদের সরকার যে-অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্ম্মসূচী নিয়েছিলেন তার মূল কথা ছিল দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় প্রয়োজনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঢেলে সাজা—এবং অন্ধভাবে রাশিয়ার অর্থনীতিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ না করা। ১৯৫১-৫২ সালে রাশিয়া প্রথম এই প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিল। তখন অবশ্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্তালিনবাদী ক্লীমেণ্ট গটওয়াল্ড-পন্থীরাই সেদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। আবার ১৯৫৭-৫৮ সালেও রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছিল। জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা না করে অন্ধভাবে রাশিয়ার নীতি মেনে চলার হুকুম সেদিন এসেছিল। অধ্যাপক সিক বলেছেন :

"The veterans of Czechoslovak politics had the courage to direct a system as complex as ours in complete ignorance of *economic laws*. The people who juggled with the economic potential of Czechoslovakia and consequently with the fate of 14 million citizens needed no qualifications other than the possession of power and we all are suffering to-day under the consequences of this negligence."

তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন : ডুবচেক-যুগের নূতন বসন্তের অবসানের পর স্তালিনবাদী রক্ষণশীল নভোৎনি-যুগের নিরাশার হেমন্তকাল সুরু হয়েছে। সেই পুরাতন পিছনে-ফেলে আসা কেন্দ্রীয়-পরিকল্পনা, ব্যবস্থা, ওপর থেকে সব কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রথা, সেই আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার আবার চালু হল। শ্রমিকদের "ওয়ার্ক কাউন্সিল"-ব্যবস্থা নাকচ করা হয়েছে। ভারী-শিল্পকে আবার বেশী গুরুত্ব দিয়ে ক্ষুদ্র-শিল্প—ছোট ছোট প্রয়োজন-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ, ভোগ্য-পণ্য-উৎপাদন শিল্পকে অবহেলা করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অথচ রাশিয়া কিন্তু অবস্থার চাপে নিজের দেশে ধীরে ধীরে লাভ-ভিত্তিক বাজার-ভিত্তিক (Market Socialism) অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফলে সেদেশে টেকনলজির উন্নয়ন ও বিকাশ, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য 'অপ্রয়োজনীয়' 'বাড়তি' শ্রমিকদের ছাটাই করতে হচ্ছে। প্রতি সংস্থার কর্ম্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করে তাদের বেতন মজুরী বাড়াবার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করছে। রাশিয়ার এই চেক-নীতি সেদেশের বৈষয়িক অগ্রগতি, টেকনলজির ক্রমোন্নয়ন ও প্রয়োগ-বিদ্যাকে খর্ব্ব করে রাখবে। অথচ কে না জানে ইউরোপের চেক জাতি, চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমিকরা কর্ম্মক্ষমতায় নৈপুণ্যে কারুর চাইতে কম নয়। ওটা সিক গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন :

"You can't imagine how *sick* the Czechoslovak economy is at this moment—*Everything is stagnating, nothing works the way it should*—neither in industry in agriculture, nor in trade. *Our machinery is frightfully out-dated and worn. There is a desperate shortage of consumers' goods despite the increasing demand for both at home and abroad and the creeping inflation goes unchecked.* The highly developed Czechoslovakia of pre-1938 has today a standard of living that is much lower than any capitalist country in Western Europe. About 75 per cent of our women must work in either factories or offices because of the extremely high cost of living and then in the afternoons they are forced to stand in line for hours in order to obtain food for their families." [(Staguation in C[illegible]zechoslovakia ; (An Article) By George Embree).]

"সমগ্র অর্থনীতিতে চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে—কি শিল্পে কি কৃষি কি বাণিজ্যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের যন্ত্রপাতি শিল্প এ যুগের আদৌ উপযোগী নয়। সম্পূর্ণ অকেজো। ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যের দারুণ অভাব—যদিও প্রচুর চাহিদা রয়েছে নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরের বাজারে। মুদ্রাস্ফীতি রোধের কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রাক ১৯৩৮ সালের খুব উন্নত চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের জীবনের মান পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির চেয়ে অনেক নিম্নমুখী। শতকরা ৭৫ জন মেয়েদের কলকারখানায় হাড় ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়—কেননা দেশে জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী অত্যন্ত

বেড়ে গিয়েছে। মেয়েরা কারখানা অফিসে কাজের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারি দিয়ে পরিবারের রেশন ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই হল কমিউনিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।”

টেকনলজি ও বৈষয়িক উন্নয়নের পথে না গিয়ে দেশ পিছিয়ে পড়ছে কেন? স্তালিনবাদী জবরদস্তি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ডুবচেক-পন্থী দেশভক্ত শ্রমিকরা কম উৎপাদন ও অসহযোগিতার মাধ্যমেই নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অটোমোবাইল শিল্পের ক্রমোন্নয়ন রাশিয়ার নেতারা চাননা—তাতে রাশিয়ার অটোমোবাইল শিল্পের ক্ষতি হবে; সেই শিল্পে নিযুক্ত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। অথচ চেকোশ্লোভাকিয়ার মোটর গাড়ী-ট্রাক নির্ম্মাণ কারখানার ব্যাপক উন্নয়নের পথে তো কোনই বাধা থাকার কথা নয়। রাশিয়ায় তোগলিয়া-ত্তিগ্রাদে যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের ব্যাপারে সেদেশ ইতালীর ‘বুর্জ্জোয়া’ সরকারের ও শিল্পপতিদের সাহায্য নিতে পারবে নিজেদের দেশের স্বার্থে, কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া বুলগেরিয়া রুমানিয়া হাঙ্গেরী পারবেনা কেন? রাশিয়ার নিজেরই প্রয়োজনীয় বিনিময়যোগ্য এমন কারিগরি জ্ঞান ও তথ্য—marketable technology—নেই যা দিয়ে সেদেশ পূর্ব্ব ইউরোপের মোটর গাড়ী-ট্রাক নির্ম্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করতে পারে। তাকেই তো আজ বুর্জোয়া দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাহলে পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে উন্নত টেকনলজি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ সম্ভব হবে কি করে? কোন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ দিয়ে তো এই সমস্যার প্রতিকার হবেনা।

কম্পিউটার-শিল্প শিল্পোন্নয়নের চাবিকাঠি বলে আজ বিবেচিত হচ্ছে। চীন দেশও এতদিন পরে কৃষিক্ষেত্রে **অটোমেশন** চালু করেছে অতীতের অটোমেশন-বিরোধিতা পরিত্যাগ করে। সে দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে **মাও সে-তুঙের** রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী **লিন পিয়াও** দেশ ও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। উৎপাদন বাড়াতে কৃষির পূর্ণ যান্ত্রিককরণের (Complete mechanization) কার্য্যসূচী কমিউনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করতে হয়েছে—**“গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড”**—ও **কমিউন্**-ব্যবস্থার ব্যর্থতার পর। এতে অবশ্য ভারতের অটোমেশন-বিরোধী মার্কসবাদীরা একটু বেকায়দায় পড়েছেন। আণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলছে, আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

চীন দেশ কমপিউটার-ইলেকট্রনিক এর আন্তরিক অনুশীলন ও অসামান্য টেকনলজির প্রয়োগ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। চীনের আজকের গোঁড়ামি বৈষয়িক উন্নয়নের তাগিদে কেটে যাবে। তখন চীনের বন্ধু আলবেনিয়া তাকে শোধনবাদী বলে সমালোচনা করতে ছাড়বে না।

অটোমেশনের মৌখিক বিরোধিতা করে কমিউনিষ্ট চীন বুঝতেই দেয়নি বর্হিবিশ্বকে—রাশিয়া, আমেরিকাকে—যে চীন গোপনে উন্নত টেকনলজির বিশেষ অনুশীলন করে যাচ্ছে। নিজের দেশের সাধারণ মানুষকে বিস্ময়ে বিহ্বল করেছিল আণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা। দলের নেতৃত্বের মাহাত্ম্য ও অপরিহার্য্যতার বিজ্ঞাপন রূপে কাজ করল এই অভূত-পূর্ব্ব ঘটনা। ঠিক একই কায়দায় সারা বিশ্বে শান্তি আন্দোলনের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে গোপনে রাশিয়া **মেগাটন বোমা** ফাটিয়ে—মহাকাশে সর্ব্ব প্রথম **'স্ফুটনিক'** উড়িয়ে বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল—, **ক্রুশ্চভ**-নীতিব মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এশিযাব অন্যান্য দেশ, যেমন ভারতবর্ষও, যাতে অটোমেশনে-কমপিউটার বিরোধিতার রাজনৈতিক দর্শনতত্ত্বে সম্মোহিত ও বিভ্রান্ত হয়ে উন্নত গবেষণা ও প্রয়োগবিদ্যার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থেকে অনগ্রসরতার আরাধনা করে যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। আসলে 'অটোমেশন' বলতে কি বোঝায়—সেটা বুঝিয়ে বলার জন্য এদেশের বিজ্ঞানী প্রয়োগবিদ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু মুখ খুললেন না। রাজনৈতিক প্রচার ও গোঁডামিব কাছে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে বশ্যতা স্বীকার করতে হল। দেশভক্তবা বাশিয়া ও চীনের চালাকিটা ধরতে পারলেন না। কারিগবি-জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বহু পিছিয়ে পড়ে গেল। শ্রমিকশ্রেণীব ক্ষতিও কম হয়নি। বাজনীতি, 'আইডিয .জি'—অর্থ নৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে (economic decisicns) প্রভাবিত যেখানে করে সেখানে জনগণকে শেষ পর্য্যন্ত কম মজুরী, নিম্নমুখী জীবিকার মান, ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বর্দ্ধিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ করেব বোঝা—অকেজো যন্ত্রশিল্পেব ব্যবহার এইসব মেনে নিতে হয় অভিশাপ হিসাবেই।

জনকল্যাণ-ধর্ম্মী রাষ্ট্র যদি সত্যি সত্যি জনগণের কল্যাণই চায় তাহলে দেশের স্থিরীকৃত ও কাজ চালানর জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি (Fixed and Working capital) এমন ভাবে খাটানে হবে যাতে সর্ব্বাধিক লাভ (Highest return) হয়। তাতে শ্রমের মর্য্যাদা বাড়বে, শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের উন্নত-মানের

জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত হবে। শ্রমিকশ্রেণীও একদিন বুঝবেন যে মতবাদ কপচিয়ে তাদের পেট ভরবে না, দেশও সমৃদ্ধ হবে না। আর দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি না ঘটলে শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণও বাড়তে পারে না—এ অর্থনীতির শাশ্বত নিয়ম—কি সমাজতন্ত্রে কি ধনতন্ত্রে।

আজ যখন চীন কৃষিতে সম্পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের নীতি গ্রহণ করছে সেদেশের কৃষক সমাজ ও কৃষি-শ্রমিক কি তার বিরোধিতা করতে পারছে? সামরিক বাহিনী (PLA) রয়েছে, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' ঠাণ্ডারে বাহিনী রয়েছে রাষ্ট্র-নীতির পেছনে। বন্দুকের নল যে ক্ষমতার উৎস!

ভারতের মত গ্রামে-গাঁথা এই বিরাট জনবহুল অনুন্নত দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় কথা কর্ম্মক্ষম মানুষদের জন্য কর্ম্মসংস্থান করা, বেকারত্ব ঘুচিযে কর্ম্মক্ষমদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, দেশগঠনের কাজকে জরুরীকালীন গুরুত্ব দিয়ে সকল উদ্যোগ উদ্যমকে রচনাত্মক ক'রে তোলা। এদেশে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা জন-নিয়োগ মুখী (Employment-orinted) হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার অর্থ উন্নত টেক্‌নলজী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা নয়। কর্ম্মক্ষম মানুষকে সামাজিক প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ রাখা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই কোন বিশেষ যুগে সরকারী অফিস, কল-কারখানা-খামারে নিযুক্ত কর্ম্মী-শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ক'রে সেই কর্ম্মে-নিযুক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের জন্য **আদর্শ বেতনহার** চালু করার চাইতে—জন-কল্যাণ ধর্ম্মী রাষ্ট্রে—সর্ব্বাধিক সংখ্যক কর্ম্মক্ষম গ্রাম ও সহরের মানুষের কর্ম্মসংস্থান বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কম বেতনেও যদি দেশের লক্ষ লক্ষ বেকারদের কর্ম্মসংস্থান ও স্বাধীন দেশের নাগরিকের পূর্ণ মানবিক মর্য্যাদা নিয়ে বাঁচার পথ সুগম হয়—তাই করতে হবে। কয়েক লক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্ম্মচারী দুধে-ভাতে থাকবে, আর বিপুল সংখ্যক লক্ষ লক্ষ সহর ও গ্রামের মানুষ বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা-বঞ্চনার বোঝা নিয়ে দিন কাটাবে—এ অবস্থা অসহনীয়—বিদ্রোহের বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার অপেক্ষায় ধুক-ধুক করবে। তাই ভারতবর্ষে যারা 'অটোমেশনের' বিরুদ্ধে নকল লড়াই করছেন তাদের সততার যাচাই হবে—তারা নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবীকে মুলতুবী রেখে, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ, দুর্নীতি উৎকোচ দীর্ঘসূত্রতা-কালহরণ, আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি সহর ও গ্রামের কর্ম্মক্ষম লক্ষ লক্ষ বেকারদের চাকুরীতে নিয়োগের

অগ্রাধিকারের জন্য লড়াই-এর পথে পা বাড়াতে রাজী আছেন কিনা তার বিচারে।

এদেশের অটোমেশন-বিরোধী "বাবুরা"—অটোমেশন-বিরোধিতার কারণ দেখাতে গিয়ে বলে থাকেন এর ফলে লোক ছাটাই হবে, বেকারী বাড়বে। কিন্তু সকল কর্ম্মক্ষম বেকারদের কর্ম্মসংস্থান করতে গেলে একটি অনুন্নত দেশের সরকারের পক্ষে উন্নত দেশের তুলনায় বর্দ্ধিত বেতনহার চালু করা অসম্ভব। কারেন্সী নোট ছাপিয়ে, অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে জনগণকে শোষণ করেই একশ্রেণীর কর্মচারীর জন্য এই বর্দ্ধিত বেতনের ব্যবস্থা সাময়িকভাবে হতে পারে। তবে তা'তে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবেই, গরীবের বঞ্চনার বোঝা আরও বাড়বে। গ্রাম-ভিত্তিক কৃষি-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের বিপুল অব্যবহৃত অমূল্য মনুষ্য-সম্পদকে দেশ গঠনের কাজে নিয়োগের পথ সুগম করবে। ধন-বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রার্থিত-মানের ভোগ্য পণ্যের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ, দুর্নীতি, প্রশাসনিক যথেচ্ছাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শানিত মানসিকতা ও সাংবিধানিক গ্যারান্টি নতুন সমাজের দ্বারোদঘাটন করবে।

মুখে অটোমেশন বিরোধিতা করব অথচ আধুনিক যন্ত্রশিল্প-সভ্যতার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ কবব, টেরিলিন, ডেক্রন, নাইলন, টেলিভিশন ট্রানজিসটার চাইব, পাঙখা-ওয়ালা, ভিস্তি-ওয়ালা দিয়ে অফিসে খস্‌খস্ ভিজিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য নিয়োজিত লোকদের বাতিল করে, বিদ্যুৎ-চালিত পাখার নীচে অথবা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে কাজ করব স্বয়ংক্রিয় চলমান-সিঁড়ি (Escalator) বেয়ে অফিস কক্ষে গিয়ে কাজ করব, ক্রম-বদ্ধমান পার্থিব প্রত্যাশাকে অবিরাম সুড়সুড়ি দিয়ে চাঙ্গা করব- এই সম্ভোগবাদী, অতি-আধুনিক পাশ্চাত্যের অনুকরণ-ধর্ম্মী জীবন-দর্শন আঁকড়িয়ে থাকব এ চলেনা। দুধও খাব তামুকও খাব এ হয়না।

হয় ত্যাগ-ভিত্তিক মানবতা-ধর্ম্মী উর্দ্ধ-অভীপ্সা-আশ্রয়ী সহজ মানুষ হয়ে বাঁচার জীবন-বোধ নিয়ে সমাজ গঠনের কাজে এগুতে হবে, নতুবা পশ্চিমের ভোগবাদী খাও-দাও-ফুর্তি-করো জীবনতত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। যত দিন না পর্য্যন্ত দেশের সকল শ্রেণীর কর্ম্মরত মানুষ সমাজ-স্বীকৃত সর্ব্বনিম্ন জীবিকার মানের স্তরে পৌছুচ্ছে—ততদিন অবহেলিত উপেক্ষিত সংখ্যা গরিষ্ঠের কথা ভুলে গিয়ে—যারা কিছু পাচ্ছেন তাদের আরও কিছু পাইয়ে

-দেবার স্বার্থপরতার রাজনীতি অটোমেশন-বিরোধিতার ধূম্রজালে ঢাকা থাকেনা। যাদের দেখার মত চোখ আছে, বোঝার মত বুদ্ধি আছে তারাই দেখতে পারবে বুঝতে পারবে এই বিরোধিতার আসল উদ্দেশ্যটা কি।

অটোমেশন-বিরোধীরা প্রকারান্তরে এই অটোমেশন জুজুর ভয় দেখিয়ে বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে প্রচলিত যন্ত্রশিল্পের সকল প্রকার আধুনিকিকরণের (modernisation and diversification) বিরোধিতা করে থাকেন। নীতিগত কারণে কি তাঁরা এই আধুনিকিকরণের বিরোধিতা করতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়। তারা বলবেন ওটা এখন নয়, পরে। কিন্তু কত বছর পরে? সেটাও তাঁরা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারবেন না। কেননা এটা তো আসলে ভাবের ঘরে চুরি। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিকিকরণ উন্নত টেকনলজী ও প্রযুক্তিবিদ্যা একটি বিশেষ স্তর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারপর আর নয়—একথা বলা চলে না।

জীবন বীমা করপোরেশনের অফিসে, কি ষ্টেট ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য বড় বড় ব্যাঙ্কে, সরকারী বেসরকারী অফিসে জমে-ওঠা বকেয়া অসমাপ্ত কাজ (arrears) তুলে দেবাব প্রতিশ্রুতি দেবেন না কর্ম্মচারীদের সমিতি। তারা বলবেন বকেয়া কাজ তুলবার জন্য 'ওভারটাইম' দেওয়া হোক, আরও 'কেরাণী', 'পিওন', 'চাপরাশী'—'চতুর্থশ্রেণীর' কর্ম্মচারী—নিয়োগ করা হোক, কেরাণী শ্রেণী ও পিওন-চাপরাশী শ্রেণীর ব্যবধান চিরস্থায়ী করে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য! তাতে ময়দানে মিছিলে সমাবেশে যোগ-দানকারী সঙ্ঘবদ্ধতাবাদীদের সংখ্যা আরও বাড়বে, সমাবেশের বিপুলতার ছবি 'বুর্জ্জোয়া' সংবাদপত্রে দেখে, সভা-সমাবেশে আধুনিক বিপ্লবী উদ্গীরণের রিপোর্ট সংবাদপত্রে পড়ে কর্ত্তৃপক্ষ 'ভীত' হয়ে সহজেই 'আপোষ' করে প্রগতিশীলতা ও বাস্তবতাবোধের সার্টিফিকেট লাভ করবেন।

সমাজের কাছ থেকে কাজের জন্য মাসে মাসে বেতন নেব, বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করব, অথচ পুরো কাজ করব না—কাজে ফাঁকি দেব—মুখে বিপ্লবের কথা বলব—এ অদ্ভুৎ আচরণ সমাজ মার্জনা করবে কতদিন?

যাঁরা অটোমেশন বিরোধিতা করে থাকেন সেই 'হোয়াইট কলার' শ্রমিক কর্ম্মচারীরা বাজারে যখন ভোগ্য পণ্য (Consumer goods) দ্রব্য কিনতে যান তখন উচ্চমানের চোখ-ধাঁধান অতি-আধুনিক দ্রব্যই ক্রয় করে থাকেন। তাঁরা টেরিলিন নাইলন জর্জেট ডেক্রন টেরিকটন খরিদ করে থাকেন—নিজেদের ও

বাড়ীর ব্যবহারের জন্য। কিন্তু যে-কাপড়ের কলে এই সব—মানের কাপড় তৈরী হয়—সেইসব কল-কারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তাহলে, একাধারে অটোমেশন ও যন্ত্রশিল্পের আধুনিকিকরণের 'আশীর্ব্বাদ' দুহাত ভরে গ্রহণ করব—আবার নিজেদের অফিসে কারখানায় রাজনৈতিক দলীয় কারণে অটোমেশন চালুর ও যন্ত্রশিল্পের আধুনিকিকরণের বিরোধিতা করব—এটা নিছক শঠতা, রাজনৈতিক ধাপ্পা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়না। ধাপ্পা দিয়ে, গলা-ফুলিয়ে বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করে শ্লোগান দিয়ে বেশী দিন আসর জমিয়ে রাখা যায় না।

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি **হাঙ্গেরী** রাষ্ট্রে ৬৪৮-টি সংস্থাকে ২০১-টি বড় শিল্প সংস্থায় (Enterprises) রূপান্তরিত করা হয় (merged) ১০-টি মোটর গাড়ী ও ট্রাক্টর তৈরীর কারখানাকে ৬-টি বড় অনুরূপ সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৫৩-৫৫ সালের মধ্যে মোট চালু শিল্প-সংস্থার সংখ্যা সেদেশে এই নীতির ফলে কমে যায় এক তৃতীয়াংশ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে যে কারণে শিল্পপতিরা পরিচালক কর্তৃপক্ষ বা নির্ব্বাহিকরা এই **"মার্জ্জার"** নীতি গ্রহণ করেছেন ঠিক সেই সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারা ব্যবসায়িক নির্ব্বাহিক (Business executives) পরিকল্পনা বিশারদরা নিজেদের দেশে 'মার্জ্জার' নীতি গ্রহণ করছেন। এই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনই সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির পরিভাষায় এর লক্ষ্য: **'Higher productivity, lower overhead, better utilisation of equipment and personnel, capital savings, less administrative labour etc'**

পূর্ণ সক্রিয় চাহিদার স্তর (**level of effective demand** রক্ষার ওপর পূর্ণ কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা (**Full Employment**) অব্যাহত থাকবে। এই চাহিদা পূরণের উপযোগী প্রার্থিত মানের পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত থাকা চাই। নিম্ন-মানের পণ্য দ্রব্য কল-কারখানায় উৎপন্ন হলে ক্রেতা-সাধারণ তা ক্রয় করার জন্য আগ্রহী হবে কেন? তাই উন্নত-মানের শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশের, বিশেষ করে এশিয়ার শিল্পোন্নত আধুনিক দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা, করে দাঁড়াতে হবে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যকে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বছরের পর বছর লোকসান গুণে তো শিল্প-বাণিজ্য দীর্ঘদিন দাঁড়াতে পারেনা। ভরতুকি দিয়েও তো অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রাখা যাবেনা দীর্ঘদিন। শিল্পকে

নিজের পায়ের ওপর ভর করে গুণগত উৎকর্ষতার জোরেই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পণ্য দ্রব্যের—কি শিল্পজাত কি ভোগ্য-পণ্য—উৎকর্ষতা ও গুণগত আকর্ষণ নির্ভর করবে শুধুমাত্র শিল্পীর দক্ষতার ওপরই নয়, যন্ত্রশিল্পের আধুনিকিকরণের ওপরও।

যন্ত্রশিল্পের যখন আধুনিকিকরণ চালু হবে তখন **তিনটি সমস্যা** দেখা দেবে। (১) নূতন কলেবর ধারণের উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা ; (২) যে সব শ্রমিক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে 'বাড়তি' বলে গণ্য হবে তাদের—কি দক্ষ কি অদক্ষ—প্রত্যেককে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দান (Compensation), তাদের নিয়োগকালের দৈর্ঘ্য ও কতদিন তারা কাজ কবতে পারত ঐ শিল্পে তার হিসাব ধরেই আইন অনুধায়ী এই ক্ষতিপূবণ নির্দ্ধারণ, (৩) শিল্প নবীকরণের পর নিযুক্ত শ্রমিকদের নূতন করে শিক্ষা দিয়ে শিল্পেব উপযোগী করে তোলা। এর জন্য দেশের **জাতীয় সরকারকেই** অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মালিক শ্রেণীব সহযোগিতায়।

রাষ্ট্র তার দায়িত্ব এডাতে পারেনা এ ব্যাপারে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। মুমুর্ষু **বয়নশিল্পকে** (Textile Industry) ব্রিটেনের সরকার কি ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য কবেছে তাব দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৫৯ সাল থেকে ৭ বছবে ইংলণ্ডের বযন শিল্পকে পুনর্গঠিত কবে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ঢেলে সাজা হয। ইংলণ্ডের বয়ন-শিল্প (Cotton Spinning and Weaving) বিশ্বেব বাজারে একদিন বিপুল খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—দারুণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হ'ল এই শিল্পকে। 'ইম্পিবিয়্যাল প্রেফারেন্স' ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে তখন। ছড়ি ঘুরিয়ে লাল মুখের চোখ রাঙানিতে কোন কাজ হচ্ছিল না আর। বিলিতি বয়ন-শিল্পের বাজার শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। এই অবস্থার ফলে দেশে এক দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে যখন এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাও ছিল বেশ বিপুল।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার ও শিল্প-মালিক গোষ্ঠীর এক যৌথ ব্যবস্থা গৃহীত হল। শিল্পের আধুনিকিকরণ করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় স্থির হল—নূতন আধুনিক যন্ত্র-সরঞ্জাম ক্রয় ও পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলিয়ে নূতন যন্ত্রপাতি নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ সে দেশের সরকার বহন করবে। এর জন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে **৬ কোটি** মার্কিন ডলার। এই যান্ত্রিক আধুনিকিকরণের পর ব্রিটিশ বয়ন-শিল্পের

কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনেক প্রসারিত হয়েছে—সমগ্র শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, শ্রমিকদের নূতন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা সরকারই করেছে এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের পুনর্ব্বাসন সম্ভব হয়েছে। **অটোমেশনের** বিরোধিতায় রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ শ্রমিক যদি মুখর হয়ে পথে ঘাটে মিছিল সমাবেশে 'জ্বালিয়ে দেওয়া'-'পুড়িয়ে দেওয়ার' হুমকী প্রদর্শন করত তা হলে পরিণতি কি ভয়াবহ হত তা সহজেই অনুমেয়। এর ফলে শ্রমিকরা তো বেকার হল না সেদেশে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও "Trade Expansion Act" চালু আছে। তার উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা আরও ব্যাপক। মুমূর্ষু শিল্পকে নানাভাবে সাহায্য করে তা'কে প্রতি-যোগিতার হাত থেকে রক্ষা করে পুনর্গঠিত হতে সাহায্য করা। কারিগরি সাহায্য নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করে বোঝা লাঘব (tax benefits) এই সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

উন্নত টেক্‌নলজির জন্য গবেষণা ও উন্নত আধুনিক যন্ত্রশিল্পের নব নব উদ্ভাবন ভারতবর্ষে সম্ভব। তাতে সেই উন্নত অতি-আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ভারতবর্ষে হলে তার জন্যও নূতন দক্ষ শ্রমিকদেব, ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োগ-বিদ বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হবে, তাদের কর্ম্মসংস্থান হবে। দেশের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার দক্ষ কারিগর বিশেষজ্ঞরা নিজের দেশ ছেড়ে রুজির ধান্ধায় বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন এখনও দিচ্ছেন। এদেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ কি? তাই **'অটোমেশন'** বিরোধিতার ধুয়ো তুলে আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যার বিরোধিতার ফলে এইসব দক্ষ কারুশিল্পী বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী তরুণ ইঞ্জি-নীয়ারদের নিয়োগের সম্ভাবনা চিররুদ্ধ হয়ে থাকবে। আর দেখা যাবে শেষে অবস্থার চাপে, বিদেশ থেকে উৎপন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি কমপিউটার যন্ত্র বিপুল ব্যয়ে আমদানী করতে হচ্ছে। তাতেই হবে সত্যিকারে দেশের ক্ষতি। কম্যিউনিষ্টরা সেই ক্ষতির পথ রচনা করছেন মাত্র। তাতে রাশিয়া আমেরিকার লাভ হবে। আর ভারতবর্ষ কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসেবে নিজেরই চির শোষণের পথ প্রশস্ত করবে।

রাশিয়ার ট্র্যাক্‌টর এদেশে চাষের জন্য আসছে—সরকারী বিজ্ঞাপন বিভাগের আনুকুল্যে **রাজস্থান** ও অন্যান্য প্রদেশে সেইসব ট্র্যাকটর নিয়োগের ভূয়সী প্রশংসা হচ্ছে এই বলে: "মরুর বুকে শ্যামল মায়া"! ১৯৫০ সালের ১৩ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী ভারতের লোকসভায় ঘোষণা করেন কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট পূর্ব্ব জার্ম্মানী থেকে ২০০০ (Rs-U.) ট্র্যাকটর (অধিকাংশই অকেজো)

ভারতবর্ষ আমদানী করেছে। দাম কম এই অজুহাতেই প্রধানত কমিউনিষ্ট দেশ থেকেই এইসব ট্র্যাকটর কেনা হচ্ছে। ট্র্যাকটর কি অটোমেশনের নামান্তর নয়? গ্রামের কৃষি-শ্রমিক তো বেকার হবে এর ফলে। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে এই যে চাষের জন্য ছোটবড় ট্র্যাকটর তৈরী হচ্ছে সেগুলি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অথবা উন্নয়নশীল অন্য দেশগুলিতে কৃষি উন্নয়নের কাজে চালান দেবার জন্যই কি? নিজের দেশে কৃষি উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের জন্য নয় কি? কমিউনিষ্টরা অন্য দেশে অটোমেশন প্রয়োগ করা-কে সমর্থন করেন কেন? কই কোন কমিউনিষ্ট তো ট্র্যাকটর আমদানী ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন না? কিন্তু ট্র্যাক্‌টর গুলো যদি সবই এদেশে নির্ম্মিত হত—আর সেটা সম্ভবও—তাহলে সেইসব ট্র্যাক্‌টর নির্ম্মাণ কারখানায় ভারতীয় শ্রমিকদের, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োগবিদ্‌ ও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কারিগরদের কর্ম্ম-সংস্থান হোত।

· ভারতের স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখণ্ডতা বহুলাংশে নির্ভর করছে দেশের সুদৃঢ় আত্ম-নির্ভরশীল বৈজ্ঞানিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা—কখনও আমেরিকা কখনও বা রাশিয়ার—দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর বিপজ্জনক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে। হিমালয় প্রতিরক্ষার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ—MI হেলিকপটার এবং বিমানবহরের MIG-বিমানগুলি—বিপুল ব্যয়ে রাশিয়া সরবরাহ করেছে। অথচ যন্ত্রাংশের অভাবে (Vital Spares) এগুলো অকেজো হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণভাবে। ভারতের বিমান বহর MIG—21 রুশ বিমানের ওপর মূলত—আত্মরক্ষা ও প্রতি আক্রমণের জন্য—নির্ভরশীল। অথচ রাশিয়া—বিজ্ঞানের ও টেক্‌নলজীর আরও অগ্রগতির ফলে—নিজের দেশের জন্য MIG-21 বিমান আর তৈরী করছে না। ফলে ভারতবর্ষ তার প্রয়োজনীয় MIG-এর গুরুত্বপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম যন্ত্রাংশ প্রয়োজনের সময় পাবে না।

ভারতের MIG কম্‌প্লেক্স-এও MIG-র যন্ত্রাংশ তৈরী করা যাচ্ছে না—কেন না রাশিয়া নানা অজুহাতে ঢিলেমির পথ অনুসরণ করে চলেছে। প্রয়োজনের সময় MIG-21 বিমানগুলি যন্ত্রাংশের অভাবে আকাশেই উড়বে না হয়ত। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভুঁড়িওয়ালা ঠগী ব্যবসাদারদের ছেলেদের বিয়েতে বরের শোভাযাত্রার জন্য ফুল দিয়ে ময়ূরপঙ্খী করে এইসব বিমান সাজিয়ে ব্যবহারের জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মোটা টাকায় ভাড়া খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে পারবে। ফিল্‌ম ষ্টারের বিয়ের বাসর হিসাবে ককটেল পার্টির ঘুষ দিয়ে দেশ রক্ষার অন্যতম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামও ভাড়া দেওয়া যায় এদেশে।

নেহাৎ আদালত ইনজাংশন দিয়ে আটকিয়ে না দিলে সে নজিরও দেশে হয়ে থাকত।

স্থল বাহিনীর জন্য ১০০ মিলিমিটার ১৩০ মিলিমিটার রাইফ্‌ল রাশিয়া ভারতবর্ষকে সরবরাহ করছে। কিন্তু "স্পেয়ার ব্যারেলের" অভাবে সেগুলোও শীঘ্রই অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এমনি করে P.T. 76 ট্যাঙ্ক রাশিয়া ভারতবর্ষকে সরবরাহ করে আসছে। যন্ত্রাংশের অভাবে সেগুলোও অকেজো হয়ে পড়বে। এই ভাবে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। বিদেশের উন্নত টেকনলজির ওপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতার এই ভয়াবহ পরিণতির কথা মার্কসবাদের মুখোশধারী বিপ্লবী বাবুরা উপলব্ধি করেন না—কেন না সামগ্রিক স্বার্থের কথা দেশের কথা তারা ভাবছেন না। কিন্তু প্রকৃত দেশব্রতী-দেশহিতৈষীরা এই জাতি-বিধ্বংসী রাজনীতির চক্রান্ত—যুক্তি ও হৃদয়শক্তি দিয়ে ব্যর্থ করে দেবেই দেবে একদিন।

সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ—ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষে বড় বড় আধুনিক যন্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ কল-কারখানা স্থাপিত হবে রাশিয়া-আমেরিকা জার্মানী-জাপান-ফরাসী-ইংলণ্ডের সহযোগিতায়—(কোল্যাবরেশন-এ), যন্ত্রপাতি দক্ষ কুশলী কারিগর আসবে সেই সব দেশ থেকে মোটা মাইনেতে। আর আমরা কাঁচামাল সরবরাহ করব, খনিজসম্পদ সরবরাহ করব; অন্য উন্নত দেশ আমাদের সাহায্যের নামে উৎপন্ন দ্রব্য এদেশে রপ্তানী করবে। জিতল কারা? অটোমেশন বিরোধী বাবুরা। হারল কারা দেশবাসীরা।

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন ধরণের কাজও সৃষ্টি হবে (new job openings)। উন্নত টেক্‌নলজী, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র যে প্রাথমিক বেকারী সৃষ্টি ক'রে সেটা সম্পূর্ণ সাময়িক (transitional) কিন্তু সঙ্গে স' 'ণ নূতন ধরণের সুযোগও সৃষ্টি হয়—'goods producing activities' থেকে 'service producing activities'—বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বণ্টন ব্যবস্থায় নূতন কর্ম্মসংস্থানের প্রভুত সুযোগ আসবেই। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে কি সমাজতান্ত্রিক কি পুঁজিবাদী,—চাইলেই তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

নিজের দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফিডেল্‌ ক্যাস্ট্রো অসামান্য উন্নত টেকনলজি প্রয়োগের গুরুত্ব তাঁর দেশবাসীকে, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীকে, বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নীতিগত কারণে কোন উন্নয়নশীল বা সমাজতান্ত্রিক দেশ অটোমেশন

চালু করার বিরোধিতা করতে পারেনা। ইউরোপের অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলি কমপিউটার টেক্‌নলজির ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে আছে। আমেরিকা ইউরোপের কমপিউটারের বাজার দখল করে রেখেছে। ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক লাগাম আমেরিকার বড় বড় শিল্প বাণিজ্যিক সংস্থার মুঠোয় চলে যেতে পারে একদিন যদি না টেকনলজিতে এই সব দেশ তাদের অনগ্রসরতা সম্পূর্ণ ভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে। সে সব দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ একদিন হতে পারে। ইউরোপে কম্‌পিউটার শিল্পের চাহিদা প্রতি বছর শতকরা ২২ ভাগ করে বেড়ে চলেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সম্মিলিত ভাবে যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা এই শিল্প গড়ে তুলে ইউরোপের বাজার দখল করার পরিকল্পনা করছে। একক ভাবে কোন দেশের পক্ষে এটা সম্ভব হবে না।

"In Europe, the British, German and French Governments all aid their National Computer industries. But such national development is uneconomic : it involves duplication, wastage of skilled man-power and scarce resources and lots of time which may make equipment out of date before it becomes operational. A joint venture on the part of several Governments both in the development of a large computer and on agreement of a common system of data processing is the rational reply to the chalenge". (Science and Technology in Europe ; P. 13-14).

তাহলে পুঁজিবাদী আমেরিকা এই শিল্পে এতদূর এগিয়ে আছে যে ইউরোপের সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র একজোট হয়েই যৌথ পরিকল্পনা রচনা ক'রে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। তাও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এইরূপ যৌথ-পরিকল্পনা রচনা করে ইউরোপের দেশগুলি কাজ করলে শতকরা ৫০ ভাগ বাজার কব্জা করতে পারে—পুরোটা নয়। তাহলে ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় এই বিপুল কারিগরি উন্নয়ন সম্ভব হল কি করে?

পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অনিবার্য্য সংঘর্ষ-তত্ত্ব কি প্রমাণিত হচ্ছে এই ধরণের 'বুর্জ্জোয়া দেশগুলির যৌথ কর্ম্মোদ্যম দ্বারা? ইউরোপে মহাকাশ অভিযান কর্ম্মসূচীকে রূপ দেবার জন্য অ-কমিউনিষ্ট বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রগুলি মিলিত ভাবে দুটি

সংস্থা তৈরী করেছে,—(১) European Launcher Development Organization (ELDO), (২) European space Research Organization (ESRO)। এই সংস্থা কতদূর কার্য্যকরী হবে সেটা বলা শক্ত, কেন না বাধা প্রচুর। তবু এই প্রচেষ্টা উন্নত টেক্‌নলজির বিকাশ—গবেষণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আবার বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যকেও গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের শিল্প বাণিজ্যিক-সংস্থার মধ্যে মিল হচ্ছে উন্নত টেকনলজির সদ্ব্যবহারও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উৎপাদন বাড়াবার জন্য [(Trans-national Industrial mergers and supra-national economic constitution ; ESRO, ENEA, CETS = Conference Of European Tele Communications by Satellites ; ELDO ; CERN = European cntre For Nuclear Research etc.]

সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারিগরি উন্নয়ন নব নব আবিষ্কারের স্বার্থক প্রয়োগ দ্বারা বৈষয়িক উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে না—এই মার্কসবাদী-তত্ত্বকে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা স্বীকার করে নিচ্ছে না। টেক্‌নলজির বিকাশ ও প্রয়োগের তাগিদে ইউরোপের "কমন-মার্কেট"-ভুক্ত দেশগুলি "ইউরোপীয় কোম্পানী" (European Companies) গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ১১ বছর আগে প্রথম এই ধরণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশ এতে অংশ নিতে উদ্যোগী হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কোম্পানী আইনের বিভিন্নতা ও আইনের বিধি-নিষেধ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের কোম্পানীর মধ্যে 'মার্জ্জার' ও মিলনের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে আছে। সেই বাধাগুলি দূর করে "ট্রান্স্ ন্যাশন্যাল্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মার্জ্জার"-ত্বরান্বিত করার পথ সুগম করার দিকে এখন পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি দৃষ্টি দিয়েছে। এই ধরণের "মার্জ্জার" সমাজতান্ত্রিক দেশেও হয়েছে বা হচ্ছে : যুক্তি একই। যেমন হাঙ্গারীতে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন উদ্যোগকে মিশিয়ে দেবার প্রস্তাব আসে।

ভারতীয় রাজনীতির ছাত্রদের—ইতিহাসের গতি ও ইঙ্গিত বুঝে নিতে হবে। অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি কপ্‌চিয়ে—অপ্রমাণিত বাতিল রাজনৈতিক তত্ত্বকে আঁকড়িয়ে ধরে নিজেদের দেশে টেকনলজির ক্রমোন্নয়ন ও তার সনিষ্ঠ প্রয়োগে বাধা দিলে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও উন্নত টেক্‌ন-

শক্তিকে নির্বাসিত করে রাখলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। মনে রাখা দরকার ইতিহাস বড় কড়া তত্ত্বাবধায়ক।

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমী-দুনিয়ার কারিগরি জ্ঞান ও টেক্‌নলজি সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার ব্যবধান বিরাট। বিশ্বে—রাশিয়া ও আমেরিকার—দ্বৈত-প্রভুত্ব কায়েম রাখতে সাহায্য করবে এই দুই অতিকায় রাষ্ট্রের,—টেকনলজির ক্ষেত্রে। চরম প্রাধান্য (hegemony) পশ্চিমী-দুনিয়ার সংশ্লিষ্ট জাতিরাষ্ট্রগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এই ব্যবধান ঘোচাতে—তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ মার্কিন মাতব্বরি ও শোষণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা বিশেষ আগ্রহী।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অসহায়ভাবে এ ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার 'সুপ্রীমেসি' মেনেই নিয়েছে। চীন জাতীয়স্বার্থে বিদ্রোহ ক'রে—নিজের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। মাও সে-তুঙ মনে প্রাণে আচরণে সর্বাগ্রে 'চৈনিক'—তার পর মার্কসিষ্ট। মার্কসবাদের মোহে অন্ধ হয়ে তিনি নিজের দেশকে রাশিয়ার তাঁবেদার করে রাখতে চান নি।

চীনের পক্ষে যা প্রযোজ্য আমাদের পক্ষে তা হবে না কেন? আমরা কি দলীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে দেশের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থকে বলি দেব—উন্নত টেকনলজি ও প্রয়োগবিদ্যাকে অবহেলা করে? শেষ পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর ভাষায় 'Technological Colonialism' 'কারিগরি ঔপনিবেশিকতাবাদ'—নিরপেক্ষ স্বাধীন দেশগুলির ওপর নূতন শোষণের বোঝা চাপিয়ে দেবে। চীন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নূতন শোষণের ফন্দী ধরে ফেলেছে।

ভারতবর্ষ কেন পিছিয়ে থাকবে? স্বাধীন ভারতবর্ষকে জলন্ত স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠোর নিষ্ঠা ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিতে হবে এই 'টেকনলজিক্যাল গ্যাপ'—এই অজ্ঞানতার ব্যবধান—দূর করার জন্য। অনুন্নত, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিকেও 'দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের' আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাত্ত্বিক গোঁড়ামি দিয়ে এই কারিগরিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ বা অনুশীলনকে বাধা দিতে চেষ্টা যারা করছেন তারা কিন্তু নিজের দেশের দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখতে—উন্নত দেশের প্রভুত্ব ও শোষণকে আমন্ত্রণ জানাতেই—সহায়তা করবেন। অনুন্নত দেশগুলি যেন ভুলে না যায়—শেষে উন্নত দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা তারই বাণিজ্য জাহাজের অনুসরণ ক'রে অঘটন ঘটায়। ইতিহাসে বহুবার এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে।

পঁচিশ

মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গলদগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **অতি-উৎপাদন**-জনিত সংকটের (Crisis of Over Production) উল্লেখ করেছেন। কতকগুলি বিষয় নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অতি-উৎপাদন-জনিত সংকট আসলে অর্থনীতিতে 'স্ফীতি' ও 'মন্দা' চক্রের ওঠা-নামারই (Boom-Slump Cycle) একটি দিক। এই 'স্ফীতির' পর্য্যায় হচ্ছে —অতি উৎপাদনের পর্য্যায়। 'মন্দা' বলতে বোঝায় সেই কালটা যখন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর বিক্রী কম বা নেই বললেই চলে। বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বেশী জমে উঠছে কিন্তু ক্রেতা-সাধারণের ভীড় নেই। তাদের ক্রয়-ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই ধরণের অতি-উৎপাদনের সংকট প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগের মত আর সেইভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কেন না পুঁজিবাদী অর্থনীতিও আজ আর পরিকল্পনা ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকেও সামাজিক কর্তব্য-দায়দায়িত্বের কথা বলতে হচ্ছে; তার জন্য সরকারী ব্যয়ও করতে হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কিন্তু এই ধরণের উৎপাদন-জনিত সংকট অন্যভাবে দেখা দিচ্ছে। তার স্বীকৃতি অবশ্য বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারী বিবরণ থেকে মিলবে।

পূর্ব্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে অতি উৎপাদন-জনিত সঙ্কট (Over-production) দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন বস্তু—প্রভুত পরিমাণে গুদাম ঘরে স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে,—যে জিনিষের প্রয়োজন নেই সেই জিনিষ উৎপন্ন হয়েছে সরকারী পরিকল্পনা সংস্থার নির্দ্দেশ মত। এতে অহেতুক ব্যয় বাড়ে, জিনিষের অপচয় হয়। জাতিকে লোকসানের খেসারত গুণতে হয়। রুশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **ক্রুশ্চভ** ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে **সুপ্রীম সোভিয়েটে**—তার শেষ ভাষণে স্বীকার করেছিলেন যে ঐ বছর রাশিয়ায় বিভিন্ন সরকারী গুদামে যে পরিমাণ ভোগ্যপণ্য-দ্রব্য স্তুপীকৃত হয়ে নষ্ট হচ্ছিল তার মূল্য হবে আড়াই বিলিয়ান রুবল—অর্থাৎ আড়াই লক্ষ কোটি রুবল। এই হিসাবের মধ্যে শিল্পজাত-দ্রব্যের পরিমাণ অবশ্য ধরা হয়নি। যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থার এত ভূয়সী প্রশংসা করা হয়ে থাকে—সেই

পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতরেই এই বিপুল অবিশ্বাস্য অপচয় ঘটছে সেদেশে। এই অবস্থার প্রতিকার দাবী করেছিলেন তিনি সুপ্রীম সোভিয়েটের কাছে।

ঠিক একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে আরও দু একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে। বুলগেরিয়াতে ১৯৫৮ সালের শেষে সেদেশের অর্থমন্ত্রী জানান যে যে-সব পণ্য দ্রব্য অবিক্রীত ছিল সেই বছরে তার মূল্য হবে ১'৭ বিলিয়ান লেভা (1'7 billion Leva)। এর পাঁচ বছর পর 'ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের' প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে মোট অবিক্রীত পণ্যের মধ্যে ২০ কোটি লেভা মূল্যের পণ্য গুদাম থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে।

পোল্যাণ্ডের একটি পত্রিকায় এক সময় আক্ষেপ করে বলা হয়েছিল কল-কারখানার গুদাম থেকে যেন রাশি রাশি মূল্যহীন পুরাণ জিনিষ বেড়িয়ে আসছে। "We face an avalanche of shoes and slippers made with leather hard and stiff like tin, shoes with unglued soles and wrinkled tips……Electric soldering irons, heaters, transformers whose uses are threatened with electrocution……(*Tygodnik Demokratyczny* ; March 27).

বুলগেরিয়ার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত একটি জাতীয় সম্মেলনে সমালোচনা করে বলা হয়েছিল এক সময় :

"There are many shoes and ready-made clothes on the market but the needs of the population remain unsatisfied……Last year the Smolyan Okrug trade enterprise delivered wool and cotton knit-wear, foot-wear, stockings and other goods in *much greater quantity than needed by the population of the Okrug and the supplies of such things as toilet soap, flash light bulbs etc would have covered the needs of the Okrug for more than two or three years.*"

প্রয়োজনোতিরিক্ত জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে—কতকগুলি বিশেষ উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ এত বেশী যে—তা দু তিন বছরের পক্ষে যথেষ্ট। বাজার পরিস্থিতি ও ক্রেতা-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা ইচ্ছা-রুচি মেনে না চলা (Consumer Orientation) কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিটির নির্দেশ মাফিক পরিচালক নির্বাহিকবর্গ ও ম্যানেজারদের চলতে হলে ফল এই রকম হবেই। অপব্যয়-অপচয়ের অজ্ঞার

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যেও বেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার কলকারখানার ম্যানেজাররা কাঁচামাল ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থায় পাছে কোন রকম অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নেন না। এতে পরিণামে লোকসান ও অপব্যয় দুই-ই হয়।

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি না থাকার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্য ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের ঘাট্‌তি দেখা দেয়—কোন জায়গায় আবার প্রয়োজনের চাইতেও অনেক বেশী বাড়তি জমে উঠতে দেখা যায়। অতি উৎপাদনের (Over-Stock) আর একটা কারণ 'কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কর্ত্তৃপক্ষ' ইচ্ছামত—রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের বিচারে—উৎপাদনের লক্ষ্য বা টারগেট নির্দ্ধারণ করে দেন—আর কল-কারখানার ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়াররা সেই টারগেট্ অনুযায়ী উৎপাদন করতে বাধ্য। বাজারের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের টারগেট-এর কোনই সম্পর্ক যখন থাকে না তখনই কম-উৎপাদন ও অতি উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। বাজারের অর্থনীতির ওপর সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতির এই নির্ভরশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় প্ল্যানিং-সংস্থা কর্ত্তৃক ওপর থেকে চাপিয়ে-দেওয়া-মার্কসীয় মতবাদ মাফিক উৎপাদন ও দাম-নির্ণয় সংক্রান্ত নির্দ্দেশ মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

অর্থনীতি কি রাজনীতির তাঁবেদারী করবে,—না রাজনীতি অর্থ নৈতিক নিয়মের বশ্যতা মানবে ? দেশের অর্থনীতিকে—অর্থনৈতিক নিয়মের ভিত্তিতেই —গড়ে তুলতে হয়। লালফৌজ, সেনাবাহিনী মুজাহিদ দল, মুক্তি-ফৌজ, আনসার বাহিনী রাজনৈতিক প্রয়োজন ও নির্দ্দেশমত চলতে পারে বা চলে, কিন্তু তাই বলে অর্থ-নীতি নয়।

'রাজনীতিকে' সর্ব্বব্যাপারে প্রাধান্য দানের আবশ্যকতার কথা বলতে গিয়ে কমিউনিষ্ট চীনের এক পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একসময় লিখেছিল :

"It must be understood that politics and work form a contradiction and that politics is the principal aspect of this contradiction···*This means that being "red" gives the impetus to becoming "expert" and that must be both "red" and expert".*

It was precisely under the slogans of "putting work first", "putting technique first" and "putting specialist first" that the

Kruschev-Revisionist clique usurped leading positions in all spheres of work and under the pretext of "building Communism diverted work in all spheres to the path of capitalist restoration. ...*To put politics and work on an equal footing amounts to eclecticism in philosophy and opportunism in politics.* The mistake is that these people do not consider *that putting politics in the first place is a fundamental thing*. Some other comrades pay equal attention to every thing and every aspect of their work giving priority to nothing. They pay lip service to putting politics in command but actually are trapped in a quagmire of routinism"

রাজনীতি ও করণীয় কাজের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে? কোন কোন কমরেড ভ্রান্ত ধরণার বশবর্ত্তী হয়ে ভাবেন কাজটা রাজনীতির উর্দ্ধে বা রাজনীতি-নিরপেক্ষ। এটা, চীনের মাওবাদীদের মতে, বুর্জোয়া ধারণা মাত্র এবং শেষ পর্যন্ত এই মনোভাব থেকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীই গড়ে ওঠে। কমিউনিষ্ট হওযার দরুণই বিশেষজ্ঞ হবার প্রেরণা আসে, আর যারা কমিউনিষ্ট দলভুক্ত হবেন তারাই বিশেষজ্ঞ হবেন। ক্রুশ্চভ-পন্থীরা 'কাজ' বা 'টেক্‌নিক'-কে এবং বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য দেবার নামে রুশ দেশে শোধনবাদী পথ অবলম্বন করে পুঁজিবাদেরই পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করছেন। কাজ ও রাজনীতিকে এক পর্য্যায়ে রেখে বিচার করলে ভুল হবে; সেটা হবে সুবিধাবাদের অপর নাম। 'রাজনীতিকে' প্রথম স্থান দিতেই হবে।

এটা অবশ্য মাও সে-তুঙের ভক্তদের জন্য, চীনের নিজের জন্য নয়। তা যদি হোত তাহলে কমিউনিষ্ট চীন রাতারাতি তাত্ত্বিক নীতি পাল্‌টিয়ে বুর্জোয়া দেশ-গুলির সঙ্গে নূতন করে সম্পর্ক পাতাবার বিশেষ আয়োজন করতনা। এখানে চীনের নেতারা নিজেদের দেশের 'জাতীয় স্বার্থের' কথা বিবেচনা করে সেই অর্থনৈতিক বাস্তবতার (economic pragmatism) পথ ধরেছেন—যা তাঁদের চিন্তায় সবচেয়ে নিন্দার্হ এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে তাঁদের ভক্তদের জন্য প্রচারিত শাস্ত্রে নিন্দিত। চীনের নিজস্ব কার্য্যক্রমের ক্ষেত্রে—রাজনীতিকে 'প্রথম' স্থান দেওয়া আদৌ হয়নি। চীনের নিছক অর্থ নৈতিক প্রয়োজন,

বাণিজ্যিক বৈষয়িক স্বার্থই তাকে বাধ্য করেছে 'মতবাদকে' পাশে সড়িয়ে রাখ্‌তে।

যাক সে কথা। যে কথা হচ্ছিল,—তত্ত্বের বিচারে "putting politics in command"-ই মূল কথা। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিই যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বস্তুর উৎপাদন অগ্রাধিকার পাবে (Priorities) তা স্থির করে চূড়ান্ত ভাবে, দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল-ও পুঁজির বণ্টন (allocation) ও অনড় দামনীতি নির্দ্ধারণ করে এবং শিল্প ব্যবস্থার পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্তনে বাধা রচনা করে, তাহলে কিন্তু অতি-উৎপাদনের সমস্যা থেকেই যাবে।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রচিত হয়ে থাকে। পশ্চিমের 'বুর্জোয়া' দেশগুলিকে উৎপাদনে ও উন্নয়নে ছাড়িয়ে যাবার তাগিদে 'বর্দ্ধিত' শিল্পোৎপাদন'ই মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের হাঁড়িকাঠে 'মনুষ্যত্ব' বলি হয়। 'ভোগ' বা ব্যবহারের (Consumption) জায়গায় 'উৎপাদন'ই প্রাধান্য পেয়ে থাকে—যেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'লাভ'-টাই প্রাধান্য পায় 'মানবতার' বিনিময়ে। স্তালিন নিজের দেশকে রাতারাতি শিল্পোন্নত করার জন্য এই মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়াতে এই নীতি অনুসরণের কুফল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ ওটা সিক বলেছিলেন :

"What is popularly called the "Steel Concept" has brought about an immense expansion of the production of the means of production. At the same time, paradoxical as it may sound, it has created an enormous consumption of production means enormous consumption of materials and enormous consumption investments......We have created a structure of our national economy which, in a way, is a veritable merry-go-round: production for production, for more production. This concept can eat up whatever there is to devour, leaving the people only crumbs". (Prof. Ota Sic)

রাইফেলের জোরে চাপিয়ে-দেওয়া এই শক্তিহীন নীতি অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি হলে—সঙ্কট দেখা দেবেই। অর্থনীতি রাজনৈতিক গোঁড়ামির

প্রাস্যবৃত্তি করে না—একথাটা দেরীতে হলেও আজকের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বুঝতে পেরেছেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য 'ভোগ' নয় (Consumption) 'লাভ'। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদনের লক্ষ্য হবে 'ভোগ' উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ্য-পণ্যের ব্যাপক ব্যবহার (use)। শ্রমিককে বর্দ্ধিত উৎপাদনের বেদীমূলে বলি হতে দেবেনা কোন সমাজতন্ত্রী কোনদিন। এখানে সমাজতান্ত্রিক মৌল মূল্যবোধের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া ও চীন দেশে মোটমাট উৎপাদনের (gross production) পরিমাণটাই সাফল্যের সবচেয়ে বড় পরিমাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন উৎপাদনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মূলত 'লাভ'—সমাজের কল্যাণ নয়—কমিউনিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণীর কাছে 'সাফল্যই' উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য বলে গণ্য হয়। উৎপাদনের ব্যাপকতা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে হবে, দেখাতে হবে 'দক্ষতার' দৌড়-পাল্লায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পিছনে ফেলে কত এগিয়ে চলেছে। অথচ সুরুতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তো সমাজতন্ত্রের আক্রমণের মূল ভিত্তি ছিল—নূতন নৈতিকতাবোধ। মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 'দক্ষতা' (efficiency) 'নৈতিকতার' ওপর স্থান পেয়েছে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীকে, দেশের সাধারণ মানুষকে তো চিরদিন শ্লোগানের ওপর রাখা যাবেনা। তারা তাদের প্রাপ্য বুঝে নিতে চাইবে। মার্কসবাদী জড়বাদী-দর্শন অনুযায়ীই তারাও টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব কষবে। অবস্থা বুঝে শাসক-শ্রেণীকে পিছু হটে আসতে হয়, জনগণকে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে হয়। এই পিছু-হটে আসাকে এক শ্রেণীর মার্কসবাদী বলবেন সুবিধাবাদ কিম্বা নিছক অর্থ নৈতিক বাস্তবতাবাদ অথবা 'শোধনবাদ'। কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েই যদি সন্তুষ্ট থাকা যায়—আর শাসক শ্রেণীও সেই টাকা-আনা-পাই-এর রাজনীতিতে সাময়িকভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে অসন্তুষ্ট জনগণের মুখ বন্ধ করতে পারে তাহলে অনিবার্য্য সংঘর্ষ তত্ত্বের ভিত্তিও তো নস্যাৎ হয়ে যায়। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমঝোতা কি তাহলে ভোগবাদের ভিত্তিতে হতে চলেছে?

ছাব্বিশ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেকারী থেকেই যায়—তার কোন সমাধান সম্ভব হয়না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীই এই বেকারী ঘোচাতে পারে। এ হ'ল তত্ত্বের কথা। কিন্তু এ যুগের 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রেও বেকারী রয়েছে। নীতিগত ভাবে অবশ্য কোন কমিউনিষ্ট স্বীকার করতে চান না সেকথা। পোল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই শ্রমিক-কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না—(Unemployment Statistics)। বিভিন্ন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যদি বিভিন্ন বছরের কর্ম্মপ্রার্থীদের সংখ্যা, সেই সেই বছরেব মোট শূন্য চাকুরী-পদের হিসাব, প্রতি বছর বর্দ্ধিত জনসংখ্যার হিসাব, বিগত বছরের অবশিষ্ট বেকার কর্ম্মপ্রার্থীদের সংখ্যার (residual unemployment) বিবরণ দিয়ে পূর্ণ পরিসংখ্যান নিয়মিত প্রকাশ করেন—তাহলেই প্রকৃত কর্ম্মসংস্থান ও বেকারীর চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

সমগ্র কমিউনিষ্ট দুনিয়ায় একমাত্র পোল্যাণ্ডে-ই সেদেশের কমিউনিষ্ট সরকার বেকারী সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করে থাকেন। তাই সে দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কিত পরিস্থিতিকে এই আলোচনার জন্য নীতি-নির্দ্ধারক পরীক্ষা-মূলক উদাহরণরূপে ধরে আলোচনা করা যেতে পারে। পোল্যাণ্ডে যে বিপুল বেকার-সমস্যা বিদ্যমান তা সেদেশের বিভিন্ন সরকারী পত্র পত্রিকায় ও নেতাদের বিভিন্ন সময়ের বিবৃতি থেকেই ফুটে উঠেছে। সেদেশে মধ্যে মধ্যে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে চাকুরীচ্যুত করা হয়। একে শ্রমিক আইনের পরিভাষায় "Lay off" (লে-অফ্) বলা হয়। আগেই বলেছি কমিউ. . রাশিয়াতেও 'বাড়তি শ্রমিক সমস্যা' ("Redundancy of Labour", "Over-Staffing" etc) কল-কারখানায়-অফিসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারী নিয়োগ-জনিত সমস্যা নিয়ে সেদেশের নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পোল্যাণ্ডেও এই সমস্যা রয়েছে। তাই সেদেশের নেতা ও বিশেষজ্ঞরা নূতন নিয়োগ (new appointments) সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় একেই বলা হয় 'Job freeze'।

১৯৫৩ সালের ২৯, ৩০শে নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্দ্দশ অধিবেশনে (14th Central Committee Plenum, Nov 29, 30, 1930)

ব্যাপক ভাবে 'বাড়তি', 'অতিরিক্ত' শ্রমিক ছাটাই-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং সেই দলীয় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম 'লে-অফ' সুরু হল সরকারীভাবে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে। শ্রমিকরা অবশ্য তিন মাসের নোটিশ-ভুক্ত সময়ের বেতন ও পাওনা বকেয়া ছুটির দিনের বেতন পেয়ে থাকেন আইন মত। অবশ্য কমিউনিষ্ট দল-কর্তৃক অনুসৃত এই বাড়তি শ্রমিক ছেঁটে ফেলার অভিযানে (redundancy drive) মোট কত শ্রমিকের মাথায় বেকারীর খড়্গ নেমে এসেছিল তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। সরকারী *Trybuna Ludu,* এবং *Biuletyn Stastystyczny* -এ প্রকাশিত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে- খামারে মোট নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস পায় ৫৫০,০০ —১৯৫৫ সালের অক্টোবরের শেষভাগ থেকে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে। বাড়তি শ্রমিক ছাঁটাই অভিযানে এই বেকার-বাহিনীর বড় অংশ কর্ম্মচ্যুত হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। পোল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এটা বেশ বড় অঙ্ক একথা বললে অপ্রচার হবে না নিশ্চয়ই।

পোল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন যে সে-দেশের সরকার বেকার সমস্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে যেসব বিবরণী প্রকাশ করে থাকেন সেটা পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত করেনা। যেমন ভারতবর্ষে শ্রম-দপ্তর ও কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র (Employment Exchanges) বেকারীর সংখ্যা সম্বন্ধে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করে থাকেন তাতে কোন সময়েই মোট বেকারীর চিত্র ফুটে ওঠেনা। এর একটা কারণ বেকার-বীমা বা ভাতা-ব্যবস্থার অভাব (Unemployment Benefits) আর একটা বড় কারণ কর্মক্ষম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীদের স্যায়সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস জন্মেছে যে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে বেকার কর্মপ্রার্থীরূপে নাম নথিভুক্ত করলেই চাকুরী পাওয়া যায়না। তৃতীয় কারণ, কল-কারখানা— কি সরকারী কি বেসরকারী-অফিসের শূন্য পদে (Job Vacancy) নিয়োগের সময় সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রের অনুমোদনকে আমলই দেওয়া হয়না। অফিসের বড়বাবু অথবা ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক-ত্রাতা -টেরিলিন-বামপন্থীদের উপযুক্ত প্রণামী দিয়েই যদি কাজ হয় তাহলে শুধু শুধু ঘরের পয়সা খরচা করে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করে আসার তামাশায় কাজ কি আছে? তাছাড়া, কল-কারখানা-অফিসে—মামা, কাকা, জ্যাঠা, শ্বশুর, ভায়রা-ভাই, পরিবারের ভাই, যদি থাকেন তাহলে তো সেই ব্রহ্মাস্ত্রতেই

াজ হাসিল! এ অবশ্য আমাদের নিজের দেশের কথা,—আমরা 'সমাজতন্ত্র—জনগণতন্ত্রের' দিকে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছি যে! তাই এই অভিজ্ঞতা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করতে হয়, করিয়ে দিতে হয়।

পোল্যাণ্ডেও বেকার-ভাতার ব্যবস্থা নেই। তাই কর্ম্মপ্রার্থীদের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার গরজও নেই। আর বেকার-ভাতা বা বেকার-বীমার ব্যবস্থা চালু থাকলে সরকারের ওপর-ও চাপ সৃষ্টি হয় তাড়াতাড়ি কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও কমিউনিষ্ট পোল্যাণ্ডের বেকারদের একই অবস্থা। পোল্যাণ্ডের একটি অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৫৭ সালে একটি নিবন্ধে হিসাব দিয়েছিল যে সে দেশের মোট প্রকৃত বেকারীর সংখ্যা সরকারী প্রদত্ত হিসাবের পাঁচগুণ। (*Zycie Gospodarcze*, No 7 ; 1957)। সরকারী প্রদত্ত হিসাবে সেদেশে ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মোট বেকারদের সংখ্যা ছিল ৬০,৪২৫। উপরোক্ত পত্রিকার মন্তব্য অনুযায়ী মোট বেকারের প্রকৃত সংখ্যা যদি সরকারী নথিভুক্ত বেকারের পাঁচগুণ হয় তাহলে—সংখ্যাটা দাঁড়াবে তিন লক্ষেরও বেশী। [ভারতবর্ষের অবস্থাও অনুরূপ।]

পোল্যাণ্ডে কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা (labour force) কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়াব কারণ স্বরূপ সেদেশের দলীয় নেতারা প্রয়োজনোতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার উল্লেখ করে থাকেন। ১৯৬০-সালে যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাতে পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর রাষ্ট্রায়ত্ব-শিল্পে নিযুক্ত নূতন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭৮৫,০০০। এই পরিকল্পনায় মোট যে-পরিমাণ নূতন শ্রমিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত সে দেশের সরকার নিয়েছিলেন তার চাইতে ৫০,০০০ বেশী নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হয়। এই "তিরিক্ত বাড়তি লোক নিয়োগের ফলে নাকি সে দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ—উৎপাদন হ্রাসের কারণ—এই তত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা হল। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা মনে করেন কম উৎপাদন-ক্ষমতাই (low productivity) অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের কারণ (over-employment)।

'প্রয়োজনোতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়—কি করে সম্ভব? কেননা পরিকল্পনার রূপায়নে মোট কত শ্রমিক, দক্ষ কারিগর, বিশেষজ্ঞ লাগবে তার হিসাবের (man-power requirements) ভিত্তিতেই

এক একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হতে থাকে। মাইকেল গ্যামারনিকাও—বিভিন্ন সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে এক প্রবন্ধে বলেছিলেন ১৯৬০ সালে—অর্থাৎ পোলীশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে—৪০০,০০০ তরুণ কর্ম্মপ্রার্থী শ্রমের বাজারে উপস্থিত হবে চাকুরীর সন্ধানে। কিন্তু সেই সময় বিগত বছরের অবশিষ্ট বেকার কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা (Residual Unemployment) দাঁড়াবে ৮৫০,০০০। কিন্তু এত চাকরী দেবার ব্যবস্থা কোথায়? নূতন পদের সংখ্যা ৫০০,০০০ মত দাঁড়াবার কথা ছিল তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পোল্যাণ্ডে পরবর্তী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে আনুমানিক ৩৫০,০০০ কর্ম্মক্ষম অবশিষ্ট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবার কথা ছিল। দেশের তরুণ সম্প্রদায় এই মোট বেকার কর্ম্মপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ। মাইকেল গ্যামার নিকাও—তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন আরও প্রকট হবার কথা, কারণ সেই বছর নবাগত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৬০০,০০০।

পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও ফার্স্ট সেক্রেটারী গমুল্‌কা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চদশ সাধারণ সভায় দেশের এই সমস্যার মোকাবিলার জন্য অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ নূতন চাকুরী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন (15th Central Committee Plenum; *Trybuna Luda*; March)। এই পনের লক্ষ নূতন চাকুরী সৃষ্টি করতে পারলেও যে সেদেশের সকল বেকারদের কর্ম্মসংস্থান হবে না—সে কথা ফ্লার্স্ট সেক্রেটারী গমুল্‌কা নিজেই স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সব নূতন চাকুরী সহরাঞ্চলের বেকারদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সহায়ক হবে বটে কিন্তু গ্রামীন বেকার সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। যারা বেকার বা কর্ম্মচ্যুত হচ্ছে তারা যে সব সময়ই বেকার-জীবনের অসহনীয় গ্লানি বহন করে বেড়াচ্ছে তা অবশ্য নয়। অনেকেরই পরে কাজ মিলছে। কিন্তু সব সময় একটা বড় কর্ম্মক্ষম অংশ কাজ পাচ্ছে না। এরকম অবস্থা পুঁজিবাদী—আমেরিকা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্ম্মানীতেও।

আগেই বলেছি রাজনৈতিক ও নীতিগত কারণে এ সব কথা কোন কমিউনিষ্ট স্বীকার করবেন না। মাঝে মাঝে অবস্থার চাপে কিছু কিছু বিবৃতি, রচনা, ও রিপোর্টে এই সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়ে থাকে মাত্র। যেমন রাশিয়াতেও সাত-সালা পরিকল্পনা (Seven-Year Plan) চালু হবার সূচনাকালে

লেনিনগ্রাদ, ওডেসা, মস্কো ও অন্যান্য বড় বড় শহরে বেকার শ্রমিকের অস্তিত্ব সেদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ইয়ে ম্যানেভিচ্ (Ye Manevich) এক প্রবন্ধে স্বীকার করেছিলেন। আরও দুজন রুশ অর্থনীতিবিদ—V. Yagodkin এবং I. Maslova একটি প্রতিবেদনে জানান যে নূতন উৎপাদন-শৈলী ও উন্নত টেক্‌নলজি প্রয়োগের ফলে মস্কো অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Moscow Economic Region) ১৯৫২ সালে ৭২২৫ জন কর্মী এবং ১৯৫৩ সালে ৮০০৭ জন 'উদ্বৃত্ত' (Redundant) হয়ে পড়ে। এ ছাড়া আরও 'চোরা উদ্বৃত্ত' শ্রমিক-সমস্যার কথা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল। রাশিয়ায় এই সময় ককেসাস বেলোরাশিয়া, মোল্‌দাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, সেণ্ট্রাল ব্ল্যাক আর্থ অঞ্চলেও এই 'উদ্বৃত্ত শ্রমিক' সমস্যার অস্তিত্বের প্রমাণ ছিল ।

[Ye Maneyich, in Voprosy ekonomiki (Moscow) No. 6 P. 23 ; V. Yagodkin and I. Maslova, in ibid, P. 31, quoted in Problems of Communism ; March-April P. 2]

কেন্দ্রীয় আদেশ-নির্ভর আজ্ঞাবহ অর্থনীতিতে নানা বিচ্যুতি দেখা দিতে বাধ্য। তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেও মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-সংকোচ ঘটছে। পোল্যাণ্ডে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য অন্তত দু দু'বার সে-দেশের সরকার "ওয়েজ ফ্রীজ" ('Wage freeze')—অর্থাৎ বেতন ও মজুরী-বৃদ্ধি রহিত করে সরকারী নির্দেশ জারী করেছিলেন—প্রথমবার ২১শে নভেম্বর ১৯৫৭ সালে,

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের লক্ষ্য : পুঁজি বৃদ্ধি ও সঞ্চয় (accumulation)। ইংরেজ কবি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে বলেছিলেন "....where wealth accumulates a .d men decay" —প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ শুকিয়ে মরে। "ভরা ফসলের ক্ষেতে উপবাস বাসা বাঁধে।" কমিউনিষ্ট ব্যবস্থাতেও—অন্যভাবে অন্য শ্লোগানের মাধ্যমে—শাসকদল ও পরিকল্পনা-প্রণেতারা দেশের জনগণের সামনে ঐ পুঁজি সঞ্চয় (capital accumulation) ও পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্য তুলে ধরে থাকেন। জাতীয় আয়ের লক্ষ্য :—ভারী শিল্প ও উৎপাদনকারী শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য পুঁজি সঞ্চয়, নিম্নআয়-সম্পন্ন মেহনতী জনগণের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য্য ভোগ্য পণ্য দ্রব্য উৎপাদন-শিল্প গড়ে তোলা নয়। পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়ন ও অগ্রগতির হার-কে

ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার সন্ধ্যে—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এই লক্ষ্যকে তুলে ক'রে থাকে।

যে-কোন উন্নয়নশীল দেশে পূর্ণ-কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থা (Full Employment) চালু ক'রে দেশ গঠনের ও ব্যাপক বৈষয়িক উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিলেও কিছু 'উদ্বৃত্ত' শ্রমিক থেকেই যায়—বিশেষ ক'রে গ্রামে-গাঁথা জনবহুল দেশে। সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রমিক চিরদিনই অথবা বেশীদিন বেকার থাকবেনা ; আর 'উদ্বৃত্ত' হয়ে বসে থাকার সময় সেই শ্রমিক ও কর্ম্মক্ষমদের জন্য ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Elaborate Social Economic Security Measures) চালু রাখতে হবে—যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ; এই ব্যয়ের বোঝা সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রেণীকে বহন করতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে—ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা ও পরার্থ-পরতার আদর্শ নিয়ে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Cradle-To-Grave Social Insurance)। এর জন্য কোন দেশের সরকারকে বা শাসকদলকে মার্কসীয় শাস্ত্রের শরণ নেবার প্রয়োজন হয় না, লোক-দেখানো, (ক্যাডার ও ভোটার সামলানোর জন্য) সমাজতন্ত্রের কচকচিরও দরকার হয়না। এরজন্য চাই সর্ব্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, কঠোর শ্রম, বাস্তব-ধর্মী গোঁড়ামি-মুক্ত কর্মসূচী ও বৃহত্তর স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উইলিয়াম বেভারিজ একটি সর্ব্বব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তা-পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। পৃথিবীর যে কোন দেশই সেইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে পারে। কোনই বাধা নেই, —আইনের তো নয়ই।

যে-কোন প্রকৃত জনকল্যাণ-ধর্ম্মী রাষ্ট্রকে এইরূপ ব্যাপক সর্ব্বার্থসাধক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু তাই বলে এই সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে কোন রাষ্ট্রই নাগরিকদের মানসিক-আত্মিক-নৈতিক নিরাপত্তা কেড়ে নিতে পারবেনা।

কোন দেশের জাতীয় সরকার যখন পরিকল্পনা রচনা করে তখন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত-কালে মোট কত সহস্র বা লক্ষ কর্ম্মপ্রার্থীর কর্ম্মসংস্থান করা হবে তার ইংগিত থাকবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণ কালে জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে কত দাঁড়াবে তারও হিসাব থাকা চাই। আগে থেকে নিরূপণ-করা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হিসাব যদি বানচাল হয়ে যায় জনসংখ্যার মাত্রাধিক স্ফীতি দ্বারা

তাহলে যেকোন সরকারকেই বেকায়দায় পড়তে হয়। তাই জনসংখ্যার মাত্রাধিক বৃদ্ধির সঙ্গে বেকারীরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেমন—পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়ায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কর্ম্মে নিয়োগযোগ্য মানুষের কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বড় সমস্যার সৃষ্টি ক'রে।

খোদ সোভিয়েট রাশিয়ায় ও এই জনসংখ্যা-জনিত সমস্যা বেশ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে সেদেশের কমিউনিষ্ট নেতাদের মনে। ইউরোপীয় রাশিয়ার শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ রুশদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে আধুনিক কালে। গত দশ বছরে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অনুন্নত মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে-থাকা অঞ্চলগুলিতে কালা-আদমীর জন্মহার যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রুশ নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। উদ্বেগের প্রধান কারণ শ্বেতাঙ্গ রুশদের চেয়ে কৃষ্ণকায় মধ্য এশিয়ার রুশরা সংখ্যায় বেশী হয়ে পড়ছে। তাদের মধ্যে জন্ম-হার প্রতি হাজারে ৩৪ জন অথচ সমৃদ্ধশালী ইউরোপীয় রাশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের জন্মহার সেই জায়গায় প্রতি হাজারে ১৪ জন। বিগত আদম-সুমারীতে রাশিয়ার জন-সংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ ছিল—ইউরোপীয় রুশদের সংখ্যা। নূতন আদম-সুমারী হলে দেখা যাবে সেদেশে মধ্য এশিয়ার কালা-আদমীদের সংখ্যাই সম্ভবত বেশী। মহামতি লেনিনের দেশে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় রুশদের মনে ভয় সঞ্চারিত হচ্ছে কেন? কেন সে দেশে আজ উন্নত অঞ্চলের স্বচ্ছল শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে? কেন সেদেশের অনুন্নত অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া মধ্য এশিয়ার রুশ নাগরিকরা ·· কুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাচ্ছেনা? মধ্য এশিয়ার জন্য হাল আমলে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাও চীনের তাড়নাতেই।

কিন্তু রাশিয়া—রাজনৈতিক কারণে—শ্বেতাঙ্গ দক্ষ শ্রমিকদের সেখানে বেশী বেতন দিয়ে কর্ম্মে নিয়োগ করতে ব্যগ্র। অথচ মধ্য এশিয়ার স্থানীয় কর্ম্মক্ষম শ্রমিক রয়েছে প্রচুর। চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল বলেও রাশিয়ার উদ্বেগ রয়েছে। তবে কি রাশিয়া তার মধ্য এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শ্রমিকদের বিশ্বাস করেনা? রাশিয়ার উন্নত অঞ্চলে হাজারে ১৪ জন অথচ মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ অপেক্ষাকৃত অনেক অনুন্নত রুশ প্রজাতন্ত্রগুলিতে জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি হাজারে ৩৪ জন। এই হারে এই সব অঞ্চলে জন্ম-

সংখ্যা বাড়তে থাকলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবেই। কর্ম্মসংস্থানের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবেই।

একটা দেশ "সমাজতান্ত্রিক" বলে দাবী করলেই তার বিবিধ জটিল সমস্যাগুলি কর্পূরের মত উবে যায়না, 'সমাজতন্ত্রের' মন্ত্র শাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতিমত উচ্চারণ করলেই, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের ঘুষ দিয়ে ফলাও করে এইসব আনুষ্ঠানিক মন্ত্রপাঠ নেতাদের ছবি সমেত ছাপলেই বা ঘন ঘন রেডিও মাধ্যমে প্রচার করলেই মৌলিক অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যায় না। স্তালিন নিজেই তো বলেছিলেন অর্থনৈতিক নিয়মগুলি 'চরম' ও 'অমোঘ', মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।

রাজনৈতিক কারণে ইউরোপীয় রুশদের বিশেষজ্ঞ, কুশলী কর্ম্মীদের —মধ্য এশিয়ার জন্য প্রস্তাবিত, উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচীগুলিকে রূপ দেবার জন্য পাঠাতে হচ্ছে। ভাল ভাল কাজগুলো তাদেরই জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে—কেননা রুশ কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির অনুন্নত 'এশীয় সর্ব্বহারাদের' চোখে চোখ রেখে চলতে চান। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের তাঁরা ভয় করেন। তার ওপর চীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে! রাশিয়া ও চীন উভয়েই তাদের সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘুদের সন্দেহের চোখেই দেখছে। রাশিযার সাইবেরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন সেদেশের সমস্যা, চীনের সিংকিয়াং সীমান্ত অঞ্চলও তেমনি চীনের কাছে একটি জটিল সমস্যা। " অতএব লোক-নিয়োগের ক্ষেত্রে দুই দেশকেই সনাতন নীতিই অনুসরণ কবে চলতে হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বাশিযাকে তার অনুন্নত, বিশেষ কবে মধ্য এশিয়ার ৫টি প্রজাতন্ত্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে সেই পরিমাণ পুঁজি বর্তমানে কোথায়?

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুগপোযোগী করে চীন ও আমেরিকার সঙ্গে সম্ভাব্য মোকাবিলা করতেই তার রসদ ও পুঁজির বড় অংশ খেয়ে যাচ্ছে। আবার রক্ষণশীল পদ্ধতিতে পুঁজি সঞ্চয় করতে গেলে (Capital accumulation) স্তালিন-যুগের জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় সরাসরি ফিরে যেতে হবে। ভোগ্য পণ্য-শিল্প ও কৃষিকে অবহেলা করে শিল্পোৎপাদনকারী দ্রব্য (Industrial goods) উৎপাদনের দিকে বেশী মন দিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন নূতন ব্যাপক বিনিয়োগের কর্ম্মসূচী—ইনভেস্টমেণ্ট প্রোগ্রাম। আর এই কর্ম্মসূচীকে বাস্তবরূপ দিতে হলে চাই—শ্রমিক ও উপার্জনশীল জনসাধারণের হাতে যে অধিক ক্রয়-

ক্ষমতা আছে সেটা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার উপযোগী সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি অবলম্বন, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের চরম অবহেলা, সর্ব্বোপরি নিপীড়ন-মূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক (over-centralised) আজ্ঞাবহ অর্থনীতির একটা বড় ত্রুটি এই যে অতিমাত্রায় বিনিয়োগ ব্যয় (Excessive Investment Spending) প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে পরিকল্পনা রূপায়িত করতে যে-পরিমাণ লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়—সেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে তার চাইতেও অনেকবেশী লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়। কিন্তু এই অতিমাত্রায় বিনিয়োগ-নীতিকে (over investment) সার্থকভাবে শেষ পর্য্যন্ত চালু রাখতে যে-পরিমাণ আর্থিক সংস্থান, কাঁচামাল, দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী, যন্ত্রাংশ, উন্নত টেকনলজি ও দক্ষ কারিগরের জোগান অব্যাহত থাকা দরকার তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। ফলে অবস্থার চাপে পিছু হটে আসতে হয়, পরিকল্পনার কাজ মাঝপথে থেমে যায়। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট সরকারকে শ্রমিক ছাটাই ও মুদ্রাসঙ্কোচের (Deflation) নীতি নিতে হয়ে থাকে। পোল্যাণ্ডে বিশেষ করে এ ঘটনা বারবার ঘটেছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সরকার ও জনগণকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে যতদিন না আবার ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের সরবরাহ সেই সময়ের জনগণের সক্রিয় চাহিদা (effective demand) মেটাতে সক্ষম হচ্ছে।

পরিকল্পনায় উৎপাদন লক্ষ্য (target) স্থির করা এক জিনিষ, আর তাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করা আর এক জিনিষ। যেমন রাশিয়ার কথাই ধরা যাক: ১৯৫০ সালের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্যের (Industrial targets) নির্দ্ধারিত মাত্রা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন শতকরা দশ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইস্পাতের উৎপাদন ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টন কমান হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ছাঁটা হয়েছে শতকরা ৩ ভাগ। শুধু দেশরক্ষার ব্যয় কমেনি—বেড়েছে। এ অবস্থায় সেদেশে কর্মসংস্থান ব্যাহত হতে বাধ্য। স্তালিন রাশিয়ায় 'লেবার একস্‌চেঞ্জ' উঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে বেকার ভাতা (unemployment dole) বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বেকার-বীমা চালু হয়নি সেদেশে—যদিও আলোচনা চলছিল সেই সময় ঐ দেশে এই বিষয় নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার একটি ঘটনা উল্লেখ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল রিপাবলিক্যান দলের প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড

নিক্সন্ গত ১১ই আগষ্ট একটি বিশেষ আইন অনুমোদন করেছেন।
এই নূতন আইনে পঞ্চাশ লক্ষ অতিরিক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিককে বেকার বীমার (Unemployment Insurance) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুমোদন করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন্ বলেছেন :

"....One more bulwark against the possibility of any future (economic) downturn, and strong evidence that this nation will not permit the burden of the fight against the high cost of living to fall on the American workingman".

"দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুভার যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেহনতী সমাজের ওপর না চাপে সেইটাই জাতির মূল লক্ষ্য। কোন প্রকার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে এই নূতন আইন নূতন এক প্রতিরোধ ব্যবস্থা।"

কোন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদই বলবেন না যে এই বেকারের সংখ্যা সেদেশে চিরস্থায়ী। এটা সাময়িক বা ট্রানজিশন্যাল্, সমাজতান্ত্রিক দেশের মতই বেকার-বীমা চালু করে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে নূতন কাজ খুঁজে নিতে সাহায্য করা হচ্ছে মাত্র। মার্কস-লেনিন এরূপ ব্যবস্থা আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যে হতে পারে তা নিশ্চয়ই কল্পনা করেন নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও যে বেকার-বীমা চালু হয়নি সেটাই কি বলশেভিক বিপ্লবের হোতারা বিশেষ বামপন্থীরা কল্পনা করেছিলেন ?

দেশের পরিকল্পনা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হতে পারে—যদি কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়াকে এই তিন বছরে পুঁজিবাদী কয়েকটি দেশ থেকে মোট প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের (আনুমানিক ১৪০০ কোটি টাকা) খাদ্য-শস্য (গম) আমদানী করতে হয়েছে। তার ওপর তার বিপুল সামরিক খাতে ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ রকম অবস্থায় যে কোন দেশেরই—সমাজতান্ত্রিকই হোক আর পুঁজিবাদী বা অ-পুঁজিবাদী দেশই হোক—বিনিয়োগ নীতি-চক্র (Investment Cycle) ব্যাহত হতে বাধ্য। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রয়োজন সৃষ্টিধর্মী-গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ-জন-নিয়োগমুখী কল্যাণ-ধর্মী-বিনিয়োগ নীতি (Investment policy), প্রার্থিত মানের ভোগ্য পণ্যের পর্য্যাপ্ত উৎপাদন ও ক্রেতা সাধারণের কাছে ন্যায্য দরে সরবরাহ এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক মতবাদের গোঁড়ামি-মুক্ত

অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। এ সবগুলোই একসঙ্গে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোনও কেন্দ্র-আরোপিত ও নির্দেশ-ভিত্তিক ওপর থেকে চাপান আজ্ঞাবহ অর্থনীতির কাঠামোতে (Command Economy) এগুলো সম্ভব কি না সেটাই আজকের সমাজতান্ত্রিকদের কাছে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে বলে ঘোষণা করলেই সেই রাষ্ট্রের সকল কর্মক্ষমদের স্বয়ং-ক্রিয় কোন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নিয়মে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয না, সামাজিক অর্থ নৈতিক-বাজনৈতিক ন্যায়বিচারও সুনিশ্চিত হযনা। পুঁজিবাদী সমাজের একচেটিয়া পুঁজিব শোষণের মত যখন এক-পার্টি কমিউনিষ্ট বাষ্ট্রেব ডিক্টেটারেব ও দলীয় আমলাদেব খামখেয়ালি-পনা, অত্যাচাব, গুপ্ত পুলিশের নির্মম নিপীড়ন সইতে হয তখন সেই সমাজের বিক্ষুব্ধ নাগবিকবা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেব অনিবার্য্য সংঘর্ষ-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন কববেন কোন যুক্তিতে? শোষণ-নিপীডন-অবিচাব-অন্যায়েব কোন জাত নেই। মার্কসবাদী বা কোন সমাজতান্ত্রিক দল 'বিপ্লব' বা 'প্রাসাদ চক্রান্ত' 'ক্যু দে তা'র-মাধ্যমে ক্ষমতায আসীন হলেই সাম্য-ন্যায়-সুবিচার-গণতন্ত্র-শৃঙ্খলা-সৌভ্রাতৃত্ব মানবিক আচবণ সুনিশ্চিত হয না। 'গণতন্ত্রকে' বাদ দিয়ে—'সমাজতন্ত্র' অর্থ-নৈতিক নিবাপত্তা ও সুবিচাবের 'গ্যাবান্টি দিতে পারে না। ইতিহাসও সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

সাতাশ

মার্কসীয় শাস্ত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আপোষবিহীন সংঘাত ও বৈপরীত্যের কথা বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ—"দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব"—উন্নত টেকনলজি, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবিরভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভাবের ও ব্যবসা বাণিজ্যের অধিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি করেছে—অধিক আন্তর্রাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতা এনে দিয়েছে। আনবিক যুদ্ধের বিভীষিকা দুই "পরস্পর-বিরোধী" শিবিরকে শুধু সহ-অস্তিত্বের কথা বলতে বাধ্য করছে তাই নয়—দুই 'পরস্পব বিবোধী' ব্যবস্থায় এককেন্দ্রাভিমুখী অভিসারের প্রবণতাও (কনভারজেন্ট টেন্‌ডেন্‌সীজ্)' সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দুই বিবদমান দেশের রাজধানী মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে হট-লাইন স্থাপন অনিবার্য সংঘর্ষ-তত্ত্বের একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া আর কি হতে পারে?

১৯৫৬ সালের মে মাসে সুইজারল্যাণ্ডে—'পুঁজিবাদী' পশ্চিম ইউরোপ এবং 'সমাজতান্ত্রিক' পূর্ব্ব ইউরোপেব কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এক আলোচনা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। সেদেশেব "সেণ্ট গল কলেজ ফর ইকনমিক এ্যাণ্ড সোস্যাল সায়ান্সেস্"-এর ছাত্ররা ছিলেন এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা। দুই ভিন্ন দুনিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল; ৬০ জন বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদ এইআলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। বুদাপেস্তের **Imre Vajda**, পোল্যাণ্ডের **Zygmunt Wyrozembski**, চেকোস্লোভাকিয়ার **Josef Goldmann**, বুলগেরিযার **Dynko Tozheff** প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরাও অংশ নিয়েছিলেন।

পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী ও তার ঝোঁক কোন্ দিকে—সে-বিতর্ক কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছিল সেই আলোচনায় স্বভাবতই। সেণ্ট গল কলেজের অধ্যাপক রলফ্ ডাব্‌স্ (Prof. Rolf Dubs) বিতর্কমূলক "কনভারজেণ্ট টেন্‌ডেন্‌সীজ্"-তত্ত্বের আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি (Market Economy) এবং পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক

দেশের সর্ব্ববিষয়ে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতির (Centrally Planned Economy) মধ্যে একই কেন্দ্রাভিমুখী ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই প্রশ্ন নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তর্ক চলছে। অবশ্য (১) নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামো, এবং (২) সম্পত্তি-জনিত সম্পর্ক ও বাধ্যতামূলক যৌথ রাষ্ট্রীক মালিকানা—এই দুটো বিষয়ে মৌল পার্থক্য যদিও থেকেই যাচ্ছে। পুঁজিবাদী বা অ-কমিউনিষ্ট অর্থনীতিতেও এ যুগে (ক) সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন প্রকল্প—অর্থ নৈতিক কার্য্যক্রমের গুরুত্ব অনেক বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। অ-কমিউনিষ্ট দুনিয়ার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন অর্থ নৈতিক কার্য্যক্রম ও শিল্পোদ্যমের ব্যাপকতা লাভ, (খ) শিল্পপতিদের শিল্পোৎপাদন, ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতি-যোগিতাকে রুখবার মন নিয়ে বিভিন্ন অ-কমিউনিষ্ট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকারী মধ্যস্থতার প্রয়াস, (গ) পুঁজিবাদী ও অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে জাতীয় পরি-কল্পনার গুরুত্ব ও রূপায়ণের উদ্যোগ (National Planning)—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর আমলে 'নিউ ডীল' কর্ম্মসূচীর মধ্যে জনকল্যাণ-মূলক কাজে রাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে।

আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কয়েকটি বিশেষ ঝোঁক লক্ষণীয়। (ক) মার্কসীয় অর্থ নৈতিক গোঁড়ামির যথেষ্ট অবক্ষয় ঘটেছে। সকলের জন্য সমান বেতন-হারের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মী ও শ্রমিকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেতন-হারের প্রবর্তন—এবং শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের পার্থিব স্বাধ-সাধে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে উৎসাহিত করতে (Material Incentives) সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রত্যক্ষ প্রয়াস লক্ষণীয়। শ্লোগান ও রাজনৈতিক তত্ত্বের কচকচি করে—সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে—শ্রমিক শ্রেণীকে আর উৎসাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে না। সাবেকী নীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। (খ) প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার আদর্শ (Economic Self-Sufficiency) বর্জন করে—পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম ও উৎপাদন বিভাজন ব্যবস্থা (International Division Of Labour) মেনে নিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে

পারস্পরিকতা, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা গত কয়েক বছরে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (গ) পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি হলেও—অর্থনীতিকে অনেক বেশী ক্রেতা ও ভোক্তা-সাধারণের অভিমুখী ও অনুগামী করাব প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (ঘ) চাহিদা ও সরবরাহের—পারস্পরিকতা-তত্ত্বও কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করছে, অস্বীকার করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখন আর অতীতেব মত উৎপাদনের পরিমাণের ওপবই শুধুমাত্র গুরুত্ব আবোপ কবা হচ্ছেনা,— উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব গুণগত উৎকর্ষতার ওপর-ও নজব দেওযা হচ্ছে] কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন-ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ ক্রেতা ও ভোক্তা সাধাবণেব রুচি-ইচ্ছা-চাহিদাকে উপেক্ষা কবতে পারে না। (খ) পূর্ব্বে কমিউনিষ্ট অর্থনীতিব মূল কথা ছিল—'Politics taking Command—অর্থাৎ সব কিছুই বাজনীতিব অনুগামী হবে। এখন কিন্তু অর্থনৈতিক পবিকল্পনাকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ করে ঢেলে সাজবার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থনৈতিক নিয়ম—কানুনেব ওপব নির্ভর করে সেই সব নিযম-কানুনেব সংগে সঙ্গতি বেখে চলার প্রবণতা দেখা দিযেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেশের অর্থনীতি, পুনর্গঠন পবিকল্পনাকে রাজনৈতিক মতবাদ ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত কবাব চেষ্টা চলেছে। ১৯৫৩ সালে প্রাভ্দা পত্রিকায লেনিনেব নূতন এক উদ্ঘাটিত রচনার পাণ্ডুলিপির—উল্লেখ করে বাজনৈতিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চাবণ করা হয়। প্রাভ্দায় লেনিনের উক্ত রচনার অংশ নিম্নোক্ত উদ্ধৃত করা হযেছিল:

"The transition from a Capitalist to Socialist Society consists in the fact that *political tasks are subordinated to Economic ones* ......To a great extent it is necessary to study the organisation of Socialism from the point of view of the managers of trusts and the important organisers of Capitalism.

When the problems of convincing the people and the conquest of power were of first importance the agitators were given the leading positions" [from East Europe ; January]

এতদিন পরে আবিষ্কৃত লেনিনের এই মন্তব্যগুলি—'politics taking-Command' এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থনৈতিক কর্মসূচী—রাজনীতির খাঁদীগিরি করবে না। চীনের মাও-বাদী নেতারা যা বলছেন—লেনিনের এ বক্তব্যকে তারই বিরুদ্ধে খাড়া করা হচ্ছে রাশিয়ার তরফ থেকে। লেনিন বলেছিলেন : ক্ষমতা দখলের সময় রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদেরই প্রাধান্য ছিল আর তার প্রয়োজনও ছিল। দেশ গঠনের সময় অন্য রচনাত্মক নেতৃত্বের প্রয়োজন। লেনিনের এই বক্তব্যও উগ্রপন্থীদের দৃষ্টিতে 'শোধনবাদী'। এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই বলা হয় 'অর্থনৈতিক বাস্তবতাবাদ' (economic pragmatism)।

তাহলে মার্কসবাদী অর্থনীতির নীতি-নিষ্ঠ বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। যাকে এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাবাদ বলা হচ্ছে—গোঁড়া কট্টর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীবা তাকে "শোধনবাদ" বলে নিন্দা কবে থাকেন। রাজনৈতিক পবিভাষায় একে 'ইকনমিক্ রিভিশনিজম্' বলা যেতে পারে। (ঙ) অর্থনৈতিক পবিকল্পনা ও বৈষয়িক উন্নয়নকে অর্থনীতির মৌল সূত্রগুলির ওপর দাঁড় করানর চেষ্টার নামে—তখন বাস্তবতাব চাপে—বাজনৈতিক তত্ত্বেব ওপর প্রাধান্য না দিযে—পুঁজিবাদী অর্থনীতিব 'ভাড়া' দেওয়া-নেওযার নীতি (Rentability), লাভ-লোকসানেব বিবেচনা (Profitability)—স্থিতিস্থাপক বাস্তববাদী দাম-নীতি, শিল্প-সংস্থা পবিচালনার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতা ও দায়িত্বেব বিকেন্দ্রী করণ এইসব নীতি-গুলিকে গ্রহণ কবতে হচ্ছে।

উক্ত আলোচনা সভায় চেকোশ্লোভাকিযাব বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ যোসেফ গোল্ডম্যান (Dr. Josef Goldmann) তাঁর "Basic Parallels and Differences Between Two Economic and Social Systems"—এই বক্তৃতায় অবশ্য অস্বীকার কবেছিলেন যে এই দুই পরস্পব-বিরোধী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনদিন আদৌ মিলন ঘটতে পারে। অবশ্য তিনি বলেছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন—কোন ব্যবস্থাই ত্রুটি ও দোষ-মুক্ত একেবারে নয়—নির্ভুলও নয়। এমনকি সমাজতন্ত্রেরও ব্যর্থতা যেমন আছে, সাফল্যও তেমনি আছে।

"Socialism····might learn a lot from Capitalism since nothing is perfect and there is success and failure even in Socialism"

অর্থনীতিবিদ ডঃ গোল্ডম্যান আলোচনা প্রসঙ্গে রাশিয়ায় লেনিন-প্রবর্তিত "নূতন অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর" (NEP) খুব তারিফ করে বলেন যে ওটা একটা

স্বল্প-মেয়াদী কার্য্যসূচী ছিলনা,—ধ্বংসোন্মুখ রুশ-অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য একটা সাময়িক তাপ্পি-দেওয়া বা জোড়াতালি দেওয়ার কৌশলগত প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ—'নেপ'—নয়! বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে নাকি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির সমন্বয় ঘটেছিল এই নূতন অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর মধ্যে [(NEP = Market Mechanism + Planning)]। অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর মধ্যে নিঃসন্দেহে নূতন বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন লেনিন। বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা থেকে সাময়িকভাবে সেদেশের ভেঙে-পড়া তৎকালীন অর্থনীতি কিছু কালের মত রেহাই পেয়েছিল।

মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন কেউ-ই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন তাত্ত্বিক নিবন্ধ বা কর্ম্মসূচী তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য লিপিবদ্ধ করে যাননি। কমিউনিজম-এর প্রবক্তারা বোঝাতে চেয়েছিলেন—ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থা সমাজের সকল অবিচার শোষণ যুদ্ধ হানাহানির মূলে। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে পারলেই সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখা ঠিক কি হবে তা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনায় ছিল না।

গোঁড়া মার্কসবাদীরা জোরের সঙ্গেই বলে থাকেন যে "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি"তে সমাজে উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে—আর সেই সঙ্গে জাতীয় আয় ও দক্ষতা বাড়বে। এটা নাকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি মৌল নিয়ম। গোল্ডম্যান কিন্তু এইরূপ কোন অর্থ নৈতিক নিয়ম যে সমাজতন্ত্রে আছে তা স্বীকারই করেননি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়নের মধ্যে হের-ফের হচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়ন যত দ্রুতগতিতে হবে বলে সে দেশের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন—সেই হারে উন্নয়ন হয়নি। গোল্ডম্যান বলেছিলেন **ভারীশিল্পের ক্ষেত্রে (Heavy Industry)** বাজারের ওপর নির্ভর না করেও যুক্তিযুক্ত মূল্যনীতি নির্দ্ধারণ করা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব; কিন্তু **ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে**—ক্রেতা-সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যনীতি সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করতে গেলে বাজারের নিয়ম কানুনের ওপর যে নির্ভর করতে হয় সে কথা অবশ্য তিনি বলেছিলেন।

পোল্যাণ্ডের অর্থনীতিবিদ ওয়াইরোজেম্‌বস্কী (Wyrozembski) আলোচনায় অংশ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে পুঁজিবাদের অনিবার্য্য বিনাশ

সম্বন্ধে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত বহাল ছিল বলা যেতে পারে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন যে কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার—"has right to exist as long as its productive forces are developing",—"যতদিন পর্য্যন্ত সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও ক্রমোন্নয়নের সম্ভাবনা থাকবে ততদিন তা টিকে থাকার অধিকারী হবেই।" আর আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মালিকানা-পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটছে—যেমন যৌথ-কারবার—'জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর' উদ্ভব ও বিস্তারলাভ—শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কোম্পানীর শেয়ার খরিদ, ব্যবসায় অর্জিত লাভের ভাগাভাগি ইত্যাদি। রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণতাবাদী সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন—সামাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম মূল নীতি হল উৎপাদক দ্রব্য-উৎপাদনকারী শিল্পের (Producer goods Industry) প্রসারতা এবং উৎপাদক দ্রব্যের প্রাধান্য থাকবে দেশের ক্রেতা-সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের প্রয়োজনের ওপর। এ যুগের সমাজতন্ত্রীরা এই ধারণাকে নিছক অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতা বলেই মনে করেন। এই ব্যাপারে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে কোনই মৌলিক প্রভেদ নেই। তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ এবং ভোগ্যপণ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলকারখানার প্রসারতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলে—সেই শিল্প-কে সঠিক দাম নীতি নির্ণয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষতা এবং ক্রেতাসাধারণের কাছে সেই সব নিত্যব্যবহার্য পণ্য দ্রব্যের আবেদন যাচাই-এর জন্য বাজার পদ্ধতির (market mechanism) ওপর নির্ভরশীল হতেই হবে। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিতে হচ্ছেও তাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও তো একই জিনিষ ঘটছে।

এতকাল "লাভ" (Profit) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রাণ বলে নিন্দিত হয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদীদের কাছে। মার্কস লাভের স্পৃহাকে "শোষণের" নামান্তর ("exploitation") বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু "মার্কসবাদী" সোভিয়েট রাশিয়ায় বর্তমানে অর্থনীতিকে লাভ-ভিত্তিক করে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। রুশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জে লিবারম্যান
৯-ই সেপ্টেম্বর 'প্রাভদা' পত্রিকায় "Plan—Profits—Premium"—এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিশেষ:

আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক লিবারম্যান—পরিকল্পনার দক্ষতা ও আরও অধিক সাফল্যের জন্য—পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দাবী করেন। তিনি বিভিন্ন কল-কারখানা শিল্প-উৎপাদন সংস্থাকে আরও বেশী স্বাধীনতা বা ক্ষমতা (management autonomy) ও ম্যানেজারদের বেশী দায়িত্বভার অর্পণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তিনি কল-কারখানা ব্যবসায়িক সংস্থার পরিচালনা থেকে অর্জিত লাভকেই মাপকাঠি রূপে ধরার প্রস্তাব করেছিলেন—মোট সার্বিক উৎপাদন-পরিকল্পনার-সিদ্ধিকে নয় (Gross Production Plan)। কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পার্থিব স্বার্থবোধকে উৎসাহিত করার মত প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা (material incentives) চালু করার প্রস্তাবও তিনি করেন।

"Lenin had already emphasized that a 'socialist' plant should be run profitably, but up to now the importance of profitability had largely been disregarded and accorded lesser importance than the fulfilment of Gross Production Plan." (Preparing Germany's Unity ; p. 26)

পূর্ব্ব জার্মানীতে বর্ত্তমানে অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উপরোক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে—

"The Socialist Unity Party hopes that the introduction of the profit motive will enable them to check the previous neglect of variety and quality in production without their having to relinquish the principles of central planning (p. 27)"

নিজের দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য অনেক আগে থেকেই বাজার-পদ্ধতি মারফৎ দাম নির্দ্ধারণ ও লাভ-নীতিকে পরিকল্পিত অর্থনীতির অঙ্গীভূত করার কথা বলে আসছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার অধ্যাপক ওটা সিক। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : রাশিয়াকেও একদিন এই নীতি গ্রহণ করতে হবে। ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় রাশিয়ার অধিক জনসংখ্যা ও পর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সে-দেশকে সাবেকী নীতির ওপর নির্ভর করে চলতে সাহায্য করছে সত্যি। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন যাবে না। আর পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অত জনবল নেই—প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের অত প্রাচুর্য্য ও স্বয়ম্ভরতাও নেই—যে জাতীয়-নীতির (self

sufficiency) ওপরই ভর করে এগিয়ে যেতে পারবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মত কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ও শিল্পোন্নত দেশের পক্ষে এই প্রশ্ন "মৌলিক" ('Basic')। রাশিয়া কি করবে—এই ভেবে—চেকোশ্লোভাকিয়া দীর্ঘকাল স্থির হয়ে থাকতে পারে না ;—একথা বলেছিলেন অধ্যাপক ওটা সিক্।

এই চিন্তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ায়ও এড়াতে পারেনি। অধ্যাপক মিলোশেভস্কী (Miloshevski) ও অধ্যাপক পেটকো কুনিন (Prof. Petko Kunin) এই একই বক্তব্য নিজের দেশের জন্য রেখেছিলেন। অধ্যাপক কুনিন-ও বলেছেন—'লাভের নীতিকে' মূল নীতি রূপে স্বীকার করে নিতে হবে এবং বাজারের জন্য সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংস্থাগুলিকে 'প্রতিযোগিতায়' অবতীর্ণ হতে হবে নিজেদেরই মধ্যে। আর কল-কারখানার ম্যানেজার ও কর্ম্মীদের বেতন-মজুরীর হার নির্ভর করবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পদ্ধতির ফলাফলের ওপর (depend on the outcome of this competitive process)। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা'র কঠিন বাঁধন থেকে শিল্প সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে।

অধ্যাপক কুনিন আরও বলেছিলেন বুলগেরিয়াকেও—যুগোশ্লাভিয়ার অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা-পদ্ধতিকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা দরকার। প্রতিটি উদ্যোগকে স্বাধীন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক ইউনিটরূপে গড়ে তুলতে হবে (Enterprise autonomy)। আর এই সব সংস্থাগুলিকে পুরো খরচের হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে দামনীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে (working according to principles of full cost accounting)। অধ্যাপক মিলোশেভস্কী—যুগোশ্লাভিয়ার মত—শিল্প-সংস্থা ও কলকারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের পুর্ণ স্বায়ত্ত্ব-শাসন ব্যবস্থা ও লভ্যাংশ বণ্টনের (profit sharing) দাবী সমর্থন করেছিলেন এক প্রবন্ধে। অধ্যাপক কুনিনের বক্তব্যে সবটাই কিন্তু সনাতনী মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র-বিরোধী। এইসব বক্তব্য বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হাঙ্গেরী-রাষ্ট্রে তো "লাভ ভাগাভাগির" নীতি আগেই গৃহীত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হাঙ্গেরীতে আর একটি কৌতূহলজনক ঘটনা ঘটেছে—সেটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য : পুঁজিবাদী দেশের মত সেদেশেও রাষ্ট্রনেতা ও পরিকল্পনা-বিশারদরা সুদ-প্রদ প্রবর্তন করেছেন। সোভিয়েট জোট-ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে হাঙ্গেরীতেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে সর্ব্বপ্রথম (Government Directive No 34451/63)। ব্যবসা

চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন (working capital) এবং যন্ত্রপাতি-সাজ-সরঞ্জামের জন্য লগ্নীর (fixed capital) ওপর একটা 'লেভী' চাপান হয়েছে যাকে বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিভাষায় 'সুদ' বলা হয়; আর এই সুদের হার শতকরা ৫ ভাগ। এই সুদ প্রথা (interest system) প্রবর্তন করে হাঙ্গেরীর কমিউনিষ্ট নেতারা একটা সুদীর্ঘ কালের পুঁজি সম্পর্কিত মার্কসবাদী ধারণার মূলে বড় রকমের আঘাত হেনেছেন।

সাবেকী গোঁড়া মার্কসবাদী ধারণা অনুযায়ী পুঁজি হল একটা অনায়াসলভ্য স্বাধীন বস্তু—'ফ্রী গুড্' (free good)। তার বিশেষ কদর বা ভূমিকা আর কি আছে? উৎপাদন সহায়ক অন্যান্য উৎপাদক গুণকের (factors of production) মত 'পুঁজি'ও একটা গুণক মাত্র। কিন্তু হাঙ্গেরীর কমিউনিষ্ট শাসকরা সেটা আর মেনে নিলেন না। পুঁজির টানাটানি দুষ্প্রাপ্যতা আছে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে; তাই—তার প্রয়োগ ও ব্যবহারেব ওপর নিয়ন্ত্রণ দরকার। ইচ্ছামত পুঁজি বিনিয়োগ করা (over investment)—অথবা সাজ-সরঞ্জাম দুষ্প্রাপ্য কাঁচামালেব ওপর নিয়ন্ত্রণের একটা পদ্ধতিস্বরূপ এই লেভী প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। সুদের-হার গুণতে হলে কারখানার ম্যানেজারকে হিসেব করে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে,—ইচ্ছামত অঢেল দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান কাঁচামাল কিনে গুদামে ফেলে রেখে দেওয়াও আর চলবে না। তাছাড়া এর ফলে প্রকল্পটি কতটা লাভজনক হচ্ছে না হচ্ছে সেটাও বোঝা যাবে।

কমিউনিষ্ট অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পে (competitive investment projects) মূলধন বিনিয়োগ করে—কোন্‌টাতে বেশী লাভ হচ্ছে কোনটাতে কম লাভ হচ্ছে অথবা লোকসান হচ্ছে—সেটা যাচাই করার একটি বাস্তব মাধ্যম হল এই সুদ-প্রথা। সোভিয়েট রাশিয়ায়ও এই সুদ-প্রথা চালু হয়ে গেছে এবং এই সুদের হার শতকরা ৩ ভাগ থেকে ৮ ভাগের মধ্যে ওঠা-নামা করে থাকে। আর এই সুদ-প্রথা প্রবর্তনের যুক্তিও ঐ একই। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং দুষ্প্রাপ্য যন্ত্র, কাঁচামাল, পুঁজির পূর্ণ সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য এই জরিমানা-প্রথা চালু করা হয়েছে। মোট পণ্যমূল্যের শতকরা ১৪ ভাগ—এই হারে জরিমানা দিতে হবে (fine)।

এই নীতি মেনে নিলে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার-ভিত্তিক অর্থনীতি—আর আসর জমিয়ে রাখতে পারে না;—অথচ কমিউনিষ্ট দর্শন ও অর্থনীতিতে সেইটাই তো মূল কথা। দলের পতাকার নীচে ভীড় জমাবার জন্য এইসব

রাজনীতির অগ্রাধিকার-তত্ত্বের কথা কমিউনিষ্টরা বলবেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে তারাই আবার অবস্থার চাপে লেনিনের পাণ্ডুলিপি 'আবিষ্কার' করে বলবেন সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যুগে 'রাজনীতিকে' হেঁসেল ঘরে ঢুকতে দেওয়া চলবেনা। তার স্থান গোয়ালঘরে। কিন্তু ভারতের মত দেশে যতদিন তারা ক্ষমতায় না আসছেন ততদিন অতি-বাম রাজনীতিই হেঁসেল ঘর থেকে গোয়াল ঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রাধান্য পাবে।

ভারতবর্ষের মার্কসবাদীরা কি এইসব প্রশ্নগুলিকে তলিয়ে বিচার করে দেখেছেন? অন্যান্য দেশের বড় বড় তাত্ত্বিকদের, সোভিয়েট পিতৃভূমির মহা-জ্ঞানীদের কি তাহলে নূতন জ্ঞানোদয় হয়েছে? তাহলে এ দেশেই বা সেই জ্ঞানোদয় হবে না কেন? এদেশের এক একটি সরকারী প্রকল্পে বছরের পর বছর প্রভুত লোকসান হয়ে চলেছে। দেশের রাষ্ট্রনেতা, রাজনৈতিক "বামপন্থী" নেতা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের, সর্ব্বোপরি শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের ভাববার প্রয়োজন কি নেই?

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যাঁরা—তাঁরা বামপন্থী মার্কসবাদী শাস্ত্র থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে খবরের কাগজের ফলাও সার্টিফিকেট নিয়ে—না হলে কাগজ-ওয়ালাদের হুম্‌কী দিয়ে—ফরমাসী রিপোর্ট বা প্রবন্ধ লিখিয়ে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবেন, নিজেরা 'মদ' খাবেন 'জলের' বদলে—দেশবাসীকে 'বিষাক্ত' মদ না পান করে "বিশুদ্ধ" পানীয় জল খেতে বলবেন! (এদেশের এক বিশেষ মালিকশ্রেণী প্রায় সব খাদ্যেই ভেজাল মেশাচ্ছেন এক শ্রেণীর শ্রমিকদের ও স্বার্থপর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সহযোগিতায়; কিন্তু কলিকাতা মহানগরীতে মেহনতী সংগ্রামী জনগণের সভা-সমাবেশে বড় বড় গাড়ীতে করে "বিশুদ্ধ" "পবিত্র" পানীয় জল সরবরাহ করে থাকেন একটি 'সেবা প্রতিষ্ঠান'!)

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যখন কুসংস্কার গোঁড়ামি থেকে নিজেদের মুক্ত করে বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চাইছে—তখন ভারতবর্ষের নেতারা—সেইসব কীট-দষ্ট মার্কসীয় শাস্ত্র থেকে বাছা বাছা বিপ্লবী শ্লোক-স্তোত্র ঘন ঘন উচ্চারণ করে আসর জমিয়ে রেখেছেন—ভোট ও তাঁদেরই তৈরী করা মোহান্ধ ক্যাডার ও স্লোগান-চালিত জনগণের হাততালির দিকে লক্ষ্য রেখে।

আর দেশ স্বাধীন হবার ২৩ বছরের মহান (!) গণতান্ত্রিক পরীক্ষার পরও যে-দেশে ৫০ কোটি লোকের মধ্যে ২৬ কোটিরও বেশী লোক নিরক্ষর সেদেশে এই শাস্ত্রোচ্চারণের মহাকার্যকারীতা অনস্বীকার্য্য যে! তাই এদেশে প্রতিবছর

সমবায়ী প্রকল্পে, রাষ্ট্রায়ত্ত ও 'সমাজতান্ত্রিক' দেশের সহযোগিতায় স্থাপিত 'শিল্পে সীমাহীন দুর্নীতি ও প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার লোকসান হলেও— উদ্বেগের কোন ছাপ নেতা ও কর্মীদের চোখে মুখে মুদ্রিত হয় না। কেননা বেতন মহার্ঘভাতা ওভারটাইম ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে; কয়েক বছর অন্তর বেতন-বোর্ড বা বেতন-কমিশন বসবে—গ্রামের শোষিত কৃষকদের শহর ও শহরতলীর পরিশ্রমকারী নিম্ন মধ্যবিত্ত ও খেটে-খাওয়া শ্রেণীর ও লক্ষ লক্ষ বেকারদের স্বার্থের অবহেলা ও উপেক্ষার বিনিময়ে!

সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় যে-সব যৌথ সরকারী শিল্প ব্যবসায়িক উদ্যোগ ভারতবর্ষে চালু রয়েছে তার অধিকাংশই—লালবাতি জ্বালার উপক্রম করছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও অনুন্নত ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক শোষণের লীলাক্ষেত্র করে তুলতে যেন উদ্যত। সর্ব্বত্র বিপুল লোকসান হবে—তার খেসারত বছরের পর বছর গুণবে দেশের গরীব জনসাধারণ,—কর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বোঝা চাপবে তাদের ন্যুব্জ পৃষ্ঠদেশের ওপর।

ঘন ঘন সঙ্কীর্ণ দলীয় উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট করে,—ধীরে চল নীতি নিয়ে (গো স্লো) উৎপাদন হ্রাস করে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, দেশের গরীবদের ক্ষতি সাধন করে বহাল তবিয়তে কাজ করে যাবেন স্বার্থপর কর্মচারীরা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। বেতন অব্যাহত থাকবে, অফিসে সময়মত হাজিরা না দিলেও, "জ্বালিয়ে ফেলো পুড়িয়ে ফেলো," "মানিনা-মানব না" ও নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক দায়িত্বহীন স্লোগান দিয়ে অচল অবস্থা সৃষ্টি করলে, ঘুঁষ নিলে, দুর্নীতি করলে, দীর্ঘসূত্রতা ও কালহরণ করে জনগণের ক্ষতি করলেও চাকুরীতে কেউ হাত দিতে পারবে না। পেছনে দল আছে—সঙ্ঘবদ্ধতার হুমকী আছে। তার ওপর আছে ঘৃণিত "বুর্জোয়া সংবিধানে" স্বীকৃত বুর্জোয়া-স্বীকৃত আদালতের আশ্রয়, রক্ষণ, রায় ও ইনজাংশন!

ধর্ম্মঘট করলে—বন্ধ-এর ডাক দিলে—সারা দেশের লোক—বিশেষ করে যারা কোনমতে সামান্য দৈনিক রোজগার করে দিন গুজরান করে সেই দোকানদার, হকার, ফেরীওয়ালা—রিকসাচালক—ঠেলাচালক মুটে মজুর—কলকারখানার শ্রমিক, গরীব দোকানদার—প্রত্যেকেই চাপিয়ে-দেওয়া সেই ধর্ম্মঘট ও বন্ধের ফলে দিনের মজুরী-রোজগার থেকে বঞ্চিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো তো সেই দীনহীন দরিদ্রদের দিনের লোকসান পুরিয়ে দেবার জন্য চাঁদা তুলে তাদের বন্ধ-হরতালের দিনের মজুরী পাইয়ে

দেবার ব্যবস্থা করেন না? অথচ সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সরকারী প্রকল্পে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা নিজেদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য ধর্ম্মঘট করলে—ধর্ম্মঘটের দিনে অনুপস্থিতি-জনিত বেতন-কাটা সহ্য করবেন না বলে বিপ্লবী হুমকী দেন। এর চাইতে লোলুপতা আর কি হতে পারে? বামপন্থী নেতারাও এই স্বার্থপর অবৈধ আবদার মেনে নিয়ে নির্ব্বাচনে তাদের ভোট পাবার পথ সুগম করেন।

সংগ্রামের কথা বলা হবে অথচ এক নয়া পয়সাও ত্যাগ করা চলবে না! এর নাম বিপ্লবী আচরণ? কিন্তু অফিসে হাজিরা না দিলেও—তাদের দলীয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধর্ম্মঘটের দিন কাজ না করার জন্য—দেশকে উৎসাহ-ব্যঞ্জক বেতন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু টাকাটা দেবে কে? দেশের সেই কোটি কোটি গরীব জনসাধারণ। এদেশের সরকারী প্রকল্পগুলির অধিকাংশই এই ভাবেই চলে।

ভারতবর্ষে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন দেশের অর্থনীতি 'আই-ডিওলজি' বা রাজনৈতিক মতবাদের বাঁদীগিরি করবে। শিল্প-প্রকল্পে লাভ হচ্ছে—না লোকসান হচ্ছে,—তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না,—দেখতে হবে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ দলীয় মতবাদ প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা। তাঁরা ভাবেন **লাভ-লোকসানের বিচার** একটা ঘৃণিত বুর্জোয়া পদ্ধতি। অথচ ভেবে দেখেন না সকল 'সমাজতান্ত্রিক' দেশই—লাভ-এর বিচারকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের বাস্তব সমস্যাবলির চাপে—পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে জাতীয় অর্থনীতিকে 'রূঢ় বাস্তবের' ছাঁচে ঢালাই করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর যুগের ভোগ্য পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা এই সব দেশ কাটিয়ে উঠতে বিশেষ আগ্রহী এখন। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা—বিভিন্ন বিভাগের উৎপাদন-লক্ষ্য, অগ্রাধিকার আগে থেকে নির্দ্ধারণ করে দিয়ে আদ্যান্ত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করার অপ্রমত্ত ক্ষমতার অধিকারী আর যাতে হতে না পারেন তার জন্য নীচের তলা থেকে চাপ আসছে প্রচুর।

ক্রেতাসাধারণ ও ভোক্তাদের ইচ্ছা-অভিরুচি আজকের অর্থনীতিতে একটি বড় গুণক (factor)। পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতার ফলে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতিতে নূতন নূতন ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ ও লগ্নির

প্রসারতার চাইতে বড় প্রশ্ন রূপে দেখা দিয়েছে নিয়োজিত পুঁজি থেকে লাভ (Return On Capital Investment) বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। উৎপাদন বাড়ছে কিনা সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার প্রবল তাগিদও রয়েছে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়লেই হল না—সেই উৎপন্ন পণ্য বিক্রি হ'ল কিনা তা দেখতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা যদি ক্রেতা সাধারণের ইচ্ছা-রুচি-চাহিদা ও বাজারের পরিস্থিতির সঙ্গে (market conditions) বিশেষভাবে পরিচিত না হন তাহলে কলকারখানায় উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে—আর সেই সব বর্দ্ধিত উৎপন্ন ভোগ্য-পণ্যও সরকারী গুদাম-ঘরেই স্তূপীকৃত হয়ে থাকবে। গোঁড়া মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা এই সব প্রশ্নের তাত্ত্বিক সমাধান উদ্ভাবন করতে না পেরে গোঁজামিল দিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আধুনিক পদ্ধতিগুলিই প্রকারান্তরে অবলম্বন করছে। এরই অপর নাম 'অর্থনৈতিক বাস্তবতাবাদ' বা গালাগালির ভাষায়—'অর্থনৈতিক শোধনবাদ'।

মার্কসবাদী শাস্ত্রীয়-গোঁড়ামি ও স্তালিনবাদী রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা-রক্ষণশীলতা-জবরদস্তিপনা একই বস্তুর দু'টি দিক ব'লে এ যুগের উদারপন্থী মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন। অন্তত সন্দেহাতীতভাবে প্রশ্নটি এই ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, এমন কি স্তালিনোত্তর রাশিয়াতেও। এই জটিল সঙ্কটের সমাধানের লক্ষ্যে একপার্টি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'ল ঃ

(১) রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে (ক) পার্টির নিয়ম-কানুনের সংস্কার সাধন ও গণতন্ত্রীকরণ, (খ) গোয়েন্দাপুলিশ ও গুপ্ত পুলিশী-ব্যবস্থার ওপর দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, অন্তত তাত্ত্বিক ভাবে ;—(গ) গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর প্রাক্-স্তালিনযুগের অপরিসীম নিপীড়ন ও জুলুম করার ক্ষমতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—(ঘ) ভিন্ন মতাবলম্বী ব'লে কেউ গণ্য হলেও তা'র ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি, ইত্যাদি।

কোন মৌলিক সাংবিধানিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন না করে—এই ধরণের কতকগুলি ব্যবহারিক পরিবর্তনের দাবী সোচ্চার হয়েছে। এর ফলে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শাসনকারী কমিউনিষ্ট দলগুলির অপ্রমত্ত প্রভুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বি-স্তালিনিকরণ—অথবা অর্থনৈতিক শোধনবাদ দলের নেতাদের ক্ষমতার বজ্র-মুষ্টি শিথিল করে দিতে সাহায্য করেছে। মনে রাখতে হবে স্তালিনবাদী অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী

যোগ ছিল নিপীড়ন ও জবরদস্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সর্ব্বব্যাপী পুলিশ রাজের।

স্তালিনের জীবদ্দশায় স্তালিনবাদীরা মনে করতেন 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাই' একটা স্বতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নিয়ম (Economic Law)। অবশ্য স্তালিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক থিসীসে সেকথা আর নিজেই মানেন নি। কেন্দ্র-পরিচালিত ও সংগঠিত "প্ল্যানিং বোর্ডের" অর্থনৈতিক সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল সেদিনের স্তালিনবাদী রাশিয়া। 'গস্‌প্ল্যানের' সভাপতি ভজ্‌নেসেন্‌স্কীর—রুশ বুদ্ধিজীবিমহলে খ্যাতি ছিল অসীম। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরই "War Time Economy Of The U.S.S.R In The Period Of The Fatherland War"—এই শিরোনামায় এক পুস্তক রচনা করেন। মহান স্তালিনের উদ্ধৃতিতে ভরা ছিল এই বই। এই বই-এর লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হল। তিনি "স্তালিন পুরস্কার"-ও পেলেন।

ভজ্‌নেসেনস্কী 'প্ল্যানিং বোর্ডের' অর্থ নৈতিক সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। প্ল্যানিং বোর্ড-ই প্রত্যেক জিনিষের দাম স্থির করবে, দেশে প্রতি বছরে কত বাড়ী গাড়ী তৈরী হবে—, কত ইস্পাত তৈরী হবে কত কয়লা উত্তোলন করা হবে, কোন্ কোন্ ভোগ্য-পণ্য কি পরিমাণ তৈরী হবে—সবই স্থির করবে,—এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ। এতসব কথা বলেও একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি "প্ল্যানিং বোর্ডের" নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কিছুটা শিথিল করার (relaxation) এবং শ্রমিকদের পার্থিব উৎসাহ (material incentives) দেবার অনুকূলে মত ব্যক্ত করেছিলেন। এই অপরাধে স্তালিন ভজ্‌নেসেনস্কীকে ১৯৪৯ সালে বরখাস্ত করেন। স্তালিনেব অভিযোগ : ভজ্‌-নেসেন্‌স্কী নাকি পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইছিলেন। ভজনেসেন্‌স্কী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ক্রুশ্চভ, ম্যালেনকভ ও মলোটভকে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করলেন। এঁরা স্তালিনের কাছে ছুটে গিয়ে ওঁর প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য তা'ও বলেছিলেন।

কি হয়েছিল তিন নেতাদের আবেদনের ফলে সেটা অবশ্য জানা গেল ১৯৫৫ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সহরে প্রদত্ত তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের এক ভাষণে। ক্রুশ্চভ বলেছিলেন : সেইদিন দুপুরেই স্তালিনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করলেন। কথা প্রসঙ্গে স্তালিন

জানালেন ভজনেসেন্‌স্কীকে সেইদিন সকালেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
কোন বিচার পর্য্যন্ত হয় নি। ক্রুশ্চভের বক্তব্যটা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

"The three of us Malenkov, Molotov and myself imme diately asked fo· an interview with Stalin and we were received by him a' noon. We stated that we had seen and approved the measures proposed by Voznesensky. Stalin listened to us, and then he said :

"Before you go on, you should know that Voznesensky was shot this morning." [Rise And Fall of Stalin ; By Robert Payne ; P. 654.] নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ক্রুশ্চভ ঐ সভায় বলেছিলেন : "What could we do ? A man was prepared to be a martyr ; but what use it is to die like a dog in the gutter ? There was nothing we could do while Stalin lived." "আমাদেব কিই বা করার ছিল ? শহীদের মৃত্যু বরণের জন্য মানুষ সদাই প্রস্তুত। কিন্তু এভাবে কুকুরের মত মরার কি অর্থ আছে ? স্তালিনের জীবদ্দশায় আমাদের কিছুই করার ছিল না।" এরই অপর নাম জনগণতন্ত্র !

যে-প্ল্যানিং বোর্ডের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করাব দাবী উত্থাপনের অপবাধে এত বড় বিশেষজ্ঞ ও স্তালিন-অনুরাগীকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছিল বিনা বিচারে, আজ সেই রাশিয়ায় 'বিকেন্দ্রীকরণের' দাবীতে বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবিরা সোচ্চার।

মার্কসবাদী অর্থনীতিতে নিস্তালিনিকরণ (De-Stalinisation) ও অর্থ-নৈতিক বাস্তবতাবাদী কর্মসূচীর রূপায়ণ ঘটেছে প্রথম যুগোশ্লাভিয়া-তে। সেখানে গত ২০।২২ বছরের সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি "market socialism"-এর দিকে ঝুঁকেছে। অনগ্রসর অর্থনীতি, কারিগরি দক্ষতা ও কুশলতার অভাব,—পুঁজির দুষ্প্রাপ্যতা, বহিঃজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকার একটা অনিবার্য্য ফলশ্রুতি হল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরমপন্থার অনুপ্রবেশ। যুগোশ্লাভিয়াকে-ও এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে—বিশেষ করে রুশ-নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যখন তাকে সবদিক দিয়ে এক-ঘরে ক'রে রাখার চেষ্টা করেছিল। কতবার পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হয়েছে সেদেশকে—মতবাদের দরিয়ায় কতই না হাবুডুবু খেতে হয়েছে।

১৯৬৫ সালে যুগোস্লাভিয়ায় সুদূর-প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন হয়েছিল। তার মূল লক্ষ্য ছিল: (১) আন্তর্জাতিক বাজারগুলিতে—যুগোস্লাভিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবার পরীক্ষা-প্রস্তুতি, (২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ, অলাভজনক মূলধন বিনিয়োগ ও লগ্নী বন্ধ করা এবং শিল্পোদ্যম ও উদ্যোগ-কে বাজারের সরবরাহ ও চাহিদার প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিকতা অভিমুখী করে তোলা। এর অনিবার্য্য পরিণতিই হল: (১) শ্রমিকদের শিল্পে স্বায়ত্ব-শাসন অথবা অধিক ক্ষমতা প্রদান—এবং শ্রমিক পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলির অপেক্ষাকৃত অধিক ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ, (২) অর্থনীতিতে সরকারী খবরদারী বন্ধ করা, (৩) অতি-উৎকট কেন্দ্র-নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত পবিকল্পনা-প্রথার বিরোধিতা (৪) উৎপাদন খরচের সঙ্গে দ্রব্য-মূল্যের সম্পর্ক স্থাপন, (৫) বহিঃবাণিজ্যকে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অক্টোপাস-বন্ধন থেকে মুক্ত করা, (৬) ভর্তুকী দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার নীতি পরিহার, ইত্যাদি।

যুগোশ্লাভ অর্থনীতি ধাপে ধাপে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষ্যাভিমুখেই এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এই অর্থ নৈতিক সংস্কারের বিরোধিতা করতে ছাড়েননি সেদেশের স্তালিনবাদী উগ্রপন্থীরা, রক্ষণশীলরা; মার্শাল টিটোর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীরূপে প্রচারিত Aleksandar Rancovic-গোষ্ঠীর বিরোধিতার কথা রাজনীতির ছাত্ররা অবহিত আছেন; গণতন্ত্রীদের চাপের মুখে গণতন্ত্রীকরণের নীতি বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে—পরিকল্পনা ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে—ক্রেতা সাধারণেব ইচ্ছা অভিরুচি প্রাধান্য লাভ করেছে, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের ব্যাপক অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে—যা রাশিয়া চীন আলবেনিয়ায় অভিশপ্ত বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খবরদারী যেমন সঙ্কুচিত হয়েছে—তেমনি মূলধন বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও কেন্দ্রীয়করণকে ক্রমশই দেশের ব্যাঙ্কিং-প্রথার ওপব নির্ভরশীল ক'রে তোলা হচ্ছে। ব্যাঙ্কিং সংস্থাকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে—রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণেব লাগাম আলগা করা হচ্ছে। আজ যুগোশ্লাভিয়ায় ব্যাঙ্ক মোটামুটিভাবে স্বয়ংশাসিত সংস্থা রূপে কাজ করছে। ফলে সেইসব শিল্পোদ্যোগ ও শিল্প-সংস্থা উৎপাদন-সংস্থাই বেশী মূলধন বিনিয়োগের টাকা পেয়ে থাকে যে-গুলো বেশী দক্ষতার সঙ্গে ও লাভজনক

ভাবে কাজ করে থাকে। তাই যে-সব সংস্থা দক্ষতার সঙ্গে ও লাভজনক ভাবে কাজ করতে পারছে না তাদেরও নীতি পরিবর্তন করতে হচ্ছে। অকর্মণ্যতা উৎপাদন হ্রাস ও রাজনৈতিক মতবাদ-জনিত গোঁড়ামির জন্য লোকসানের বোঝা সমাজ বইবে কেন? এই অর্থ নৈতিক সংস্কারের অন্যতম ফলশ্রুতি হল ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোট ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি লাভ। দেশের ব্যাঙ্ক এইসব ব্যক্তি-উদ্যোগে চালিত সংস্থাকে সাহায্যও করছে যথেষ্ট। বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সেদেশে যে সব যৌথ কারবার গড়ে উঠছে—ব্যাঙ্ক তাদেরও ঋণ দিয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থাগুলিকে অধিক পরিচালনার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য (Autonomy) দেবার নূতন রুশ-নীতি সম্বন্ধে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিশারদ Professor Ely Devons—The Listner—পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার একটি মন্তব্য মার্কিন অর্থনীতি বিশারদ জন্ কেনেথ্ গল্ব্রেইথ্ তাঁর নূতন বই-এ উদ্ধৃত করেছেন:

"The Russians have learnt by experience that you can not have responsible and efficient action at the level of firm with continuous intervention and instruction from numerous outside authorities. Conflicting instructions from outside give the manager innumerable excuses for failure; waste and inefficiency may result from a serious attempt to run the firm from a distance. Every argument for delegation, decentralization and devolution used in discussions about business administration in the West is echoed although in a different jargon in Russia. And the case for such devolution has been pressed with increasing emphasis as Russian industry has grown and become more complex." [The New Industrial State; By John Kenneth Galbraith].

শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের অগ্রগতির নিয়ম কমিউনিষ্ট শিল্প-রাষ্ট্র আর পুঁজিবাদী শিল্প রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও কারিগরি কোন প্রয়োগ-বিদ্যা, উন্নত টেকনলজির প্রয়োগের ফলে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা স্থানান্তরিত হচ্ছে অনিবার্যভাবে বিশেষজ্ঞদের ও কারিগরি সংস্থার হাতে। মার্কসবাদীরা যদিও

কথা স্বীকার করতে চাননা। তাঁরা মনে করেন : কার্ল মার্কস হলেন অভ্রান্ত ঈশ্বর—দুনিয়ার সব জিনিসই তাঁর বুদ্ধির আয়ত্বে ছিল। মানব সমাজ ও বিজ্ঞান টকে রয়েছে প্রতিনিয়তই সেই সর্ব্বশক্তিমান এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য যেন! কমিউনিষ্ট দেশেও বিকেন্দ্রীকরণের অনুকূলে জোরাল যুক্তি উত্থাপন করা হচ্ছে—তবে ভিন্ন রাজনৈতিক ভাষাব মোড়কে। কেন্দ্র থেকে পরিকল্পিত ও পরিচালিত অর্থনীতিব বিপদ কমিউনিষ্ট নেতারা বুঝতে পারছেন।

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা আজ আর পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এই পথ নিচ্ছে কখনও অর্থ নৈতিক কারণে, কখনও বা সামবিক কারণে। বিকেন্দ্রীকবণ হলেই ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়না। দুইযের মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতাব বিকেন্দ্রীকরণ না করলে অর্থ নৈতিক সংগঠনের সাময়িক বিকেন্দ্রীকরণ—প্রার্থিত লক্ষ্যের অভিমুখে সমাজকে নিয়ে যায না। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা'য় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

'কমিউনিষ্ট' বাষ্ট্র—হাঙ্গেরীব—অর্থনীতিতেও এই ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

"According to the official announcement, the most important changes gradually to be introduced ·····are (i) a new type of planning that will give greater independence to directors of enterprises ; (ii) greater freedom of market through deference to the "spontaneous" working of the law of supply and demand, (iii) a new system of prices and wages based on the co-ordination of national interests with those of individual enterprises ; and (iv) greater emphasis on the development of agriculture." [Hungary : Iron out of Wood,—an Article by Joseph Held—quoting Nepszabadsag (Budapest) May 29, 1929.]

১৯৫৬ সালে ইমরে-ন্যাগী-প্রশাসন ব্যবস্থা হটিয়ে দিয়ে জ্যানোস্ কাডার-এর প্রশাসন যখন চালু হয়েছিল হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ও ফার্স্ট সেক্রেটারী জ্যানস্ কাডার-ও (János Kadar) যুগোশ্লাভিয়া্র মত কেন্দ্রীভূত ও কেন্দ্র-চালিত পরিকল্পনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বিকেন্দ্রীকরণের নীতির পক্ষে মত প্রকাশ

করেন নিজের দেশে। হাঙ্গেরীর অন্যতম অর্থনীতিবিদ—Jozsef Bognar দাম-নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন —

"We are introducing an economic system that will make *comparison* between activities in different sectors of the economy possible, one that *will promote rational economic activity*."

এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের তুলনামূলক বিচারের কথা বলা হয়েছে—এটা সম্ভব হতে পারে না—যদি না বাজারের স্বাভাবিক রীতি বা পদ্ধতি চালু থাকে আর স্বদেশের বাজারের সঙ্গে বহিঃ-বাজারের প্রচলিত মূল্যের তুলনামূলক বিচারও সেই সঙ্গে করতে হবে। তাই দেশের রাজনৈতিক প্রশাসক ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা 'দাম' ইচ্ছামত নির্দ্ধারণ করলে চলবে না। এতে শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পায়না, ক্রেতা-সাধারণ সুবিচার পায় না। যথেচ্ছ দাম-নীতির অনড় বোঝা দেশের জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসে। তাতে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যাহত হয়, বহিঃবাণিজ্যেব বাজাব সঙ্কুচিত হয়—জাতীয় বৈষয়িক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

বৈষয়িক উন্নয়নের পরিমাপের বিচারে নিঃসন্দেহে যুগোশ্লাভিয়া যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে যদিও সনাতন মার্কসবাদী মতবাদেব বিচাবে এই পবীক্ষা অমার্কসীয়। একই কথা পূর্ব্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। হাঙ্গেরী পোল্যাণ্ড পূর্ব্ব জার্ম্মানী রুমানিয়া বুলগেরিয়া—"শোধনবাদী" যুগোশ্লাভিয়ার পরিকল্পনা-পদ্ধতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নূতন মডেল রূপে প্রকারান্তরে অনুকরণ করতে ব্যগ্র।

মার্কসবাদীরা সনাতনী সোভিয়েট ও চীনা ঢং-এর '**কম্যাণ্ড ইকনমি**' ও যুগোশ্লাভ ঢং-এর '**মার্কেট ইকনমি**'-র মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারবেন না। মুখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বললেও নিজের দেশের জাতীয় ও বৈষয়িক উন্নয়নের স্বার্থে অ-মার্কসীয় 'মার্কেট ইকনমির' ভিত্তিকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যাভি-মুখেই এইসব দেশগুলি এগিয়ে চলেছে। 'শোধনবাদী' যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে নয়া-স্তালিনবাদী হাল-আমলের "বিশুদ্ধ" মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দেশগুলি 'বন্ধুত্ব' রক্ষা করে চলতে বেশী আগ্রহী ;—লাল চীনও এই "শোধনবাদী"—"চক্রান্তকারী" "সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর" যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে আজ ব্যগ্র। 'মতবাদ' (Ideology), কি আস্তাবলে-রাখা

পোশাকী ঘোড়া—দেখতে মানানসই, হৃষ্ট-পুষ্ট, বাহারে, কিন্তু পথ চলতে নির্ভরযোগ্য নয় ;, সত্যিই কি তাই ?

সোভিয়েট রাশিয়ায় অর্দ্ধশতাব্দীর পরও শ্রমিকশ্রেণীর শিল্পে, কলকারখানা সরকারী-যৌথ-খামার পরিচালনায় স্বায়ত্বশাসনের কোন অধিকারই নেই—শ্রমিকদের রাষ্ট্রে"—শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত। অথচ 'শোধনবাদী' যুগোশ্লাভিয়ায় শ্রমিকদের জন্য শিল্প পরিচালনা-ব্যবস্থায় 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ("workers' self-government")। পূর্ব্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ আর সোভিয়েট রাশিয়াকে মডেল হিসাবে মনে করেনা,—'শোধনবাদী'—যুগোশ্লাভিয়া আজ তাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় "সমাজতান্ত্রিক সমাজের" মডেল যেন।

ইতিহাসের একটা মূল শিক্ষা এই যে প্রভাব বা 'শক্তি (power) 'সাফল্যের' (Success) অনুগামিনী। সাফল্যের বিচারেই সব কিছুই বিচার হয়, ব্যর্থতার নিরীখেই ব্যর্থ-পরীক্ষার তত্ত্ব কার্য্যকারীতা ও নৈতিকতার মূল্যায়ন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে "মিত্রপক্ষের" হাতে, ভুল হযে গেছে,—রাশিযাব কাছে জার্মানীব পরাজয় ঘটল,—সোভিয়েট বিশারদবা বললেন স্তালিনের সবচেয়ে বড় কীর্তি যুদ্ধ পরিচালনায় সফল-নেতৃত্ব, তাঁর স্বার্থক যুদ্ধ-পরিচালনা, রণ-কৌশল-জ্ঞান এবং খুব অল্প-সময়ে অনগ্রসব রুশ দেশে ব্যাপক ও অভুতপূর্ব্ব শিল্প-সম্প্রসারণ। কী মূল্যে—কত অসংখ্য নিরপরাধ জীবন, কত রক্ত অশ্রু বিসর্জনের বিনিময়ে—এই ব্যাপক দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সাধিত হয়েছিল—সেইসব প্রশ্ন অবান্তর, গৌণ ও নিছক দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার পর্য্যায়েই পড়ে রইল। সমস্ত মূল্যবোধ উপায়-মাধ্যমের শাশ্বত বিতর্ক, আদর্শবা র তর্ককে চির-আচ্ছাদিত করে রাখল যুদ্ধে চোখ-ধাঁধান সাফল্য, বিজয়ীর গ্ল্যামার। হিটলার পরাজিত হলেন ; ইতিহাসের ঘৃণা ধিক্কার কুড়োলেন তাঁর সম্প্রসারণবাদী হিংসাত্মক সর্ব্বগ্রাসী জিঘাংসা ও পররাজ্য লুণ্ঠনেব ঘৃণিত নীতির জন্য। হিটলারও নিজের দেশে প্রভুত বৈষয়িক উন্নয়ন সাধন করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ বেকারদের কর্ম্মসংস্থান করেছিলেন। ইংরেজ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ঔদ্ধত্য ও জার্মান-বিদ্বেষের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। জার্মানীকে চিরক্লীব করে রাখার ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। স্তালিনের নিষ্ঠুর পররাজ্য লুণ্ঠনপনা, নিপীড়ন-নীতি, উগ্র জাতীয় আত্মম্ভরিতা, হত্যা-নীতি—যুদ্ধে সাফল্যের রোশনাই-এ ঢাকা পড়ে গেল। হিটলারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে

তাঁর অনুসৃত নীতি ও উপায়-মাধ্যমের নৈতিকতার বিচার করা হল—কিন্তু স্তালিনের বেলায় তা হলনা। নাথিং সাক্‌সীডস লাইক সাক্‌সেস্, নাথিং ফেলস্ লাইক্ ফেইলিওর।

সেই একই যুক্তিতে আজকের কট্টর মার্কসবাদীরা যুগোশ্লাভিয়ার যত সমালোচনাই করুন না কেন—বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়ার সাফল্যই হবে **যুগোশ্লাভ-ধাঁচের সমাজতন্ত্রের** সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম নীতি—উপযুক্ত কাঁচামাল ও পুঁজির যুক্তি-সঙ্গত সুষ্ঠু নিয়োগ ও ব্যবহার থেকে সর্বাধিক লক্ষ্য পূরণ (maximisation of scoial objectives through rational resources-utilisation)—আজকের মার্কস্‌বাদী অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সোভিয়েট অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ গ্রেগরী গ্রসম্যান্ (Professor of Economics at the University of California, Berkeley)—একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত লিখেছেন:

"The "Socialist world market" in which the European Communist Countries transact about two-thirds of their external trade is after all a *market*. As such it has served as a school, and a very compelling one at that, in which the logic of market relations among socialist entities was inevitably learned by the regimes in question. Among other things they learned in this school that *rational economic decisions can not be based on irrational price structures and that every resource use has its opportunity cost*—elementary verities of economics that all to often have been overlooked by Communist leaders and planners when not subjected to the discipline of the external market and the relentless need to earn foreign exchange." [Economic Reforms —A Balance Sheet; Gregroy Grossman in Problems of Communism – November-December

অর্থনৈতিক সংস্কার-সূচক কর্মসূচী বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করলেও উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণ

জাতীয়করণের নীতি অনুসৃত হয়নি। কারখানার ম্যানেজারের জন্য অধিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেবার অর্থ—সাধারণ নাগরিক ও শ্রমিকদের অধিক স্বাধীনতা দেওয়া নয়। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস (23rd Party Congress) অর্থনৈতিক সংস্কারের কার্য্যক্রম গ্রহণ করল, আবার—রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—অগণতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণ সাবেকী নীতিকে পুরোপুরি পুনঃপ্রবর্তিত করা হল। গণতন্ত্রকে সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করার দাবী কিন্তু স্তব্ধ হয়না। যে-পরিমাণে উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছড়িয়ে দেবার আকাজ্ক্ষা তীব্র হবে সেই পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নূতন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

শিল্পোন্নত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এক পার্টি শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে বহু-দলীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামো তৈরীর আন্দোলন মাথা তুলবেই। মহাবিজ্ঞানী নিউটন-কর্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের মতই রাজনীতির একটি অমোঘ চরম নিয়ম হল : অনগ্রসর, অনুন্নত দেশে 'বিপ্লবের' নামে চাপিয়া-দেওয়া এক নায়কতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে কিছুটা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে বটে,—কিন্তু তা'কে দীর্ঘস্থায়ী ও চিরন্তন করার চেষ্টা করলে ফল বিপরীত হ'তে বাধ্য। অসমাপ্ত ব্যর্থ বিপ্লবের চাইতেও বিকৃত-পঙ্গু খোঁড়া বিপ্লব বেশী বিপজ্জনক। আর একনায়কতন্ত্রী-ব্যবস্থা—স্বল্পমেয়াদী কি দীর্ঘমেয়াদী হবে —সে বিষয়ে জনসাধারণের মতামতের কোনই স্থান নেই।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে দুটি সমাজব্যবস্থার সংঘাত অনিবার্য্য নয়। যে-পরিমাণে বিবদমান দুটি ব্যবস্থার মধ্যে 'কন্‌ভারজেন্ট টেনডেন্‌সী'-গুলি পরিস্ফুট হবে—সেই পরিমাণে দুই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংঘাতের অনিবার্য্যতার তাত্ত্বিক ভিত্তিও শিথিল হয়ে আসবে।

আধুনিক শিল্প-রাষ্ট্রে টেক্‌নলজী ও শিল্প-সংগঠন ব্যবস্থা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা থেকে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র'ও—মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মত— "গণতন্ত্র" এই মন্ত্র উচ্চারণ করার দাবীতেই 'গণতন্ত্র' বলে গ্রাহ্য হবে না। গল্‌ব্রেইথ লিখছেন :

"......democratic socialism like vintage capitalism is the natural victim of modern technology and associated organisation and planning"......

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের—যেমন ইংলণ্ডে—বড় বড় সরকারী সংস্থায়—পাবলিক

কর্পোরেশন-এ জনগণের কোন নিয়ন্ত্রণ-ই নেই। বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসকরাই সেইসব সংস্থার সামগ্রিক পরিচালনার অধিকারী। কাগজে-কলমে তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে সংস্থাগুলি সরকারী—অর্থাৎ জনগণের—অথচ নিয়ন্ত্রণ ও আসল ক্ষমতা—জনগণের কেন—এমন কি জনগণের প্রতিনিধিদেরও তথা পার্লামেন্টের সভ্যদেরও নেই। সমস্ত ক্ষমতা পরিচালক-মণ্ডলীর হাতে। পাবলিক ওনারশিপ ও পাব্লিক কন্ট্রোল তাই একজিনিষ নয়। জাতীয়করণ হলেই জনগণের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কায়েম হয় না। শ্রীমতী গান্ধী-ও তাঁর বামপন্থী 'পরামর্শদাতারা' এদেশের স্লোগান-আশ্রয়ী বামপন্থীরা সম্ভবত মনে করেন গলাবাজিই—যুক্তি ও তথ্যের স্থান নেবে। গল্‌ব্রেইথ আরও বলেছেন :

"For most socialist the purpose of socialism is *control of productive enterprise by the society.* And for democratic socialists this means the legislature. None, or not many, seek socialism so that power can be exercised by an *autonomous* and *untouchable* corporation and this is as it must be." অথচ সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্র চান এই জন্যই যে-সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজেরই নিয়ন্ত্রাণাধীন হবে। সমাজতন্ত্র কি তাঁরা এই জন্য চান যে বড় বড় সরকারী উৎপাদন সংস্থাগুলি সত্যি-সত্যিই জনগণের দেখাশুনা নিযন্ত্রণের বাইরেই থেকে যাবে? একদলীয় রাষ্ট্রে পরিকল্পনা-সংস্থা (Planning Board) ও শাসনকারী দল এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে—ধরা-ছোঁওয়া অনুশাসন-নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থিত সরকারী স্বাধীন-সংস্থাগুলি—জনগণের মাথার ওপর বসেই—সবকিছু চালাবে। [The New Industrial State—By K. Galbraith]

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য-প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হয়ে উঠছে—তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য জনমত সংগঠিত ও সোচ্চার হয়ে উঠছে। সমাজতন্ত্র যেমন গণতন্ত্র-মানবতাধর্মী হয়ে উঠতে চাইবে,—গণতন্ত্রও তেমনি শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সাম্য-ধর্মী হয়ে বিকশিত হতে চাইবে। এক-কে বাদ দিয়ে অপরের পূর্ণতা নেই—রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র—একটি অপরটির পরিপূরক। দুয়ের সমন্বয়েই সভ্যতার পরিপূর্ণতা।

আঠাশ

সমাজতান্ত্রিক সমাজেও নূতন ধরণের স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়,—যেমন সহর ও গ্রামের সমস্যার সমাধানে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন; কৃষির সঙ্গে ভারী শিল্পের, ভারী শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের, দক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে অদক্ষ শ্রমিকের, কায়িক শ্রমিকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবি উচ্চ-বেতনভুক অশ্রমিক কর্ম্মচারীর সম্পর্ক, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের, উৎপাদক শ্রমিকের সঙ্গে অনুৎপাদক অ-শ্রমিক কর্ম্মচারীর সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ইত্যাদি। একটি সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের ক্ষমতা দখলের দাবীসূত্রেই দেশটা 'সমাজতান্ত্রিক' হয়ে যায় না। আর এইসব জটিল সমস্যার সমাধানও হয়ে যায় না—কোন দেশ 'সমাজতান্ত্রিক' বলে ঘোষণা করলেই।

রাশিয়ার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর সে দেশে যৌথ কৃষি খামারের কৃষি-শ্রমিকদের জন্য সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বনিম্ন বেতন নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির সুযোগ-সুবিধার আওতায় এদের আনা হয়েছে। স্তালিন বাধ্যতামূলক যৌথ কৃষি খামার প্রবর্তন করেন ১৯২৮ সালে। তার পর এই সামান্যতম সুযোগ গুলির ব্যবস্থা করতে ৪০ বছর কেটে গেছে। 'কৃষি-শ্রমিকরা' এতদিন এভাবে অবহেলিত হল কেন? আর ইত্যবসরে সহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবনের মান সুযোগ সুবিধাও অনেক বৃদ্ধি পেল। পরিণতি: সেই বৈষম্য—অসাম্য।

সমাজের অন্তর্নিহিত সংঘাতগুলো দূর করে সহযোগিতার পথ ধরে এগুতে হবে—ঘৃণা-হিংসাকে পুঁজি করে নিশ্চয়ই নয়, লাভ-লোকসানের হিসেব-নির্ভর বিবেচনা নয়, সৌভ্রাতৃত্বের স্বতঃপ্রণোদিত নিঃস্বার্থপর অনুশীলন, পরের জন্য বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত্যাগের মানসিকতা, মানব-প্রেম ও শুভ-বুদ্ধির উন্মেষের মধ্যে দিয়েই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ, সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালবাসার অমৃত।

সমাজকে যে নূতন করে গড়তে চাইবে সে হবে স্বার্থত্যাগী, সাম্যের শাশ্বত আদর্শে অটুট বিশ্বাসী, পরার্থপরতার অভিমুখে আপনা থেকেই স্বতঃ-

প্রণোদিত ভাবে সে ধাবিত হবে। 'পেশাদারী বিপ্লবীর' পার্টি-প্রদত্ত পোষাক পড়লেই শ্রেণী স্বার্থ-বর্জ্জিত পরহিতব্রতী উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হয়না কেউই। সেটা আবার ভজন ভজন কেতাব পড়েও হয় না। জনতার মধ্যে থেকে জনগণের প্রকৃত বিনম্র নির্ভিক সংগ্রামী সেবক হয়েই—প্রতিদিনের কাজ-আচরণের মধ্যে দিয়ে—ছোট ছোট পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে—পরার্থপর মানবতা-ধর্ম্মী—সাম্যবাদী চরিত্রের পরীক্ষা হয়। ছোট ছোট পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারেনা, বড় পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হবে কি করে?

যেখানে স্বার্থপরতা, যেখানে লোভ, অপরকে বঞ্চিত করে নিজের থলি ভর্ত্তির প্রবণতা, যেখানে দম্ভ—তা সে অর্থেরই হোক অথবা পাশব শক্তিরই হোক—তার বিরুদ্ধে মানবিকতার আদর্শ নিয়ে রুখে দাঁড়ানই বিপ্লবীর ধর্ম। হিংসোন্মত্ততার নেশায় আচ্ছন্ন রক্ত চক্ষু কাপালিককে —বিপ্লবীর আসনে বসান চরম মূঢ়তা। সৃষ্টির ধারা—আনন্দের উৎসকে অব্যাহত রাখার জন্যই বিপ্লবীকে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে গ্রহীষ্ণু মন নিয়ে চলতে হবে সমন্বয়-ধর্ম্মী আদর্শ সামনে রেখে। সেখানে কোন বিদ্বেষ বা গোঁড়ামির স্থান নেই।

এক যুগের বিপ্লবীরা পরিবর্তনের স্রোত আগলিয়ে বাধা রচনার চেষ্টা করেন বলেই তাঁদের সরিয়ে দেবার লড়াই সুরু হয়—নূতন যুগের বিপ্লবীদের দিয়ে। কোন বিপ্লবীদল মৌড়সী পাট্টা নিয়ে দুনিয়ায় আসে না। আর তার বিপ্লবীয়ানার বিচার হবে কাজ ও আচরণের দ্বারা—কোন বিপ্লবী শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সেদল কাগজে কলমে কতটা অনুরাগী তার বিচারে আদৌ নয়। এইখানেই রাজনৈতিক বিরোধীতা করার অধিকারের ও গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

যেখানে বিরোধিতা নেই—সেখানে 'বিপ্লবী'দল বা গোষ্ঠী একটি সম্ভোগবাদী সুবিধাবাদী কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠীর অপর নাম। বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখার নামেই গদী আঁকড়িয়ে থাকার জন্য ছলনা-প্রবঞ্চনা জিঘাংসার শরণ নেয়—সেই নয়া 'নন্দলালের' দল। বিপ্লবীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই—কর্ম্মচারী-পুলিশ-আরদালি-অফিসার-মিলিটারীর সেলাম বা ক্যাডারদের লাল সেলাম' রেডিও বা খবরের কাগজের সার্টিফিকেট পেলেই বিপ্লবের কাজ শেষ হয়ে গেল যেন। নূতন দ্বন্দ্বের সূচনা হবেই সমাজ বিবর্তনের অন্তর্নিহিত শাশ্বত নিয়ম অনুযায়ীই। কার্ল মার্কস সমাজ বিবর্ত্তনের অন্তিম বা উপান্তিম কথা বলার অধিকারী নন—আর তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল না অপর কোন মনীষিরও নেই। তাঁর কল্পিত 'স্থিতি'

থিসীস) 'প্রতিস্থিতি' (এ্যান্টি থিসীস) যে 'সিনথিসীস' বা সমন্বয়ের সৃষ্টি করবে সেই সমন্বয় যে আর কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেবে না—তার গ্যারান্টি কি? নৈষ্ঠিক সংস্কারবাদী ভক্ত-সুলভ মন এই কথা মেনে নিতে পারে। কিন্তু বিশ্বের অনন্ত গতিশীলতা, মানুষের অসীম সৃজনী প্রতিভা ও সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসী কোন যুক্তিবাদী মানুষ একথা মেনে নেবেন কি করে? নূতন সংঘাত দ্বন্দ্ব থাকলে—তার সমাধানও সেই সমাজকে আবিষ্কার করতে হবে। সমাধানের কোন বাঁধা-ধরা ফর্মুলা নেই।

পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মাধ্যম বিনষ্ট হলে হিংসারই পথ উন্মুক্ত হবে। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মৌল অধিকার ও গণতান্ত্রিক সার্ব্বজনীন পদ্ধতিকে অলঙ্ঘনীয় করলেই গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। সমাজতন্ত্রীদের এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে গণতান্ত্রিক আদর্শকে সম্পূর্ণ-ভাবে সাম্যবাদী ভাবধারার অঙ্গীভূত করেই।

প্রকৃত সমাজবিপ্লবীর ধর্ম—বিপ্লবোত্তর যুগেও—রাষ্ট্রে 'বিরোধীতা' করার মতন মানুষ তৈরীর পরিবেশ ও প্রত্যক্ষ সুযোগ সৃষ্টি করা। তবেই তো "বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক" একথা বলা সার্থক হবে। বিপ্লবীর ধর্ম ভাঙচুর করার মানুষ তৈরী করা নয়—তার কর্তব্য "নূতন মানুষ"—সৎ, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভিক নির্লোভ নাগরিক—তৈরী করা। রাজনৈতিক দল হবে সেইরূপ মানুষ তৈরীর কারখানা।

কার্ল মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বড় ত্রুটি হিসাবে মানুষের তথা নাগরিকদের সমাজ থেকে 'বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা'-র কথা বলেছিলেন (Aliena-tion)। কিন্তু এই 'বিচ্ছিন্নতার' অভিশাপ সকল আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। কমিউনিষ্ট শিল্পোন্নত রাষ্ট্রেও নাগরিকরা বড় নিঃসঙ্গ, বড়ই একাকী বোধ করে থাকে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও প্রশাসনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা অনুভব করে না সে। সবাইকে আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধে রাখার মত কোনই আত্মিক শক্তি বা ভাবাদর্শ নেই সে রাষ্ট্রেও। মানুষ যেন নিছক অসহায় দর্শক, (onlookers) প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও সে নিঃসঙ্গ, উদ্বেগ ও যন্ত্রণা-কাতর। এই অসহনীয় একাকীত্বের দুঃসহ অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য চাই নূতন জীবন-দর্শন—নূতন মূল্যবোধ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় প্রয়োজন : "নিঃস্বার্থ প্রেম-সম্পন্ন মানুষ—নিষ্কাম কর্ম প্রেম চরিত্র বলে সে জয়ী হবে সর্ব্বত্র। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।"

যুদ্ধ অনিবার্য্য নয়। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু

বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই যার জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবেই। আবার আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অথবা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যুদ্ধ না হবারও কোনই গ্যারান্টি নেই। গোটা বিশ্ব থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের, বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বিলুপ্ত হবে না যতদিন না সকল দেশ—আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ-ধর্ম্মী উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে অবিভাজ্য মৈত্রী বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সংস্থার চরম কার্য্যকারীতায় বিশ্বাসী হচ্ছে (Supra-national solution), সর্ব্বপ্রকার হিংসা-হানাহানির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ রচনা না করছে।

গোটা বিশ্ব যদিও বা কেবল 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র নিয়েই গঠিত হয় তবুও—সেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্ব কোন্ দেশের হাতে থাকবে, বিভিন্ন পরিস্থিতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন কি ভাবে হবে,—সমাজতন্ত্র অথবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ কিরূপ হবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে,—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্ভাব্য বিরোধের নিষ্পত্তি কি পদ্ধতিতে হবে, এক বা একাধিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেইসব সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সেই বিক্ষুব্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি করবে—এই সব ও আরও বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকবে, থাকা স্বাভাবিক।

সমাজতন্ত্র কোন আসমান থেকে নেমে-আসা যাদুকরের আশ্চর্য্য প্রদীপ নয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-রাষ্ট্র-সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় কোথায় স্থাপিত হবে—"ইউরোপীয়" রাশিয়ায়, চীনে,—না ভারতবর্ষে, না আফ্রিকায়—কোন উন্নত না অনুন্নত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে? "তৃতীয় আন্তর্জাতিকের" (কমিণ্টার্ণ) কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় মস্কোয় স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে। প্রখ্যাতা জার্ম্মান কমিউনিষ্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গের আপত্তি ও হুঁশিয়ারী আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট রাজনীতির অন্দর মহলের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন। লুক্সেমবুর্গের আশঙ্কা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। আগামী দিনেও এই ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না—তা কে, বলতে পারে? চীন-রাশিয়ার দ্বন্দ্ব,—চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়ার প্রতি 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়ার আচরণ কি যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নয়?

অনেকে বলেন বিশ্বযুদ্ধ 'বিপ্লব' আনবে—আর না হয় বিপ্লব 'যুদ্ধকে'

ঠেকাবে। একথা কিন্তু মেনে নেওয়া শক্ত। বিশ্বযুদ্ধ পরিবর্তন আনে—বিপুল পরিবর্তনও বটে,—অতীতেও এনেছে। 'বিপ্লব'ও হয়েছে, 'প্রতিবিপ্লব'-ও হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে হাঙ্গেরী, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ইতালীর ইতিহাস প্রনিধানযোগ্য। যুদ্ধে হাঙ্গেরীর কমিউনিষ্ট নেতা বেলাকুন-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বল্পকালীন ডিক্টেটরশিপের কি পরিণতি হয়েছিল ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন। যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাজ করা এক জিনিষ, আর বিশ্ব-যুদ্ধ 'বিপ্লব' আনবে একথা সুনিশ্চিত করে বলা সম্পূর্ণ আর এক জিনিষ।

যুদ্ধ বিশেষ ক্ষমতা গোষ্ঠীকে কোন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে সাহায্যও করে থাকে, সত্যি কথা। এই ক্ষমতা দখলকে 'বিপ্লবের' আখ্যাও দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯১৪-১৯, ১৯৩৯-৪৫ এর যুদ্ধের পর রণশাস্ত্রে ও অস্ত্র বিদ্যায় (weapons technology) প্রভুত পরিবর্তন হয়েছে। বোতাম-টেপা আনবিক যুদ্ধের যুগে বিশ্বযুদ্ধ কখনই আকাঙ্খিত বিপ্লব আনে না। যাদের জন্য বিপ্লব—যুদ্ধের প্রথম কয়েক ঘণ্টাতেই তাদের অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যে-সংখ্যালঘিষ্ট শ্রেণী কোনক্রমে বেঁচে রইবে তাদের কল্পিত "সুন্দর ভবিষ্যতের" জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠকে ধ্বংস করার অনুমতিই বা কোন্ নৈতিক বা ডায়েলেকটীকের নিয়মে মিলবে ?

বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বিপ্লবের কোন কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নেই। আবার 'বিপ্লব' 'বিশ্বযুদ্ধ' ঠেকাবে একথার পেছনেই বা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ কি আছে ? রুশ ও চীনের, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' তো এই দুই দেশের মধ্যে অচ্ছেদ্য মৈত্রীর ভাব জাগাতে সাহায্য করল না ? কেন ? কেনই বা দুই দেশ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ? 'সমাজ-তান্ত্রিক' দেশও পররাজ্য আক্রমণ করতে দ্বিধা করে না। ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে। সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই মানুষের আদর্শ। সহাবস্থানের বিকল্প সহমরণ, সহ-ধ্বংস। যুদ্ধ-মুক্ত পরিস্থিতিতেই বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমকে বাঁচান সম্ভব এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের অনুশীলন সম্ভব।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্তাক্ত সংঘর্ষও অনিবার্য্য নয়—বিশেষ করে যখন সমাজবাদী দেশগুলিকে পুঁজিবাদের সাহায্য নিয়ে চলতে হচ্ছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণও করতে হচ্ছে অবস্থার চাপে। আর সেই প্রলয়ঙ্করী বীভৎস গণ-ভ্রাতৃহত্যার মরণোৎসব—শোষণমুক্ত স্বাধীন মানুষের

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথও উন্মুক্ত করে দেয় না। কোন প্রাকৃতিক বা অমোঘ নিয়মে যুদ্ধ হয় না, হতে পারে না।

যুদ্ধ মানুষেরই সৃষ্টি—কি পুঁজিবাদী বুর্জোয়া পন্থী কি মার্কসবাদী-সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রের গেরুয়া পরিধান করলেই সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য আসে না। মানুষ যেমন যুদ্ধ লাগিয়েছে সেই মানুষই আবার যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। মানুষই তো চরম গুণক। মানুষের মনেই যুদ্ধের বীজ সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাই সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইটাও যুদ্ধবাদী মনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে সকল দেশের মানুষকে।

মানুষের অস্তিত্বই তার চেতনা-চিন্তা-ভাবনার চরম নিয়ামক নয়। তার চেতনা, সঙ্কল্প, আইডিয়ার অনুরাগই, তাকে তার অস্তিত্বের ও পরিবেশের বন্ধনকে ছিন্ন করতে প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণার বলেই, উর্দ্ধ অভীপ্সা মহৎ স্বপ্নের টানেই মৃত্যুঞ্জয়ীর দল যুগে যুগে পরের মুক্তির জন্য, মহৎ সৃষ্টির জন্য আঁধারের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাঁরাই সত্যের, আলোকের ও জ্যোতির সাধক।

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ও অনিবার্য্য বা অবশ্যম্ভাবী নয়,—যেমন ডায়েলেকটীকের অমোঘ নিয়মে ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসও অনিবার্য্য নয়। সাম্যবাদী সমন্বয়ধর্ম্মী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস কঠোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে, তাকে রূপায়িত করার মানুষ ও কর্ম্মী তৈরী করতে হবে বিপুল সংখ্যায়। সাফল্য ও বিনাশের মূলে রয়েছে মানুষ ও তার সচেতন নিরলস প্রয়াস। আপনা থেকেই পুঁজিবাদ লয়-প্রাপ্ত হবে না—বিশেষ করে যখন আধুনিক যুগের 'সমাজতন্ত্র' পুঁজিবাদী টেকনিক ও কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার আপনা থেকে কোন ঐতিহাসিক নিয়মেও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়-নিশান উড়বে না।

মনুষ্য সমাজের প্রগতি অনিবার্য্যও নয়, এক রৈখিক একটানা বা ক্রমাগতও নয়। কোন প্রাকৃতিক বা অমোঘ নিয়মে সমাজ শোষণ-পীড়ন-অবিচার—মুক্ত হয় না। তার জন্য চাই উদার উন্নতমনা মানবপ্রেমিক বীর মানুষের দল "large breed of resolute men"—যাঁরা ত্যাগী, সাধকের মন নিয়ে, দেশ ও সমাজ গড়ার ব্রত নিয়ে, জনসাধারণকে বলবেন: "ওঠো, জাগো, তোমার বরণীয় প্রাপ্য বুঝে নাও।"

গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের বৃক্ষ ফলপ্রসূ তখনই হবে যখন দেশের মানুষ সেই

বৃক্ষকে নিজহাতে রোপণ করে, অসীম ত্যাগ ও রক্তের ধারায় তার মূলদেশকে সিক্তিত করে, জাতির সামগ্রিক সচেতনতা শৌর্য্য বীরত্বের সদা-জাগ্রত প্রহরায় তাকে রক্ষা করে। অন্য দেশ থেকে কোন নেতা বা দল সমাজতন্ত্রের বৃক্ষ এনে আর এক দেশের মাটিতে রোপণ করলেই সে বৃক্ষ স্বাভাবিক ভাবে প্রাণ পেয়ে পুষ্প-শাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে না। সমাজতান্ত্রিক ফলও প্রসব করে না।

আধুনিক বিজ্ঞান, প্রয়োগবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান বিস্তারের জন্য রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। গণতন্ত্রকে এড়িয়েও যে দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন—কারিগরি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল প্রসার সম্ভব,—সেটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নাৎসী জার্ম্মানী, বলশেভিক রাশিয়া। অবশ্য কার্ল মার্কস বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুতে 'গণতন্ত্র' একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। কিন্তু লেনিন সে পথ পরিহার করেছিলেন। লেনিনের উক্তি ও আচরণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দারুণ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার উল্লেখ্য।

রুশ বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্ত অবধি সেদেশেব বিপ্লবীরা সেদেশেব জন্য 'গণপরিষদ' (Constituent Assembly) দাবী করে আসছিলেন। লেনিন নিজেও সেই গণপরিষদ আহ্বানের দাবী ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকেই করে আসছিলেন। অথচ 'নভেম্বর বিপ্লবের' পর যে-মুহূর্তে তিনি দেখলেন নির্ব্বাচনে তিনি ও তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পাবেননি—তিনিই সেই সদ্য-নির্ব্বাচিত 'গণ-পরিষদ' ভেঙে দিলেন। নির্ব্বাচনে উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। নির্ব্বাচনে জয়ী কয়েকজন প্রথম-সারির সোস্যালিষ্ট রেভল্যুশনারী দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। অনেক নেতা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মগোপন করলেন।

১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসে সদ্য-নির্ব্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে 'গণপরিষদের' অধিবেশনের আয়োজন করছিলেন সোস্যালিষ্ট রেভলুশনারী ও 'মেনশেভিক দলের' সদস্যরা। কর্ম্মসূচীও তৈরী হয়ে গেল, প্রগতিশীল জনকল্যাণধর্ম্মী আইনের খসরাও রচিত হল। পুনঃপুন স্থগিত রাখার পর ১৯১৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী গণ-পরিষদের অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে গেল। কিন্তু এক চরম অগণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করে লেনিন সেই অধিবেশনকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯শে জানুয়ারী সেনাবাহিনীর (জার আমলের বুর্জোয়া সেনাবাহিনী) সাহায্যে গণ-পরিষদের প্রবেশ-পথ অবরোধ করা হল

(Tauride Palace)। ঐ একই দিনে একটি বিশেষ ডিক্রী জারী করে সদ্য নির্বাচিত 'গণ-পরিষদ' বাতিল করে দেওয়া হল। মেশিনগান-রাইফেলের গুলি, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও সেনাবাহিনীর মারের মুখে স্তব্ধ হল "গণ-পরিষদ দীর্ঘজীবি হোক" আওয়াজ, স্তব্ধ হল গণতন্ত্রের মৌল দাবী। পেট্রোগ্রাদ-মস্কো সহরের পথে পথে যে শ্রমিকদের দল মিছিল করেছিল 'গণ-পরিষদের' সমর্থনে—গুলির মুখে তাদের দেহ লুটিয়ে পড়েছিল।

লেনিন সুচতুরভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়ে সোভিয়েট-প্রথা বা তথাকথিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ওপর বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক নির্বাচনী-ব্যবস্থার মধ্যে নতুন বিপদের বীজ লুকানো আছে আশঙ্কা করতেন। কেন না নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বা শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিরা তো "পেশাদারী বিপ্লবীদের" নিয়ন্ত্রণাধীনে চির-নাবালক হয়ে থাকতে চাইবে না।

এ ব্যাপারেও লেনিনের বক্তব্য ও আচবণের মধ্যে যথেষ্ট সংঘাত ছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন রাশিয়ায় 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' প্রয়োজন। অবশ্য এ বিষয়ে ট্রট্স্কী ও সোস্যালিষ্ট রেভলুশনারীদের ভিন্ন মত ছিল। প্রশ্ন: বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (যেমন 'গণপরিষদ') এবং মূলত 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে' নির্মূল করে কিভাবে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব? লেনিনের উপরি-উল্লিখিত মনোভাব ও আচরণের সঙ্গে কি নিম্নে উদ্ধৃত উক্তির —"Whoever approaches socialism by any other path than that of political democracy will inevitably arrive at absurd conclusions."—কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? গণতন্ত্রকে বর্জন করে সমাজতন্ত্রের সাধনা—শোচনীয় দুর্গতির অভিশাপই ডেকে আনে সমাজের জীবনে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

মার্কস পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সীমাবদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের মারাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই কেন্দ্রীকরণের নীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সকল 'ক্ষমতাই'—এই নিয়মের বশীভূত কিন্তু। 'রাজনৈতিক ক্ষমতাও' এই ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মার্কসীয় তত্ত্বে এই রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়নি। 'অর্থনৈতিক ক্ষমতা' কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে পুঁজিপতিরা আইন আদালত বিচার ব্যবস্থা—শিক্ষা সংস্কৃতি সব

কিছু নিয়ন্ত্রিত ও কুক্ষিগত করে থাকে, বলা হয়। কিন্তু 'রাজনৈতিক ক্ষমতার' সম্পূর্ণ অধিকারী যারা বা যে-দল তারা বা সেই দল দেশের শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, কর্ম্মসংস্থান, সাহিত্য, বিজ্ঞান-কলা সবকিছুই নির্ম্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে—আরও বেশী করে ক্রূরভাবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন—"Economic power is...... not primary but derivative"—অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক ক্ষমতা'—আদি বা মুখ্য ক্ষমতা নয়—ওটা গৌণ শক্তি মাত্র। বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ্ বলেছেন, ক্যাপিট্যালিষ্টরা,—যেমন রক্‌ফেলার, কেনেডি, হ্যারীম্যান পরিবারের লোকেরা—বিপুল অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও—সত্যিকারের ক্ষমতা অর্জনের জন্য—রাজনীতিতে এসে থাকেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী না হলে কোন কিছুই যেন করা যায় না; "......the Capitalist the ancient target of Socialist suffers from same exclusion and must, like Rockefellers, Kennedys and Harriman go into politics in order to have power". (K. Galbraith) এদেশের বিড়লারাও বিপুল অর্থ নৈতিক শক্তির মালিক হয়েও, রাজনৈতিক মুরুব্বী খুঁজে বেড়ায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের 'লবি' তৈরী করে।

অর্থনীতির ঠুলি পরে রুটি-মাখনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্তনের বিচার বিশ্লেষণ ভ্রান্ত—যেমন ভ্রান্ত ও অসমর্থনযোগ্য—ফ্রয়েডের 'লিবিডোর' চশমা দিয়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ করতে যাওয়া—এমন কি জননীর সন্তান-স্নেহও।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা একপেশে হতে বাধ্য। আজকের দুনিয়ায় ইতিহাসের সামরিক ব্যাখ্যা বরং আরও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে (Military Interpretation of History)। বন্দুকের নলই নাকি ক্ষমতার উৎস! অর্থনীতিকে একটা স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম বিজ্ঞান-তত্ত্বরূপে দাঁড় করানটা নেহাতই অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। আর সেই তত্ত্বকে পথ প্রদর্শকরূপে মনে করাটাও ভুল। সমাজের চলার পেছনে বহুবিধ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত কাজ করছে—অর্থনীতি তার মধ্যে একটি বড় শক্তিমাত্র। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন:

"Economics as a separate science is unrealistic and misleading if taken as a guide in practice. It is one element—a very important element, it is true—in wider study, the

science of power." [Power ;—By Bertrand Russel, P. 189].
ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত। ইতিহাসের কোন একদেশদর্শী ব্যাখ্যাই প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটন করেনি—মার্কসবাদও নয়।

বিজ্ঞান কারিগরিজ্ঞান—উন্নত আধুনিক টেকনলজি যে-আধুনিক শিল্পরাষ্ট্র সৃষ্টি করে থাকে সেখানে কারিগরি শক্তি একটা মস্ত শক্তি। এই শক্তি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ও দায়িত্বহীনও বটে। শাসক শ্রেণী যখন এই নৈর্ব্যক্তিক অনিয়ন্ত্রিত দুর্বিনীত শক্তির পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে তখন সে-সমাজে গণতন্ত্র স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক আত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় অবশ্যই ঘটে—মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেমন বাড়ান যায়—তেমনি আবার বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান ও শক্তির বলে নাগরিকদের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকার অতি সহজেই হরণ করা যায় আধুনিক রাষ্ট্রে—কি পুঁজিবাদী—কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা উন্নত টেকনলজি মানুষের স্বাধীনতাকে সৃষ্টিধর্মী ও সার্থক করবে—না তাকে নূতন দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধবে—সেটা নির্ভর করবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যাঁরা হবেন তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন, নৈতিকতাবোধ ও মনুষ্য সমাজের ওপর।

সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও তাই রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কি সাবেকী 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' কি মার্কস্‌বাদ—দুই ব্যবস্থাই এই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও বশীকরণ চেয়েছিল। দুই-ই ব্যর্থ হয়েছে। কেননা 'বুর্জোয়া' গণতন্ত্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক. ক্ষমতাকেই সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল—স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবকে প্রতিহত করার জন্য—অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে নয়। মার্কসবাদ—কেবলমাত্র 'অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে' নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল—পুঁজিবাদী শোষণ বন্ধ করার জন্য।

কিন্তু দুই শক্তিকেই একত্রে একই সঙ্গে সংযত নিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্বসাধারণের বশীভূত করার চেষ্টা হয়নি বলে দুই ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়েছে। আর এই দুই শক্তিই যখন একই হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পরিচালিত হয়—তখন এক ভয়াল পরিস্থিতির সূচনা হয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাই বলেছেন একই সঙ্গে এই দুই শক্তির নিয়ন্ত্রণ, বন্টন ও বশীকরণ একান্ত প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়: "Without a combination of both nothing approaching to a solution of the problem is possible" (Power ; P. 298) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই এগুতে হবে।

সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন একটি দেশে মুক্তির সাধনা ইতিহাসে সফল হয় নি। পরস্পর নির্ভরশীল দুনিয়ায় সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে দিয়েই মুক্তি মৈত্রী শান্তি সহনশীলতার সাধনা মানব সমাজকে করতে হবে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্বজনীনতার, গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, জৈবিক মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয় সাধন করার রাষ্ট্রীয় সাধনার পথে পা বাড়াতে হবে। কোন মতবাদের ঔদ্ধত্য সঙ্কীর্ণতাবোধ বাধা রচনা করে দাঁড়াতে পারে না। বিশ্বমানবের দেওয়াল-প্রাচীর-গণ্ডী-বিহীন অতিথিশালায় আন্তর্রাষ্ট্রিক মানুষের মিলন-ক্ষুধা একটি চিরন্তন ক্ষুধা। দেশ-হিতৈষণার সাধনা এবং জাতি-রাষ্ট্রের উন্নয়ন আলোকপ্রাপ্ত স্বদেশহিতৈষণার পথ বেয়ে, জাতির গণ্ডী-সীমানা ডিঙিয়ে অনৈক্যের গহ্বরের ওপর মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্বের ছোট ছোট অসংখ্য মিলনের সেতু রচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত ভারতীয় কৃষ্টি দর্শন ও শাশ্বত বাণীর নিত্য সাধক ও বাহক হয়ে আমরা সকলেই যেন বলতে পারি সমস্ত অন্তর দিয়ে :

> "হে চিরকালের মানুষ, হে সকল
> মানুষের মানুষ, পরিত্রাণ করো
> ভেদ-চিহ্নের তিলক-পরা সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।"

সমাপ্ত